CONTENTS

WEDNESDAY, JULY 12, 2000

THURSDAY, JULY 13, 2000

FRIDAY, JULY 14, 2000

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 12th July, 2000, Wednesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, the Chief Minister the Deputy Speaker and 16 Ministers and 37 Members.

Qnestions & Answers

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার-৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার-৩।

প্রশ্ন

১। আগরতলা রিজিওনাল ইনষ্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীতে ডি ফার্মা কোর্সে প্রশিক্ষণরত স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণকালে বেতন দেওয়ার জন্য সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কিনা?

উত্তর

১। আগরতলা রিজিওন্যাল ইনষ্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীতে ডি ফার্মা কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা কেউ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী নন এবং যে সব ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পাশ করে তাদেরই সরাসরি এই কোর্সে ভর্তি করা হয় এবং এ পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীরত কোন প্রার্থী এই কোর্সে প্রশিক্ষণ নেয় নি। এই কোর্সে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রিজিওন্যাল ইনষ্টিটিউট অব্ ফার্মাসিউটিক্যালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন্ রাজ্যের কতজন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তরটা আমার পক্ষে দেওয়া সহজ হত। তবে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেই এখানে এসে পড়াশুনা করছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে এখানে রিজিওন্যালগুলি এখন স্টেট হয়ে যাচ্ছে। এখানে রিজিওন্যাল সার্ভে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ছিল— এখন সেটা নাম পরিবর্তন করে স্টেট সার্ভে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট হয়ে গিয়েছে। কারিগরি সুবিধা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকার ফলে বহিঃরাজ্য থেকে এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে না বলে জানা গিয়েছে। রিজিওন্যাল ফার্মাসিস্ট ইনষ্টিটিউটে মিজোরাম এবং মণিপুর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নাকি আসছে না। অভিযোগ, তাদেরকে নাকি নানাভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে। এগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি দিন কয়েক আগে সেখানে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সবই ঠিক আছে। মেঘালয়, মণিপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। শুধুমাত্র এবার নাগাল্যাণ্ড থেকে কেউ আসেনি। অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে এসেছে। বছর দুয়েক আগে একটি ঘটনা সেখানে ঘটেছিল এবং তাতে অভিযুক্ত বহিরাগত দুই জনকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল। এই ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনাই ঘটে নি।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এটা স্টেট ইনষ্টিটিউট কিনা ? অন্যান্য রাজ্য থেকে এখানে এসে পড়াশুনা করছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে সেখানে নাকি রিজিওন্যাল ক্যারেকটার পরিলক্ষিত হয় না। অভিযোগ, উপযুক্ত যোগ্যতামানের শিক্ষক বা প্রফেসর দিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে না। এই ধরণের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে কিনা এবং অভিযোগগুলি সত্য কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রতিষ্ঠানটি নতুন নয় বরং অনেক দিনের পুরনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ক্লাস নেওয়ার মত যথেস্ট উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক যে সেখানে নেই এমন অভিযোগ সত্য নয়। ফ্যাকালটি মেম্বারের জন্য আমরা টি, পি, এস, সিকে লিখেছি। টি, পি, এস, সি, সিলেকশান করে দিলেই আমরা সেখানে নিয়োগ করতে পারব। এখন সেখানে এম ফার্মা দিয়ে বি, ফার্মার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে। বি, ফার্মার পার্ট-টাইমারদের দিয়ে

ডি. ফার্মার ক্লাস করানো হচ্ছে। পাশাপাশি এম, ফার্মার আগে যারা শিক্ষক ছিলেন তাদেরকে দিয়েও ক্লাস করানো হচ্ছে। সুতরাং এটা সত্য নয়। এটাও সত্য নয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটির রিজিওন্যাল কেরেকটার হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েরাই পড়ত।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রিজিওন্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ভর্ত্তী হওয়ার ক্ষেত্রে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু? দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশ করলে সে তো ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হতে পারত। কাজেই, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি আর একটু চিন্তা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেখানে ছাত্র ভর্ত্তীর যোগ্যতার বিষয়টি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষে যে ফার্মাসিস্ট ইনষ্টিটিউট ওর্গানাইজেশন রয়েছে তারাই এই শিক্ষাগত যোগ্যতার নিয়ম নির্ধারণ করে থাকেন। তারা যদি রিলাকস্ না করেন তাহলে আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব না। কোটা মেনে এবং নির্দিষ্ট মানের মার্কসের ভিত্তিতে এখানে এই প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তী হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোশ্চেন নাম্বার—১৫২।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৫২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৫২।

প্রশ্ন

১। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রোগীদের সুচিকিৎসার্থে বহিঃরাজ্যের কোন্ কোন্ হাসপাতালে রেফার করা হয়?

উত্তর

১। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রোগীদের সুচিকিৎসার্থে বহিঃরাজ্যের নিম্নলিখিত হাসপাতাল-গুলিতে সাধারণত রেফার করা হয়ে থাকে :—

ক) এস, এস, কে, এম, হাসপাতাল, কলকাতা।
খ) বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট অব্ নিউরোলজি (বি, আই, এন,) কলকাতা।
গ) ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল কলকাতা।
ঘ) চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল কলকাতা।

ঙ) রিজিওন্যাল ইনষ্টিটিউট অব অপথালমোলজি (আর, আই, ও,) কলকাতা/গুয়াহাটি।

চ) ডাঃ আর, আহমেদ ডেন্টাল কলেজ এণ্ড হসপিটাল কলকাতা।

ছ) এন, আর, এস, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলকাতা।

জ) বেইস হাসপাতাল, গুয়াহাটি।

ঝ) অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স, নতুন দিল্লী।

ঞ) খৃশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিট্যাল, ভেলোর (শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে)।

ট) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলকাতা।

মাননীয় সদস্যদের জ্ঞাতার্থে বলছি, স্টেট্ ইলনেস ফাণ্ড নামে একটি ফাণ্ড আছে এই রাজ্যে। চার ধরনের রোগীদের এই ফাণ্ড থেকে বহিঃরাজ্যের মাদ্রাজ, ভেলুর এবং বিড়লা হার্ট রিসার্স সেন্টারে রেফার করা হলে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় ইদানীং ডাঃ দেবী শেঠী যে হাসপাতালটি খুলেছেন সেখানে যাতে চিকিৎসা করাতে পারে-ভাবা হচ্ছে। এছাড়াও এই ফাণ্ডের মাধ্যমে শংকর নেত্রালয়ে রোগীদের সাহায্য করা হয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, চোখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শংকর নেত্রালয় মাদ্রাজে আমরা পাঠাই এই ফাণ্ডের মাধ্যমে।

শ্রীরতনলাল নাথ:— সাপ্লিমেটারী স্যার, সাধারণতঃ এখানে যখন চিকিৎসা হয় না, দুরারোগ্য এইসব ক্ষেত্রে রেফার করা হয়ে থাকে। ইদানীং যারা রেফার হচ্ছেন আগের যে সমস্যাগুলি ফেস করতেন সেখানে একটা ভুল বুঝাবুঝি চলছে। যারা রেফার হচ্ছে, রেফারের ক্ষেত্রে আমরা জানি সময় সীমা হলো এক মাস। সেখানে যদি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যায় এবং সেখানে যদি ফলোআপ চেকআপ-এর কথা বলে তাহলে ছয় মাসের মধ্যে সঙ্গী ছাড়া সে যেতে পারবে। এখন ত্রিপুরা ভবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে এই সব রোগীরাতো খুব কম পয়সা নিয়ে যায় তাই এদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। এবং রেফার রোগীর ক্ষেত্রে যে রেইট আছে সেই অনুযায়ী তারা পায়। ইদানীং ত্রিপুরা ভবনে হেলথ ডাইরেক্টর থেকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে, ক্লেরিফিকেশন রির্গাডিং ভেলিডিটি অব্ রেফার সার্টিফিকেট ইস্যু ফ্রম মেডিক্যাল বোর্ড গর্ভণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা। বলছে যে, এখন থেকে বোর্ড রেফার করলে এটার ভেলিডিটি থাকবে এক মাস, এটা ঠিকই বলেছে। আর একটা আছে ডেপুটি সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা যে, The Governor of Tripura is pleased to order that further approval of the State Medical Board shall not be necessary in case of followup treatment/ checkup etc. in the recognised refered Hospital within 6 month from

the date of first visit to the hospital on there prior writen advise of the direction. এখানে হয়েছে কি এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে। আমি নিজেও একদিন আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক অমলবাবু উনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলছে যে না না এক মাসের মত থাকতে পারবে। তাহলে দ্বিতীয়বার যে যায় তাকে আর ত্রিপুরা ভবনে থাকতে দেয় না এই রেইটে। তাই এই ব্যাপারে ক্লেরিফাই হওয়া উচিৎ। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব যে এই ব্যাপারটা নিয়ে দপ্তর, রোগী এবং ত্রিপুরা ভবনের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি চলছে। এটা যেন ক্লেরিফাই করা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক এই ধরণের কিছু ভুল বুঝাবুঝি ইত্যাদি কিছু হয়। এটা হয় দুটো কারণে। সাধারণতঃ যাদের রেফার করা হয় এই রেফারের ভেলিডিটি এক মাস থাকে এটা ঠিকই আছে। রাজ্যপালের কাছ থেকে যেগুলি গেছে বা দপ্তর থেকে যাদের পাঠানো হয়েছে যদিও সেখানে দ্বিতীয়বার গেলে রেফারের কোন প্রশ্ন নেই এমনিই যেতে পারে ওটাও ঠিক। কিন্তু এখান থেকে যারা যান বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের যে নিয়ম আছে সেটা যদি রেফার না হয় ভেলিডিটি যেহেতু এক মাস থাকার রেফার যদি ওভাবে না হলে ফারদার সে আর্থিক সুবিধা পেতে পারে না। এই কারণে কিছু গোলমাল ইত্যাদি হচ্ছে। সুতরাং এই ব্যাপারটাকে এক করা যাবে আমার দপ্তর নিশ্চয় ভেবে দেখবে। এমনি যদি রেফার ছাড়া কেউ যান তাতে কোন আপত্তি নেই, ফারদার রেফারের কোন প্রশ্ন নেই যদি আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি না নেওয়ার প্রশ্ন থাকে যেতে পারেন আপত্তি নেই, দ্বিতীয়বার তার রেফারের দরকার হবে না। কিন্তু আর্থিক সুবিধা পেতে হলে আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা এটা মেডিক্যাল বোর্ড-এর দরকার—এটা অন্য জিনিষ। এই কারণে এটা আসে না হলে অন্য কিছু নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী. আমার বক্তব্য হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণে অনেকেই যেতে পারে না তাই এই যে ভেলিডিটি এক মাসের এটাও দুই মাস করা যায় কিনা ভেবে দেখার ব্যাপার আছে। আর যারা রেফার হন এই যে আমাদের রাজ্য সরকারের রাজ্য রোগ সহায়ক তহবিল বলে একটা গঠন করেছেন, উনি বলেছেন চার ধরণের রোগের জন্য। এখন ঐ যারা রেফার কেইস যাদের এই ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাদের এই রোগ সহায়ক তহবিল থেকে তাদেরকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো আছে। যারা রেফার হন, এটার নিয়ম হচ্ছে যারা বি, পি, এল, কার্ড ভুক্ত শুধু তারাই সেই সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তাদের জন্য ফাণ্ডটা রেখজ করা হয়েছে এবং সুযোগ তারা পেয়ে থাকেন। ওখানে খরচপত্র ইত্যাদির জন্য আমরা

যা দিয়ে থাকি ১.৫ লাখ টাকা আমরা এই ফাণ্ড থেকে দিই। এবং সেটা নগদে দেওয়া হয় না। হাসপাতালে চিকিৎসার পর হাসপাতাল আমাদের এখানে বিল রেইস করেন, রেইস করলে আমরা সেই বিল পেমেন্ট করে দিই। এই কারণে কোন অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নেই। যদি কোন অসুবিধা হয়ে যায়ও আটকাচ্ছে না। তাকে সব ধরণের সাহায্য করে দেওয়া হচ্ছে। আসলে রেফার যাদের করা হয় যদি এখানে তাদের চিকিৎসার কোন ধরণের সুযোগ না থাকে।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই হাউসের কোন মেম্বার সরকারের কাজে বাইরে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাকে তো অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। তিনি ডাক্তার দেখিয়েছেন। তিনি এখানে থাকার সময়ও জি, বি. একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাতেন। এখন আমার প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে ওখানে যে সমস্ত খরচ হয়েছিল মেডিক্যাল খাতে এইগুলি রাজ্য সরকার বহন করবে কি না? এবং এই ব্যাপারে কি নীতি নির্দেশিকা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অফিসারদের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম নীতি আছে সেই অনুসারে তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলি পেয়ে থাকেন। যদি এখানে এই হাউসের কোন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে রাজ্য বিধান সভার নিয়ম অনুসারে সেইগুলি হবে। এখন যে প্রশ্ন এসেছে সেগুলি হচ্ছে ওখানকার ডাক্তারের যে প্রেক্রিপশন আছে সেইগুলি বিলের সঙ্গে দিয়ে দিলেই হবে। বিলে আবার সই করানোর জন্য তো আমরা সেখানে আবার যেতে পারব না টাকা পয়সা খরচ করে। আর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যদি কেউ সরকারী কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পরে এইগুলি এসেম্ব্লী দেখতে পারে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, সেই ধরণের কিছু বিল আমাদের বিধানসভায় পেন্ডিং হয়ে আছে। তাহলে কি এই প্রভিশনটা এখানকার অফিসারদের জানা নেই। আমি সমস্ত কিছু সাবমিট করার পরও স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। এখানে আমার বিলটা তিন মাস ধরে পেন্ডিং করে রাখা হয়েছে। যদি সেই ধরণের সুযোগ থেকে থাকে কেন পেন্ডিং করে রাখা হল আমি জানি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— বিধানসভাকে অনুরোধ করব নিশ্চই আপনারা দেখবেন। এটা তো বিধানসভার সচিবালয়ের বিষয়। এটা আমাদের জানা থাকার কথা না। যদি সেই রকম হয়ে থাকে নিশ্চই আপনি দেখবেন।

শ্রী অমিতাভ দত্ত (মেম্বার) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য যে আই, জি, এম, হাসপাতাল এবং জি, বি, হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিৎসা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা যারা উত্তর ত্রিপুরায় বসবাস করি রাজ্যের সদর হাসপাতালের চাইতে পাশের রাজ্য আসামের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কিংবা গৌহাটীর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমরা চলে যাই। বিশেষ করে রাজ্যে যে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করে পাশের রাজ্যে সেই সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ নিতে। আর যারা মুমুর্ষু রোগী তাদেরকে রাজ্যের বাইরে রেফার করা হয়। এখন আমার প্রশ্ন, রাজ্যের ভৌগলিক দিক চিন্তা করে আসামে রেফার করার ব্যবস্থা করা হবে কি না এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রেফারের কতগুলি নিয়ম আছে। এখন পর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যের যে নিয়ম ষ্টেট মেডিক্যাল বোর্ড তারা রেফার করে থাকেন। এখান থেকে যদি উত্তর ত্রিপুরার কাউকে রেফার করতে হয় স্বাভাবিক ভাবেই তাকে ষ্টেট মেডিক্যাল বোর্ডের প্রশ্ন থাকবে। তবে ওখান থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রশ্ন এসেছে। আমাদের জি, বি, থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বেশী ব্যবস্থা আছে তা আমি মনে করি না। তবে এই ধরণের একটি প্রস্তাব আছে, তা সার্বিক বিচার বিবেচনা করে এই ধরণের রোগীদের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। উত্তর ত্রিপুরার যে সব রোগীরা আছে তাদের রেফার করার জন্য শিলচর ও গৌহাটিতে সেই রকম একটা প্রস্তাব দপ্তরের কাছে আছে। সেটা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা হচ্ছে কি ভাবে কার্য্যকরী করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— (কৃষ্ণপুর) মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক সার্কুলারের মূলে জানিয়েছেন যে, প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত কর্মচারীদের দুই বৎসরের বেশী সময় একই স্থানে রাখা যাবে না।

২। সত্য হলে, উপরোক্ত সার্কুলারটি (Ananda Bazar, Baijalbari, Brajendranagar, Gandacherra, Chawmanu, Amarpur etc.)

A. B C. category—এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মীদের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয়েছে কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না। তবে আমাদের রাজ্যে এই ধরণের একটি ব্যবস্থা আমরা করেছি যে দূরবর্তী অঞ্চলের শুধু মেডিক্যাল অফিসারদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রযোজ্য রয়েছে। ওখানে মেডিক্যাল অফিসার পাঠানোর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য এখানে কোন লিখিত ব্যাপারটা আমরা শুধু নিয়মটা অনুমান করছি। মেডিক্যাল অফিসারদের দুর্গম অঞ্চলে এক বৎসর কাজ করার পর তাদেরকে ট্রেন্সফার করে নিয়ে আসা সেই সুযোগ আমাদের আছে। এছাড়া এর চাইতে কিছু ভাল এলাকা এই সব এলাকাগুলির মধ্যে দুই বৎসরের বেশী মেডি-ক্যাল অফিসারদের সেখানে আমরা রাখিনা। তবে অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তারা একটু বিশীদিন থাকেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে যদি দূরবর্তী অঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণী বা চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা থাকেন বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাধারণত তাদেরকে হোম ফেসেলিটি দেওয়া হয়ে থাকে। আর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা যাতে বেশীদিন বাইরে না থাকতে হয় সেই রকম চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (ডম্বুরনগর) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি বিশেষ করে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন শুধু ডক্তার না বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীরা দুর্গম অঞ্চলে যেমন কাঞ্চনপুর, ছৈইলেংটা, ছামনু, গণ্ডাছড়া, করবুক এবং সাব্রুম সেই সোনাইছড়ি বা রূপাইছড়ি এই ব্লক এলাকায় যারা কর্মচারী থাকবেন তাদেরকে দুই বছরের বেশী থাকতে হবে না। কিন্তু এই ঘোষণার পরেও আমরা দেখছি যারা সাত বছর, আট বছর ধরে কর্মচারীরা আছেন এবং দীর্ঘদিন থাকার ফলে এবং কর্তব্যের অবহেলা না করে তারা বছরের পর বছর কাজ করছে কিন্তু তাদের কোন বদলী নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কিন্তু কার্য্যকরি হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এই বদলী কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এই প্রশ্নটা শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে বলতে পারব কিন্তু অন্য দপ্তর সম্পর্কে বলতে পারব না। আমার দপ্তরের যা বলার আমি তো বলেছি আগের কথাতেই। ডাক্তারদের ক্ষেত্রে কোন কোন্ জায়গায় কি আছে, অন্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কি আছে সেই নিয়ম ফলো করে আমি ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি একটা সাপ্লিমেন্টারী করতে চাই স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি বলেছেন এটি সরকারের একটি বিবেচনাধীন প্রত্যন্ত এলাকায় যারা ডাক্তার আছে। আমার জানা

আছে ডাঃ বি, বি, দেব উনি আনন্দবাজার হাসপাতালে রিয়াং শরণার্থী ছিল তার আগে থেকেই সে অত্যন্ত সাকসেস্‌ফুল কাজ করছেন এবং এটা রিপোর্ট এবং উনি চার বছর যাবৎ ওখানে আছেন। আমি যেহেতু তেলিয়ামুড়ার মানুষ আমার পাশে হচ্ছে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়ার এলাকা এবং ঐ এলাকায় হচ্ছে ডাক্তারমশাই। উনি আমার কাছে বার বার এসেছেন এবং আমি যেটা নিয়ে ডাইরেক্টর এবং মন্ত্রী বাহাদুরকে বার বার বলেছি এবং এক বছর যাবৎ। ডাইরেক্টর সাহেবকে বললে মন্ত্রীকে দেখান, মন্ত্রীকে বললে ডাইরেক্টরকে দেখান। এটা পেইনফুল টু মি দিজ থিং। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্য কিছু না, আপনাকে বিব্রত করতেও চাই না, বাধা দিতেও চাই না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কবে নাগাদ এই কেইসটাকে বিবেচনা করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আপনাকে বলি এটা ঠিকই আপনি এই কেইসটার সম্পর্কে আমাকে বলেছেন, আমরাও দেখেছি এটা একটি সমস্যা আমরা সব সময় থাকি। সমস্যা হচ্ছে বাইরে যে সব হাসপাতালগুলো আছে সেখানে কাউকে তুলতে গেলে তো একজন আমাদেরকে সাবষ্টিটিউট দিতে হবে। এই অবস্থা আপনারও জানা আছে। আমরা যাকে ট্রান্সফার করি না কেন ট্রান্সফার করলেই চার মাস, পাঁচ মাস এবং ছয় মাস এর মধ্যে ট্রান্সফার করা যায় না। বিভিন্ন অবস্থাতেই কেউ ছুটি নিয়ে থাকেন, কেউ মামলা করেন এই সব কারণে এইগুলো হচ্ছে। সুতরাং তার জন্য কিছু দেরী হয়। এবং আপনাকে এই কথাটা বলব এটি হয়তো আপনার জানা নেই। আপনি ইমপ্লিমেন্ট করার প্রশ্ন নেই। সেই ট্রান্সফার অর্ডার বেরিয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য কাশিরাম রিয়াং। না না তাহলে কি জমাতিয়া মহোদয় বলবেন। বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই উনার কাছে নিশ্চই তথ্য আছে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে উনি বলেছেন ৪র্থ শ্রেণী ডি, কিংবা সি যারা আছে হাসপাতালের কর্মচারী হিসাবে তাদেরকে দুই বছরের বেশী আমরা রাখি না। অথচ উদয়পুরে উনারই নলেজে আছে এবং উনাদেরই সমর্থিত লোক তার স্ত্রী অর্থাৎ এই কর্মচারীর মা মারা যাওয়ার পর উনার কাছে এসেছে উনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, কিন্তু এরপরও আমি নিজেও বলেছি উনার ক্ষেত্রে এটা করা হোক। ১৯৯২ইং সাল থেকে ঐ গণ্ডাছড়াতে আছেন এবং তার স্ত্রী নন্দময়ী জমাতিয়া ১৯৯৫ইং সাল থেকে গণ্ডাছড়া হাসপাতালে নার্স হিসাবে আছে। দুই জনকে ট্রান্সফার করার জন্য আদৌ ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন। এবং ইদানিং ট্রান্সফার করা হবে কিনা এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মহারাণীর কেইসটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে এটা আমার জানা আছে। শিংলুঙবাড়ী ওটা আমার দেখা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা আপনার কাছে চিঠি দেওয়া আছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি ভারতের কোন কোন রাজ্যে এখন সিনিয়র এবং ট্রেইনড্ নার্স যারা তাদের প্রেসক্রাইভ্ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে এই ধরণের কোন চিন্তা আছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন চিন্তাধারণা আমাদের কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মাতারবাড়ী) :— এড্মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান্ নং ২৫৫।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান্ নং ২৫৫।

Questions

1. Is it fact that oral & maxillofacial surgery clinic under the Department of Dentistry was inaugurated in 1997 ?
2. If so, whether there is any surgeon available in that clinic ?

Answers

1. Yes, it was inaugurated in the year 1997.
2. There are two oral and maxillofacial surgeons available.

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ইউনিট চালানোর জন্য কতজন কোয়ালিফাইড ডাক্তার আছেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ইউনিট চালানোর জন্য কোয়ালিফাইড ডাক্তার আছেন শ্রীদীপক সংধন পাল মজুমদার এবং দিলীপ কুমার নাথ একজন, তারা এখন বি, এড-এ কাজ করছেন, মানিক সাহা তিনি উদয়পুরে জয়েন করেছেন। এছাড়া ধর্মনগরে আছে ডাক্তার বিশ্বজিৎ পাল। এই চারজন মেডিকেল অফিসার আছেন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ (আগরতলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন ভুল তথ্য দিয়ে। ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন এই রাজ্যে অনলী ওয়ান্। এখানে তিনি বলছেন যে চারজন আছেন। এই যে ডিগ্রি কোর্স আমাদের এখানে ত্রিপুরা সরকারের স্পনসরড্

মিঃ মানিক সাহা, টু লক্ষ্ণৌ ভেরি অপাইনড্ দিজ ডিগ্রি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিমল সিন্হা ১৯৯৭ সালে এই মেক্সিলোফেসিয়্যাল্ একটা ক্লিনিক্ বি, আর, আম্বেদকর হাসপাতালে খুলেছিলেন ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করে। ডাক্তার মানিক সাহাকে সরকার বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন। সাত আট লাখ টাকা খরচ করে। আদার থ্রী ডক্টরস্ আর অল্ বি, ডি, এস, তারা ম্যাক্সিলোফেসিয়্যাল্ সার্জন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— প্রশ্নটা কি ?

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যে উত্তরটা দিয়েছিলেন এটা ভুল। ত্রিপুরাতে শুধুমাত্র একজন ম্যাক্সিলোফিসিয়্যাল্ সার্জন আছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যও স্পেশালিষ্ট না আমিও না। সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা কেউ সঠিক জানিনা কেননা আমরা স্পেশালিষ্ট নই। যেহেতু আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে জড়িত খোঁজ খবর রাখতে হয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ভুল বলছেন। স্যার, ভারতের মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটী না, স্যার, একটাতে ডেন্টিস্ট্রি পড়ানো হয় না, সেইম্ কোর্স বিভিন্ন ইউনিভার্সিটীতে বিভিন্ন নাম। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটী ভারতের মধ্যে একমাত্র ইউনিভার্সিটী যে সার্জিক্যাল্ ডেন্টিস্ট্রি সম্পর্কে সেই নাম দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই. ম্যাক্সিলোফিসিয়্যাল্ সার্জারি. সেইম কোর্স অন্যান্য ইউনিভার্সিটীতে বলে সার্জিক্যাল ডেন্টিস্ট্রি। এটার অর্থ এই নয় যে কোন ইউনির্ভাসিটি একটু সার্টিফিকেট দিলেই সেটাই হয়ে যাবে ভারতের মধ্যে একমাত্র বিষয় এই রকম না।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, বলা হয়েছে ৪ জন সার্জেন আছে। মাননীয় ফ্রেণ্ড যেটা বলার চেষ্টা করছেন. এটা কিন্তু ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমি জানি না এই তথ্য সঠিক কিনা ? কারণ সে সিনিয়র, তাকে সরকারী খরচে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে : সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না। কিন্তু পলিটীক্যাল মটীভেট করে তাকে অন্যত্র রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকার এই ট্রেইনারকে ডিপ্রাইভ করে রেখেছে। এবং এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার. এটাও আর একটা ভুল। মানিক সাহা সিনিয়র সেটা ঠিক না উনি অনেক আগেই সার্জিক্যাল লাইনে হাইয়ার এডুকেশন পড়ে এসেছেন। আমি তাদের নাম বলছি তার মধ্যে একজন। কাশীরামবাবু সেটা বলতে পারেন, এছাড়া স্যার. হাসপাতাল যেখানে আছে সেখানে ডাক্তারও পাঠাতে হবে। আমি তো এই কথা বলতে পারি যিনি ডাক্তার উনি এটা বলছেন, মাননীয় সদস্যকে কার কি পলিটীকাল আছে এই সবের কোন প্রশ্ন নেই। বরঞ্চ মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন উনি পলিটীক্যাল মটীভেটেড হয়ে বলছেন। আমি মনে করি ডাক্তারেরতো কোন পলিটীক্যাল লেভেল থাকা ঠিক না, উনিতো লেভেল লাগিয়েছেন। এটা তো ঠিক না। এই ধরণের ব্যবস্থা করা ঠিক বলে আমি মনে করি না।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— না স্যার, এটা সাপ্লিমেণ্টারী, এটার মধ্যে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ঠিক আছে আপনি বলুন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— ডক্তার এস, সি সোম মেডিক্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডঃ বি, আর, আম্বেদকার হাসপাতালে একটা নোট দিয়েছিলেন, ডেণ্টাল সার্জেন উইথ পোষ্ট গ্রেজুয়েশান দ্যাট ইজ এম, ডি, এস, আর কেপ্ট গিভিং চান্স অব্ দিজ স্পেশাল ডেণ্টাল ক্লিনিক আণ্ডার ওভার অব সুপারভিশন অব্ দ্যা ডিপার্টমেণ্ট অব্ দ্যা ডেণ্টাল ডিপার্টমেণ্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ম্যাক্সিলোফিসিয়াল সার্জেন হিসাবে যারা এই কাজগুলি করছে, এখানে তিনটা নাম আছে। ডঃ ইউ, বি, ভট্টাচার্য্য, ডঃ বলবির জাং এবং ডঃ পি, দে, দ্যাট প্রোক্রিশান আর দ্যাট দে আর নট এম, ডি, এস, দে আর বি, ডি, এস, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন যে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটীর কথা সবাই এক লাইনে পড়াশোনা করে এটা ঠিক ক্লাস টেন অব্দি সবার অংক থাকে। টুয়েলভ পাশ করার পরে অংক ছাড়ে না, কেউ অংক শিখলে ইতিহাস পড়ায় না। কিন্তু আমরা সবাই ক্লাস টেন অব্দি অংক শিখে আসেছি এম, বি, বি, এস, ও যারা ব্যাচালার অব মেডিক্যাল সায়ন্স দে অল আর মোষ্ট সার্জেন। ব্যাচালার অব্ সায়েন্স চলে যায়। তাহলে সরকার ভুল করেছে, মানিক সাহাকে ভেরেলের ম্যাক্সিলোফিসিয়াল ৩ বছরের ৭ লাখ, ৮ লাখ টাকা যে খরচ করে যে ট্রেইনিং দিয়ে এনেছে তা কিসের জন্য। এই সরকারই তো করেছে কিসের জন্য। উনার নোটে লেখা আছে, উনি লেখেছেন, জেনেরাইটস, সোডেনিটী এ্যাণ্ড সাব-ইউনিট এটা আলাদা, কনসার্বেটীভ, এন, সি, সি, সাব-ইউনিট এটা আলাদা এ্যাণ্ড অনলি সোডেনিটী টোটালি রিপ্লেন্ট। অনলি ওয়ান ট্রেইন ডাক্তার ইজ এভেইলএবল এট আগরতলা, এজ এ রেজাল্ট উনাকে ভর্তি করার পরে If just that the Chief Minister move its a need possing concoct this chapter. He himself requested for Hon'ble Health Minister variours in available times but he was elected. It togather best treatment wheather since I have order that public killer not order should be comes out but not a suppose of that public interest.

এখন কি হচ্ছে স্যার, টাকার ব্যাপারে না স্যার, ত্রিপুরাতে প্রায়ই এক্সিডেণ্টের ঘটনা হচ্ছে। এখানে হাড় ভাঙ্গলে অভিজিৎ সরকারকে কেন্ নট ট্রিক্ দিজ ব্রোন্ অর কেন্ নট জয়েণ্ট এট বোন ফর দ্যাট ওরাল অ্যাণ্ড মেক্সিলোফিসিয়েল সারজন রিক্য়ার্ড। এখানে হাড় ভাঙ্গলে দেখা যাচ্ছে কি করছে ডাক্তারবাবুরা বলছেন এজ ফর দ্যা ডিজায়ার অফ দি পেসেণ্ট পার্টি। আই হেব বিয়ার রেফারিং দ্যা পেশেণ্ট পার্টি আউট অব ষ্টেট বিফোর দ্যা চেষ্ট ট্রিটমেণ্ট। মানিক সাহাকে কল করে নেওয়া হয়েছে। অন্যসব ডাক্তারবাবুরা এবং অভিজিৎ সরকারও বলছে মানিক বাবু প্লিজ রিকুয়েষ্ট আপনি প্রাইভেটলি করে ফেলুন, নার্সিং হোমে করে ফেলুন। এই অবস্থায়

আমরা ভুগছি এবং আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটের লোকেরাও ভুগছে। হাজার হাজার পেশেন্ট এখানে ভোগ করছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনি এইভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি বলব যা যা জানেন না সেগুলো বলা ঠিক না। মানিক সাহাও এম, ডি, এস, পাল মজুমদারও এম, ডি, এস। আমি যে চার জনের নাম বলেছি সকলেই এম, ডি, এস। উনি জানেন না উনার জন্য পারসোন্যাল ফেসিনেশান কারোর যদি থাকে তাহলে আমার কিছু করার নাই। এখানে পরিস্কার লেখা আছে আমি বলেছি ডকুমেন্টস আর এম, ডি, এস, এখন এই পি, এইচ, ই, ডিগ্রি এন্ ওরাল অ্যাণ্ড মেক্সিলোফিসিয়েল সার্জারী। হো ইজ্ ওয়ানস্ আর, ডি, আর লোন্ এজ ওরাল সারজারী ইন দ্যা সেইম ইউনিভার্সিটি। বাট্ সারভিক্যাশিটি হয়েন ডঃ সাহা পাশড্ ইন্ দ্যা এম, ডি, এস, লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি। দ্যা ডিগ্রি হোইচ্ ওয়াজ্ গিভেন্ টু হিম ওয়াজ ওরাল অ্যাণ্ড মেক্সিলোফিসিয়েল সাহেরী। ইট উইল ইন্ষ্ট্রোমেণ্টলী হেয়ার ওয়েট ওরাল সার্জারীস এন্ ওরাল অ্যাণ্ড মেক্সিলোফিসিয়েল সাহেরী পাস্ড্ দ্যা সেইম ইন টার্মস অর ডিউরেশান অব্-কোরস্ সিনিয়র এটসেটরা। ওরাল অব্ দ্যা নেইমস্ বাট ডিফারেন্ট। ইন্ ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি ইন মেইন কলেজেজ্ টিল টুডে দ্যা ডিগ্রি এট উয়েট ইজ কলড্ অ্যাণ্ড ওরাল সার্জারী। এটা আমারও জানার প্রশ্ন না কিন্তু এটা ডাক্তারের যা আছে সেগুলো বলা আছে। সুতরাং সে জন্যে কোন সদস্যের যদি পারসোন্যাল ফেসিনেশান যদি থাকে সে আলাদা জিনিস। কিন্তু এই বলে এটা বিভ্রান্ত করা ঠিক নয়। যে উদাহরণটা দিয়েছেন মাননীয় সদস্য উনার পক্ষে এটা বলা ঠিক না। উনি লেখাপড়া জানেন। আমাদের এখানে মাধ্যমিক আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী আছে, আসামে মাধ্যমিক নেই, হায়ার সেকেণ্ডারী নেই। ওখানে এস, এস, সি, কোর্স ইত্যাদি আছে। কিন্তু সবগুলি হায়ার সেকেণ্ডারী বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন নাম থাকবে। তার অর্থ এই নয় যে যার নাম থাকবে সেটাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ঘটনা তা নয়তো এটা বিভ্রান্ত করছেন কেন। বিভ্রান্ত করা ঠিক না। বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন রকম নাম আছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টেরও বিভিন্ন নাম আছে। সুতরাং এইটা তো এইভাবে বলার বিষয় না। উনার যদি পারসোন্যাল ফেসিনেশান থাকে সে সতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু ডঃ সাহা ইজ নট দ্যা অন্লি সার্জেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ বসুন। আর না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ হেল্প মি, আপনারা বসুন! এখানে দপ্তরের উত্থাপিত বিষয় নিয়ে

দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। দপ্তরের মন্ত্রীরাই এম, ডি, এস, নিয়ে বলেছেন। এবং আপনারা বলেছেন তা ঠিক না। তবুও আপনারা মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে এই ব্যাপারটা জানতে চেয়েছেন। আমি অনুরোধ করব মন্ত্রী মহোদয়কে, ব্যাপারটাকে ক্লীয়ার করার জন্য। তাদের যে 'ল' ব্যাপার.........

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :— আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী যদি ব্যাপারটা জানতেন তাহলে উনি উত্তর দিতেন। তবুও ব্যাপারটার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা। এখানে মেম্বারও এই ব্যাপারে কনফিউশন থাকেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্ত করার পর যদি কোন বিষয় থাকে তাহলে সেটা দেখা উচিত। আমাদের বক্তব্য হলো বিষয়টা দেখা উচিত। দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন তদন্তের কিছু থাকলে তাহলে সেগুলি দেখা উচিত।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— ইউ আর নট লীডার অব দি হাউস।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শান্ত হউন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্ট্যাটমেন্ট রাখেন তা ডিপার্টমেন্ট ঠিক করে দেয়। কাজেই, এটা আমাদের মানতেই হবে। এখন হয়ত আপনারা সন্তুষ্ট নাও হতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যগণ যাতে ভুল না বুঝেন সে জন্য আমি বলছি, শুধু বড় বড় হাসপাতালে তাদের না রেখে ডিষ্ট্রিক্টগুলির মধ্যেও যাতে আমরা দিতে পারি সেজন্য আমরা ট্রান্সফার করছি। তিনি ১৬ বছর এক নাগারে কাজ করেছেন। তারপর মামলাও করেছেন। কিন্তু কোর্টে ষ্টে পান নি। তারপর এইখানে এসব করবেন এর মানে কি? মামলা করে হেরে গেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আপনি মাননীয় স্পীকারের রুলিং মানবেন না?

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— মাননীয় মেম্বারস্দের অধিকার আছে, পরিষ্কার উত্তর পাওয়ার। মাননীয় সি, এম, আরো সুন্দর করে উত্তর দিয়ে দিন। এটাতে চ্যালেঞ্জের কোন প্রশ্ন নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতো বলতেন কিন্তু আপনারা কি বলতে দিচ্ছেন ?

শ্রীজওহর সাহা :— ঠিক আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমতঃ এই বিষয়টি টেক্‌নিক্যাল বিষয়। কাজেই, আমার পক্ষে মন্তব্য করা কঠিন। ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করেন নি। সুদীপবাবু এখানে যে কথা বলছেন তা ঠিক নয়। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। বুধ, বৃহস্পতি কিংবা শনিবারের মধ্যে একদিন উনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। উনার সমস্যার কথা উনি আমাকে বলেছেন। উনাকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। উনার সামনেই আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে উনার বিষয়টি দেখার জন্য বলেছিলাম ফোনে। ডাক্তার মানিক সাহা উনার টেকনিক্যাল বিষয়ের কথা বলেছেন। আমরা কোন সময়ই কোন মন্ত্রীকে কাজের কথা বলি না। আমিও বলি না। যার যার কাজ যে যে মন্ত্রীর দেখার কথা তাঁরাই সেটা দেখেন। তাছাড়া উনি সিনিয়র। তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার প্রশ্নই ওঠে না। মধ্যে কিছুদিন উনি এই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না। এর আগেও ছিলেন। এখন আবার হয়েছেন। মানিকবাবুর গ্রিভেন্স থাকতেই পারে। আপনারাও উনার কাছ থেকে তথ্য পেয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। কাজেই, আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো এটা আবার পরীক্ষা করে দেখুন। এটা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মাননীয় সদস্যদের প্রশ্ন করতে দিন। এখানেতো মাত্র আমরা এক ঘন্টা সময় পাই আলোচনা করার। বিধানসভার বাইরেওতো আমরা দেখা করি না, তা নয়। সেখানেও যদি দরকার হয়, আলোচনা করা যেতে পারে। হয়ত সবাইকে আমরা সেটিসফাইড করতে পারি না। কিন্তু কথা তো সবারই শুনি। আর একটি কথা বলছি, ডাক্তারদের ভিনডিকটিভ মনোভাবে দেখার প্রশ্নই উঠে না। রাজ্য সরকার একজন ডাক্তার তৈরী করতে অনেক খরচ করেন রাজ্যের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই। কাজেই, তাদের কোন ক্ষতি হউক এটা অন্তত আমরা চাই না। সবাইকে ভাল ভাবে দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩৮।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮ স্যার।

প্রশ্ন

1) Is it fact that good number of official staffs of A. D. C. are performing their day to day duties at Khumlowng from Agartala by Goverment official vehicles.

2) If so, what is the total amount incurred annually on fuel comsumption of the vehicles and

3) Whether the above mentioned official staffs of A. D. C. would be alloted the ready quarters at Khumlowng ?

উত্তর

১) ইহা সঠিক নহে। এ. ডি, সির কর্মচারীদের বেশীর ভাগ অংশ ? (ছুটি) টি, আর, টি, সি, বাস ভাড়া করে তাদের কর্তব্য পালন করছেন। ভাড়ার টাকা এ, ডি. সি'র কর্মচারীদের বেতনের বিল হতে কেটে রাখা হচ্ছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ, ডি, সি'র ষ্টাফই হোক, চীফ এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বারই হোন এবং এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বারই হোন, উনারা আগরতলা থেকে যাওয়া আসা করেন। তাদের এই যাতায়াতের খরচ কি এ, ডি, সি'র বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারটাতো এ, ডি, সি প্রশাসন দেখভাল করেন। আগরতলায় যারা থাকেন তারা ওখানে আসা যাওয়ার জন্য টি, আর টি, সি'র গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে এবং ভাড়ার জন্য যে পয়সা লাগে এটা তাদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। এটা ফ্যাক্ট যে এ, ডি, সি'র চীফ এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বার, এ্যাগজিকিউটিভ মেম্বার, এবং অফিসাররা যারা আগরতলায় থাকেন, তারা আগরতলা থেকে গিয়ে সেখানে অফিস করেন। তবে যেহেতু এখানে অফিসিয়াল ষ্টাফদের কথা বলা হয়েছে সেই জন্য আমি এখানে ষ্টাফদের কথাই বললাম। কত টাকা খরচ হচ্ছে এই হিসাব দেবার মত সুবিধা নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— (মাননীয় সদস্য মহোদয় কক্‌-বরক্ ভাষায় বক্তব্য রাখেন)।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কক্‌বরক্ ভাষায় বক্তব্য রাখেন)।

ককবরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মানগৌনাং মন্ত্রী গসিনাইদে যে এ, ডি, সিঅ সাধারণত যে কোন অফিস ১০টা থেকে ৫টা জরা চলেনানি কক। কিন্তু এ, ডি, সিঅ ১০টা থেকে ৩টা জরা। অর থাংতে

থাংতে ১১টা বাজেঅ, থাংঅীইসগী ১১-৩০ মিঃঅ। হীনখে কিফিল কারুব হাইন। আর বরগ খরকসা এসিটেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার, তেই খরকসা সাব জোনাল অফিসার পুরকায়স্থ কগজাগমানি পয়ে অ এলাকাঅ এমনিতে কিরি-করক আং তংঅ। হীনখে কাইকারুব তিনটা। সাল খাংয়াখানি সীকাং লাম রীঅ। আং নিজে সালমা তিনটাঅ খাংখা। কোনবরক কারীইখা, সিমালাংহাই আংখা। বতাইখে চলে তংঅ। অমতাই আংখে, অম কাচাই আং তংখে বনি বাগাই দপ্তর তামা চিন্তা খীলাইতংঅ। দপ্তর কাহামখে চলে নানি,বরগনি হামকারাইনি বাগাইসামুং তাং তংনানি তাম ব্যবস্থা নানাই মন্ত্রি সালাইনাইদে ?

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, এ, ডি, সি'তে সাধারণত যে কোন অফিস ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত চলার কথা। কিন্তু এ, ডি, সি'তে ১০টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত। এখানে যেতে যেতে ১১টা বাজে এবং গিয়ে পৌছেন ১১-৩০ মিনিটে। তার পর ফিরে আসার সময়ও ঠিক তাই হয়। এখানে একজন এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, একজন সাব জোনাল অফিসার মিঃ পুরকায়স্থ মারা যাওয়ার পরে এমনিতে এই এলাকা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পরে। তাই ফিরার সময় ৩টা, সূর্য্য ডোবার আগেই তারা রাস্তা চলতে শুরু করে। আমি নিজে একদিন ৩টার সময় গিয়েছি। কোন লোক নেই, শশ্মান হয়ে গিয়েছিল। এমন ভাবে চলছে। এভাবে চললে, এটা সত্যিই হলে, তার জন্য দপ্তর কি চিন্তা করছে ? দপ্তর ভালভাবে চলার জন্য, লোকের উন্নয়নের জন্য, কাজকর্ম চালাতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

কক্‌বরক

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আসলে ঠিক যে, এ.ডি.সি. হেড কোয়াটারঅ বর্তমান পরিস্থিতিঅ কিসা সমস্যা তংঅ। কিন্তু এ, ডি, সিনি ষ্টাফ এ, ডি, সিঅ সামুং তাংনানি এরকম একটা পরিবেশ যাতে মানাই মান, আবনি বাগাই এ, ডি, সিনি কতৃপক্ষ যমনি রাজ্য সরকারনিথানি, যেমন পুলিশ, ক্যাম্প, নিরাপত্তানি প্রশ্নে সাখা ঠিক সেভাবে রাজ্য সরকারনি তরফ থেকে বরকন সাহায্য খীলাইনানি চেষ্টা নারাগখা। তাবুক অজায়গাঅ একজন ও, সি তংঅ এবং সি, আর, পি, এফনি একটা হেড কোয়াটার তংঅ। অ থানান সাহায্য রমনানি বাগাই এ, ডি, সি, সরকারনি রাংকই দুটা গাড়ি ভাড়া নালাইমা। অগড়ির থানা ডিউটী খালাইতংত। যেটুকু আমি মানি রিপোর্ট তংঅ। কাজেই সে জায়গাঅ রাজ্য সরকারনি তরফ থেকে অরনি কর্মচারীরগণ, নিরাপত্তা রহরনানি বাগাই এ, ডি, সিনি অনুরোধ অনুযায়ী যে ফৌজনি দরকার সেটা রহরজাআ। কিন্তু অবনি পরে তেই তাম তংঅ বন চাং সাইমাকে। দ্বিতীয়ত : এ, ডি, সি, প্রশাসনি কতৃপক্ষ তংঅ, কর্তৃপক্ষ তাম চিন্তা খীলাই তং অব বনি উপর নির্ভর খীলাইঅ এবং সরকার তাম সিদ্ধান্ত মানাই বনি উপর নির্ভর খীলাইঅ। তবে রাজ্য বন সরকার যন্তোনি উপর বিষয়গুলি চিন্তা খীলাইনানি চেষ্টা খীলাইনাই।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— স্যার, আসলে এটা ঠিক যে, এ, ডি, সি, হেড কোয়াটারে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা সমস্যা আছে। কিন্তু এ, ডি, সির ষ্টাফ যাতে এ, ডি সিতে কাজ করতে পারে এমন একটা পরিবেশ পেতে পারে, তারজন্য এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ যখনি রাজ্য সরকারের কাজে যেমন, পুলিশ ক্যাম্প, নিরাপত্তার প্রশ্নে বলেন, ঠিক সেভাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হয়। এখন এই জায়গাতে একজন ও, সি আছে এবং সি, আর, পি, এফ-এর একটা হেড কোয়াটার আছে। এই থানাকে সাহায্য করার জন্য এ, ডি, সি, সরকারের টাকা দিয়ে দু'টা গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এই গাড়ী দিবারাত্র ডিউটি করে থাকে। যেটুকু আমার কাছে খবর আছে, কাজেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেখানের কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য এ, ডি, সির অনুরোধ অনুসারে যে ফৌজের দরকার সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরও আর কি থাকতে পারে, সেটা আমরা বলতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ এ, ডি, সি, প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ আছে। এই কর্তৃপক্ষ কি চিন্তা করবে, তার উপর নির্ভর করে এবং সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটার উপর নির্ভর করবে। তবে রাজ্য সরকার তার সততার উপর বিষয়গুলি চিন্তা করার চেষ্টা করবে

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি

ANNEXURE'S:— 'A' & 'B'

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এক মিনিট সময় দিন। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আবদুল্লার মা সাংসদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী উনি তো মারা গেছেন। উনার ব্যাপারে আমরা এই হাউস থেকে একটা শোক প্রস্তাব পাঠাতে পারি কিনা ?

মিঃ স্পিকার :— এটা তো এখন শুনলাম কাজেই পরবর্তী সময়ে এটা দেখা যাবে।

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা......

মিঃ স্পীকার :— কিসের প্রশ্ন ? কিসের জন্য মাননীয় সদস্য দাঁড়িয়েছেন সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— এটা জিরো আওয়ার। দিস ইজ দি কনফেনশান অব, দি জিরো আওয়ার।

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট, দি পয়েন্ট অব, জিরো আওয়ার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— জিরো আওয়ার নেই।

মিঃ স্পীকার :—নো, নো।

শ্রীরতনলাল নাথ :—তাহলে আপনি কি করে মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায় কে এলাউ করলেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে বাধা দিতাম কিন্তু যে-হেতু একজন মারা গেছেন তাই কিছু বলি নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি কথা বললেন আপনি, জিরো আওয়ার নেই ?

মিঃ স্পীকার :— সে জন্যই আমি সবাইকে বলছি······

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা ছোট্ট মেটার। আমার তো অন্য ব্যাপার নেই।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ শুনুন, যে কোন মেটারই হোক।

শ্রীরতনলাল নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই জিনিষটা কিভাবে আনব ?

মিঃ স্পীকার :— যে কোন মেটারই হোক এটা লিখে দিন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— না লিখে দেওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— যে কোন মেটারই হোক। এটা কি স্মৃতি তর্পনের ব্যাপার ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— না, স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের সবাইকে অনুরোধ করছি আমাদের এসেম্বলীতে জিরো আওয়ার বলে আগে একটা অপরচুনিটি ছিল প্রত্যেকে ভোগ করতেন। কিন্তু এটা টার্নড হয়েছে রেফারেন্স পিরিয়ডে। নাউ জিরো আওয়ার ইজ অমিটেড। কাজেই কেউ যদি মনে করেন আফটার দি কোয়েশ্চাম আওয়ার আই অ্যাম টু গট্ দি অপরচুনিটি টু রেইজ এনি কোয়েশ্চান এ্যাজ জিরো আওয়ার কিন্তু আপনারা ধরে নিন সবাই এটাকে আর পাবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার আধা মিনিট সময় লাগবে। অযথা আমরা সময় নষ্ট করছি। স্যার, এটা অন্য প্রসিডিউরে আনা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— এটা শেষ হোক পরে বলবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখানে মাননীয় সদস্যরা জিরো আওয়ারের কথা বলছেন। এটা আমাদের ত্রিপুরায় বিধান সভায় ছিল কিন্তু রুলস্ কমিটি জিরো তারা রেফারেন্স পিরিয়ডে কনভার্ট করেছেন। কিন্তু পার্লামেন্টের কথা যেটা বলেছেন জিরো আওয়ার সেখানে আছে কিন্তু রেফারেন্স নেই। পার্লামেন্টে কোন সদস্য কিছু বলতে গেলে সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রহণ করবেন কিনা তার উপর নির্ভর করে কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি তা গ্রহণ না করেন তাহলে জিরো আওয়ারে কিছু তোলা যাবে না।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা কনভেনশান।

মিঃ স্পীকার :— না, না, লিডার অফ দি অপোজিশান ইউ স্যাড গো টু দি রুলস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশান্স। আপনি এটা বলবেন না। জওহরবাবু আপনার কথা-ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলছিলাম কি এই কনভেনশানটাকে প্রিভেল করবেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— তাহলে অ্যামেণ্ড করুন। ইউ আর দি চেয়ারম্যান।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আগে জিরো আওয়ার ছিল, এখন নেই। এটা অলরেডী অ্যামেণ্ডেড। শ্যামাবাবু জানেন। রুলস্ কমিটি বসেই হয়েছে।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়েছে ১৯৮৮-এ। ১২ বৎসর ধরে কোন রুলস্ অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ব্যাপারটা হল, আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি, এইসব জিনিসের জন্য তথ্য সংগ্রহাধীন হলে প্রোব্লেম। প্রশ্ন হল ত্রিপুরায় বর্তমানে বৈধ গান লাইসেন্স হোল্ডারের সংখ্যা কত? উত্তর এসেছে, তথ্য সংগ্রহাধীন। হোম ডিপার্টমেন্টের। এটা ডি, এম, অফিসে আছে। এটাও যদি তথ্য সংগ্রহাধীন হয় স্যার, তাহলে কি করে চলে? এই ধরণের কোয়েশ্চানের রিপ্লাই যাতে তথ্য সংগ্রহাধীন না হয়।

মিঃ স্পীকার :— যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে উত্তর দেবার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে রিকুয়েষ্ট করব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি যারা এনেছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি। শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীদীপক কুমার রায়, শ্রীসুদীপরায় বর্মণ। আমি নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— স্যার, আমাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল, "গত ৫ই জুলাই স্যন্দন পত্রিকায় ১ম পাতায় "বাম রাজত্বে দলিত নির্যাতনের নজির রাজধানীতেই যৌন নির্যাতন, হত্যার চেষ্টার মামলা না নিয়ে পুলিশ উ্‌ল্টা একটি দলিত পরিবারকে বাড়ী ছাড়া করল শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়ে ১৮ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা এবং শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা। আমি এখন নোটিশের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল চাকমা :— স্যার, আমাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল, "প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদামত কৃষকদের সা'র সরবরাহ করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি কবে এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবেন পরবর্তী একটি তারিখ আমায় জানাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৯ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। আমি এখন নোটিশের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল, "রাজ্যের সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত স্কুল বন্ধের ফলে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই ব্যাপারে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উনার পক্ষে বলছি আগামী ২০ তারিখ এ ব্যাপারে বিবৃতি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় এডুকেশন্ মিনিষ্টার হাউসে নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পরবর্তী একটা তারিখ জানানোর জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এডুকেশন্ মিনিষ্টার যেহেতু নেই তো তারিখ দেওয়া অসুবিধা। তবে ২০ তারিখ আমাদের সেশন যখন শেষ তো ২০ তারিখই উনি এটার উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ৭-৭-২০০০ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "৪৪নং জাতীয় সড়কে চুড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ডাবল লেন করা, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তায় গ্রীফ কর্তৃক নিম্ন মানের কাজ হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় ৪৪নং জাতীয় সড়কের চুড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত অংশটির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ সীমান্ত সড়ক সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সড়কটির চুড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত অংশের মধ্যে আগরতলা থেকে চম্পকনগর এই অংশটুকু বাদে বাকী অংশটি ইন্টারমিডিয়েট লেন্। ভারত সরকার চুড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাটিকে ডাবল লেনে উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছে। রাস্তাটির ২৫,৫০ কিঃ মিঃ থেকে ১৯৮,০০ কিঃ মিঃ মধ্যে অর্থাৎ মোট ১৭১ কিঃমিঃ কে ডাবল লেনে রূপান্তরিত করার জন্য সীমান্ত সড়ক সংস্থা ৭৮,৭৮ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। কিন্তু ভূতল পরিবহণ মন্ত্রক সীমান্ত সড়ক সংস্থাকে যান চলাচলের তীব্রতা বিবেচনা করে রাস্তাটির ৫৬.৫০ কিঃ মিঃ ডাবল লেনের জন্য এষ্টিমেট সংশোধন করার অনুরোধ করেছেন। সেই অনুসারে সীমান্ত সড়ক সংস্থা ২৫,৫০ কিঃ মিঃ থেকে ৪৩,৭০ কিঃ মিঃ ৪৫,৭০ কিঃ মিঃ থেকে ৬০,০০ কিঃ মিঃ এবং ১৭৪ কিঃ মিঃ থেকে ১৯৮ কিঃ মিঃ এই অংশগুলির ডাবল লেন করার প্রস্তাব পেশ করেছেন। ভারত সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া গেলে এই কাজ হাতে নেওয়া হবে। ৫৬,৫০ কিঃ মিঃ ডাবল লেনের কাজ ২০০১-২০০২ইং সাল থেকে শুরু করে তিন বছরের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাজ্য সড়কটিকে ইন্টারমিডিয়েট লেন্ হিসাবে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং সীমান্ত সড়ক সংস্থা কাজ করে চলছে। উক্ত রাস্তার কাঠের সেতুগুলি স্থায়ী সেতুতে রূপান্তরিত করার কাজ ব্যতীত বাকী উন্নয়নের কাজ মার্চ ২০০১ইং সনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। কাঠের সেতুগুলিকে স্থায়ী সেতুতে রূপান্তরের কাজ আগামী মার্চ, ২০০৫ইং সনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

কিছু নিম্ন মানের কাজ সরকারের নজরে এসেছে এবং সরকার বিভিন্ন সময়ে বিষয়টি সীমান্ত সড়ক সংস্থার গোচরে এনেছেন। কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১২-৬-২০০০ইং তারিখে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত মন্ত্রীদের ২য় সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। সেই সভায় সীমান্ত সড়ক সংস্থার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি সীমান্ত সড়ক সংস্থার চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ত্রিপুরা সফরের কালে পূর্ত্তমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময় পূর্ত্তমন্ত্রী উনাকে এই নিম্নমানের কাজ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। চীফ ইঞ্জিনীয়ার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, বিশেষ করে জাতীয় সড়কের আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তায় নিম্ন মানের কাজ হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারের গ্রামের রাস্তার যে কাজ হয় তাও এত নিম্ন মানের নয়। তা এই যে নিম্ন মানের কাজ হচ্ছে এটা তদারকী করার জন্য রাজ্য স্তরে কোন তদারকি ব্যবস্থা বা কমিটি আছে কিনা, যার মাধ্যমে এই কাজগুলি টাইম টু টাইম দেখা ও ঠিক করার জন্য।

শ্রীসুধন দাস :— দেখা গেছে কিছু রাস্তা আছে যেগুলি এমনভাবে নষ্ট হয়েছে যে পুরো পীচ তোলে আবার নতুন করে পীচ দিতে হবে। এই ধরণের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, আমি নিজেও এটা দেখেছি গত এক বছরে যে বিভিন্ন রাস্তার কাজ তারা করেছেন এখানে সিপাহীজলার গেইট থেকে শুরু করে বিশ্রামগঞ্জ পর্য্যন্ত, তারপর পেরাতিয়া থেকে গর্জি পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি চিন্তাও করতে পারি না যে সীমান্ত সড়ক সংস্থার মত সংস্থা যেখানে তাদের অনেক এক্সপার্টম্যান আছে-তারা এই ধরণের কাজ করলো কি ভাবে। মাননীয় সদস্য এটা ঠিকই তুলেছেন যে এমনভাবে কাজ হয়েছে যে দুই চার দিন গাড়ী চলার পর সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের রাজ্য সরকারের যখন এই ধরণের কাজ নজরে আসে আমরা তখনই কেন্দ্রিয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বি, আর, ও, এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন তারা হস্তক্ষেপ করেন এবং কিছু পদক্ষেপ নেন্। ইতিমধ্যে আমরা

দেখেছি কিছু কিছু কাজও হচ্ছে। সেদিন আমি যখন সোনামুড়া যাচ্ছিলাম তখন আমি দেখেছি সিপাহীজলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ রাস্তায় কাজ হচ্ছে। আশা করি তারা আরো বেশী কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। এখানে বি, আর, ও, এর যিনি ইঞ্জিনীয়ার আছেন তিনি সিভিল লাইনের নয়, তিনি মেকানিক্যাল লাইনের। ফলে তারপক্ষে এই সিভিল অর্থাৎ রাস্তার কাজ কর্ম করানো অসুবিধাজনক। এই ব্যাপারেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, বি. আর, ও, এর ডিরেক্টর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তারা এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, জাতীয় সড়কের চন্দ্রপুর বাঁধ থেকে খয়েরপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটা বৃষ্টির ফলে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এবং গত বছরের বন্যায় সেটা আরো বেশী নষ্ট হয়েছিল। জাতীয় সড়কের এই অংশকে আরো উচুঁ এবং ডাবল লেঁন্ করা হবে এজন্য দুই পাশে যত বাড়ীঘর দোকান ঘর ইত্যাদি ছিল সব অধিগ্রহণ করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজ শুরু না করায় দুই পাশের জায়গা আবার পাব্লিক অক্পাই করে নিচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না? দ্বিতীয়তঃ বটতলা যে জহর ব্রীজটা-এটার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রচণ্ড ট্রাফিক এর উপর দিয়ে যাতায়াত করছে প্রতিদিন। এখানে একটী বাই-পাস-খয়েরপুর হয়ে করার কথা ছিল-সেটার কাজ শুরু হয়েছে কি না, বা তারজন্য ল্যাণ্ড নেওয়া হয়েছে কি না, বা কাজটার প্রোগ্রেসটা কি? এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালে ভাল হয়

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিক চন্দ্রপুর বাঁধ থেকে খয়েরপুর পর্যান্ত রাস্তা বৃষ্টিতে খারাপ হয়ে গিয়েছিল. এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার, সি, পি, ডব্লিউ, ডি, এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে.। কিন্তু তারা কাজ শুরু করেন নি. তখন রাজ্য সরকার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কাজটা আমরা শুরু করি এবং প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মত খরচ করা হয় এরপর সি, পি, ডব্লিউ, ডি, তারা আসে এবং কাজ শুরু করে। তারা তখন বলেন যে তারা এই রাস্তার ডেভেলাপমেন্টের জন্য এস্টিমেট করে পাঠিয়েছেন কিন্তু তাদের দপ্তর থেকে সবটা সেঙ্কশান হয়ে আসেনি কিছুটা সেঙ্কশান হয়ে এসেছে যা এসেছে সেটা দিয়েই তারা কাজ শুরু করেছেন। পরে বাকিটার সেঙ্কশান এলে সেটা করা হবে। আমরাও এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এটা এনেছি

আর দ্বিতীয়তঃ যেটা বলেছেন জহর ব্রীজ সম্পর্কে এটা ঠিক-এই ব্রীজটা দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রেখেছে দুই নেশন্যালাইজড্ রাস্তাকে যুক্ত করার জন্য খয়েরপুর থেকে সিদ্ধিআশ্রম পর্যন্ত রাস্তা এটা সীমান্ত সড়ক সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে যতটুকু রিপোর্ট-বি, আর, ও, এবং সি, পি, ডব্লু, ডি, তারা যুক্তভাবে এটার সার্ভের কাজ হাতে নিয়েছেন। এবং আমরা আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই তারা এস্টিমেট ইত্যাদি করতে

পারবেন। তারপর কাজটা আমরা শুরু করতে পারব। দক্ষিণ দিক থেকে আগরতলা আসার পথে বটতলার হাওড়া নদীর উপর যে ব্রিজটী রয়েছে সেটাতে প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে এবং আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে সেই চাপটাকে কমানো যায়।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত:— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের রাজ্যের সঙ্গে চুড়াইবাড়ি হচ্ছে একটি ইন্টার ষ্টেট বর্ডার পয়েন্ট। সেখানে প্রায় সময়ই রাস্তার দু'পাশেই শতাধিক করে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে এবং চলাচলের ক্ষেত্রে ভীষণরকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই, ঠিকভাবে গাড়িগুলি যাতে চলাচল করতে পারে সেই জন্য চুড়াইবাড়ী থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটি ডাবল লেন করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমি বলেছি যে চম্পকনগর পর্য্যন্ত ডাবল লেন্ রয়েছে। সবটা রাস্তাই যাতে ডাবল লেন্ করা হয় সেজন্য আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী আছে। তারা নীতিগত ভাবে সম্মত হয়ে বি, আর, ওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। এর পর বি, আর, ও, ৭৮, ৭৮ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পেশ করে। তাদের কাছে প্রস্তাবটা যাওয়ার পর তারা বি, আর, ওকে বলে, জাতীয় সড়কের যেখানে যেখানে ভীরটা বেশী সেখানে ডাবল লেন করতে হলে কি পরিমাণ টাকা লাগবে সেটা যেন বি, আর, ও, পুনরায় খতিয়ে দেখে।

ডাবল লেন্ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নীতি আছে। তাতে বলা আছে, যে রাস্তায় ডাবল লেন্ করা হবে সেই রাস্তায় দৈনিক কম করে ২৭ হাজার গাড়ি চলাচল করতে হবে। আমাদের এখানে তিন থেকে পাঁচ হাজারের বেশী হয় না। এখনতো অবস্থাটা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে দিনে ৩ হাজার গাড়িও আসাম আগরতলা সড়কে চলাচল করছে না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি তোমার এই নীতি পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরার জন্য কার্য্যকর কর না। কেননা, এখনও এখানে যান চলাচলের যথেষ্ট রেসট্রিকশান রয়েছে। এসকর্ট ছাড়া গাড়ি চলতে পারে না। দু'দিক থেকে একই সময়ে বহু গাড়ি আটকে থাকে। চলাচলের ক্ষেত্রে তখন ভীষণ অসুবিধা হয়। এই জন্যই এই রাস্তায় ডাবল লেন্ বেশী জরুরী। তখন গাড়িগুলিও দ্রুত চলাচল করতে পারবে। চুড়াইবাড়ি থেকে সংক্রম পর্য্যন্ত ডাবল লেন্ করার প্রয়োজন রয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা এই হাউস থেকে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব এক্ষুনি নিতে পারি এটাই আমার প্রস্তাব এবং আমি এটা হাউসের সামনে রাখলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা:— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রস্তাবটি ভাল এবং এটাকে সর্ব্বসম্মতভাবে এখান থেকে পাশ করানোর ক্ষেত্রে কেউ বিরোধিতাও করবেন না। দুইজন বিধায়ক অভিযোগ করেছেন যে গ্রীফের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে এবং মন্ত্রীও এটা স্বীকার

করে নিলেন। আমি এখানে এটাকে একটা ষড়যন্ত্র বলে মনে করছি। গ্রীফ কোম্পানী একটা স্বীকৃত এবং সর্ব্বাধুনিক প্রযুক্তি কর্মক্ষমতার সংস্থা। এতে কাজ করছেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। তারপর মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এইসব জায়গাতে অন্যান্য অর্গানাইজেশন গুলি কাজ করছে। এবং তাদের কাজ যে উচ্চ মানের এটা সারা ভারতে স্বীকৃত। এটাই একমাত্র দফতর আছে যেটা সরাসরি রাষ্ট্রপতি দেখাশুনা করেন। এই জায়গাতে আমরা দেখছি যে, এই আসাম আগরতলা রোড যতদিন রাজ্য সরকারের হাতে ছিল ততদিন এই রাস্তার অবস্থা সাংঘাতিক কাহিল ছিল, এটা সকলেই জানেন। এখন এটা অনেক ভাল হয়েছে শুধুমাত্র এই গ্রীফের হাতে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। মনু টু ছামনু এই রাস্তাটা এত ভাল ছিল যখন রাজ্য সরকারের হাতে হস্তান্তর হল এরপর থেকে সেখানে সাইকেলও ঠিকমত চালাতে পারে না। কাজেই, এখানে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে এটা গ্রীফকে তথা এখানে যে বি, আর, টি, এফকে আণ্ডার ইষ্টিমেট করা হচ্ছে এবং হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। এখন এগুলি রাজ্য সরকারের হাতে নিয়ে এই কাজটা ভাগাভাগি করে খাওয়ার মূল লক্ষ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিক না। আমি এখানে বলছি গ্রীফ বলেন আর, বি, আর, টি, এফ, বলেন তারাই আমাদের দুর্গম অঞ্চলের রাস্তাগুলি করছেন, বর্ডার সীমান্তের সড়ক তারাই তৈরী করছেন। আগের কাজগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন সময় অভিযোগ ছিল না। আমি বলছি পার্টিকুলার এখানে গত বছর যে কাজটা তারা করেছে এই আগরতলা থেকে সাব্রুম অর্থাৎ রাস্তাটার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই কাজটা অত্যন্ত নিম্ন মানের হয়েছে। আমরা তাদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নিয়েছি। এখন সব জায়গায় সব অফিসাররা সমান না এটা আমরা খুব ভালভাবে জানি। আমরা বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে নেওয়ার পর তারা ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে রাস্তাগুলি রিপেয়ারিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থার মধ্যে গ্রীফ বা বি, আর, ওকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা এটা করেছি এখানে একবারের জন্যও এই কথা বলা হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ মনু থেকে আরম্ভ করে ছামনু গোবিন্দবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এখন পর্যন্ত বি, আর, ওর হাতে আছে। সেখানে একটা ঘটনায় তাদের কয়েকজন লোক মারা গেছে মারা যাওয়ার পর তারা সমস্ত কাজ গুটিয়ে নিয়েছে। এন, ই, সি, এই রাস্তাটা করার জন্য টাকা দিয়েছে। এখন বি, আর, ও এন, ই, সির সঙ্গে তাদের যে হিসাব নিকাশ, এগুলি পরিষ্কার করে এই কাজগুলি এখনও করতে পারেন নি কয়েকদিন আগেও এন, ই, সির প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন তারা রাস্তা ভিজিট করেছেন আমাদের বিশ্বাস বি, আর, ও, তারা পরিষ্কার বলেছেন তারা এই কাজ নেবেন না, তারা করবেন না। আমাদের তরফ থেকে ১৫০০ কি. মি. প্রস্তাব ছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত

৫০০ কি, মি, করেছি, যে আপনারা এই রাস্তাটা করুন। কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা কোন অবস্থায় করবেন না। এখন যেহেতু তারা করবেন না আমাদের কাছে কোন বিকল্প নেই আমরা সেই কাজটা করব। আর এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন এটা ঠিক না। জাতীয় সড়ক এই যে এখানে মাইরাং থেকে যেটা মণুতে আসবে মিজোরামের মিনিষ্টার বার বার আমাকে অনুরোধ করেছেন যখন দেখা হয়েছিল দুইবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেন আপনারা রাজ্যসরকার এই কাজটা নিচ্ছেন না। মিজোরামের রাজ্যসরকার তারা তাদের কাজটা করেছে; যখন থেকে এই নোটিফিকেশন হয়েছে সেইদিন থেকে আমরা বি, আর ওকে অনুরোধ করছি এই কাজটা তাদের নিতে হবে। মাঝখানে তারা রাজী হন নি আবার আমরা পারস্যু করেছি। এখন তারা রাজী হয়েছেন এই কাজটা তারা নেবেন। তার উপর যা ব্যবস্থা করা দরকার সেই সমস্ত রকমের উদ্যোগ তারা নিচ্ছেন। বর্ডার রোড যেটা হবে, যেসিং যেটা হবে এগুলি সবই বি, আর, ও করছে। সুতরাং বি, আর, ওকে হেয় করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু কোন জায়গায় সংস্থার কিছু লোক একটা খারাপ কাজ করে আর সেটা বললে পরে তাকে হেয় করা হয় না। বি, আর, ও শুধু আমাদের রাজ্যে না উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে কমান্ডেবল জব করছেন এই নিয়ে কোন রকমের সন্দেহ নেই। তারা এই দায়িত্ব পালন করছে

শ্রীমধন দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা প্রস্তাবও দিয়েছেন যে আমরা এখান থেকে ৪৪নং জাতীয় সড়ককে ডাবল লেন, করার জন্য একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব যাতে এখান থেকে গ্রহণ করা। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে সমস্ত সদস্যগণ একমত হবেন এই আবেদন রাখছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিষয়টা উত্থাপন করেছি, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যেভাবে বলেছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য করেছি এটা ঠিক নয়। আমি অনুরোধ করব যদি সম্ভব হয় তাহলে উনি দক্ষিণ ত্রিপুরায় গেলে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারবেন কি কাজ হয়েছে। আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এরপরেও যদি উনি বলেন যে, এই রাস্তা ভাল হয়েছে তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। এটা সারা রাজ্যের মানুষ দেখেছে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষ সবাই দেখেছেন। তাই সেইদিক থেকে এটা অভিযোগের বিষয় না। কাজটা ভাল হওয়ার জন্য বলেছি। এবং ডাবল লেন, করার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য আবেদন রাখছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, এই ব্যাপারে আপনি আপনার মতামত দেবেন; যদি প্রস্তাব হয় তাহলে এখানে গ্রহণ করে আমাদের পাঠাতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, আপনারা উভয়ই যদি একমত হন তাহলে আমরা এই রকম প্রস্তাব নিয়ে পাঠিয়ে দেব। এটা নিয়ে নতুন প্রস্তাব আনার দরকার নেই। যা আলোচনা হয়েছে এটা আমরা প্রস্তাব আকারে পাঠিয়ে দেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমি টেকনিসিয়ানও না, একস্‌পার্টও না। আমি যেটা জানি সেটা মাননীয় সুধনবাবু বলেছেন। এই রাস্তা খারাপ হওয়ার মূল কারণ হলো যে, এই আসাম আগরতলা রাস্তা যখন তৈরী করা হয়, এটার ফরমেশন ছিল ডেইলী ছয়শ গাড়ী আসা যাওয়ার জন্য এবং আগরতলা টু সাব্রুম পর্য্যন্ত চলে তার অর্দ্ধেক গাড়ী। কাজেই, এখন ডেইলী গাড়ী চলছে এই রাস্তা দিয়ে দেড় হাজার থেকে তিন হাজার আসাম আগরতলা রোডে। কাজেই, রাস্তা তো নষ্ট হবেই।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, রাস্তায় সেতুর অবস্থা খুবই খারাপ। বাইখোড়ায় যে সেতু আছে সেখানে যে একটা ডাইভারসন করা হয়েছে সেগুলি অনেক নিচে। সেই কারণে সেতুটা তলিয়ে যায়। এবং সাব্রুমে যে গত ৬য় সাত দিন যাবত মালপত্র সময় মত পরিবহণ করা সম্ভব না হওয়াতে সেখানে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে। আর জোলাই-বাড়ীর সেতুর অবস্থাও একই অবস্থা। যদি ২০০৩ সালের পরে সেতুর কাজ আরম্ভ করা হয় তাহলে মালপত্র পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হবে। কাজেই, এই ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ উদ্যোগ নেবেন কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা আমার নজরে আছে। আরও কয়েকটা সেতু আছে এই রাস্তার উপরে। যেমন বাগমা এক সময় রাস্তাটা অচল হয়ে পড়েছিল। তারপরে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করা হয়েছে। দপ্তরের একটা পরিকল্পনা আছে ২০০১ থেকে ২০০৫ইং সালের মধ্যে ঐ রাস্তার সমস্ত সেতুগুলিকে পার্মানেন্ট সেতু করার জন্য। কোন সময় কতটা করবে তারা সেটা ঠিক করেছে। পূর্ত দপ্তর এইগুলি গুরুত্বের সাথে দেখছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্ন উল্লিখিত মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্যরা হলেন অমিতাভ দত্ত এবং জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কোল স্টোরে মজুত রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখন অপারগ হন তাহলে পরবর্তী তারিখ ও সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি আগামী ১৮-৭-২০০০ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহাশয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো : "গত ১১ই জুলাই, ২০০০ইং ভোর পাঁচটায় মেলাঘর বাজারে অগ্নি সংযোগে পুড়ে যাওয়া ও অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের উপর আক্রমণ হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন এই ব্যাপারে বিবৃতি দেন। আর যদি তিনি এখনেই এই ব্যাপারে বিবৃতি দিতে অপ্রস্তুত থাকেন তাহলে সময় ও তারিখ চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি আগামী ১৮-৭-২০০০ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। দৃষ্টি নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহাশয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : ৩রা জুলাই ২০০০ইং ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের বেতনের টাকা লুট হওয়া এবং পরবর্তী সময় উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে।

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য যদি তিনি এখনেই বিবৃতি দিতে অপ্রস্তুত থাকেন তাহলে পরবর্তী সময় ও তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি আগামী ১৭-৭-২০০০ইং উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নিম্ন উল্লিখিত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটি উত্থাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার এবং পদ্মকুমার দেববর্মা মহাশয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৯শে জুন ২০০০ইং, খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর বাজারে এ, ডি, সি, সাব-জোনাল অফিসার সঞ্জীব পুরকায়স্থ এন, এল, এফ, টি, উগ্রপন্থীদের আক্রমণে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১৯শে জুন ২০০০ইং তারিখে শ্রীরনজিৎ দাস পুরকায়স্থ খোয়াই থানায় বড়বাবুকে জানান যে তার বড় ভাই সঞ্জিত দাস পুরকায়স্থ বয়স ৩০ বছর খোয়াই থেকে ফিরে চাম্পাহাওয়া বাজারে সি পি আই (এম) পার্টি অফিসে বসেছিলেন। আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় আসাম রাইফেলের মত পোষাক পড়া ১৮-২০ জন উগ্রবাদী সি পি

আই (এম) পার্টি অফিসের সামনে এসে তার ভাইকে ডাকে। তার ভাই ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র উগ্রবাদীরা তাদের হাতের আধুনিক অস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়ে এবং তিনটি গুলি তাঁর ভাইয়ের শরীরে লাগে। ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপর উগ্রবাদীরা পরশুরাম পাড়ার দিকে পালিয়ে যায়। অভিযোগকারি রণজিৎ দাস পুরকায়স্থের ধারণা উগ্রবাদী দলটি এন, এল, এফ, টি'র সদস্য। পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে নিহত ব্যক্তিকে খুব কাছ থেকে এ, কে. ৪৭ রাইফেল্স থেকে গুলি করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে অন্য কোন ব্যক্তি এই ঘটনায় নিহত বা আহত হননি। রণজিৎ দাস পুরকায়স্থের এজাহারের ভিত্তিতে খোয়াই থানায় ৫৪-২০০০ইং মোকদ্দমা তাং- ১৯-৬-২০০০ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা, ১৪৮, ১৪৯ ৩০২ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় নথীভুক্ত করা হয়। এই মামলায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি। বর্তমানে খোয়াই থানায় এই মামলাটি তদন্ত করছে, তদন্তে যতটুকু জানা গেছে তাতে এই ঘটনার জন্য এন, এল, এফ, টি বৈরী সংগঠন দায়ী। ঘটনা ঘটার এক ঘন্টার মধ্যেই খোয়াই থানার একটি পুলিশ দল চাম্পাহাওয়া বাজারে পৌছে যায়। এখানে উল্লেখ যে চাম্পাহাওয়া বাজারে এবং সন্নিহিত এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব আসাম রাইফেল ২৬নং ব্যাটেলিয়ান নেস্ত রয়েছে। এছাড়া ঘটনার স্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে হাতিমারাতে একটা এক প্ল্যাটুন শক্তি সম্পন্ন টী, এস, আর, ক্যাম্প ও আছে। এই ঘটনার পর প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে নি, ঘটনার সময় নিহত পুরকায়স্থ ছুটিতে ছিলেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এই সঞ্জীব পুরকায়স্থ প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সি পি আই (এম) নেতা রঞ্জন-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র। এর আগেও তাকে উগ্রপন্থীরা দুই বার নানা ভাবে আক্রমণ করেছিল এবং খুনলুং-এ আক্রমণ করেছিল। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করছে এই রকম একটী পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য আরোও বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। এর জন্য বার বার আক্রমণ এবং সে দিন চাম্পাহাওয়া বাজার বার ছিল। সেই বাজার বারে অনেক মানুষ চলাচল করে এবং সিকিউরিটীর ব্যবস্থা আছে এটা তাদের জানা ছিল। কারণ মহকুমা শাসকের অফিসে আমি সেদিন ছিলাম। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আসাম রাইফেলস জওয়ানদেরকে এস, ডি, ও, সাহেব বলেছেন যে, একট্রিমিষ্ট মোভমেন্ট হয়েছে। কাজেই, তোমরা আগে থেকে ব্যবস্থা কর। কিন্তু যায় নি। মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, ঘটনাস্থল থেকে দুই কিমি, কিন্তু দুই কিমি না সেটা, এক কিমি থেকে কম হবে. সেখানে একটি টি এস আর ক্যাম্প রয়েছে এই রঞ্জন রায়ের বাড়ির কাছে। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে চাম্পাহাওয়া চৌমুনীতে।

চাম্পাহাওর বাজার থেকে দুই কিলোমিটার হবে আর চৌমুনী বাজার থেকে এক কিলোমিটার হবে। সেখানে আসাম রাইফেল ছিল, টি এস আর ক্যাম্প ছিল। সেখানে আসাম রাইফেল থাকা সত্ত্বেও মহকুমা শাসককে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আসাম রাইফেল এর দুর্বলতা ছিল এখানে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা? এবং এই বিষয়টা জানাবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম তো উনার পিতা সম্পর্কে এটাতো সবাই জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে, তিনি গণআন্দোলনের একজন সামনে সাড়ির নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীও বটে। সমস্ত রকম নির্যাতন তাকে ভোগ করতে হয়েছে। শুধু তার পিতা না এই পরিবারটী এই এলাকাতে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত এলাকার মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই সঞ্জীব পুরকায়স্থকে খুন করা হয়েছে কিনা এটাতো আমার পক্ষে চট্ করে বলা কঠিন। আর দ্বিতীয়ত, সঞ্জীব পুরকায়স্থকে গত ২১-০৩-২০০০ইং তারিখে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাষিত জেলা পরিশদে সদর দপ্তরে খুমলুং-এ অবস্থিত সাব-জোনাল অফিসে তার নিজ কক্ষে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। এই ঘটনার দিন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। এবং দুস্কৃতকারীরা আহত পুরকায়েস্থের তার অফিসের সামনে রাখা মোটর বাইক্‌টী নিয়ে চলে যায়, আহত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং পরবর্তী সময়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ছুটী ভোগ করার জন্য বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিরানীয়া থানায় ৩৬/২০০০ নং মামলায় নথীভুক্ত করা হয়। এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮, ৩০৭, ৩২৬, ৩৭৯, ৩৩৪ এবং অস্ত্র আইনের উপরোক্ত মামলা পুলিশ প্রচণ্ডী দেববর্মা, পিতা- খয়াম দেববর্মা ঠিকানা ভদ্রমিদ্রিলপাড়া থানা জিরানীয়া তাকে গ্রেফতার করে এবং বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে। আর তৃতীয় যেটা আসাম রাইফেল সম্পর্কে। এই তথ্য তো আমার কাছে রেডিলি নেই। যদি এই রকম হয়ে থাকে এস ডি ও সাহেব যদি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে আনেন, আমরা আসাম রাইফেল কর্তৃপক্ষের গোচরে এই জিনিসটী নিতে পারব।

শ্রীসমীর দেব সরকার:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান্ স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন এটা আসাম রাইফেল কমাণ্ডিং এরিয়ার মধ্যে আছে। আসাম রাইফেল ক্যাম্প থেকে সেই চাম্পাহাওরের পাশাপাশি কোন পেট্রোলিং ছিল কি না? সাধারণত সেদিন বাজার বার সেই দিনে পেট্রোলিং থাকে, মহকুমা শাসক বলেছিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে আসাম রাইফেল দেওয়ার কথা, কারণ সেখানে উগ্রপন্থীর তৎপরতা আছে, সেই জায়গায় ছিল না এবং তা দেখা হবে কি না? ১ কিমিঃ এর কাছাকাছি একটা টি, এস, আর ক্যাম্প ছিল, আসাম রাইফেল

খোয়াই টাউনেই আছে, বাচাইবাড়ির দিকে তাদের একটা ছোট ক্যাম্প আছে, কিন্তু সেখানে কেউ যায় না। দ্বিতীয়তঃ সেখানে পোষ্টার লাগানো হয়েছে এন, এল, এফ, টি, থেকে যে, বাঙ্গালী অংশের মানুষদের এলাকা ছাড়তে হবে এবং সেই পোষ্টারগুলি দেখার জন্য মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও, সঞ্জীব পুরকায়স্থ বলেছেন যে, এই ধরণের পোষ্টার কারা লাগিয়েছে? এই পোষ্টার বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে লাগানো ছিল। এবং পুলিশ সেই পোষ্টারগুলি পরবর্তী সময় তুলে নিয়ে এসেছে। এই যে হুমকি বাঙ্গালীরা ট্রাইবেল এলাকায় থাকতে পারবে না এবং সঞ্জীব পুরকায়স্থকে খুন করার মধ্যে দিয়ে আতংকে ইতিমধ্যে যে বাঙ্গালী পরিবার ছিল চলে এসেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— প্রথম যে বিষয়টা জানতে চেয়েছেন রাজ্যস্তরের সিকিউরিটি অফিসার যারা বিভিন্ন এজেন্সির, তাদের নিয়ে আমাদের সরকারের সঙ্গে যখন মিটীং হয় আমরা বিভিন্ন নির্দ্দেশের মধ্যে অন্যতম যেটা বলেছিলাম যে গ্রামের বাজারগুলি বিশেষ করে উপজাতি ও অনুপজাতি মিশ্র এলাকার বাইরে থেকে হয়ত অন্য অনুপজাতি ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র বিক্রি করতে যান আর অধিকাংশ উপজাতি কিনতে আসে। আর এই উপজাতি অংশের মানুষ গরীব তারাও তাদের কিছু সব্জী টব্জী বিক্রি করতে আসেন। তো এই বাজারগুলি আমরা লক্ষ করেছি। আগে কয়েকটা জায়গায় আক্রান্ত হয়েছে। তো এই বাজারগুলিও সময়ে তারা যাতে নজর রাখে বিশেষ করে সদরের পঞ্চবটীর ঘটনার ব্যাপারে আমরা এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করি। এবং এটা ঘটনা যে আমাদের তো প্রতিদিনই এই ৭ দিনের মধ্যে মধ্যে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় হাট বসে সিকিউরিটী ফোর্স অবশ্য বলেছিল সবগুলি কভার করা কতটুকু সম্ভব হবে আমরা জানিনা। তবে এটা করা দরকার এবং তারজন্য আমরা নিশ্চই উদ্যোগ নেব, তাতে আসাম রাইফেলকেও বলা হয়েছে যদিও বি, এস, এফ, তারা এন্টি ইন্সারজেন্সী অপারেশান্ এ পার্টিসিপেট করে না। তাদেরকেও আমরা অনুরোধ করেছিলাম বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় যে বাজারগুলি আছে অন্ততঃ হাটের দিন সেই বাজারগুলিতে বিশেষ টহলের ব্যবস্থা করার জন্য বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ, আসাম রাইফেল, ত্রিপুরা পুলিশ এবং টী, এস, আরদেরও বলা হয়েছে। এবং এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দ্দেশিকা সত্বেও সব জায়গায় যে তারা টহলের ব্যবস্থা পারছেন তা না, বা কোন একটা বাজার হয়ত গত সপ্তাহে যেতে পারেন নি, এই রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক না, দ্বিতীয়ত যে প্রসঙ্গটী মাননীয় সদস্য বললেন যে এই এলাকাতে একটা হুমকি সম্বলিত পোষ্টার ছাপা হয়েছিল এবং নির্দ্দিষ্ট একটা জনগোষ্টির মানুষকে এই এলাকা ছেরে চলে যেতে হবে এবং এলাকার মানুষ যে আতংকিত ছিলেন এই রকম অবস্থায় অবশ্য সেই বাজারে টহলদারী উচিৎ ছিল।

এই সমস্ত কিছু জানার পরেও যদি টহলদারীর ব্যবস্থা থেকেও না থাকে, কেন থাকল না এটা নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব এবং মাননীয় সদস্যের উত্থাপিত এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করতে সুবিধা হবে। আমি তাঁকে অনুরোধ করবো উপযুক্ত তদন্তকারী যে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এই সমস্ত বিষয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে। আমি তৃতীয়ত যেটা বলছি যে, সঞ্জীব পুরকায়স্থ যার কথা বলেছিলেন যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এই সমস্ত পোষ্টার। ছাত্র অবস্থা থেকে সঞ্জীব পুরকায়স্থ সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আছে, অত্যন্ত সাহসী ছেলে। ছোট বেলা থেকেই যখন সে স্কুলে পড়ে তখন থেকেই প্রচণ্ড সাহসী ছেলে। এবং এই সমস্ত অন্যায় অবিচার এই গুলির বিরুদ্ধে। এই সমস্ত যারা সাহসী দৃঢ় চেতা যারা অন্যায় এর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং ঐক্য সংহতির জন্য যারা কথা বলে সন্ত্রাসবাদীরা তাদেরকে আক্রমণের কেন্দ্র করে খুন খারাপি করছে। এটা ঘটনা, এটা এক ধরণের কাপুরুষতা। এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, সঞ্জীব পুরকায়স্থ মারা যাওয়ার পর তার পরিবারকে সরকারী সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হলে পরে, আমাদের সরকারের যে সমস্ত সুযোগ সম্প্রসারিত আছে নিশ্চয়ই যেহেতু সঞ্জীব পুরকায়স্থ এর বিধবা স্ত্রী আছেন তার সব সুযোগ আমরা সম্প্রসারিত করব।

PRESENTATION CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা। বর্তমান অধিবেশনের ১২ই জুলাই বুধবার, ২০০০ ইং তারিখ হইতে ২০শে, জুলাই বৃহস্পতিবার, ২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ধন্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১২ইং জুলাই বুধবার, ২০০০ইং. তারিখ হইতে ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার ২০০০ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি, যে সময় নির্ধন্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন দ্বিতীয় রিপোর্টটি হাউসে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস্ এ্যাড্-ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :— বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্ট এর সহিত এই সভা একমত।

অতএব রিপোর্টটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির একশটিতম ও বাশট্টিতম প্রতিবেদন সভার সামনে উত্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (চেয়ারম্যান, পাবলিক একাউন্টস কমিটি) মহোদয়কে কমিটির একশট্টিতম ও বাশট্টিতম প্রতিবেদন দু'টির প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (সদস্য) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির একশট্টিতম ও বাশট্টিতম প্রতিবেদন দু'টি সভায় সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পিকার:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটীর আটাশতম ও উনত্রিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত, (চেয়ারম্যান, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটী) মহোদয়কে কমিটীর প্রতিবেদন দুইটীর প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত, (সদস্য) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটীর আটাশতম ও উনত্রিশতম প্রতিবেদন দু'টী সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, গভর্ণমেন্ট এস্যুরেন্স কমিটীর বাইশতম প্রতি-বেদন সভায় সামনে উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে, (চেয়ারম্যান, গর্ভর্ণমেন্ট এস্যুরেন্স কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি কমিটীর বাইশতম প্রতিবেদনটী প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীমানিক দে, (সদস্য) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গভর্ণমেন্ট এস্যুরেন্স কমিটির বাইশতম প্রতিবেদনটী সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়, আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রিপোর্টগুলোর প্রতিলিপি নোটীশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

MOTION PRESENTED BY CHIEF MINISTER.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় (সদস্য মহোদয়গণ) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকর্তৃক গত ১০ই জুলাই, ২০০০ইং তারিখে উত্থাপিত "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)" এ কিছু মুদ্রণ জনিত ত্রুটী দূর করতে চেয়ে একটী প্রস্তাবের নোটীশ দিয়েছেন। আমি উক্ত প্রস্তাবটী উত্থাপনে অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার প্রস্তাবটী (মোশান) সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "That in the technical report of the Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000) after the words 'State list (Lost)', the words & figure 'and Entry 2 of Concurrence List (List III)' shall be inserted;

AND

In sub-clause (3) of clause 26 for the words & figures 'Schedule II', the words 'First Schedule' shall be substituted.'

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক 'The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)' এর উপর উত্থাপিত প্রস্তাবটি (মোশান) ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

'That in the technical report of the Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000) after the wordes' 'State list (List II)', the words & figure 'and Entry 2 of Concurrence List (List III)' shall be inserted.

AND

In sub-clause (3) of clause 26 for the words & figures 'Schedule II', the words 'First Schedule' shall be substituted.

অতএব, প্রস্তাবটি (মোশান) সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উপরে আমি এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি। এমেণ্ড-মেণ্টের ব্যাপারটা মোভ করতে হয় প্রথমে।

মিঃ স্পীকার :— উত্থাপন হওয়ার পরে এমেণ্ডমেণ্ট হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, উনি তো বিলটা এনেছে আমি এটার উপর এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি। এখন আমার এমেণ্ডমেণ্টগুলি মোভ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— এমেণ্ডমেণ্টের কপি কোথায়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সার্কুলেট কালই হয়ে গেছে। গতকালই সবাই পেয়েছে। বলব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এমেণ্ডমেণ্ট তো রাখা যায় কোন অসুবিধা নাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি এখন মোভ করব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি মোভ করুন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— I beg to move the following amandment before the House In Section 2

মিঃ স্পীকার :— এই বিলটি তো এখানে উত্থাপন করা হবে। উত্থাপনে তো আপনি এমেণ্ডমেণ্ট দিচ্ছেন না। উত্থাপনের পরে তার ত্রুটি কিছু হচ্ছে এটা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা চলে গেছে স্যার। এটার কনসিডারেশন আসছে।

Shri Ratan Lal Nath :— In Section 2, Sub-section (I) clause (d), the following be substituted in place of existing clause (d) :- "(d) has been convicted not less than twice under the Tripura Excise Act, 1987, so far it relates to an offence regarding sale of adultarated, Sub standard, decom-

posed liquer injurious to health and also an offence under Tripura Excise Act relating to evading of Govt. revenue not less than 10,000/-."
2. Clause (e) of Section 2(I) of the Bill following be substituted :- "(e) has been convicted under the prevention of Food Adulteration Act, 1954 for manufacturing, storing, for sale or sells any article of food define as adulterated under section 2 (i-a) except Sub-slause (a) and (m) of the said Act."

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই এমেণ্ডমেন্টের কপি পাই নি। হাউ ক্যান্ টেক্ এ পারটি ইন ডিভেট বাট আই হ্যাভ্ নট্ ডিভেইট এটা কিছুটা শুরু হয়েছে আপনারা লক্ষ্য করছেন। আমি যদি এটা না পাই তাহলে ডিভেট্ পারটিসিপেট করব কি ভাবে। আমি রিকুয়েষ্ট করব লেট মি গো থ্রো দিজ এমেণ্ডমেন্ট। যদি আপনারা পারমিট করেন তাহলে আমাদের এখান থেকেও রিসেস্ হয়ে যাবে। তার শুরুতে আমি পারটিসিপেট করব। কারণ আমি না জেনে চট করে বলতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুটো পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়, আপনি আপনার সংশোধনীর উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ২০০০ এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি যতটুকু দেখেছি বেশ কিছুদিন ধরে ত্রিপুরার এই জিনিসটি চলছে, বিল আসার আগে গভর্ণমেন্ট প্রথমে অর্ডিন্যান্স আনছেন। ১৭-৫-২০০০ অর্ডিন্যান্স আনা হয় আর তার গেজেট নোটিফিকেশান হয় জুন মাসে। এটা যেন বিহারের মত আরম্ভ হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে বিহারে দেখা যাচ্ছে, আগে অর্ডিন্যান্স এনে পরে বিধানসভাকে বাদ দিয়ে বিল করা হচ্ছে। এতটা অবশ্য এখানে হচ্ছে না। বিধানসভার বিল আনা হচ্ছে। এখানে পাশাপাশি আর একটি সেলস্ ট্যাকস্ বিল আছে সেটাও ১৭-৫-২০০০ অর্ডিন্যান্স এনে দু'দিন পরেই গেজেট নোটিফিকেশান করা হয়। আর এই সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ২০ দিন পরে করা হয়। আপনারাতো জানতেনই জুলাই মাসে সেসাশ হবে। কাজেই যেখানে অর্থের সংকটের কথা বলছেন সেখানে অযথা অর্থ ব্যয় কেন। এর কোন কারণ দেখতে পাই না। স্যার, আমি এই বিলটিকে ৩টি অংশ ভাগ করছি। সবটা ভাল করে পড়তেও পারি নি। কারণ আমার শরীর ভাল নয়। একটি সোসিয়াল,

সাব-ভার্সিভ, সাবেটেজ। বার, সতের এবং আঠার। আমি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, একটি সোসিয়ালে। "In Section 2, sub section (1) clause (d) the following be substituted in place of existing clause (d) :— "(d) has been convicted not less than twince under the Tripura Excise Act. 1987, so far it relates to an offence regarding sale of adulterated, sub standard, decomposed liquer injurious to health and also an offence under Tripura Excese Act relating to evading of Govt. revenue not less than 10.000 এটার অর্থ কি ? টু আইস পানিশম্যাণ্ট হলে কেন দেব। ইট ইজ ভেরি টেকনিক্যাল। ইক বইতে গণ্ডগোল থাকলে পানিশম্যাণ্ট হয়, ফাইন হয়। এই জন্য ত্রিপুরা সিকউরিটি বিল আনতে হবে? স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চোলাই মদ বিষাক্ত নয়। এটা কালচার অব ট্রাইবেল। কুলি বস্তীতে চোলাই হয়। ধরা পড়লে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। দু'বার ধরা পড়লেই তাকে সিকিউরিটি অ্যাকটে ঢুকিয়ে নিতে হবে। সে জন্যই আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট। যদি বিষাক্ত কিছু হয়, সাবষ্টেণ্ডার্ড হয়, ডি-কম্পোজড অর্থাৎ পচন ধরে হেলথের জন্য লিকারটা ইনজুরিয়াস হয় তাহলে পানিশমেন্ট হবে।

এই প্রভিশানগুলি থাকতে হবে নতুবা ট্রাইবেল এলাকায় বেশীর ভাগ ট্রাইবেল, চা বাগানের শ্রমিক, রিকশা চালক সিকিউরিটি আইনের আওতায় পড়বে। নরমেল কোর্সে এই সিকিউরিটি এ্যাকট-এ পড়বে। এটা মোষ্ট অবজেকশানেবল। অন্যগুলি সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই। শুধু মাত্র 'ডি' সম্পর্কে আপত্তি এই জায়গায়।

তারপর স্যার, সেকশান ১ এর সাবসেকশান 'ই'তে বলা হয়েছে—'হ্যাস বীন কনভিকটেড আণ্ডার দ্য প্রিভেনশান অব ফুড এডাল্টরেশন এ্যাকট, ১৯৫৪'। স্যার, অনেক ফুডে আছে যেমন দুধের সাথে জল মেশালে ইট ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। মুসুরী ডালের সাথে মুগ ডাল মেশালে ইট ইজ নট ইনজুরিয়াস টু হেলথ। তারপর বিস্কুট এবং চিনি ময়েশ্চার থাকে এবং এটা টাইম টু টাইম ভেরী করে ওয়েদারের সাথে সাথে। কিন্তু এটা ইনজুরিয়াস টু হেলথ হবে না। সুতরাং 'এ' এবং 'এম' ছাড়া বাকীগুলি সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই। তারপর স্যার সেকশান ২৩তে বলা হয়েছে— "The State Government may by general or special order prohibit, restrict or impose conditions upon, the holding or taking part in processions, meetings or assemblies which, in its opinion are likely to disturb communal harmony" এই জায়গা পর্য্যন্ত আমার আপত্তি নাই। কিন্তু "or public order" সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করতে পারব না, করলেই আমাদের গারদে ঢুকিয়ে দেবে এটা তো হতে পারে না। বামফ্রন্ট তো নিজেদেরকে

প্রগতিশীল বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু এই ধারাটাতো প্রচণ্ড আপত্তিজনক। আমি জানিনা আপনারা এটাকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন। এটা মোষ্ট অবজেকশানেব্যল। সরকার একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এটার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদের থাকবে না এটাতো হতে পারে না। আমরা মিছিল করলেই আমাদের গারদে ঢুকিয়ে দেবে তাহলে নাসার বাকী রইল কি। সুতরাং এটার ব্যাপারে অর্ডিনান্স আনতে হবে। তারপর স্যার, সেকশান ২৬-এর সাবসেকশান ৩-এ বলা হয়েছে—"Not withstanding anything contained in Schedule II to the Code of Criminal Procedure, 1973 a contravention of the provisions of section 17 shall be triable by a Court of Session or a Judicial Magistrate of the first class".

কোন আইনবিদ, কোন জাজ পৃথিবীতে এই কথা শুনেন নি। আমি জানি না কি করে তাঁরা এই সেকশান লিখেছেন। কোন আইনজীবি চুরির বিচার করবে, ফাষ্ট ক্লাশ মেজিষ্ট্রেট? কোর্ট অব্ শেসান, কোর্ট অব্ মেজিষ্ট্রেট এই রকম কোন কারবারই হতে পারে না। এটা কি জজ আর মেজিষ্ট্রেট সমান নাকি। কে কোন কেইসের বিচার করবে এটা ভাগ করা আছে।

সেকশান ১৭ একটু কারেকশান করে নেওয়া ভাল নতুবা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। এটা আদারওয়াইজ হবে জুডিশিয়্যাল মেজিষ্ট্রেট এবং কোর্ট অব সেশান হবে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। ১৭-এ ইম্পয়ারিং-এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোথায় বিচার হবে এটার উল্লেখ নেই। আমি যতদূর বুঝেছি এটা আমার কাছে সবটাই কি রকম লাগছে, আমি এটার কোনটাই কোন মতে মিলাতে পারছি না। তবুও আমার চোখে যেটা পড়েছে সেটা খুব অবজ্যাকশনেবল্। এবং সেটার আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। সেখানে যে কথাগুলি বলেছি সেগুলি কারেকশান করে নেওয়া ভাল নতুবা মিসআণ্ডার-ষ্টাণ্ডিং হবে এবং আইনের চোখে বেমানান হবে। আমি হাইকোর্ট জাজের সাথে মেজিষ্ট্রেটের সমান পাল্লায় নিতে পারি না। এই জিনিষ গুলি দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং সাথে সাথে আমার মনে হয় আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে আমি যদি ভুল বলে থাকি নতুবা আমি অনেক কিছু এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে পারতাম। ঐ এ্যামেণ্ডমেণ্টে আমি যে দু'টি এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি এবং কেটাগরিক্যালি এটা পরিষ্কার কথা ময়েশ্চারের জন্য লাগবে না। মুসুরি ডালের সাথে খেসারি ডাল মেশালে এটা অপরাধ বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এই জিনিষগুলি বিচার করার জন্য এবং আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট-গুলি এনে তারপর বিলটা প্লেইস করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আর অন্য কোন মাননীয় সদস্য আলোচনা করবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আলোচনা করব।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে, আলোচনা আরম্ভ করুন।

ককবরক্

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, অর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অহাউজঅ যেটা তুবুমানী আব তামনী বাগাই আসাগ সামুঙ না জাগখা চাং ওয়ানসাগাই মাইয়া। ওয়ানজুই ককবাই কক্ থাইসা তঙগ যে, "মরণ কালে ঔষধ নাই"। থুইনা নাইফুরু বিথি বগব ইাসয়া। অ তাবুকনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি তঙমুঙ চামুঙ দেরামা তাঁআই সবসময়ন ব কক্ সাইতঙঅ কেন্দ্রনি ফোর্স নাঙনাই ফোর্স কাবাঙমা রিয়াখাই আঙয়া। আর একদিকে ইয়াঙ অব সাফিরঅ সারা ত্রিপুরা রাজ্যন উপদ্রুত খাইদি হীনখাখে অবব খাইনা সইয়া। নিনি বাসাগ হামযাদা হীনাই সাখা থাইব কাহামন হিনাই সাঅ। হীনখাই তাই হাইব হিনাফিরো যে বিথি চারাদি। বাসাগ হামযা হিনাই সায়া ইানকাই বাহাই খাইলে বিথি চারিনাই কক্ ফাইঅ। তিনি অর মুগখা আবনি পরে বরগ তাম তুবুখাভারতনি প্রধানমন্ত্রী বন শাখা হীন নাসা নাঙ চালু খাইগ্রাসিদি। ফাই কারফিউ আঙলাইলাঙখা কেন্দ্রনি প্রধানমন্ত্রী সালাঙখা নাসা চালু খাইদি হীনখাই আঙ চৌবাইলাঙখা। তাবুক নাসা চলিআই তঙঅ। নাসানি পরে তাহকাইসা গ্রামরক্ষী বাহিনী হিনাই তুবুখা কক্ কারাই লাম কারাই হাইন বখরগ তুঙফালালাঙখা কক্তামানি কক্ সাই বখরগ তুঙফালাজাগাই তুবুখা। আবার বুইবাই সাজাগাই রসাইনা ফিলাঙখা হীনখাই তাবুক অমনব আঙ বুবিয়া স্যার, তাবুকনি যে আইন তঙমানি অ আইন তাঁআই কার্ফিউ বিভিন্ন জাগাঅ গণ্ডগোল আঙখাখে কার্ফিউ হীনাই যে অর্ডার বাঅ অ আইনবাইখে যথেষ্ট হীন। অববাহন চলিআই তঙবাইলে কিন্তু অর তাইয়াইসা সাফিখা তাম যে কার্ফিউ খাইনা ইানিখে তাম তাম মাখাইনাই? তাওয়াইসা কাতাল খাই খাইপিওখা। তাবুক অর তাইব অর কক্ হামযা খাইসা সেটা আর সিরিয়েল নাম্বার আঙখা ৩০ (To arrest without in warrent) ওয়ারেন্ট সারা আগইনসে রস মানানীফু। ইানমাই আঙ যে কোন বরকন সন্দেহ নাঙখা, ব্যক্তিগত আক্রোশ ফান আঙমানে বালে। আঙ বরগখরগসান চাজাগয়া ফান আঙমান বালে। খরগসা বরগ যতন চাজাগনাই হাই ককুয়া। চাজাগয়া আঙখা আনি ক্ষমতা তঙঅ মাইসে নাইগারাদি বনঅ তামসাগ লাই তঙ। হাইখাই বন রক্ষাই তুবুই হাইনসে দাহ রাই মাননাইফাই। হাইখে সাব দেবা নাইবা? সবচেয়ে যারা কোর্ট কাছারী সিয়া আইননি লেখাপড়া কক্ন সিয়া. কোন লাইন বুবিয়া রগনি সাগন কালাইঅ। বাথানাই কলক নারাগখা ইানখাখে বলতনি বরগ ইানজাগঅ মকল চিকন নাগখাখান সে বলতনি বরগ হীনওাগঅ। বমতাই বরগ রমখালাইনাই? যারা মাই মাচায়া মা নাঙয়া অবতাই বরগ কালাইঅ। হীনখাই যারা আইন সিনাই লেখাপড়া গানাঙ শহর অঞ্চলানি বরগরগ বরগ কালাইগালাগ। ব কালাইয়া বঙ সিয়া। ব আইন সিমানি গানাই আইনন রাগনারাঙমানি বাগাই ব অবন বা হাইখাই খবলনানাঙ নাই ব লাইথাঙনানি সিঅ। হীনখাই চিনি যারা বরগ তঙনাইরগ মুইখা চানাই বুকুঙ কেমেররগ বরগ তাম আঙনাই বরগত অমন সিয়া। সিয়া খাঙখাখে বরগ অজাগাঅ

বিশেষখাই নাগজাগঅ বুইনি সাকালে বাসাগ আঁওতও আও সাইমা নয়া। তিপ্রাসান জাথায়নানিসে লামা অব। কাহামখাই তুবুমানিসে লামা সে অব। তিপ্রাসা বিশেষ খাই যাম্মা লেখাপড়া সিয়া বরগরগ, আইননি নং সিয়া বরগন তিনি অরঅ কালাইখাথে ভারি বেজুয়া অওনাই। টাও তাবুক তাম নুগ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জেলঅ নাই, ফাইদি-জেলখানা পুওগাই তাই বরগ বারা তননানি জাগা কীরাই। তিনি প্রতিটা জাগাঅ উদয়পুর জেল থাওনাইদি ১২৬ জন তওঅ। ১২৬ জননি বিসিও ৮ জন আঁওখা বুইনি বাসা তাই বাকি বরগ যতন চিনি বরগনি বাসা। হানখাই চিনি বরগ যতন, আসামিনী কাঠগরায় তা। সমগ্র চিনি মুইয়া চানাই বরগন তাবুক হানখাই আসমী আংনাই বাওখা। নাঁওত সেন্ট্রাল জেলঅ থাওগাই নাইদি, অ সেন্ট্রাল জেলঅ বুইনি বাসা বাসাগ তও? চিনি বরগনি বাসা বাসাগ তও? হানখাই একটা জাতি অপরাধ জাতি হিসাবে যেটা বিচারঅ তওমানি সিকক জাতি হিসাবে বরগ চিহ্নিত আঁওগাই থাওখা। ভিক্ষা বিরনাই জাতি হিসাবে চিহ্নিত থাইঅ। হানখাই তিনি চিনি তিপ্রাসারগনব একদিন আহাইখাই তাময়গ যতন মুইয়া চানাই হানখাইনসে কবর জাতি বুইন বুথারনাই জাতি হাই হিসাবে চিহ্নিত অওগাওনাই বালে। আবনি পরেসে তাইব হাময়া আইন অর তিনি বগঅ। অর তিনি ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটনি থানি তাবুক যে আইন তওমানি আবন সে রীগাই কূল মানলাইয়া, আবনি ফেচঅ তংথকলাই কীরাই আঁও তওলাইঅ। আবনি বারাসে তাবুক অর হরাই মানয়া চু আই বগ। হরাইসে পাইয়া আঁওতওঅ তাইসে চুআঁই বগাই রাঅ। স্পীকার স্যার, খা নাওমানি কক, বাগা তুগমানি কক্। যে বরগরগ নাইন রাঁওয়া নুগনা রাঁওয়া অ বরগরগন মানঅ হানাইদে জগ চাগনানি হানাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ মুইয়া চানাইরগ হানখাখাইন বলওনি বরগ হানাই হানজাগঅ। বরওনি বরগ হানখাখে তিনি অর বিধানসভা অব চাওসাক। বওনি বরগ ইউ, বি, এস, এফ, হানাই তওঅ-তাম বাঙালী বাহিনী হানাইব তাচাইখ, তাম তাম হানাইব আচানখ। চিনি বরগনব বীথরাই অওঅ। অবন বলওনি বরগ হিসাবে ঘোষণা খাইনাদা? খাইগালাক। হানখাই চিনি বরগ মানথাই সগথাইনি হানফান আঁওখা বরও আঁওখাখেন হাময়ানি লামা হাময়ান। তামখাই রমাইমান-তামখাই সাতগাইমান। তামখাই বুথগাই মান। যেহেতু গ্রামরক্ষীনি বিল রসাআই মা নাখা হানখাই তাবুক তাইকাইসা তুবুআই আর কাসুগ না নাইফিলাওখা-অ কাসুজাগনাই চিনি তিপ্রাসান আঁওনাই। আও অর কাহামখাই ককনা মুজুওঅ যারা ট্রেজারী ব্যাঞ্চগ তওনাই বওনি মধ্যেব চিনি তিপ্রাসা তওঅ। নরগ অমন কাহামখাই ওয়ানসুগাই নাইদি। হয়ত অর কক্‌কথক কথক কাহামখাই সানাই মুখ্যমন্ত্রীত আবতাই সানা বেলাই কীরাও। অর ককন কলগ খাইআই সাঅ যে অর অব যতনি বাগাইন অওনাই। আইনত অওঅ গাইনি নগ। কিন্তু সাবনি বাগাই বেশী আঁওতও আবত টাও মকলবাইথাও তুগুই তওঅ। সাব সাব রমজক সাব সাব আঁও। তক কীরাইখা, খেত কীরাইখা, চাথাই কীরাইখা তওথাই কীরাইখা। হানখাই অবনি পরেব, ওয়ারেন্ট ইস্যু আংফি অরমফিদি হানয়। সারেণ্ডার খাইফিথাখে কেইস উইথড্র খীলাইনাই হাইন হাই তাইওয়াইসা ওয়ারেন্ট ইস্যু খাইফিরো। হানখাই ব তাম খাইনা বা তিনিন খারঅ খানাব

খার হীনখাই বলঙঅ হাবুই থাঙঅ। উলখাই বলঙনি বরক হীনীই চিহ্নিত খাইফির। আবনি বাগীই বরঙন দোষ রিনানি কক্য়া। যত তিপ্রাসা হাময়া আঁঙয়া। যত তিপ্রাসান হাময়া হীনীই পত্রিকাঅ তা বগদি। আঙ তিনি মুখ্যমন্ত্রীন কবগনাই যে কক্গীই ত্রিপুরা রাজ্যনি বিরোধীর-গনি কণ্ঠ বরগনি ততরা সেবনানি বাগীই গণতন্ত্রনি বুমুঙগীই ষড়যন্ত্র খাইমানি যে অ লামান রসাআঁই নাদি। অবন রসাই নাআঁই কাহামখাই তাবুক যে আইন তঙমানি অববাইন আইন শৃংখলা নারীগ-নানি তঙমুঙ চামুঙ দেরায়াখাই নারীগনানি জাতি উপজাতিন কাহামখাই হামকীরাইখাই নারীগনানি আব কাহামখাই তঙঅ। তাই কীতালখাই বক্সিনানি সামুঙ নাঙয়া হীনীই আঙ তিসাআঁই নাদি হীনীই কবগীইন আঙ আনি কক্ন অর মীথাকথা—খুলুমখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাউজে যেটা এনেছেন, এইটার প্রয়োজনীয়তা কি বা কেনইবা আনা হল তা আমি বুঝতে পারছি না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, "মরণ কালে ঔষধ নাই" মৃত্যুর সময় নাকি কোন ঔষধে কাজ হয় না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আইন শৃংখলার প্রশ্নে প্রায়ই বলেন যে সামরিক বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজ্যে পাঠাতে হবে। আর বিরোধীদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, সমগ্র রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হউক। কিন্তু তাও করতে চাইছেন না। আপনার শরীর ভাল কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন যে ভালই। পরক্ষনেই আবার ঔষধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাহলে কথা আসে সুস্থ শরীরে ঔষধের প্রয়োজনীয়তা কি? আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছেন আপনি আপাতত নাসা প্রয়োগ করুন। এখন নাসা আইন চালু আছে। নাসার পর এখন আর একটি গ্রামরক্ষী বাহিনী নামে একটি বিল আনা হয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই মাথা গরম করে এই বিলটি আনলেন। পরবর্তী সময়ে অন্যের পরামর্শক্রমে আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছিনা স্যার, এখন যে সব আইন প্রচলিত আছে যেমন বিভিন্ন জায়গায় গণ্ডগোল হলে বা উত্তেজনা দেখা দিলে কার্ফিও দেওয়া হয়। এই সব আইন দিয়েইত সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু এখানে আবার বলা হয়েছে কার্ফিও প্রয়োগ করলে কি কি করা যাবে? এখন আবার নতুন রূপ দিয়ে আনা হল। এখন এই আইনের ৩০ নম্বর ধারায় উদ্বেগজনক একটি লাইনের উল্লেখ আছে সেটা to arrest without in warrent। ওয়ারেণ্ট ছাড়াই যে কোন লোককে এরেষ্ট করা যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার যদি কাউকে সন্দেহ হয়ে থাকে, তা ব্যক্তিগত আক্রোশই হউক বা লোকটাকে ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণেই হোক এক ব্যক্তি সকলের পছন্দের তা হতে পারে না। তাই এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত অপছন্দের লোক যারা আছেন তাদের উপর অপপ্রয়োগ

হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাদেরকে ধরে এনে জেল হাজতে পাঠিয়ে দিতে পারে। ফলে কারা তার শিকার হবেন। যারা লেখা পড়া জানেন না, আইন কানুন বুঝেন না, যারা অফিস আদালত চিনেন না তারাই এই আইনের শিকার হবেন। চুল লম্বা দেখলে বা চোখগুলি ছোট ছোট যাদের তারাই উগ্রপন্থী বলা হয়ে থাকে। আর কেমন লোকদের ধরা হবে? যারা খেতে পরতে পারেন না তাদেরকে ধরা হবে।

আর যারা শহরাঞ্চলের লোক শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর আইন কানুন বুঝেন জানেন তারা এই আইনের আওতায় পরবেন না। কারণ তারা শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর, আইনের ফাক ফোকরগুলি ভাল বুঝেন জানেন কিভাবে আড়াল করতে হয়। তাই তারা পরবেন না।

আমাদের যারা ট্রাইবেল নাক থেবড়া আছেন তাদের কি হবে? তারাতো এইসব আইন কানুন বুঝেন না জানেন না, শিক্ষা দীক্ষায় আলো পান নি। তার কারণেই তারা এখানে পরবেন। অন্যান্য অংশের জনগণের উপরে কি হচ্ছে জানিনা তবে বলতে পারি ট্রাইবেল মারার এইটা একটি সুন্দর পথ মাত্র। বিশেষ করে ট্রাইবেল যারা লেখা পড়া জানেন না, আইন আদালত চিনেন না এই আইনের কোপে পরবেন এবং তারা খুব অসুবিধায় পরবেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন জেলখানা গুলিতে জায়গা নেই। প্রতিটি জেলখানায় যেমন উদয়পুরে ১২৬ জন। এর মধ্যে ৮ জন বাদে বাকি সবই ট্রাইবেল। তাহলে দেখা যায় আমাদের ট্রাইবেল এখন আসামীর কাঠগড়ায়। এমন অবস্থা হয়েছে সমগ্র ট্রাইবেলই আসামী। সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে দেখুন আমাদের ট্রাইবেল কতজন অন্যান্য কতজন? বিচারে একটা জাতি অপরাধী জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। ভিক্ষুক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে একদিন আমাদের এই ট্রাইবেল পাগল খুনী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। তার উপর আজকে আরও ভয়ংকর আইন তাদের জন্য তৈরী হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের পরিচালিত যে আইন এই আইনের পেঁচেই কুল কিনারা পাচ্ছেন না, এই আইনের পেঁচেই মানুষের অস্থির পরিস্থিতি। এমনিতেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, তার উপর আজকে আরও বারতি বোঝা এখানে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনিতেই পারছেনা তারপরও আজকে এই অবস্থা। মিঃ স্পীকার স্যার, খুবই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ব্যাপার। যে মানুষগুলি লেখাপড়া জানেন না ট্রাইবেল অংশের মানুষ তারা আজকে উগ্রপন্থী নামে আক্ষায়িত আর অন্যান্য অংশের যারা আছেন এই বিধানসভায় ধন্য। ইউ, বি, এল, এফ, নামে তাদের একটি বাহিনী আছে। বাঙালী বাহিনী আরও কি কি বাহিনী নামে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের লোক-জনকেও খুন করছে। এইগুলিকেও উগ্রপন্থী হিসাবে ঘোষণা করা হবে কি না? করা হবে না। তাহলে তাদের দাবি দাওয়া বা অধিকার আদায়ের প্রশ্ন হলেও তা অন্যায়। কি ভাবে তাদের অত্যাচার করা যায় নির্যাতন করা যায়। যেহেতু গ্রামরক্ষী বাহিনী বিল প্রত্যাহার করে নিতে

হয়েছে তার পরিবর্তে আবার আর একটি আইন করে তাদের আটকাতে চাইছেন। এই আইনে আমাদের ট্রাইবেলদেরই আটকানো হবে। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় ট্রাইবেল সদস্যদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতো খুব ভাল বক্তা, তিনি হয়ত খুব সুন্দর করে ভাল ভাল মিষ্টি কথাই বলবেন। বলবেন এটা সবার ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। তাইতো আছে আইনের ঘরে। কিন্তু আইন কাদের উপর বেশী প্রয়োগ হচ্ছে তাতো আমরা সবাই জানি দেখছি। বেঁছে বেঁছে কাদের ধরা হচ্ছে। জমি জমা ভিটেমাটি সবকিছু হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। তারপর আবার ওয়ারেন্ট ইস্যু করে আবার এরেষ্ট করা হচ্ছে। সারেণ্ডার করার পর কেইস উইথড্র হয়ে যাবার পরও পুনরায় ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ধরা হচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে পালিয়ে থাকতে থাকতে একদিন সে ঐ পথেই চলে যায় এবং উগ্রপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই এরজন্য দায়ী সে একা নয় সব ট্রাইবেলই খারাপ তো নয়। গোটা ট্রাইবেল জাতিটাকেই খারাপ বলে পত্রপত্রিকায় লেখাও ঠিক নয়। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানাচ্ছি যে গণতন্ত্রের নাম দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র না করে এই বিলটিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি আবেদন রাখছি বর্তমানে যে আইন কানুন আছে তা দিয়েই ভাল করে আইন শৃংখলা রক্ষা করা এবং জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রি রক্ষা করা যাবে বলে আমি মনে করি। নুতন করে কোন আইন করতে হবে না এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল ২০০০কে সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য রতনবাবু বিলের মূল ধারার উপর কোন সংশোধনী আনেন নি, উনি এনেছেন অ্যান্টিসোশ্যল্ কারা হবে তার ডেফিনেশন। আমি একটা জিনিষ বুঝতে পারছি না যে, অ্যান্টিসোশল্দের যে ডেফিন্যাশন্ রয়েছে সেক্শন্ টু-র সাব-সেক্শন্ (ওয়ান) এর ক্লজ (ডি) তে ওনার সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় সেখানে কিছুটা সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। কেননা ওনার অ্যামেণ্ডমেন্ট-এর মধ্যে যেটা বলা হয়েছে so far it relates to an offence regarding sale of adultated, sub standard, decomposed Liquer injurious to health and also etc. কিন্তু যারা লিকার স্টপ মেনটেন করছে, যারা উইদাউট লাইসেন্স সেখানে লিকার স্টপ চালাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে একটা সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। আর খাদ্যে ভেজালের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র যারা উৎপাদন করবেন এবং মজুত করবেন বিক্রীর জন্য শুধু তাদেরকে আমরা অ্যান্টিসোশ্যল্ বলব। যারা মুনাফার জন্য সেগুলি মজুত করবেন, যারা মুনাফার জন্য সেগুলি উৎপাদন করবেন তাদের

ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাক্ট্‌টাকে প্রয়োগ করতে পারব না। কাজেই আমার মনে হয় এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌-এর মধ্য দিয়ে সেখানে একটা লিমিটেশন এসে যাবে। সেজন্য আমি প্রথমেই এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের প্রতি আমার সমর্থন রাখতে পারছি না। স্যার, এই যে বিল এটা আজকের এই সময়ে প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের রাজ্যে এটা নূতন বিষয় না। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্‌ট্‌ ১৯৫০ যেটা, সেটা ১৯৫৬ সন থেকেই আমাদের রাজ্যে বলবৎ আছে এবং ১৯৮০ সন পর্য্যন্ত এটা আমাদের রাজ্যে কার্য্যকরী ছিল। পরবর্তী সময়ে দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি অ্যাক্‌ট্‌ ১৯৮০ সালে আমাদের রাজ্যে বলবৎ হয়েছে এবং ১৯৯৫ সাল পর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যে তা কার্য্যকরী ছিল। তার পরবর্তী সময়ে আর কোন বিল আসেনি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক অবস্থা নিশ্চয়ই সমস্ত সদস্যদের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের প্রতি দিনের আলোচনার মধ্যে বিষয়টা এসে যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য দিনের যে অমানবিক নরকীয় হত্যালীলা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী সম্পদ নষ্ট করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ। কাজেই সার্বিকভাবে, সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিলটা এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমে মাননীয় সদস্য রতনবাবু এটাও বলার চেষ্টা করেছেন যে এই অর্ডিনান্স কেন? আমাদের সংবিধানের মধ্যে সেই সুযোগ রয়েছে। কাজেই এটা অসাংবিধানিক কিছু নয়: সবচাইতে বেশী যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হলো রাজ্য সরকার বিধানসভাকে এড়ানোর চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি কেন্দ্রিয় সরকার লোকসভাকে এড়িয়ে গিয়ে অর্ডিন্যান্স জারী করে মানুষের অধিকারকে হরণ করার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য করিনি। এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- অর্ডিনান্স কেন আনা হলো? নিশ্চিতভাবে যদি অর্ডিনান্স উনি (শ্রীরতন-লাল নাথ, বিধায়ক) পড়ে থাকেন সেখানে উল্লেখ রয়েছে কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল এই অর্ডিনান্স এনেছেন। কাজেই সেদিক থেকে শুধুমাত্র অসামাজিক কাজের মধ্যে যে সমস্ত দুর্বৃত্তরা জড়িত তাদেরকে প্রতিহত করার প্রশ্নে এই বিল আনা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। অথচ রাজ্য সরকার এর হাতে এমন কোন আইন নেই যে সেখানে প্রোটেকটেড বা রেষ্ট্রিকটেড এরিয়া বা প্লেস হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রিয় সরকার-এর অধীনে রয়েছে। কাজেই সে ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় যে কোন সময় সে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে হাতিয়ার করে রাজ্যের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রটাকে আরো প্রসারিত করতে পারে: আমরা লক্ষ্য করি আমাদের রাজ্যের যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাস্তা রয়েছে, সেতু রয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমাদের দেশবিরোধীরা সক্রিয় রয়েছে. কায়েমীশক্তিও সক্রিয় রয়েছে।

আজকে যে কোন অবস্থায় রাজ্যের যে জাতিগত সম্প্রীতি রয়েছে. আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে, এটাকে ভাঙ্গার জন্য তারা সক্রিয় রয়েছে। কাজেই, সে ক্ষেত্রে যাতে কোন অবস্থাতেই আমাদের ঐক্য ভেঙ্গে না যায়, আমাদের সেতু রয়েছে. আমাদের রোড্ রয়েছে এইগুলিকে যাতে ষড়যন্ত্র করে বিনষ্ট না করতে পারে এবং সেই বিনষ্টকারী শক্তিকে যাতে প্রতিহত করা যায় সে ব্যবস্থা রয়েছে এই বিলে।

এখানে সেকশন ২৩ সম্পর্কে মাননীয় রতনবাবু যেটা বলার চেষ্টা করেছেন উনার আপত্তি পাবলিক অর্ডার এবং কমিউন্যাল হারমোনি সম্পর্কে। আমাদের সি. আর, পি. সি. তে বিধান রয়েছে যে আমরা পাব্লিক অর্ডার মেইনটেইন করার জন্য যে কোন সময় একটা রেষ্টিকশন ইম্পোজ করতে পারি। কাজেই, বিলের মধ্যে যদি সেও বিষয়টা থাকে তা হলে তো এটাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

সার্বিকভাবে এখানে ৩৩টা ধারা রয়েছে। আমি মনে করি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই যে বিলটা এসেছে আমাদের রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই বিল সহায়ক হবে এই কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয়।

ককবরক

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আও তরও কক্‌বরকবাইন আলোচনা নারীগনাই অ বিধানসভাঅ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারপ্রাপ্ত হিসাবে যে, The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000) তুবুমানি অবন আও খাবাই খুগবাইন গসিঅাই নাখা। আবনি সাথে সাথে বিরোধীদলনি পক্ষ থেকে যে এমেণ্ডমেন্ট তুবুমানি এবং অর' মানগীনাও সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা কক্‌রেকনাই যে বিষয়রগন অজাগাঅ উপজাতি অংশনি বরগরগনি শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত অাওগামী হীনাই যে আপত্তি জানগমানি আবনে ব আও বিরোধিতা খীলাই আনি কক্‌ন অর' কিসা নারীগনা নাইঅ। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যগ বর্তমান পরিস্থিতিঅ অবিল খু ইন যুক্তিযুক্ত। চাও যতন সাজই, মানঅ ত্রিপুরা রাজ্যঅ অর যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বরগনি যে নিরাপত্তা বিনি সম্প্রীতি রক্ষা খীলাইনানি এবং সমস্ত দিক থেকে বাচিঅাই তওনানি বাগীই যে বিষয়রগ দরকার অ আইন ১৯৮০ সালঅ যে আগি তওমানি অবনি পরে কীরাইনিবাগীই মাঝখানে যে গ্যাপ অ সময়অ অনেক কিছু ঘটনা ঘটাই থাওখা। অর যে আইন তুবুমানি অ আইন কোন ট্রাইবেল বাঙালীনি প্রশ্রয়া। অ আইন যতনি বাগীইন সমান। অজাগা পরিস্কারভাবেন উল্লেখ খীলাইজাকখা। যারা সমাজ বিরোধী এবং শান্তি সম্প্রীতিনি বাগীই বুঝু অাওগীই বাঁচানাই এবং যারা বরকনি নিরাপত্তান বিনষ্ট খালাইনাই এবং রাজ্যগ কীচাও কীচাও তওথাইন কাহামখাই রাগড়িনানি বাগীইন অবিল

তুবুজাকখা। কাজেই অ-বিলন বিরোধিতা খাইনানি কোন প্রশ্ন ফাইয়া এবং অজাগাঅ মাননীয় সদস্য যেটা সামানি চাঁও বিল কাহামখাই পড়িয়াইন সাঅ যে অজাগা কাহামখাইন সাজাগখা মুখ্যমন্ত্রী যে বিল তুবুমানি অজাগা মূলত হয়ত মুখ্যমন্ত্রী ককরক্ কাহামখাই বুজা বুজিখা সাইমানয়া। আঙ যেটা বুঝিমানি অর মানগীনাঙ মুখ্যমন্ত্রী যে বিল তুবুমানি অব মূলত উপজাতি এলাকাঅ উপজাতি অংশনি বরকন তেইব বেশী অজাগা আইনসিদ্ধ খাইনানি বাগীই বরগন হ্যারাস খীলাইনানি বীগীই অ আইন তিসাজাগখা হীনীই অর যেটা সামানি অমন আঙ বিরোধিতা খাইঅ। অজাগা আঙ অ ককনন সানানি নাইঅ যে একটা আইন তৈরী আঁওখাখে একটা দেশ বা রাজ্যঅ কোন একটা জাতিনি বা একটা সম্প্রদায়নি বিরোদ্ধে আইন তৈরী আঁওয়া। অজাগাঅ পরিস্কার ভাবেন সাজাগ তঙঅ যে, কোন জাগাঅ কোন শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট আঁওনানি একটা সম্ভাবনা তঙখাখে অ জাগা বড় ধরনের ঘটনা আঁওনানি সম্ভাবনা তঙখাখে অবন প্রতিরোধ খাই তিসানানি বীগীই আ এলাকাঅ বিরাট ঘটনা এরগীই চলিনানি বাগীই পুলিশ যান, সাস্পেক্ট খাইঅ এবং আবনি বাগীই পুরা ক্ষমতা ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটনি খানি রীজাগফান ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট কিন্তু ব অবন খালাইগীলাক। আব আ সংশ্লিষ্ট এলাকানি থানানি যারা অফিসার তঙনাই বরগনি রিপোর্টীন উলসে ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট অ ব্যবস্থা নানাই। অজাগা শুধু ট্রাইবেল, কোন যুবক টারাই ব যদি অজাগা কোন শান্ত সম্প্রতি বিনষ্ট খাইনানি বাগীই কোন একটা চক্রান্ত খালাই অঙখাখাই বা কোন জাগা কোন ঘটনা খালাইনানি বাগীইব ষড়যন্ত্র খাই তঙখাখাই বিনি বিরোদ্ধে অজাগাব রসাজাগনাই। আবার সমতল এলাকাঅ কোন অ-উপজাতি টারাইব যদি অমতীই ধরণের কোন আইন শৃংখলা বিঘ্নত ধাটিরীখাই. কোন অপরাধমূলক যড়যন্ত্রঅ ব যদি যুক্ত আঁওখাই পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী বিনি ব্যবস্থা নাজাকনাই। অ আইনঅ অবন সাজাগ তঙঅ। অর কোন নির্দিষ্ট ট্রাইবেল, কোন নির্দিষ্ট বাঙালী যুবকনি বাগীই অ আইন তৈরী আঁওয়া। কাজেইন অজাগাঅ যে কক্ তিসামানি অব কোন মতেইফান যুক্তি যুক্তয়া। ত্রিপুরা রাজ্যঅ যে পরিস্থিতি তৈরী আঁওতঙমানি অবন কেব অস্বীকার খীলাই মানয়া। কিন্তু অ পরিস্থিতিন তেব বারিরীঅই আইন শৃংখলা বিনষ্ট খীলাইঅই ষড়যন্ত্র যারা খীলাইআই, অজাগা যে জাতি উপজাতিনি বিসিঙআ দাঙ্গা খাইনানি বাগীই যে ষড়যন্ত্র খীলাইমানি, অষড়যন্ত্রন তেইব কীরাক খাইনানি বাগীইসে অবন বিরোধিতা খীলাঅ আসলে। কাজেইন অজাগাঅ যে বিল তুবুমানি অ বিল তুবুজাগখাখে মাঝখানে যে কিছু গ্যাপ আঁওগাই বিভিন্ন ধরণের যে ঘটনা আঁওথাঙমনি অবন কন্ট্রোলঅ তুবুনানি বাগীই আগামী দিনঅ চিনি রাজ্যনি যে শান্তি সম্প্রীতি এবং জনগণনি যে নিরাপত্তা বিনি সম্পত্তি রক্ষা খাইনানি, বিনি নিজিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তানি বাগীই অ আইন নাহানাই এবং অজাগা তেব সাজাগখা ত্রিপুরা রাজ্যঅ এমন কিছু জাগা তঙঅ যে জাগা প্রটেকটেড এরিয়া হিসাবেসে ঘোষণা খাইনানি উচিৎ। কিসা রেষ্ট্রিকশননি প্রয়োজন তঙঅ। অমবাদে অজাগা থাঙগীই আকই সরকারী সম্পদ বা আইন শৃংখলা বিনষ্ট আঁওনানি মত অবস্থা আঁওখাখে অজাগাঅ অ আইননি প্রভিশন

নারীগজাগখা। আব' দেশনি স্বার্থে রাজ্যনি স্বার্থে অ-আইন অর, টিসাজাগখা। কাজেইন আও আশা খীলাই-অ অবিল আইনঅ পরিণত অাঁওথাওমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্যঅ বর্তমান আইন কাম্রাইবাই বিভিন্ন ধরণের যে অপরাধমূলক কাজকর্ম অর' ঘটিমানি আগামীদিনঅ চিনি রাজ্যনি শান্তি সম্প্রীতি অজাগা বিভিন্ন যে, ষড়যন্ত্রকারীরগ যেভাবে চিনি রাজ্যন বিনষ্ট খাইনানি বাগাই যে চক্রান্ত খাইমানি আবন প্রতিরোধ খাইনানি বাগাইসে' যে কোন দল আওথাও অবন প্রতিরোধখাই তিসানানি বাগাই অ-আইন পুলিশনি ভুমিকা নাহা নাই। আও আশা খীলাই আপনিসও যারা বিরোধিতাখীলাই নাই যে অ-ককলামানি আবন রসাঅাই ত্রিপুরা রাজ্যনি সার্ভিক স্বার্থনি বাগাই অবন ভিসাই নাহা নাইঅ আশা নারীগাই আনি কক্ অরন শেষ খীলাইখা খুলুমখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে কক্বরক আলোচনা রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হাউসে যে বিল এনেছেন তাকে আমি আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করছি। পাশাপাশি বিরোধী পক্ষ থেকে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা কক্বরকে যে বিষয়গুলি বিশেষ করে উপজাতি অংশের জনগণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে আপত্তি জানিয়েছেন তার বিরোধিতা করে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাইছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিলটি খুবই যুক্তিযুক্ত। আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ জনগণের নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং বেঁচে থাকার প্রশ্নে যে বিষয়গুলি দরকার তা এই আইনের দ্বারাই রক্ষিত হবে। ১৯৮০ সালের পূর্বের অবস্থা এবং তার পরবর্তী সময়ে এই গ্যাপের সময়ে অনেক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। এটা কোন ট্রাইবেল বাঙালীর প্রশ্ন না। এই আইনের চোখে সবাই সমান। এটা পরিস্কার ভাবেই উল্লেখ আছে। যারা সমাজবিরোধী শান্তি সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে এবং মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রাজ্যে স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করবে তাদের প্রতিরোধ করার জন্যই আজকে এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই বিলটিকে বিরোধিতা করার প্রশ্নই উঠে না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, যে ট্রাইবেলদের ক্ষতিকারক এই বিল। এখানে পরিস্কার উল্লেখ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কক্বরক বোঝেন কি না জানি না তবে আমি এই অভিযোগটার বিরোধিতা করছি। আমি এখানে এই কথাটিই বলতে চাইছি যে, কোন আইন তৈরী হলে দেশের বিশেষ কোন রাজ্যের জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা হয় না। এখানে পরিস্কার উল্লেখ আছে যে, কোন জায়গার শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিলে বা বড় ধরণের অঘটন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে তাকে প্রতিরোধ করে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্যে পুলিশ যাকে সন্দেহ করবে তাকেই ধরবে। এই ক্ষেত্রে ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটের নিকট ক্ষমতা থাকলেও কিন্তু তিনি নিজে তা করবেন না। তা এই এলাকার

থানার অফিসার যে থাকবেন তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই ডিসট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এখানে কোন ট্রাইবেল যুবক শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করে থাকলে বা কোন জায়গায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র করে থাকলে তবেই আইনানুযায়ী তাকে ধরা হবে। পাশাপাশি সমতল এলাকায়ও কোন অ-উপজাতি যুবক এই ধরণের শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত ঘটালে বা কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকলে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আইনে তাই উল্লেখ আছে। এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট ট্রাইবেল বা নির্দ্দিষ্ট বাঙালীর জন্য নয়। কাজেই এখানে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত না। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে আইন শৃংখলা বিনষ্ট করে ষড়যন্ত্র করে জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্ত যারা করছে আসলে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে সাহায্য করার জন্যেই বিরোধিতা করছেন। কাজেই আইন না থাকায় মাঝখানে যে গ্যাপ তৈরী হয়ে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা ঘটাচ্ছিল তাকে আয়ত্তে এনে আগামীদিনে আমাদের রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করাই হল এই আইনের লক্ষ্য এবং এখানে আরও উল্লেখ আছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কিছু জায়গা আছে যেগুলিকে প্রটেকটেড্ এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা উচিৎ। কিছু রেষ্ট্রিক্‌শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবাধে এইসব স্থানে গিয়ে সরকারী সম্পত্তি বা আইন শৃংখলা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এই আইনে তার প্রভিশন রাখা আছে। দেশের স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে আজকে এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই আমি আশা করি এই বিলটি আইনে পরিণত হলে পরে মাঝখানে আইনটি না থাকায় যে গ্যাপ তৈরী হয়ে বিভিন্ন ধরণের অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটছিল তা রোধ করা যাবে। আগামী দিনে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা হবে পাশাপাশি যারা চক্রান্তকারী ষড়যন্ত্রকারী তাদের দমণ ও প্রতিরোধ করার জন্যই এই আইন। দলমত নির্বিশেষে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ তার ভুমিকা পালন করবে। আমি আশা রাখছি আপনারা যারা বিলটির বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে আপনারা তা প্রত্যাহার করে নেবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিলটা এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করি। প্রথম কথা হচ্ছে, একটা বিল আনতে গেলে তার টেকনিক্যাল রিপোর্ট লাগে এবং রিজন দেয়, অবজেকটিভ দেয় এবং সঙ্গে ফিনান্সিয়াল ষ্টেটমেন্টও থাকে। কিন্তু এখানে ফিনান্সিয়াল ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়নি। কাজেই প্রথমেই এটাকে বলা যায় বেসিকেলি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা জানতে পারলাম না এই বিলটা যদি কার্যকরী করতে যায় তাহলে রাজ্য সরকারের কি পরিমাণ অর্থ খরচ হবে অথবা হবে না। এটা কেন বাদ দিলেন বুঝা মুশকিল।

দ্বিতীয় হচ্ছে, এই বিলটা কার বিরুদ্ধে, এই বিলের টার্গেট কারা? এই বিলের টার্গেট যে বিরোধীরা এবং রাজনৈতিক এটা হাতিয়ার ছাড়া যে এটা কিছুই নয় এটার প্রমাণ হচ্ছে এই বিলটা কার্যকরী করার পুরো ক্ষমতা পুলিশ অফিসারের কাছে। কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া তারা যাকে সন্দেহ হবে তাকে সে গ্রেপ্তার করতে পারবে। কারা কর্তব্য করবে? পুলিশ। পুলিশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দূরে থাকুক না কেন এখানে কোন একজন এম, এল, এ তাদের বিভাগীয় নেতা, অথবা অঞ্চল নেতার বাইরে কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই। তাকে এত বড় একটা ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন একটা ক্ষমতা, একমাত্র এমন একটা পোষ্টকে দেওয়া যায় যিনি যে ফোর্স রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব থেকে মুক্ত। এইরকম একটা ক্ষমতা সেন্ট্রাল ফোর্স কিংবা আর্মির, একমাত্র এদের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। কোন কোন থানায় বলা হচ্ছে যদি এই আইন ভঙ্গ করা হয় তাহলে সাত বছরের জেল। আবার দেখা গেছে এই আইনে বার বার বলছে একবছর জেল জরিমানা. দুই বছর জেল জরিমানা. পাঁচ বছর জেল জরিমানা এবং সাত বছরের জেল জরিমানা। এবং জরিমানা কি? শুধু বলছে ফাইন। এই ফাইনটা কি? তাদের ইচ্ছামত। এটা কেউ জানে না। এই বিলে এটার কোন দরকার নেই, এই ফাইনটা এক পয়সা নাকি? এটার কিছুই উল্লেখ নেই। কাজেই এই বিল এমনিতেই অগ্রাহ্য হওয়ার কথা। এটা বিধানসভায় পাশ করার মত বিল নয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অভিজ্ঞতা কি? এই রাজ্য সরকারের পুলিশ কোন বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন কিংবা জেল পরিষদের নির্বাচনের আগে থেকে বিরোধী দলের যারা খুব অ্যাকটীভ কর্মী যাদের গ্রেপ্তার করলে পরে তাদের নির্বাচনী প্রচারে আর অসুবিধা নেই, জেতার পক্ষে সহায়ক, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে দিয়ে তাদেরকে যত জন পারা যায় গ্রেপ্তার করা। গ্রেপ্তার করলে পরে যাহাতে শাসক গোষ্ঠি সেখানে নির্বিবাদে গিয়ে নির্বাচনি প্রচার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে যদি অতীত দিনের গাদা বন্দুক খুজে পাওয়া যায় তাহলে তো আর কোন কথাই নাই। কিন্তু সেই বন্দুক দিয়ে কোন কাজ করা যায় না। কিন্তু সেখানে বলা হবে যে, সে এই বন্দুক দিয়ে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত। এত করে তাদেরকে জেলে বন্দী করা হলো। নির্বাচনের আগে, এইগুলি বিশেষ করে হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে পুলিশ। রেস্ট্রিক্টেড এড়িয়া বলে কি মানুষ থাকবে না। রেস্ট্রিক্টেড এড়িয়াতে মানুষ থাকতে পারবে না। এখানে যে ভাবে বলা হয়েছে পুলিশকে ঘোষণা দিয়ে যেতে হবে যদি কোথাও রেস্ট্রিক্টেড এড়িয়া ঘোষণা করা হয়। সেই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই রেহাই পাবে না। কোন ব্যপারে যদি কোন ব্যক্তির রাজনৈতিকভাবে এক্শন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে কেউ রেহাই পাবে না, রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন লোকের কাছে দা দেখে বলে এই দা দিয়ে সে মানুষ কাটে, তাহলে কি তাকে গ্রেপ্তার করা যায়। কাজেই এই ধরণের মিল এখানকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেটা আছে সেইগুলি আক্রান্ত হবে। এই কারণে এই বিল

জনগণের সহায়ক হয় না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ভাবছিলাম এই বিলটা আনা হয়েছে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে এন্টি-স্যুসিয়েল ইলেমেণ্ট দেওয়া আছে কিছু। তারপরে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। কোন বাধা নেই। যাকে সন্দেহ করবে-সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই রাজনৈতিক যে সাপ্রেশন এটাকে কোন স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই এটা বাতিল করা দরকার অথবা সিলেক্ট কমিটীতে পাঠানো যেতে পারে। কারণ এই বিলের মধ্যে কতগুলি ভুল আছে। তাছাড়া এখানকার গণতান্ত্রিক প্রসেস্‌কে রক্ষা করার জন্য এবং জনগণকে রক্ষা করার জন্য এই গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। নতুবা ট্রেজারী ব্যাঞ্চ সংখ্যাধিক্যের জেরে পাশ করে নেবে। যদি এটা হয় তাহলে খুবই দুঃখজনক হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে সিকিউরিটী বিল নিয়ে আমার অবজার্ভেশন হল-পুলিশ এক্ট যেটা আছে এগজিষ্টিং সি আর পি সি যেটা আছে এইগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে ইম্‌পার্শেয়েলি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় না অন্যভাবে সিকিউরিটী বিল আনার কোন প্রয়োজন আছে। যেমন গ্রাম রক্ষি বাহিনী নিয়েই অনেক কথাবার্তা বলছে গ্রামে গঞ্জে। এখন আবার যদি সিকিউরিটী বিল সম্বন্ধে মানুষ শুনে তাহলে মানুষ অন্যভাবে এক্‌স্‌প্রেস করবে।

আমার মনে হয়, এখানে তারা বুঝার চেষ্টা করবে যে, যে কোন আইন আমাদের উপর আসতে পারে। এবং যে কোন প্রেসার ইনোসেন্ট জনসাধারণের উপর আইন চালু হইতে পারে। এই ভাবে আমার মনে হয় ইন্টারপ্রেটিশনটা হবে। এটা আমাদের হাউজের বিরুদ্ধে যেতে পারে। কাজেই আমার চিন্তা হল বর্তমানে যে আইন আছে এবং এই সিকিওরিটি এ্যাক্ট-এ এখানেতো সি আর পি সি এবং আই পি সি যে গুলি আইন আছে, এই গুলিরই অনেকটা আছে। এবং যেটা টেক্‌নিক্যাল রিপোর্ট দেওয়া আছে এখানেও একটা আইন লেজিস্‌ল্যাচারের মাধ্যমে এটা প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে, এটা বলা আছে। কিন্তু যে আইনটি অলরেডি আছে, এটা যদি ঠিক ভাবে আমরা ইম্‌প্লিমেণ্ট করি, কারন এখানে পেইজ ১৫ এবং আর্টিক্যাল ৩০-এ তাতে লেখা আছে পাওয়ার ট্যু এরেষ্ট উইদাউট ওয়ারেণ্ট। এখানে আমরা সহজ ভাবে বুঝার চেষ্টা করব যে, এটা একটা পার্টিকুলার ওয়েপন্স। যেহেতু এখানে ক্লিয়ারলি, এটার ইন্টারপ্রেটেশনটা হবে যে "Any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspecred of having committed an offience punishable under this Act, All offences under this Act shall be non-bailable. এটা আই পি সি হোক বা, সি আর পি হোক এটা এখানে লেখা আছে। এবং এখানে ফাষ্ট ক্লাস মেজিসট্রেড. এই ফাস্ট ক্লাস মেজিসট্রেড অনেক জায়গাতে নেই। যেমন আমাদের কমলপুরে সব সময়

পাওয়া যায় না। অনেক সাবডিভিশন গুলিতেও ফার্স্টক্লাশ মেজিসট্রেড নাও পাওয়া যাইতে পারে, কাজেই যেগুলি এরেস্ট হবে আমার মনে হয় অধিকাংশই পলিটিক্যাল ওয়েপন্সে চলে যাবে। এটাই হল আমার বক্তব্য, ধন্যবাদ।

শ্রীরতনলাল নাথঃ স্যার, সেকশান নাইন (৯) ভায়লেট করলেও তাকে ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট-এ আনা হবে। নাইন (৯) টা এ্যাপিল। এই এ্যাপিল ভায়লেট কি ভাবে করবে। নাইন বলছে ডি, এম, অর্ডারের বিরুদ্ধে কারো কোন ক্ষোভ থাকলে এ্যাপিলে যাবে নাইনে। কিন্তু নাইন (৯) এ্যাপিল ভায়লেট করলে অর্ডার আবার কি? এ্যাপিল তো ভায়লেটের প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে, ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল ২০০০ তার উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যগণ পক্ষে বিপক্ষ তাদের নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সবগুলির সঙ্গে আমি একমত হতে না পারলেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিশ্চই আমি তাদের ধন্যবাদ জানাবো এবং এতে আমিও আলোচনা শুনে খানিকটা উপকৃত হয়েছি। তবে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমি প্রথম যেটা বল, অনেকের ধারণা যা আলোচনা থেকে মনে হয়েছে, তবে আমার বুঝার ভুলও হতে পারে যে, আমরা ভারতবর্ষ ছাড়া এমন একটা আইন ত্রিপুরাতে প্রথম করতে যাচ্ছি। ঘটনাটা কিন্তু মোটেই তা না। এই ধরনের আইন বা এ্যাক্ট ত্রিপুরাতেই প্রথম হচ্ছে না। এই রকম আইন ১৯৮০ সালে আমাদের বিধানসভাতে হয়েছিল। এই আইনটা যদি এতই খারাপ হয় তাহলে পরে বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই সেই সরকার চালাবার দায়িত্বে ছিলেন, তারা তখন সেটা বাতিল করতে পারতেন কিন্তু তখন তারা সেটা করেন নি। কারন আইনটা লেপ্স করেছে ১৯৯৫-এ। এবং আমাদের স্টেটহোডের আগে থেকেই এই আইনটা ছিল, সেটা বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এবং এটা ব্রিটীশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ থেকেই চলে আসছে। স্বাধীনতার পর এমেণ্ডমেণ্ট করে ওয়েস্টবঙ্গল গর্ভর্ণমেণ্ট নিয়েছে। আমাদের রাজ্য তখন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ছিল সেই জায়গায় আইনটা আমাদের রাজ্যেও চালু ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে বেঙ্গল কথাটা তুলে প্রায় হুবহু সেটাকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে। কাজেই হঠাৎ করে আমরা এটা এনেছি এটা মনে করা ঠিক না। আর এখানে যেটা বলা হয়েছে যে বিরোধীদের মোকাবেলা করার জন্য এটা করা হচ্ছে, তো এই আইনটা যখন চালু হয়েছিল ১৯৮০ সালে, তখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল। কোন একটা দৃষ্টান্ত কিন্তু আপনারা দিতে পারবেন না, এই আইনটা আগে চালু ছিল ১৯৯৫ইং পর্যন্ত, এই আইনটাকে ব্যবহার করে কোন একটা জায়গায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা আপনারা বলতে পারবেন না।

কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মাননীয় সদস্যকে বিনীত ভাবে বলব যে এটা এই ভাবে উপস্থিত করলে পরে যেমন মিঃ রাংখল যে রকম ভাবে বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সুযোগ থেকে যেতে পারে। আমি অনুরোধ করব আমরা বিষয়টাকে যেন যথার্থভাবে উপস্থিত করে এই কথাগুলো বলে আমি বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ মহাশয় যে নির্দিষ্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, আমি নির্দিষ্ট এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর কথা বলব। যেটা তিনি এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে চেয়েছেন আমাদের এখানে কি আছে, এন্টিসিজম মিনস্ এ পার্সন হু হেজ বীন কনভিকটেড নট লেস দেন অলওয়েজ আণ্ডার দ্যা ত্রিপুরা এক্সাইজ এ্যাক্ট ১৯৮৭ এই জায়গাতে মাননীয় সদস্য বলবার চেষ্টা করেছেন, উনি বিষয়টাকে লিকারে রাখার চেষ্টা করেছেন। আমাদের যে এ্যাক্ট সেটা কিন্তু লিকার না। আমরা যেটা বলছি যে ত্রিপুরা এক্সাইজ বিল ১৯৮৭ তাতে শুধু লিকার বলা হয়েছে। তাতে ৪ (এ) স্পেসিফিক বলা হয়েছে মেনোফেকচার পজেশান এ্যাণ্ড সেলফ্ তাতে নো ইনপ্রক্সিকেন্ট সেল বী মেনোফেকচার, নো মেম্পলেন্ট সেল বী কালটিভেটরস্, নো কোয়েশ্চান অব দি মেম্পলেন্ট ফ্রর্ম পিস্ এ্যাণ্ড ইন-প্রকসিকোটিং ড্রাগ কেন বী মেনোফেকটার অর প্রটেষ্ট সেল বী কালেকটেড। নো লিকার সেল বী বোটল ফর সেলফ। নো ডিসটোলরী অর প্রিওরি সেল বী ওয়ার্ক এ্যাণ্ড পার্সন ইজ কি ফর সেল্ল ইন ইটস পজিশান এনি মেটোরিয়েলস্ ষ্টিল। এই যে বিষয়গুলো সবগুলো এখানে আছে। ফলে এটা শুধু লিকার বুঝায় না। কাজেই সত্যি সত্যি যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা তো যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে এটা লিকারে আনলে অসুবিধা হয়ে যাবে। সে কারনে এটাকে এখানে রেফার করা হয়েছে ফলে আমি এটাকে জাষ্ট সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য বুঝবেন যে এটা যে দৃষ্টিভঙ্গি যে এটা ব্রড ভাবে করা হয়েছে। এই আইনটা আগে তো ছিল। পাহাড়ীদের ক্ষেত্রে এই আননটাকে প্রয়োগ করে কোন জায়গায় হেনস্থা করা হয়েছে সারা ত্রিপুরায় তো এই রকম দৃষ্টান্ত নাই।

এই আইনটা বলবৎ থাকা সত্বেও কেউ প্রয়োগ করতে পারে নি। কাজেই এটা বুঝতে হবে। দ্বিতীয় যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বলার চেষ্টা করছেন, এন্টিসোসাল মিনস্ এ পার্সন হু হেজ কনভিকটেড আণ্ডার দি প্রভিশান অন ফুড এডালটিফিকেশান এ্যাক্ট ১৯৫৪ এখানে যেটা আছে, ক্রেতা কোন দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে বললেন যে আমি এই কোয়ালিটি বা এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একটি জিনিস চাই। বিক্রেতা বললেন যে, হাঁ আপনি যে জিনিসটা চেয়েছেন যে গুনমানের জিনিস চাইছেন আমার সেই জিনিসটি সেই গুণমানের। তিনি গিয়ে খুলে দেখলেন যে মিললনা তাতে তিনি অখুশী বলেন, তিনি তখন কোর্টে গেলেন। ঠিক তেমনি এটাতো আমাদের দেশের আইনের মধ্যে আছে।

আমরা অ্যাড্জেক্টলী বলে দিয়েছি এন্টি স্যোসাল মিনস্ এ পার্সন হু হ্যাজ বিন কনভিক্টেড্

আণ্ডার দি প্রিভেনশন অব ফুড এডাল্টটরেশান এক্ট ১৯৫৪ এণ্ড দ্যাট ইজ দিজ, কাজেই আপনি যে কথাটা বলছেন যে এই জিনিসটা ময়েস্‌চারের জন্য হচ্ছে বৃষ্টির জন্য হচ্ছে এটা তো অলরেডি এপ্লিক্যাবল, কাজেই এটা তো কোন প্রশ্নই আসছে না।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— সরি, স্যার ভুল হচ্ছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমি আমারটা বলছি, আপনি তো আপনারটা ডিফার করতেই পারেন, তার জন্যই তো আপনি এ্যামেণ্ডমান্ট এনেছেন। আমাদের আইনটার পক্ষে তো আমাকে যুক্তি অবশ্যই দিতে হবে। আপনার এখানে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, ইফ পিউরিটী অব কোয়ালিটী অব দ্যা আরটীক্যালস্ ফলস্ বিলো দ্যা প্রেসক্রাইব ষ্ট্যাণ্ডার্ড অন্ ইটস্ পসেট্যুয়েটস্ আর প্রেজেন্ট ইন কোয়ালিটি নট ইন্ দ্যা প্রেসক্রাইব লিমিটস্ অব ভেরিয়েবিলিটী বাট হুইচ ডাজ নট রেণ্ডার ইনজুরিয়াস টু হেলথ্। ক্লিয়ার করে বলে দিয়েছে। দ্বিতীয়টা কি হবে বলে দিয়েছে হেয়ার দ্যা পিউরীটী এণ্ড কোয়ালিটী অব দ্যা আরটীক্যাল বিয়িং প্রাইমারি ফুড হ্যাজ ফলেন বিলো দ্যা প্রেসক্রাইব ষ্ট্যানডার্ড অর ইটস্ পস্টে্যুয়েটস্ আস প্রেজেন্টস ইন কোয়ানটীটীস নট উইদ ইন প্রেসক্রইব লিমিটীস অব ভেরিয়েবিলিটী ইন আইদার কেইস্ ডিউ টু নেচারেল কজেস্ এণ্ড বিয়ণ্ড দ্যা কন্ট্রোল অব হিউম্যান, এখানে যা আপনি বলেছেন তা বলে দিয়েছে। দেন সাচ আরটীক্যাল নট বি বিয়িং এডালটারেইট উইদ ইন দ্যা মিনিং অব দ্যা সাব ক্লজ তা বলে দিয়েছে। আর এই আইনটা যদি সে ভাঙ্গে এবং পর পর দুবার তার সাজা হয়, আমরা এখানে তো রেখেছি, প্রথম বার সে করল তার সাজা হল, দ্বিতীয় বার করল, তার পরে তাকে আমরা আইনের মধ্যে আনব না। প্রথম বার সে করতে পারে, বলবে ভুল হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বারও বলবে ভুল হয়ে গেছে, তৃতীয় বারও বলবে ভুল হল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ভুলটা অনিচ্ছাকৃত ভুল না। সে মোটীভেটীভলী এটা করার চেষ্টা করছে। আপনি যেটা বলার চেষ্টা করছেন মাননীয় সদস্য এখানে যেটা হল আগের মতই ইনক্লুড। কাজেই এখানে যেটা হবে তাতে তো এখন পরিষ্কার দেওয়া আছে এটা ফলো করবেন। এখন প্রশ্ন দাড়াচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই জায়গায় যেটা ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি, এখানে এর কোন প্রশ্ন আসে না, বিশেষ করে সম্পর্ক নাই, এটা স্বতন্ত্র বিষয়, এটা স্যার সম্পুর্ণ আলাদা। যাই হোক আমি এর বিস্তৃত না বাড়িয়ে আমি দুঃখিত এখানে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ যে এমেণ্ডম্যান্ট বিল আনার চেষ্টা করেছেন সেটা আমি গ্রহণ করতে পারলাম না এবং এই জায়গায় আমি আশা করব যে এই আইনটা বহু আগে থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে চালু ছিল। মাঝখানে ১৯৯৫-এ ল্যাপ্স হয়ে ছিল সেটাকে জাষ্ট রিভাইড করার চেষ্টা হয়েছে, অর্ডিনান্স রয়েছে সংবিধানের মধ্যে প্রোভিশান্ আছে। কারণ অর্ডিন্যান্স অনন্ত তো চলতে পারে না এটাকে আনলেই হবে লেজিসলেচারে, অর্ডিন্যান্স করে তো বছরের পর বছর কোন জিনিষ করা যায় না, কাজেই এটা এই না, যদি এই হত যে আমরা বিধানসভায় আনছি না, আমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি,

তাহলে প্রশ্নটা আসতে পারত। দিজ ইজ পার্ট অব অল দিজ প্রোসিডিউর, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারও করে রাজ্য সরকারও করে। কাজেই এটাকে এইভাবে আনলে পরে সাধারণ মানুষ এর মধ্যে বিভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। মাননীয় সদস্যের আনা এমেণ্ডম্যাণ্ড বিলে আমি সমর্থন করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত এবং কিছু কিছু বক্তব্যের অস্পষ্টতা আমি আমার সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাড়িয়ে পরিস্কার করার চেষ্টা করলাম। আমি আশা করব যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথা বলতে পারি যে, এটা ঠিক না, কোন আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সাপ্রেস করার জন্য ব্যবহার হবে তাহলে ল্যাফট ফ্রন্ট শেষ হয়ে যাবে। যে যে ভালেই করুক সে বিচ্ছিন্ন হবে। সেই জায়গায় নিশ্চয়তা দিয়ে যেখানে কোর্ট কাচারী আছে বিচারের সমস্ত সুযোগ আছে এই কথা বলে আমি সবাইকে অনুরোধ করব এইটাকে পাস করে সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা কার্য্যকরী করার চেষ্টা করছেন সরকারকে তাতে সাহায্য করতে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে ৩০ নাম্বার ধারায় বলছে Any police officer may arrest without warrant any person who is resonaably suspected of having committed and offence punishable under this Act. All offences under this Act shall be non-bailable, কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট শেষের কথা না এটা বিরোধী কে ফিনিশ করার জন্য এটা প্রয়োগ করা হবে। কাজেই এটা যেহেতু পুলিশ অফিসারের হাতে এই ক্ষমতাটা থাকে। এই তো কিছুদিন আগে একটা মেয়ে ধর্ষিত হয়েছিল, তাতে দেখা গেল আসামের গেফতারের ক্ষেত্রে পুলিশের প্রতিবন্ধকতা দেখা গেছে। এবং দেখা গেছে যে বিরোধী দলের জন্য করা হয়েছে। তাতে সাসপেকট করলেই ধরতে পারবে তারপর বেইল পাবে না। এতে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে, কাজেই আমরা গণতন্ত্রের স্বার্থেই বলছি যে গণতন্ত্র শেষ হতে দেওয়া যাবে না। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এইখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করবে, এটা বিরোধী দল মেনে নিতে পারে না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা প্রত্যাহার করে নিন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছিল এখানে আমি বলতে পারি স্যার, নিয়ম আছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা বলার কোন স্কোপ নেই। এটা উত্তর দেওয়ার মত নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে ১৯৮০ সনের আইনটা চালু হয়েছে। যেটা ১৯৯৫ পর্যন্ত অ্যামেণ্ড হয়েছিল। অল মোষ্ট সেইম বলছে আগে ভুল হলে এখন বলতে পারব না? এই ভুলটাই চালু করব দ্বিতীয়ত, ট্রেজারী বেঞ্চে এটা পাশ করবে আমরা জানি. যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটার উপর অ্যামেণ্ডমেণ্ট এর বিরোধীতা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, ভুল আছে.

স্যার, আমি জানি ট্রেজারী বেঞ্চে এর জোরে পাশ হবে। কিন্তু যে প্রশ্নগুলি তুলেছি কিছু আইন দপ্তরের লোক আছে, আমার অনুরোধ দুই দুইবার করে সাজা হলো তার সাজা হয়ে গেছে। এবং যেহেতু সাজা হয়েছে আবার আইন এ ঢোকায় এটা স্যার, ওফেন্স হতে পারে না। এটা কালা কানুন। ভুলটা ১৯৯৫ ছিল বলে স্যার এখনও ভুল হবে, আমি এটা মেনে নিতে পারি না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই বিলটা সম্পর্কে চিন্তা করুন। সংশোধন করে নিন, যদি এটা সংশোধন না করেন তাহলে আমরা ওয়াক আউট করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে বিতর্কটা আপনি শোনছেন। আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি তুলেছি এটার কোন উত্তর দেবেন না।

মিঃ স্পীকার :— উত্তর দিয়েছে তো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই অধিকার আমরা মানি না। এখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় আলোচ্য বিলটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সংশোধনী প্রস্তাবটির কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেব। তারপর, সংশ্লিষ্ট ধারাটি এবং সর্বশেষ বিলের অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দেব। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক বিলের অন্তর্গত ২নং ধারার ১নং উপধারার উপর উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

1. In section 2, Sub-section(1) clause(d), the following be substituted in place of existing clause (d) :— "(d) has been convicted not less than twice under the Tripura Excise Act, 1987, so far it relates to an offence regarding sake of adultarated, Sub standrad, decomposed liquer injurious to health and also an offence under Tripura Excise Act. relating to evading of Govt: revenue not less than 10.000/-."

2. Clause (e) of Section 2 (I) of the Bill. following be substituted :- "(e) has been convicted under the prevention of food Adulteration Act,

1954 for manufacturing, storing, for sale or sella any article of food define as adulterated under section 2(i-a) except Sub-clause (a) and (m) of the said Act.

অতএব, সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে বাতিল হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি বিলের অন্তর্গত ২নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং ধারাটি বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের অন্তর্গত ২নং ধারাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হল।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ৩নং হইতে ৩৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখানে সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে কর্তৃ কসভাধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)"

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)" পাশ করা হউক। অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

স্যার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বহু দিন যাবৎ দেশে সমহারে ন্যুনতম কর ধার্য্য নীতি চালু করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর এই চাপটি আসে। গত ১৬.১১ ৯৯ইং তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পৌরহিত্যে রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে ১.১.৯৯ইং তারিখের মধ্যেই সমহারে ন্যুনতম কর ধার্য নীতি রূপায়ন করা হোক এবং এই রূপায়ন নীতির তদারকি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাসগুপ্তের নেতৃত্বে কয়েকটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়া একটা ষ্ট্যেণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যে আমরা ১.১ ২০০০ ইং হইতে ৪৪টি আইটেমের উপর বিক্রিয় করের হার বাড়ানো হয় এবং সমহারে ন্যুনতম কর নীতি এখানে রূপায়িত হয়।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আমাদের বলেন, আমরা যেটা করেছি তাতে সবটা ক্ষেত্রে তারা করেছেন। এবং তারা আমাদের কাছে একটি তালিকা পাঠান এবং সেখানে বলেন যে, এখনো যে বিষয়গুলি আমাদের সিডিউলে রয়েছে, তার বাইরে তারা এগুলি করেছে। তারা যে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তা আমরা বিচার করে দেখছি। সেখান থেকে আলোচনা করে ৫৪টি আইটেম-এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার এই পর্যন্ত আমাদের সিডিউলে যে ৯৩টি ছিল সেই ৯৩টির মধ্যে এইগুলি এখনো অর্ন্তভুক্ত করা হয় নি। আর যেটা অর্ন্তভুক্ত করা হয় নি সেগুলোর ব্যাপারে গত ২২শে জুন, ২০০০ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে দিল্লীতে ডাকা হয়েছিল। এবং সেখানে এটা সিদ্ধান্ত হয় যে এই ইউনিফরম টু রেট, যে সমস্ত রাজ্যগুলি কার্যকরী করবে না তাদের প্ল্যান এ্যাসিসটেন্স যেটা তারা পায় পঁচিশ শতাংশ এবং এটা রাখা হবে এই সিদ্ধান্তের উপর এবং আমরা এটা আলোচনা নিজেদের মধ্যে করেছি। কারণ এই ইউনিফরম টু রেট সমহারে সারা দেশে এই করনীতি চালু করা। আমরা বামফ্রন্ট সরকার থেকে আগেই এটার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আমরা বার বার আনার চেষ্টা করেছিলাম। এবং আমরা সেখানে দাবী করেছিলাম সারা দেশের কর-এর প্রতিযোগিতাগুলি বন্ধ রাখার জন্য। রাজ্যের মানুষের উপর একই দিনে বিভিন্ন

ধরণের কর ব্যবহৃত হয় এখানে এই অবস্থার মধ্যে তা ঠিক না। সেই জায়গায় এই সিদ্ধান্ত হল, আমরা এর আগে যে অর্ডিনেন্স করেছিলাম তার মধ্যে ৯৩টি আইটেমও ছিল। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যা দিয়েছিল তার মধ্যে আমরা আমাদের অর্ডিনেন্সে ২৮টার উপরে করেছিলাম। সেখানে এটাকে যুক্ত করার জন্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ৫২টি আইটেমটাকে আমাদের সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং তারা ইউনিফরম টু রেট সেখানে সুপারিশ করেছিলেন। সেটাকে ওখানে রেখে আমরা আমাদের বিলটাকে এখানে এনেছি। কেন্দ্রীয় সরকার যা দিয়েছেন তিনটি রেভি-সিয়াল করে তা আমরা সেখানে গ্রহণ করতে পারি নি। প্রথমত হচ্ছে, ডিজেল। সেই ডিজেলের উপর তারা সেখানে পাঁচ শতাংশ থেকে বার শতাংশ করার প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা বলছি, এখানে বাস, জিপ ও অন্যান্য যানবাহন একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এখানে টেক্স বাড়িয়ে দেয় তাহলে যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি পাবে এবং সেটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে বহন করা কঠিন হবে। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে একটা সময় এই ডিজেলকে ইউনিফরম টু রেট-এর বাইরে রাখবেন বলে তারা সম্মত হয়েছেন। যেটা এখানে বলবৎ আছে। কিন্তু গত ২২শে জুন, ২০০০ সালের মিটিং-এ বললেন যে সমস্ত দাবীগুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে সেগুলি এখানে বহাল থাকবে না। একমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেটাই শুধু বহাল থাকবে। তার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যের রাজ্যের সমহারে যে করনীতি সেটাকে চালু রাখতে হবে। গত ২২ই জুন, ২০০০ই সালের মিটিং-এ আমরা এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য পেশ করেছিলাম। আমরা বাজেটের ভাষণে কেমিক্যাল ফারটিলাই-জারের উপর সারা দেশের যে কর ব্যবস্থা সেটাকে আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমাদের রাজ্যে-সহ সারা দেশের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, খাদ্য সংভরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এগুলি গ্রহণ করেনি। উৎপাদন ক্ষেত্রে সার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ—কাজেই সারটাকে এটার বাইরে রাখতে হবে এতে আমরা একমত না। আমাদের সঙ্গে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাও একমত।

আমাদের এখানে মণিপুরী এবং ত্রিপুরীরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই বানান। কাজেই সুতার উপর ট্যাক্সের প্রস্তাব এসেছে তাতে তাদের উপর নূতন করে চাপ সৃষ্টি হবে। ৩৩ নাম্বার সিডিউলে লেদার গুডসের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ১৫ টাকার উপরে লেদার গুডসের উপর এইট পারসেন্ট ট্যাকস্ হবে। ১৫ টাকা পর্য্যন্ত লেদার গুডসে কোন ট্যাকস্ দিতে হবে না এটা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ঠিক করে দিয়েছে। এটার বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। ৫১ সিডিউলে আছে, রেডিমেট গারমেন্টস। সেখানে ৫০ টাকা পর্যন্ত কোন রেডিমেড গারমেন্টেস্-এ ট্যাকস্ লাগবে না। কিন্তু ৫০ টাকার উপরে হলেই ৬ পারসেন্ট ট্যাকস্ বসাতে হবে। সব রাজ্যই মেনে নিচ্ছে। নাহলে সেন্ট্রাল প্ল্যান অ্যাসিসটেনসের ২৫ পারসেন্ট চলে যাবে। আমি মনে করি, এ ব্যাপারে বিরোধী

পক্ষের সদস্যরাও একমত হবেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মধ্যে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, কর্ণাটক, গুজরাট এবং আমাদের চাপে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে মেঘালয়কে নেওয়া হয়েছে। সবাই ষ্টাণ্ডিং কমিটিতে আছেন। সব রাজনৈতিক দলের সবাই মিলে এটা করেছেন এবং সারা রাজ্যে এক হারে করের আওতায় আনার জন্যই এটা আনা হয়েছে। আমি আশা করি এটা সর্বসম্মতিক্রমেই পাশ হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে দি ত্রিপুরা সেলস্ ট্যাকস্ (নাইনথ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০০০ এনেছেন তাঁর আগেই এটা অর্ডিন্যান্স আকারে আনা হয়েছে। এখন এ্যাসেম্বলীতে আনা হয়েছে বিবেচনার জন্য। আমি এই সম্পর্কে খুব বেশী বলব না। শুধুমাত্র দু'একটি বিষয়ে একটি বিষয়ে একটি ক্লিয়ার হতে চাই। গত ১০ই জুলাই এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তৃতা রাখতে গিয়ে বলেছেন, ডিজেল, রাসায়নিক সার ও সুতার উপর কর বসাতে সরকার রাজী নন। যদি সরকার রাজী না থাকেন, তাহলে কি সেন্ট্রাল প্ল্যান অ্যাসিস্টেন্স হিসাবে টুয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টাকা পাওয়া যাবে? যদি সেটা না পাই, তাহলে কেন বাড়তি করের বোঝা ঘাড়ে নেব? উনি যেহেতু এই কথাগুলি বলেছেন সে কারণে বলছি। উনি উনার বাজেট ভাষণে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাজেটে এটা দেখান নি। আবার উনি বলেছেন ১৩৪ কোটি টাকা প্ল্যান থেকে পাবেন, আবার নন প্ল্যানে কোথা থেকে পাবেন সেটা উল্লেখ করেন নি। যাই হোক বাজেটে আলোচনার সময় এগুলি আসবে। উনি ডিজেল এবং ক্যামিক্যালস ফার্টিলাইজারে ঘাটতির কথা উনি বলেছেন এটা আমার মনে হয় আংশিক সত্য। এটাকে এই ভাবে উপস্থাপন করা উচিৎ হবে না। উনি বলেছেন মনিপুরীরা, উপজাতিরা নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরী করে।, তারা সুতা বাজার থেকে কেনে। এই কারণে সুতোর উপর উনি ট্যাক্স বৃদ্ধি করেন নি। এটার জন্য ২৫ পার্সেণ্ট মিস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে শুধুমাত্র মণিপুরীরা আর উপজাতিরাইতো সব সুতো কেনে না। কিন্তু তাদেরকে যদি সেইফগার্ড দিতে হয়, তাহলে সেটা আলাদা ভাবে দেওয়া যেতে পারে। কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে তাদেরকে বেনিফিট দিতে পারেন। এন্টায়ার ইউনিফর্মিটি আনতে হলে যদি ২৫ পার্সেণ্ট মিস হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা ভুল হবে। মনিপুরী এবং উপজাতিদের সুতোর প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তাদেরকে বেনিফিট অন্য ভাবে যেওয়া দেওয়া যেতে পারে। কাজেই এই দুটো পয়েন্ট রেইজ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আবার অর্ডিনান্সের কথা বলতে হচ্ছে। প্রত্যেকটী বিল আনতে গিয়ে যদি অর্ডিনান্স আনতে হয় তাহলে ভারতবর্ষে কোথাও এমন নজীর কি আছে? সংবিধানে আছে অর্ডিনান্স আনা যায়। কিন্তু আনতেই হবে ঐটা কোন জায়গায় আছে? দেড় মাস আগে অর্ডিনান্স আনলেন ২৮টা আইটেম-এর জন্য। ২৮ টার পরে এখন আনলেন ৫২ টার জন্য। এখন দেখছি ফুচকা খেতেও ট্যাক্স লাগবে। ডালের বড়া খেতেও ট্যাক্স লাগবে। স্যার, অল ইণ্ডিয়া লেভেলের সাথে ত্রিপুরার অবস্থা এক নয়। ভারতবর্ষের দিল্লী, মুম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতার সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার কথা, ছাওমনুর কথা চিন্তা করলে ভুল হবে। ঐ সমস্ত জায়গার স্ট্যাণ্ডার্ডের সাথে ত্রিপুরা এক নয়। গালফ অব ডিফারেন্স। আপনারাই (ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা) বলেন ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাকওয়ার্ড ষ্টেট এবং ইনটেরিয়র ষ্টেট তাই এখানে স্পেশাল সারকামটেন্সের দরকার। আবার এখানে দেখলাম আপনারা দুটী আইটেম বাদ দিয়েছেন তার মানে বাদ দেওয়া যায়। বাদ দিলে যেমন আমি যেটা বললাম আইটেম নাম্বার ৯৫-এ pesticides, weedicides and insectides আমি যতটুকু বুঝেছি এটা পোকার ঔষধ এবং এটাতে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কৃষকদের স্বার্থক্ষুন্ন হবে। ফলজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হবে। ওটা বাদ দিলেন, এটা বাদ দিলেন না কেন? যেখানে কৃষকদের স্বার্থ ডাইরেক্টলি জড়িত সেখানে চিন্তা করার ব্যাপার আছে কারন এটা মোষ্ট ইমপরটেন্ট ব্যাপার। একটা রিকসাওয়ালা রিকসা চালিয়ে দুপুর বেলায় রুটী-তরকারী খাবে তারও ট্যাকস্ দিতে হবে? এবং ঐ দোকানদারেরও সেইল ট্যাকস্ লাগবে? আমরা যে বিকালে ফুচকা খাব এটাও তো আপনাদের জন্য পারব না, ডালের বড়াও খাওয়া যাবে না? এটা কোন্ অর্থে ব্যবহার করতে হবে সেটা চিন্তা করতে হবে। অল ইণ্ডিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কোন মিল নেই। অশোকা, তাজবেঙ্গল এই সমস্ত হোটেলে যেখানে আপনারা যান এইগুলিতে সেটা চিন্তা করার আছে। ফুড়ের জন্য ট্যাকস্ এটাকেও আগরতলায় এনে দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** (প্যাকেটের কথা বলা হয়েছে)।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে প্যাকেট তো লিখেন নি। এখানে আমাদের রাজ্যে সেই রেষ্টুরেণ্ট নেই, হোটেল নেই যেটা কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি বড় বড় শহরে আছে। এখানে পথের ধারে ছোট হোটেল আছে সেখানে গেলেও ট্যাকস্ লাগবে কারন এখানে কুক্ ফুড়ের ব্যাখা তো আপনি দেন নি। গত শেসানেও শুকরামের ইস্যু নিয়ে চশমার বিল পাশ করেছেন এই চশমা আমি ব্যবহার করি, বাদলদাও ব্যবহার করেন, মাননীয় মন্ত্রী রূপিনী সাহেবও ব্যবহার করেন এবং আরও অনেকেই এই চশমা ব্যবহার করে থাকেন সেখানেও ট্যাকস্ বসিয়েছেন। মেয়েরা সেলাই মেশিন ব্যবহার করছে সেখানে ট্যাকস্ বসিয়েছেন। জিওমেট্রিক বকসেও ট্যাকস্ বসিয়েছেন, ছাতার লাঠির জন্যও ট্যাকস্ বসিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী তো বলছেন আমি বেশী বুঝি? ব্যাম্বো কি বাইরে

থেকে আসে ত্রিপুরায় ? যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমার ষ্ট্রংলি আপত্তি আছে। নিয়ম হলো বাইরের যে জিনিষগুলি এখানে আসবে সেই জিনিষগুলির উপর ট্যাকস্ বসলেও বসতে পারে। আমার বেশী বুঝা তো বিপদ হয়েছে। আর একটা জিনিষ দেখছি আমি কিছু বললেই আপনার হার্টে লাগে এবং আমি যখন আইনের বই নেই তখনি আপনি পাগল হয়ে উঠেন। বেম্বোটা কেন আনা হল আইটেম নাম্বার ১৪১ তো আসে নি। বেম্বো তো ত্রিপুরায় কোথা থেকে আসে না তাই বলছি কেন এই জিনিষটা আনা হলো ? হোয়াইট পেপারের উপর ট্যাকস্ বসালেন আবার বলছেন নিউজ প্রিন্ট ছাড়া, খুব ভাল কথা কিন্তু হোয়াইট পেপার দিয়ে কি ছাত্ররা পড়াশুনা করবে না ? পান-সুপারীর উপরও আপনারা ট্যাকস্ বসিয়েছেন, এই পান-সুপারী তো আমাদের হাউসের মাননীয় সদস্য থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ লোকই পান খায়, এখন তাদের কি অবস্থা হবে ? কথায় কথায় ট্যাকস্ বসাচ্ছেন আপনারা। আপনি একটা জিনিষ করেছেন যে, তাদের সব ব্যাপারে এক মত হন নি এটা বিউটীফুল হয়েছে। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর অন্য রাজ্যের ষ্ট্যাণ্ডার্ড এক নয়। আমি যে কথাগুলি বললাম সে বিষয়ে যদি আপনি সেটীসফাইড করে দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থন করব। আগেও একবার হয়েছে। আগের বইটা এনেছি। এটা কিভাবে হল ? একবার যখন আপনারা আপত্তি দিয়েছন, এটার আপত্তি দেওয়া দরকার ছিল। আমার-ত হানা বাম্বোর ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে আছে। এখন কি ঘরে ঘরে বাঁশ দেবে কিনা ভগবান জানে। সুতরাং জিনিসগুলি চিন্তা করতে হবে। এভাবে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমাদের উপর চাপিয়ে দিলে হবে না। বুঝি, আপনারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে খুশী করছেন। মুখে কেন বি, জে, পি'র সংগে মিল নাই। এই যে কর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে টাকা আপনারা পাইবেন। কিন্তু টাকা দেওয়া লাগবে-ত আমার। কাজেই আগে এগুলি চিন্তা করুন। ক্ল্যারিফাই করে যদি কনভিন্স করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই সমর্থন করব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার একটা কথা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি-ত নাম পাঠান নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা জিনিস জানতে চাইব যে যখনই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে উনারা করমুক্ত বাজেট পেশ করেন, অর্থাৎ নিষ্কর বাজেট পাশ করা হয়। এবারের বাজেট পেশ করা হয়েছে নিষ্কর। তাহলে আলাদা করে আবার ট্যাকস্ বসানো কেন ? এটার কারনটা কি ? আপনারা সামনে দিয়ে খান না, পেছন দিয়ে খান। এই যে সেলস ট্যাকস্ বাড়ালেন তাতে আমি কোন জিনিস কিনতে গেলে আমার কাছ থেকে বেনিফিটটা নেবে। আপনারা পেছনের দরজা দিয়ে এটা করছেন। এটার কারনটা কি ? এটা পরিস্কার করে ত্রিপুরার জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ভাল হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছু আলোচনা করবেন নাকি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন আমরা যে তিনটি আইটেমের উপর বসালাম না তাতে ২৫ পারসেন্ট ডাইরেক্ট সিষ্টেম যেটা আছে সেটা রক্ষা করতে পারব কিনা। আমি সেই জায়গায় বলছি, আমি গত ফিনান্স মিনিষ্টারের মিটিং-এ এটেণ্ড করি তাতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি মাত্র তিনটি ষ্টেইট তারা হুবহু করেছে। বাকী সব বারগেনিং ষ্টেজে আছে। তারা তাদের এলাকার যে বিশেষ অবস্থার কথাটা সেখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কতগুলি বিষয় আছে, এক একটা জোনে এক-একটা বিশেষ গুরুত্ব পায়। আমি এখানে বলেছি ফার্টিলাইজারের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব, হরিয়ানা সরাসরি বিরোধিতা করেছে। এর আগের মিটিং-এ দেখেছি তামিলনাড়ু সরাসরি বিরোধিতা করেছে। আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের উপর করলাম। আমরা একা না, পার্টনার আছে। এগুলি নিয়ে তারা মনিটরিং করছে ঘন ঘন। যেমন আগামী ২১শে জুলাই আবার মিটিং ডেকেছে। দুই একটা ষ্টেট আছে যেমন পণ্ডিচেরী তাদের কোন অবস্থার মধ্যে রাজী করানো যাচ্ছে না। তারা একটা আইটেমও করে নি। নর্থ ইষ্টার্ণের মধ্যে মিজোরাম, মণিপুর তাদের কোনদিন কোন সেল্‌স ট্যাক্‌সই ছিল না। তারা বলছে আমরা কি করে ট্যাক্‌স বসাব। তারা এখন করেছে। অরুণাচল-ও দুই একটা ক্ষেত্রে বলেছেন তারা পারবেন। এখন যে সিদ্ধান্তটা এসেছে লাষ্ট মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রীদের মিটিং-এ তারা পরিস্কার বলেছেন সবাইকেই করতে হবে। যে কোন ধরণের ভেহিক্যাল্‌সের উপর করতে হবে। বিহারে এতদিন করেনি। বলেছে, আমাদের ইলেকশান অমুক তমুক। তারা ট্যাক্‌স কুনজিউম করছে না। কিন্তু গত মিটিং-এ আবার ওয়র্ন করা হয়েছে এবং সামনের ২১ তারিখ-এর মিটিং-এ যারা করবেন না বা দুই তিনটা আইটেম যাদের বাকী আছে সেগুলি সম্পর্কে তারা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা আমাদের যে সমস্যাগুলি আছে আমরা এখানে ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করেছি। আমার বাজেট ভাষণের মধ্যেও আমি এটা বলেছি যে, কেন্দ্রীয় ষ্টেণ্ডিং কমিটি বা অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং-এর মধ্যে দিয়ে যে সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে এসেছে তাতে তারা পরিস্কার বলেছেন যে, কোন একটা আইনকেও ফেলে রাখা যাবে না, সবাইকেই তা করতে হবে। মানে সে রকম যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহলে ডিজেলের বা আজকে আমরা যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার যেগুলি বাদ রয়েছে সেগুলিকেও এগুলির মধ্যে না করার কোন উপায় ছিল না। আমার বাজেট ভাষণের শেষ লাইনে বোধ হয় এটা বলেছি, যে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো আমাদেরও এগুলি এখানে কার্য্যকরী করতে হবে, আমাদের কাছে কোন বিকল্প থাকবে না এটা করা ছাড়া। সেই দিক থেকে ২১ তারিখ আবার মিটিং হবে এবং সেই মিটিং-এর মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে। ডিজেলের দিক থেকে যে সুবিধাটা আছে তা হল, ষ্টেণ্ডিং কমিটির তারা এই দুইটা মিটিং-এর আগের মিটিং-এ সিদ্ধান্ত করেছে যে, নর্থ ইষ্টার্ন এর ডিজেলটা এর বাহিরে থাকবে। তারা এই সিদ্ধান্ত করেছে যে, ডিজেল তাদের আওতার বাহিরে

থাকবে। এখনও এটা আছে, আমরা অপেক্ষা করছি ২১ তারিখ তারা কি করবে। সেদিক থেকে এখন সর্ব ভারতীয় রেইট বসানোর জন্য সর্বসম্মতি যে প্রস্তাব ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীদের সভা থেকে আমরা সেটাকে বেইস করে এখানে এটা করেছি। এখানে কেউ কেউ বলেছেন অর্ডিন্যান্স, মিটিং করলে পরে এটাকে মনিটারিং করবে, তাতে একটা সার্কুলার আসে যে এই মুহূর্তে এটা কর। এই অবস্থার মধ্যে আমরা চাপে পড়ে প্রথমে ২৮টা করেছিলাম। আমাদের এই ২৮টা করার পর তারা লিখে পাঠালেন আমাদের কাছে যে, না, এই ২৮টা দিয়ে হবে না। তখন আমরা যেগুলি করেছি সেগুলির নাম পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের সিডিউলে যা আছে এবং তাদের সিডিউলে যা আছে মিলিয়ে দেখেছি আমাদের এই ২৮টা তাদের সিডিউলের মধ্যে আছে। যেহেতু আমরা অডিন্যান্স করেছি তা তো বিল আনতেই হবে আমাদের বিধানসভার মধ্যে। নিয়ম হচ্ছে অর্ডিন্যান্স হওয়ার পর নেক্সট যে সেশন থাকে সেই সেশনে বিলের আকারে এটা আনতে হয়, তাই বিল আমাদের আনতে হবে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার আইটেম আগে ঠিক করে দিয়েছে আমরা আমাদের সিডিউল তার সঙ্গে কমপেয়ার করার পর আগের ২৮টা এবং বাকী যেগুলি এনেছি সব মিলিয়ে ৫২টা হয়। এটাই আমরা আমাদের বিলের মধ্যে এনেছি। এখন যদি বলেন যে অনেক কিছুইতো আছে এগুলির সঙ্গেতো আমরা একমত না। কিন্তু সর্ব ভারতীয় রেইটতো আমরা চেয়েছি, তবে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা হলে পরে সাধারণ দরিদ্র অংশের মানুষের উপর চাপ আসছে এবং এটা হওয়া উচিৎ না, যে কারণে আমরা এতদিন এগুলি করি নি।

তারপর হচ্ছে, মাননীয় সদস্য যেটা তুলেছেন, বেম্বো, আপনারা জানেন যারা বেম্বো সংগ্রহ করেন তাদের উপর টেকস পরেছে, এই সেল টেকস্ ডিপার্টমেণ্ট কোন দিন বাড়ী বাড়ী গিয়ে সেল টেকস কালেকশন করে না। এখানে যারা জুমিয়া আছে, দিন মজুর আছেন তাদের উপর এই টেকস্ কখনও বসবে না। যারা এদের কাছ থেকে কিনবে এবং যারা ব্যবসা করেন তাদের উপর এই টেক্স বসবে। সুতরাং বাঁশ সংগ্রহ করে যারা বিক্রি করছেন তাদের উপর এই টেক্স আসবে না কোন অবস্থায়। কিন্তু যারা এটা নিয়ে ব্যবসা করেন বিক্রি করেন তাদের উপর এই টেক্স আসবে। সুতরাং এই টেক্সে, যারা জুমিয়া বা অন্যান্য যারা আছেন তাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ আসবে না। দ্বিতীয়ত, মাননীয় সদস্য রতনবাবু, যে সমস্ত ডালপুরী সিংগারা এই সমস্ত কুক ফুড মানি এটার মধ্যে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, বাঁশ যারা বিক্রী করবে তাদের উপর সেল টেক্স পরবে না। আর যারা কিনবে তাদের উপর এই টেক্স পরবে। তা গরীব মানুষরাইতো বাঁশ কিনে ঘর তৈরী করে। তাহলে তারাতো এই টেকসের আওতায় পরে পরোক্ষভাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— যারা ব্যবসা করবেন তারাতো নিজেরা টেক্স দেবেন না। যাদের কাছে বিক্রি করবেন তাদের কাছ থেকে টেক্সটা নেওয়া হবে, এটাইতো ব্যবসার নিয়ম। আমরাতো বলেছি অনেক কিছু আছে যেগুলির সঙ্গে আমরা একমত না।

সারা দেশে যে ইস্যুতে সমস্ত দলমত-এর মুখ্যমন্ত্রীগণ, কেন্দ্রীয় সরকার বা ফিনান্স মিনিষ্টার সকলে এমন একটা জায়গার মধ্যে এসেছেন। কিন্তু আমি তো বলেছি অনেক কিছু যেগুলির উপর টেক্স বসানো হয়েছে অথচ এইগুলি আমাদের রাজ্যে নেই এবং কোথায় বিক্রিও হয় না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে ১৪৫টা আইটেমস্-এর লিষ্ট দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩০-৩২টা আইটেম আমাদের রাজ্যে নেই এবং কোথাও বিক্রিও হয় না—ফলে তাদের টেক্সও দিতে হবে না। যেমন ইংলি ওয়ল এটা আমাদের রাজ্যে নেই এবং কোথাও তা বিক্রিও হয় না। তারপর আছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরী থেকে যে ধোয়া বের হয়, সেটাকে আবার রি-ফেকটরী করা হয় কোথাও কোথাও। কিন্তু এটা আমাদের রাজ্যে কোথাও হয় না। কাজেই এই যে ১৪৫টা আইটেম-এর মধ্যে ৩০-৩২টা আইটেম আমাদের রাজ্যে নেই। এইগুলি যেহেতু বিক্রি হয় না তাই এইগুলির উপর টেক্সও দিতে হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুখ্যমন্ত্রীদের এবং অর্থমন্ত্রীদের যে মিটিং হয় সেখানে সকলে সহমত পোষণ করেছে এবং তারা বলেছেন যে সমহারে করনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটা করা হয়। এখন সে জায়গায় আমার বাজেট ভাষণেও বলেছি যে তিনটা বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। আমাদের ২১ তারিখের মিটিং-এর পরে যে সিদ্ধান্ত হবে সে অনুযায়ী সেটা পরে ঠিক করা হবে।

কাজেই সে দিক থেকে আমি বলব সর্বভারতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সমহারে করনীতি চালু করার জন্য সারা দেশে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি মনে করি তার সঙ্গে আমাদের এই বিধানসভা ঐক্যমত্য প্রকাশ করবেন। এবং এখানে মাননীয় সদস্যরা যে বিলটি এসেছে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করবেন। ধন্যবাদ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে একটা কথা জানতে চাই এখানে যে পলিথিন্-এর ব্যাগ যেটা ব্যাণ্ড হয়ে গেছে সেটার উপর আবার টেক্স কেন বসানো হয়েছে ? যেটা ব্যাণ্ড তার উপর আবার টেক্স কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ব্যাণ্ড হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যে লিষ্ট দিয়েছেন সে অনুযায়ী এটা করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটা। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Sale Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)"

বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামাটী বিলের একটী অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামটী উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Sale Tax (Ninth Amendment) BILL, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Sale Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)" পাশ করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো. অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- The Tripura Sale Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)" পাশ করা হউক।

(ধ্বনী ভোটে বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

GOVERNMENT RESOLUTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—'গভর্ণমেন্ট রিজিউলিউশান'। উক্ত রিজিউলিউশানটী উত্থাপন করবেন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, রিজিউলিউশানটী সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move the following resulation. "In pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India this Assembly hereby resolves that the Parliament be

empowered to regulate by law matters releting to Government Securities and all other metter connected therewith or incidental thereto."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। সংবিধানের ২৫২নং ধারা অনুসারে পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের জন্য ত্রিপুরা বিধানসভায় এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি। প্রস্তাবটা হচ্ছে, ১৯৪৪ সালে প্রণীত "পাবলিক ডেফথ্ এ্যাক্ট্" পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করা এবং নতুন এ্যাকট্ প্রণয়ন করা সম্পর্কে। যেহেতু রাজ্য সমূহের সরকারী দেনা ও পাবলিক ডেফথ্ সংবিধানের সপ্তম তপশিল অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত আসল বিষয় এটাই। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির স্বীকৃতি ব্যতিরেকে এই আইন প্রণয়নের অধিকারী না। অর্থাৎ বিধানসভা থেকে পাশ করানো না হলে তারা এই ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। দীর্ঘদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন, রাজ্য বিধানসভায় এটা পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে যেন অবহিত করা হয়। এই ব্যাপারে গত ৫ই মে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন যে ১১টি রাজ্য বিধানসভায় ইতিমধ্যেই এটা পাশ হয়েছে এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে সেটা জানিয়েও দিয়েছে। ৭টি রাজ্যের বিধানসভায় এই বিলটা পাশ করানোর ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীসভায় এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ৫৫ বছর আগেকার আইন এটি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি দেখতে পাচ্ছে যে সিকিউরিটি মার্কেট নিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটারও পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৪৪ইং সালে সেই পাবলিক ডেফথ অ্যাক্ট নিয়ে এখানে আমি বলছি যে আধুনিক সিকিউরিটি মার্কেটস্ যে হরেকরকম ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে, এটা ধরে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পদে পদে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন, আইনগত কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সিকিউরিটি মেনেজমেন্ট সেটা পর্য্যালোচনা করার জন্য সেখানে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তারপরে কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রক মানে অর্থ দপ্তরের তারপরে আইন এবং ন্যায় মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ এই সমস্ত রাজ্যগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তারা একটা কমিটি গঠন করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিটি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সেগুলি সম্পর্কে তারা কতগুলি সুপারিশ করেন। এবং কিভাবে তারা এই সমস্ত পরিবর্তন করছেন রাজ্য সরকারের কাছে সেই সমস্ত প্রস্তাবগুলি তারা পাঠান। আমরা এখানে যা চেয়েছি তার মধ্যে এগুলি বলা আছে। এবং নিশ্চয় ১৪ তারিখ

যখন আলোচনা হবে আমরা আশা করি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত বেরুবে এবং আমরা আমাদের মতামত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় উত্থাপিত গভর্ণমেন্ট রিজিউলিশানের কপি এবং তৎসংক্রান্ত সেন্ট্রাল এ্যাক্ট-এর কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গতকলা অর্থাৎ ১১ই জুলাই, ২০০০ইং তারিখে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশানের উপর আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তার মধ্যে প্রথম রিজিউলিউশানের উপর আলোচনা সম্পন্ন হয়েছিল এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিজিউলিউশান দু'টির উপর আলোচনার জন্য অদ্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখন উক্ত রিজিউলিউশান দু'টির উপর আলোচনা শুরু হবে। রিজিউলিউশান দুটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় এবং শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে রিজিউলিউশানটি উনি উত্থাপন করেছেন এটা আলোচনা শুরু করার জন্য।

আমাদের এখন ৫টা বাজতে ৬৫ মিনিট বাকি আছে এর মধ্যে আমাদের দুটি রিজিউলিউশান শেষ করতে হবে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি হচ্ছে, এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, "জাতীয় সংহতির স্বার্থে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে অন্তরায় বাধা সন্ত্রাসবাদী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করে এই সমস্যা নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যকরী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক"। এই যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবটা রাখার পেছনে কারণটা হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথমে নাগাল্যাণ্ডে উগ্রপন্থী সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তখন ফিজো ছিলেন নেতা। এরপর দেখা গেল আসাম, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলিতে এই উগ্রপন্থীরা মাথাচারা দিয়ে উঠছে। এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশী গুপ্তচররা পর্য্যন্ত এখানে এখন এই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে মূল ভারতবর্ষের যে ভূখণ্ড এই ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় কিছু সময় দেখা গিয়েছিল যে আন্তর্জাতিক

সন্ত্রাসবাদী সেই ওসমান বিন লাদেন, সেও নাকি এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মুসলিম রাজ্য করার জন্য অনেক টাকা খরচ করছে। তার অনেক লোকজন এখানে পাঠিয়েছে এই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ করার জন্য। শুধু মাত্র রাজ্য সরকার এই সমস্ত মোকাবেলা করার জন্য যে খরচ সেগুলি বহন করার এবং অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করার এবং তারপরে সন্ত্রাস মোকাবেলা করার যে পরিকাঠামো দরকার সেই পরিকাঠামো বা আর্থিক সচ্ছলতা রাজ্য সরকারের নেই। সে কারণেই আমি বলব সেই সমস্ত খরচগুলি কেন্দ্রীয় সরকার করে বহন করুক। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই সন্ত্রাস দমনে সাহায্য না করে একা রাজ্যের পক্ষে সম্ভব না। কাজেই রাজ্যের যে বর্তমান সমস্যা, সেই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিউশন এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য রাখছি। এখানে আমি এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। যদি এখানে জঙ্গলের এক জাতীয় পাখীর ডাকের কথা বলি, তাহলে পরিস্কার হবে। সেই পাখির ডাক যদি কক্-বরক ভাষীরা শুনের তাহলে তার অর্থ এক হবে আর যারা বাংলা ভাষী আছেন তারা যদি শুনেন তাহলে তার অর্থ আলাদা হবে, মানে ভিন্ন জাতির ভাষায় ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই এখানে দেখা গেছে যে আজকে যারা অপজিশনে আছেন যেমন জহরবাবুরা জিনিষটাকে অন্যভাবে বুঝছেন। তাদের কাছে এইগুলি অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়ায়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাস করে তারা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রপন্থীর কার্য্যকলাপ। কাজেই আমার বক্তব্য এখনই আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই সাতটি রাজ্য বিধানসভাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুবই দরকার। আজকে দেখা গেছে, আমাদের রাজ্যে অপহরণ বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে উগ্রপন্থীরা। তার আর কোন হিসাব নেই। আর যারা উগ্রপন্থীর জন্ম লগ্ন থেকেই তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা আজকে অবসর গ্রহণ করে এয়ার কণ্ডিশন ঘরে বসে ১০ শতাংশ টাকা নিয়ে নিচ্ছেন। তাদের ছেলে মেয়েরা ইংলিশ মেডিয়ামে পড়া শুনা করছেন। আর যারা কর্মী তারা প্রতিবাদ করতে পারে না, তারা হিসাব নিতে পারে না। এই সংগঠনগুলিতে যারা কাজ করছেন তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কাজ করছে। এই সংগঠনগুলি ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষতি করছে। ভারতবর্ষের একটা নাগরিকের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে তার কতগুলি জিনিস প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই গুলি। এই গুলি যখন তার না থাকে তখন একটা সুনাগরিকের মনে প্রশ্ন এবং বিরহ তার মনে প্রতি মুহূর্তে জেগে উঠে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে করুন। আপনাকে ৫ মিনিট সময়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল চাকমা :— আমি শেষ করছি স্যার, আরেকটু সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, আর সময় দেওয়া যাবে না। আপনাকে তো ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। আপনি শেষ করুন।

শ্রীঅনিল চাকমা :— ঠিক আছে স্যার, আমি বেশী সময় নেবনা। শেষ করছি। এই যে সমস্যাটা সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে। স্যার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তে নীরিক্ষে এই সন্ত্রাসবাদ সংগঠন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, আপনার সময় ৫ মিনিট। এর মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়-উপযোগী বলে আমি মনে করি। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে রাজ্যের যে দায় দায়িত্ব সেটাকে ধামাচাপা বা এরিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা স্লোগান তোলার ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে তা বুঝা যায়। যার জন্য সমস্যার সমাধান যে এই আলোচনার মধ্যে আসবেনা, এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় তা বুঝা গেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সন্ত্রাসবাদ রাজ্যে রাজ্যে এটা শুধু জাতীয় সমস্যাইনা এটা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এটা শুরু থেকেই এই ধরণের। এই যে এখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে আই এস আই আছে, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যুক্ত-এর সঙ্গে দেশের বাইরের শক্তিগুলি যুক্ত আছে। কাজেই এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কাজেই এটাকে জাতীয় পর্যায়ে রূপ দেওয়া একটা প্রস্তাব আসলেই হয় না, এটা নিজেই হয়ে আছে। এখন এর সমাধানই হচ্ছে বড কথা। এই সব সন্ত্রাসবাদের পেছনে কোন কারণ থেকেই যাচ্ছে। আমরা এর কারণ এবং সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করছি। আমরা মনে করি যেখানে গণতান্ত্রিক পথে দাবী তোলা এবং দাবী জানিয়ে আন্দোলন করা বা ক্ষোভ প্রকাশ করার সুযোগ আছে সেখানে অন্তত সন্ত্রাসবাদ বিশেষ করে নিরীহ মানুষকে অপহরণ করা খুন করা এটাকে আমরা বিশ্বাস করি না। এই সবের আমরা নিন্দা করছি। এখানে আমি দুইটি ঘটনার কথা বলছি। সেখানে আমি গিয়ে দেখলাম চড়িলামে একটা বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ। প্রথম দেখলাম তার পায়ে গুলি। তখন তার মা বললেন যে

প্রথমে তাকে গুলি করা হয়েছে সে গুলি খেয়ে পুকুরে পড়ছে তার পর তাকে পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করা হয়।

কাজেই প্রশ্ন এই মেয়েটাকে খুন করে কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন লক্ষ্য পূরণ হবে কিনা? তারপর ননী সাহা কিল্লা থেকে অপহরণ করে তিন দিনের মধ্যে খুন করা হয়েছে। তারপর তার বউকে খবর দিচ্ছে যে তিন লক্ষ দিলে আমরা ছাড়ব। তখন সে খুব কষ্ট করে আশি হাজার টাকা দিল, তারপরে বলছে না হবে না আরো লাগবে; তোমার দোকান এবং বাড়িঘরের টিনগুলো দিয়ে দিলে তোমার স্বামীকে ছাড়ব। তারপর সে টিনগুলো দিয়েছিল তখন বলল যে আরোও তিন লক্ষ টাকা লাগবে। তখনই তাদের সন্দেহ হলো। কাজেই সন্ত্রাসবাদ কোন্ পর্যায়ে চলে গেছে। আমি যখন জওহরবাবুর সঙ্গে মৈমাক গিয়েছিলাম সেখানে উগ্রবাদীরা দুইজন নিরীহ বাঙালীকে হত্যা করে, সঙ্গে সঙ্গে আরোও দুইজন ট্রাইবেল-এর উপর হামলা করল। কাজেই এই যে সন্ত্রাসবাদে শিকার হচ্ছে তার লক্ষ্য কি? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মনে করি সন্ত্রাসবাদের পিছনে যদি কিছু কারণ থাকে সেটা হচ্ছে দেশ পরিচালক যারা, যারা প্রশাসন চালায় যারা সরকার গঠন করে তারাই দায়ী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— নগেন্দ্রবাবু বসুন, সবাইকে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। আর যদি সময় নিতে চান তাহলে নিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ঠিক আছে স্যার, আমি আরোও পাঁচ মিনিট চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই হাউস আরো আধ ঘণ্টা বাড়ানো হলো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে একটা জিনিস আজকে দেখা যাচ্ছে। আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষত অ-উপজাতি এ ডি সি থেকে বিপন্ন হয়ে এসছে। আবার দেখা যাচ্ছে উপজাতিরাও শহর থেকে আরো পাহাড়ের ভেতর চলে যাচ্ছে। এমনকি বহিঃরাজ্যেও চলে যাচ্ছে। আসামে চলে যাচ্ছে। গোবিন্দবাড়ীতে প্রায় দুইশ পরিবার ছিল জোট সরকারের আমলে। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন সেখানে পাঁচবার গিয়েছি, সেখানে দুইশ পরিবার ছিল আর এখন বাইশ জনও নাই। সবাই চলে গেছে বাংলাদেশে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রশাসন তাদের রক্ষা করে নাই। এর জন্য দায়ী প্রশাসন এক সময় যখন উপজাতিদের হাতে এই তেলিয়ামুড়া বাজার ছিল, তারপরে ইচারবিল ছিল সেগুলো আজকে সেখানে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে একটা জাতি আরেকটা জাতির মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করছে। দুইটা জাতি পাশাপাশি থাকলে একটা আরেকটাকে গ্রাস করবে, এই সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই নিয়ে সম্প্রীতি হয় না। অথচ প্রশাসনের কাজ হল এটা অসম প্রতিযোগিতায় কি ভাবে যে মার খায়,

তাকে রক্ষা করতে হয়, এই প্রশাসনটাই এখানে নেই। ট্রাইবেল এলাকায় বাঙ্গালী মাইনোরিটি বলে অসুবিধা হচ্ছে, প্রশাসন রক্ষা করে না। যেখানে ট্রাইবেলরা দুর্বল সেখানে তার জমি জমা গ্রাসের মুখে পড়ছে। সেখানে প্রশাসন তাকে রক্ষা করে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাংলাদেশ থেকে যখন বাঙ্গালী সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছিল, সেখানে কি প্রশাসন ছিল না, সেখানে কি সরকার ছিল না? এখান থেকেও মুসলিমরা চলে গেছে সরকার তাকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই করে করে দেখছি যে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে সাহায্য করছে। এবং এই গুলি হচ্ছে অতীতের ভুলের ফলে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কারণে আমি মনে করি যে সাধারণ মানুষ তাদের অসহ্য করার ফলে তারা অস্ত্র ধরে, তাকে বিষয়ে দেয়, এটা কোন অন্দোলন হতে পারে না। আমরা মনে করি অতীতের এই ভুল গুলি আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। এবং এর থেকেই সমাধানের পথ বের করা উচিৎ। এক সময় এরা যখন ত্রিপুরায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সর্বস্বান্ত হয় ঢাকার নোয়াখালি, হিন্দু বাঙ্গালী এসেছিল গভর্ণমেন্টের রায়টের ফলে। মহারাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু মহারাজা এখানকার উপজাতি যারা রয়েছে এদের রক্ষা করার জন্য তিনি রিজার্ভ ও করেছেন। উনি বাঙ্গালী হিন্দুদের ভেদাভেদ নয়, আবার তাদের যাতে গ্রাসের মুখে যেতে না হয় এবং উপজাতিদের বিপন্ন হতে দেয় নি। সেই জন্য তিনি রিজার্ভ করেছিলেন। কাজেই এই ভাবে প্রশাসনকে শিক্ষা মানবিক সব দেখতে হয়, তেমনি তার ফলে কি হতে পারে এটাও তার নিজের রাখতে হবে। যাতে দুর্বলরা গ্রাসের মুখে না পরে। দুইটা জনগোষ্ঠির সম্পর্ক যাতে হয় মধুর। এটাই হচ্ছে সম্প্রীতি, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে একদিন আমাকে বলেছিল, ঐ মাণিকপুরে নোয়াতিয়ারা চাষবাস করতে জানে না, জমাতিয়া ১২ পরিবার এনে দাও, আমি না করেছিলাম। কারণ ১৮৭০ সাল থেকে জমাতিয়ারা মুসলমানদের কাছ থেকে চাষবাস করতে শেখে, এরা বেশী অগ্রসর, ওদেরকে নোয়াতিয়া অঞ্চলে মাণিকপুরে দিয়ে দলে, জমি সব এদের কাছে চলে যাবে। এবং যারা আছে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। পদ্ধতি, টেকনোলজি আমরা পেয়েছি। এই যে আম্পাতে জমাতিয়া এবং দেববর্মারা মুসলমানদের জমি গ্রাস করছে। আবার ট্রাইবেল ট্রাইবেলও জমি গ্রাস করে, কাজেই আমাদের রক্ষা করতে হবে। যদি রক্ষা না করা যায়, আজকে যে গ্রাস করছে আর যে গ্রাস হচ্ছে তার সম্পর্ক ভাল থাকবে না। এটা আমাদের জানানো উচিত। যারা সোসাইটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার ইতিহাস পড়ছেন, যারা আর্থ সমাজবিদ তারা কি বলতে পারেন না তারা কি জানেন না। কেন আগে বলতে পারেন না। এটা জানা উচিত মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে সন্ত্রাস এটা অতীত-এর একটা ভুল সেই ভুলকে স্বীকার করতে হবে। আজকে যারা বিপথগামী হয়েছে এদেরকে আমরা আবার বলছি আলোচনায় বসুন। এটা রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। জাতি উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষা, তাদের জীবন যাত্রা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। আজকে প্রচুর শরণার্থী হচ্ছে তাদের রক্ষণাবেক্ষন সবটাই রাজ্য সরকারের। কাজেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা

সমাধান করুক। জোট আমলে টি. এন, ভি-র সমস্যা সমাধান করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মিলে। আমরা তো করেছি আপনারাও করুন। তা নাহলে সন্ত্রাসবাদীরা সমগ্র ত্রিপুরাকে গ্রাস করে ফেলবে। সন্ত্রাসবাদীরা এত সুযোগ পাবে কেন, আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিন। আমরা কি করে টি এন ভি'কে কি করে গণতান্ত্রিক পথে আনলাম এটা শিখুন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, জোট আমলে আমাদের অস্ত্রের মুখে অস্ত্রের জোড়ে বিরোধী আসনে ঠেলে দিয়েছে। স্যার, গত এ, ডি, সি, নির্বাচনে দেখা গেছে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্লীস কনক্লুড করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, অস্ত্রের কি প্রতিযোগিতা, কে হেরে গেছে, কে জিতে গেছে এটা বড় কথা না। গণতন্ত্র যে বিপন্ন হচ্ছে এটা বড় কথা। গণতন্ত্র আপনারা বিপন্ন করছেন। কাজেই এটা স্বীকার করতে হবে যে সরকার এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, যে সরকার গদির লোভে সন্ত্রাস-বাদীদের প্রশ্রয় দেয়, মদত দেয় এবং জন্ম দেয় তাদের দ্বারা কি হবে। এইটাই সম্ভবত দুর্ভাগ্যের কারণ আজকে আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলি যে, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাই। কাজেই এটাই আপনারা পরোক্ষ ভাবে চাইছেন কি না জানি না। তাহলে পরিস্কার বলুন রাষ্ট্রপতি শাসন হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাঙ্খল। আপনাকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রীবিজয় কুমার রাঙ্খল :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে নর্থ ইষ্টানের সমস্ত রাজ্যের কথা উল্লেখ করা আমার পক্ষে পারভিউ নয় এই হাউসে। এটা এই হাউসের বাইরের কথা। কাজেই খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। এখানে ঠিকই আছে জাতীয় সমস্যা, যদি আমরা অনার হয়ে থাকি, তবে আমরা অনেক বেনিফিট পাব। উড়িষ্যাতে যখন ফ্লাড হয়, ন্যাশান্যাল ক্যালামেটি দেখা দেয়, তখন প্রধান মন্ত্রী নিজেই ইনিশিয়েটিভ নেন। এখানে মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা যে পূর্বাঞ্চলের প্রস্তাবটা আনলেন এই পূর্বাঞ্চলটার লক্ষ্য এই হাউসে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারটা লিডার অব দি হাউস এর হওয়া উচিৎ। পরবর্তী চিফ মিনিষ্টারের মিটিং-এ যদি আমি এটা তুলে নিয়ে উনার মারফতে হোক এবং আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় উনাকে আপনারা বলবেন। তবে এই হাউসে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এটা আমরা তুলে ধরতে পারব কিনা এটা সন্দেহ। কাজেই আমাদের এই রেজিলিউশান যদিও হয় এখানে যে রকম লেখা আছে ব্যক্তিগত হোক কিংবা অন্য কারো হোক এটা সমর্থন করতে পারি না যেহেতু এটাকে উত্তর পূর্বাঞ্চল লেখা আছে। আসামের তারা নাও চাইতে পারে এই রিজিলিউশানটা। আমার বক্তব্য আর পাশাপাশি যেগুলি এডমিনিসট্রেটিভ যে উইটনেস এইগুলি এবং প্লাস মাইনাস যেগুলি খেলাধুলো হচ্ছে এটা অনেক ব্যাপার। এটা বললে তো ঝগড়া করা এছাড়া বেশী আর কাজ

নাই। কাজেই আগে আমাদের রেজিলিউশান পয়জন এখন যদিও আমরা আঙুল দিয়ে দেখাই এটার কোনো সমাধান নাই। স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনিক যে দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশী নিতে হবে এটা কিন্তু আপনারা স্বীকার করা প্রয়োজন। ইহা সত্য বিরোধী পক্ষ থেকে আমরা তো চাপ দেব। কিন্তু এখান থেকে ফয়সলা করার প্রশাসনিক যে এষ্টাব্লিশড রুলস্ এর প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয় আজকের রিজিলিউশানটা প্ল্যানি ফুল হবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন এটা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন না গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে হিংসাদীর্ণ। অথচ যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলির সঙ্গে যেখানে রয়েছে নানা রকম সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মাথা উঁচু করা সব পাহাড়, পাহাড়ী, নদী, ঝর্ণার বর্ণালী মাটির উপরে এবং নীচে বনজ প্রাকৃতিক মানব সম্পদ। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে উর্বর সাংস্কৃতির উত্তরাধিকার তারপরেও এই অঞ্চল বঞ্চিত অবহেলিত। এই অঞ্চল শুধু দিয়েছে নিতে পারে নি কিছু। অথচ এই অঞ্চলের খড়স্রোতা নদীকে ব্যবহার করে বিদ্যুত আমাদের কৃষকদের স্বার্থে জল সেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা যেত, প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করে বেকারীর অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বহু কলকারখানা স্থাপন করা যেত এই বিষয়ে ভয় নাই। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নজর রয়েছে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূমিতে। এই উত্তর পূর্বাঞ্চল আজ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত। রোগের কারণ বা আক্রমণের ঘটনার প্রক্রিয়া এক এক রাজ্যে এক এক রকম হলে রোগ কিন্তু একটাই। এটা সন্ত্রাসবাদ এবং রোগের উৎস একটাই সেটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। আর এই আক্রমণের শিকার হচ্ছে আমাদের ঘরের বহু প্রজন্ম। যে প্রজন্ম তাদের কঠিন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিটে কাঁপন ধরিয়েছিল। সেই বিনয়, বাদল, দিনেশ, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং-এর উত্তরসূরীরা আজকে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল সৃষ্টির উল্লাসে যেন মেতে না উঠে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে যারা অবাধ্য হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন আর এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে বিদেশী শক্তি দেশ বিরোধী শক্তি আমাদের জীব মানুষের বুকে থাবা বসাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে দেশ বিরোধী কায়েমী শক্তির যারা ঐ ভিন্দ্রেন ওয়ালাদের সৃষ্টি করেছিল। যারা এক সময় আমাদের বিরাজমান বাবুদেরকে সৃষ্টি করেছিল। তারা সেই অপশক্তির পেছনে আজকে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল ভয়াবহ আক্রমণের মুখামুখি। আমাদের ঘরের ছেলেরাই ভাইয়ের বুকে কুড়াল বিধে দিচ্ছে কোন কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না, মায়ের গলায় অস্ত্র তুলে দিতে তাদের হাত কাঁপে না। বোনের ইজ্জৎ কেড়ে নিতে এবং নিঃশংসভাবে ভাবে হত্যায় মেতে উঠতে ওদের মানবতায় বাধে না। ঘরের ছেলেরা মায়ের বোনের উপর অস্ত্র

তুলে দিতে হাত কাপেনা। ওরা নৃশংসভাবে হত্যা কাণ্ডে মেতে উঠে। ওদের মানবতায় বাধে না। সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী হুংকারে জাতির সংঘর্ষে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল রক্তক্ষয়ী আজ। আজকে অগ্নিগর্ভ এখানে। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক মতবাদ থাকতেই পারে, শুধু এই অঞ্চল আমাদের দেশের মধ্যে, দেশ তো আমাদের আগে এবং এই চেতনাবোধ দিতে না জানে তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর যুদ্ধ ক্ষয়ের জন্য, ভয়াবহ ধ্বংসের জন্য এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষন পশ্চাৎপদতা অনগ্রসরতা ক্ষুধা বেকারত্বের ইতিহাস হবে পূর্বোত্তরের ইতিহাস। দেশ-বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শক্তি আমাদের যুবককে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদী চক্রান্ত এই অঞ্চলের সবচেয়ে শত্রু। এবং সেই ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবার সুযোগ নেই। এই সমস্যা শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যা নয়। জাতির সমস্যা। কাজেই এখানে সংহতির প্রশ্ন একতার এবং শান্তির প্রশ্ন। আজকে থেকে ৪৪ বছর আগে নাগাল্যাণ্ডে প্রথম সন্ত্রাসবাদী জন্ম দিয়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্যার, সন্ত্রাসবাদী জন্ম দিয়েছিল ৪০ বছর আগে নাগাল্যাণ্ডে। লালডেঙ্গা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আর আমাদের রাজ্য স্বাধীনতার জন্য ২২ বছর আগে বিজয়বাবু অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। গিয়ে কেউ সফল হতে পারেন নাই। সকলেই পিছু হতে বাধ্য হয়েছিলেন। যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশ্বাস তাদের বিরুদ্ধে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের প্রচেষ্টাকে রোখার জন্য আমি সকলকে আহ্বান করছি। এবং পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা প্রস্তাবটা এনেছেন উগ্রপন্থী সমস্যাকে জাতির সমস্যা হিসাবে গণ্য করার জন্য, মাননীয় সদস্য এখানে হাউসে এটা বলার জন্য অপেক্ষা রাখে কিনা। এই যে প্রস্তাব এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অধিক অর্থ সংগ্রহ করা। এই যে বর্তমান সরকার এর যে মানসিকতা এই প্রস্তাব-এর মধ্যে দিয়েই একটা আবরণ প্রতিফলিত হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান এনেছেন, "জাতীয় সংহতির স্বার্থে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক উন্নয়নের প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করে এই সমস্যা নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যকরী দ্রুত ব্যবস্থা করুণ"। মাননীয় সদস্য এখন হাউসে উপস্থিত নেই। কিন্তু উগ্রপন্থী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করার

জন্য কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সম্পুর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরো অর্থ আদায়ের বর্তমান সরকারের এক মানসিকতা এই প্রস্তাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দেশের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। সেই মহাত্মাগান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী এবং সর্বশেষ রাজীব গান্ধী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করাতে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই, এই রাজ্যে কারা সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করল? কারা ১৬ বছরের নিরীহ যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে? জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিতে কারা উগ্রবাদীদের সৃষ্টি করেছে? আজকে তাঁদের মুখে একথা শোভা পায় না। স্যার আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব সময়ই। আমরা বার বার দাবী করছি, এই রাজ্য থেকে শ্বেতপত্র বের করা হউক। কার কারণে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে? কার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হচ্ছে? নগেন্দ্রবাবু বলেছেন, পাহাড়ী বাঙালীর মৈত্রীর কথা। এটা কোন বক্তৃতার ব্যাপার নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, রাজ্যে যতবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে ততবারই এখানে জাতি-দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, যদি কংগ্রেস জড়িত থাকে, তাহলে শ্বেতপত্র বের করা হউক। যদি কংগ্রেস এ ব্যাপারে জড়িত থাকে, তাহলে আমরা পদত্যাগ করব। কেন শ্বেতপত্র বের করতে সরকারের দ্বিধা? আমরা জানতে চাই কি কারণে এই সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়েছে? সন্ত্রাসবাদী কারা রাজ্যের মানুষ জানুক, ভারতবর্ষের মানুষ জানুক। সরকার এখানে গালভরা বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমরা এই করেছি, সেই করেছি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের কারা সাহায্য করছেন সেটা কেন বলছেন না? এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন কেন বলছেন না? পুলিশের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, শাসক দলের নির্দেশ ছাড়া যেন কোন কাজ না করা হয়। বার বার উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হচ্ছে। কোথায় তাদের দেখা গেছে, কত সংখ্যায় আছে, কোন গ্রামে আছে। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। থানায় খবর দিলে থানা থেকে সে খবর যায় ডিস্ট্রিকট হেড কোয়ার্টারে। ডিস্ট্রিকট হেড কোয়ার্টার থেকে খবর আসে চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে। চীফ্ সেক্রেটারীর ওখান থেকে ক্লিয়ারেন্স আসবে বন্দুক ফুটবে কিনা। বন্দুক ফুটার নির্দেশ আসতে আসতে উগ্রপন্থীরা কাজ হাসিল করে চলে যায়। মাননীর ডেপুটী স্পীকার স্যার এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হউক এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু বন্ধ করার কোন সদিচ্ছাই নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরনই করা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য।

স্যার এই রাজ্যে জেলা পরিষদ গঠন হয়েছে। আমি কি বিনীত ভাবে জানতে পারি এই জেলা পরিষদ গঠন হওয়ার পর এই রাজ্যে কত পার্সেন্ট ট্রাইবেলের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। শুধু মাত্র

উনাদের কয়েকজন ছাড়া। বলছেন কেউ কেউ যে উনাদের ছেলেমেয়েদেরকে মিশনে রেখে পড়াশুনা করাচ্ছেন। আমি বলব এটা অপরাধের বিষয় নয়। কারো ছেলেমেয়ে যদি মিশনে পড়াশুনা করে এটা অপরাধের বিষয় হতে পারে না। আমি কি জানতে পারি আপনারা যদি সত্যিকারে উপজাতি দরদী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের দীর্ঘদিনের শাসনে কতজন উপজাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছেন? অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন? আমরা যখন এখনও পাহাড় এলাকায় যাই, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যাই তখন গ্রামের পর গ্রামে মানুষের মুখে একটা কথাই শুনা যায় কাজ নেই, খাদ্য নেই। এর জন্য দায়ী কারা? এর জন্য দায়ী হব আমরা। আসল কথা হচ্ছে রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের আন্তরিকতার অভাব। কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই, কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই। মাঠে বক্তৃতা দিলে, মঞ্চ সাজিয়ে সংহতি মিছিল আর কোন জায়গায় ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন এবং কোন্ কোন্ এলাকায় ফিতা আর এখানে এসে উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই উনাদের। স্যার, মাণিকবাবু এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের মানুষ আশা করেছিলেন যে একজন তরুণ লোক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, সুতরাং রাজ্যের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। মাণিক বাবুর সরকারের আজকে আড়াই বছর হয়ে গেল। উনার এই আড়াই বছরের শাসনে কত হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, কত হাজার মানুষ খুন হয়েছেন, কত সন্তান মাতাপিতা হারিয়েছেন, কত মাতাপিতা সন্তান হারিয়েছেন, কত স্ত্রী স্বামী হারিয়েছেন? এর জবাব কে দেবে? শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রস্তাব পাশ করালে সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শুধু নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপালেই হবে না। রাজ্যের মানুষের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ঘুরিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। স্যার, আমি অনুরোধ করবো প্রস্তাবক যিনি প্রস্তাব এনেছেন রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে যাতে এই প্রস্তাব আনা হয়। রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হোক, এই রাজ্যের মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক আমরা চাই। আজকে রাজ্যের দীর্ঘদিনের জাতি-উপজাতি সম্প্রীতি আজকে বিনষ্ট হওয়ার মুখে। এটাকে রক্ষা করার জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র থেকে কিছু টাকা আনলেই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে আসামে উগ্রপন্থী সমস্যা, মণিপুরে উগ্রপন্থী সমস্যা, নাগাল্যাণ্ডে উগ্রপন্থী সমস্যা, আমাদের রাজ্যে উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য নিয়ে। এই রাজ্যে কারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে আপনারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। কারা এর জন্য দায়ী তাদের আপনারা চিহ্নিত করুন। স্যার, আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যে কংগ্রেস দল যখন ক্ষমতা থেকে সরে যায় তখনই রাজ্যের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। এটার কারণ হলো প্রশাসন চালানোর অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। কাজেই, আমি এখানে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই, যিনি এখানে প্রস্তাব এনেছেন তিনি এই প্রস্তাবটাকে প্রত্যাহার করে নিন এই

আবেদন জানাচ্ছি। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে সব কিছু হয় না। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে রাজ্যের সমস্যার সমাধান হয় না। বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করে ভুল পথে না গিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এই আশা রেখে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে, প্রস্তাবটা এই সভার সামনে এনেছেন যদিও এটা এই ত্রিপুরা বিধানসভায় আমরা আলোচনা করছি কিন্তু এই প্রস্তাবের কর্মবস্তুর সঙ্গে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কংগ্রেস একটা জাতীয় দল সেই কংগ্রেস পরিচালনা করেন নাগাল্যেণ্ড, অরুণাচলও কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য। নাগাল্যেণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ জামির, অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মুকুট মিথী এই দাবীটি তুলেছেন গত ২১ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দিল্লীতে ৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটা মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা এর থেকে এই যে সমস্যা তৈরী হল এই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসবার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব সেখানে রাখা হয়েছে তাতে প্রথম যে বিষয় সে বিষয় হচ্ছে ইনসারজেন্সী। এবং সেখানে ৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বসে আলোচনা করে বলেছেন যে, এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করুন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এখানে এগিয়ে আসতে হবে। আমি বিস্মিত এখানে সেই দলের নেতা এবং বিরোধী দলের তিনি প্রধান তিনি এটার বিরোধিতা করছেন। আমাকে জামির সাহেবকে বলতে হবে আপনি নাগাল্যেণ্ডে এই ভূমিকা নিচ্ছেন আর আপনার রাজ্যের বন্ধু আর এক ভূমিকা নিচ্ছে। মুকুট মিথীকে বলতে হবে আপনি ওখানে বসে আমাদের সঙ্গে ভূমিকা নিচ্ছেন আর আমাদের রাজ্য বিধানসভায় আপনার দলের নেতা এই ভূমিকা নিচ্ছে। এবং আমি এটাও বলব আমার মাননীয় বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া সাহেব তিনিও এটার বিরোধিতা করেছেন কিন্তু তাঁরা তো এখন বি, জে, পি'র সঙ্গে গাটছড়া বাধা। সেই মাউ-লং-এর মন্ত্রীসভার যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বি. জে, পি দলের লোক এবং তিনি ব্যাংক অফিসার ছিলেন। তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন এবং সে সভার মধ্যে আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করি সেই সভার মধ্যে তিনি একজন ইমপরটেন্ট মেম্বার যিনি এই প্রপোজাল রেইজ করেছিলেন। তাহলে কাকে প্রতারণা করছেন আপনার? এই ভাবে মানুষকে প্রতারণা করলে চলবে? চলবে না। কেন আমরা এই কথা বলছি। এই যে প্রশ্নটা আসলে এটা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে রিকগ্নাইজড্ হবে না ডীমড্ হবে এই শব্দ নিয়েই আমরা কথা বলেছি। এখন যে প্রশ্নগুলি এখানে আসছে নাগাল্যেণ্ডকে শাসন করেছে এতদিন

যাবৎ, আসামকে শাসন করেছে একদিন যাবৎ ? ওখানে তো বামফ্রন্ট নেই, অরুণাচলকে শাসন করেছে ওখানে তো বামফ্রন্ট নেই। ঠিক আছে আমরা এখানে বামফ্রন্ট সরকারে আছি, এই গুলির কি জবাব, এইগুলির তো কোন জবাব বুঝতে পারছি না। পলিটিক্যালি বলছেন এ্যাকষ্ট্রিমিষ্টস প্রবলেম কাজেই, কেহ এটা ডিনাই করতে পারবে না। এখানে বলা হচ্ছে এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে কারণ এ্যাকষ্ট্রিমিষ্টস্‌রা বলছে ফাষ্ট পয়েন্ট স্বাধীন ত্রিপুরা, স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চল চাই। ভারত একটা দেশ এই দেশ থেকে একটা অঙ্গ রাজ্যকে আলাদা করে নেওয়ার অর্থ কি? ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন তাদেরকে বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য। তার কারণ কি? তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে এবং স্বাধীন ত্রিপুরার কথা বলছে, স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা বলচে। কোন রাজ্য সরকার কোন সংগঠনকে আন-ল ফুল ঘোষণা করতে পারে না। রাজ্য সরকার চাইলে যে কোন জায়গা চট করে উপদ্রুত বলতে পারে না। এটা হচ্ছে ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড। দ্বিতীয় তারা বলছে আমরা সংবিধান মানি না। আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান মানি না। এই সংবিধানকে ভিত্তি করে যে ভোট সেই আমরা মানি না। কিসের ভোট? ভোট আমরা মানি না। লাষ্ট ইলেকশানে যারা বন্দুক নিয়ে ভোটে অংশগ্রহণ করেছে সেটা আপনারাও জানেন, আমরাও জানি, সবাই জানে। কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। অত্যন্ত খারাপ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। এটা সি পি এমের ব্যাপার না। কোন কোন রাজনৈতিক দল, কিছু কিছু পত্রিকা আগরতলায় তারা বগল বাজাচ্ছেন আর বলছেন সি, পি, এমকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সি, পি, এমের শিক্ষা? গণতন্ত্রের সংগে লড়াই হচ্ছে বন্দুকবাজদের। তারা বন্দুক দেখিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একটা নির্বাচিত সংস্থা দখল করেছেন। এটা কারোর পক্ষে কল্যাণের না, সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে। এই কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। থার্ড তারা বলছেন, তারা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব মানতে রাজী না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা স্বাধীন ত্রিপুরার কথা বলছেন, তারা স্বাধীন উত্তর-পূর্বাঞ্চের কথা বলছেন। তারা সংবিধান মানিনা বলছে, সার্বভৌমত্ব মানছিনা বলছেন, তাদের সঙ্গে কে ডিল করবে? রাজ্য সরকার ডিল করবে না কেন্দ্রীয় সরকার ডিল করবে? আমাদের সঙ্গে যদি এরা কথা বলতে এসে তারা যদি বলে স্বাধীন ত্রিপুরার ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য? আমরা বলব আমরা মানি না। কেন্দ্রীয় সরকার মানবে? কাজেই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিল করতে হবে, তাদের বলতে হবে। নাগাল্যাণ্ডের তারা বলছেন নাগাল্যাণ্ড ভারতবর্ষের না, এটা আলাদা স্বাধীন। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ডিল করার চেষ্টা করছেন। স্যার, বাংলাদেশে তাদের ঘাঁটি, মায়ানমাতে তাদের ঘাঁটি, নেপালে তাদের ঘাঁটি। নেপালে আই, এস. আই-এর হেড কোয়ার্টার। হোল নর্থ ইষ্টাণ রিজিওন তারা লিংকআপ করছে। ওখানে নেপাল, এখানে বাংলাদেশ। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তিনদিন আগে ভুটানের পার্লামেণ্টে রিজলিউশান পাশ হয়েছে। কি রিজলিউশান? ভারতবর্ষের আর্মি আর ভুটানের আর্মি একসাথে মিলে

ভূটানের ভূমিতে যে সন্ত্রাসবাদীরা মানে উলফা আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ঝোঁক, যে ঝোঁককে তারা বাড়াতে সাহায্য করছে এটা শুধু ভারতবর্ষের না, ভূটানের পক্ষেও বিপজ্জনক। কাজেই জয়েন্ট অপারেশন এর জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজেই, এটা কি ইনডিকেট করছে? এই কথাটাই আমি বলেছি ভারত সরকারকে। বাংলাদেশে ঘাঁটি কে জানে না? আমরাতো ম্যাপ দিয়ে দিয়েছি। আমাকেতো প্রাইম মিনিষ্টার কখনও বলেননি যে আপনার দেওয়া তথ্য ভুল, হোম মিনিষ্টারও কখনও বলেননি আপনার দেওয়া তথ্য ভুল বা ডিফেন্স মিনিষ্টারও কখনও বলেননি আপনার দেওয়া তথ্য ভুল বা ঠিক না। হোম সেক্রেটারী এসেছেন, ডিফেন্স সেক্রেটারী এসেছেন, আর্মি অফিসার এসেছেন। সবাইকে বলেছি আমরা যে তথ্য দিয়েছি সেই তথ্যগুলি ভুল কিনা বলুন। আমরা বলেছি বাংলাদেশে ২১টি এন, এল, এফ, টি'র ঘাঁটি আছে। জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি। আপনারা বলুন যদি এগুলি ভুল হয়, আপনারা রেকটিফাই করুন। আপনাদের আছে, আপনাদের এস. এ. বি আছে, আমাদের স্টেটে যে ইন্টেলিজেন্স উঙ্গ আছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন, কথা বলে সংশোধন করুন। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। হোম সেক্রেটারী এসেছেন আমার রিকুয়েস্টে ৬ মাস পরে যদিও। অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করেছে, আমি ছিলাম না মিটিং-এ। মিটিং করে উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছি এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি এতদিন যাবৎ তাতে কি কোন ভুল তথ্য আছে? আপনিতো নতুন হোম সেক্রেটারীর দায়িত্ব পেয়েছেন। খুব ভাল লোক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের কাছ থেকে যা শুনেছেন, অফিসারদের সঙ্গে বসে কথা বলেছেন তাতে আপনার অভিজ্ঞতা কি? বলুন কোন জায়গায় আমরা অসত্য তথ্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছি কিনা। উনি বললেন, না, না মিঃ চীফ মিনিষ্টার আমরা এখানে কোথায় কি করার আছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। আমাকে দুই মাস সময় দিন। আমি বললাম ২ মাস সময়ে কি হবে? ইজ দেয়ার অ্যানি ম্যাজিক? উনি বললেন প্লীজ, আমাকে দুই মাস সময় দিন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি বাংলাদেশে যে ঘাঁটি আছে এগুলি আমরা কি করব বলুনতো? এটা যদি ন্যাশনেল প্রোগ্রাম হিসাবে ট্রিট করে, তাহলে পরে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। উলফার ব্যাপারে ভূটানের সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন। ভূটান গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথা না বললেতো ভূটান গভর্ণমেন্ট আজ থেকে তিনদিন আগে পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব আনতে পারেন না। এবং সেইম থিং ওয়াজ হেপেণ্ড ইন্ দা কেস অফ্ মায়ানমার। মায়ানমার ওখানে ইণ্ডিয়ান আর্মিরা ভিতরে গেছেন, গিয়ে ওখানে ক্যাম্প ডেসট্রয় করেছে। স্যার, এই রেফারেন্সে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে বলেছে যে, তুমি তোমার বি, এস, এফ, ও আর্মিদেরকে আম্পায়্যার কর, লেট দেন গো, তারা প্রতিদিন আমাদের এখানে যে সর্বনাশ করছে সারা দেশের পক্ষে তা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই, এই জায়গার দাঁড়িয়ে ন্যাশনল্ প্রবলেম কেন বলছি আমরা, এই কারণে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার নীরব

একথা আমি একবারও বলছি না। কিন্তু আমরা যেভাবে চাইছি মানে যে রিকোয়ারম্যান্টগুলি এগুলি লীড্ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা আমাদের ডিমাণ্ড অনুযায়ী নয়। আন-ল-ফুল ডিক্লায়্যার্ড হয়েছে, উপদ্রুত অঞ্চল আইন চালু হয়েছে, তিনটা ব্যাটেলিয়ান আর্মি দেওয়া হয়েছিল। আর্মি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়েছে একথা বলছি না। আমাকে একজন সাংবাদিক বন্ধু লং-টাইম ইন্টারভিউ নিয়েছিল তাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বোধ হয় তার প্রশ্ন নাম্বার তিন-এ ছিল, প্রথমে বলেছিল, কত ফোর্স আছে এবং তারপর বলেছিল, কত ফোর্স দিলে পরে সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি বলেছিলাম যে, বন্ধু আপনার প্রশ্নটাতো ঠিক হল না। কারণ কাশ্মীরেতো আমাদের দেশের রেগুলার আর্মির মিনিমাম ফিফ্টি পারসেন্ট আর্মি সেখানে আছে। দেশের ১৫ লক্ষ আর্মির মধ্যেতো অর্ধেক আর্মি ওখানে কাজ করছে। তাতে বি এস এফ আছে, সি আর পি এফ আছে এবং কাশ্মীর গভর্ণমেন্টের নিজেরও একটা ফোর্স আছে। তা আর কত ফোর্স হলে পরে কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হতে পারে। কুড দিস্ কোয়েশ্চান উই আস্ক্ মিষ্টার ফারুক আবদুল্লা। হোয়েদার দিস্ কোয়েশ্চান স্নড বি আক্সস টু ফারুক অর্ প্রাইমমিনিষ্টার বাজপাই। বিকজ দিস্ প্রবলেম ইজ বিং টেকেন বাই দা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ইটসেলফ্, নট নাউ রাইট ফ্রম ইন্দিরাগান্ধী পিরিয়ড। দে কুড নট আনস্যার ফারদার, দে কুড নট অ্যাস্ক এনি কোয়েশ্চান ফারদার। এটা প্রশ্নটা এরকম না। আমরা আলোচনা করে দেখেছি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আমাদের এটা, এটা আমরা চাইছি। তবে প্রশ্নটা হচ্ছে, বাংলাদেশের ব্যাপারে বর্ডার নিয়ে, আপনারাতো মন্ত্রী ছিলেন, সরকারের ছিলেন, বর্ডারের ব্যাপারেতো ষ্টেট গভর্ণমেন্ট কিছু করতে পারে না। ১৯৭৮ সালে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলেছি এবং এতদিন জানতাম ৮৩৯ কিলোমিটার জায়গা, এখন বি এস এফ হিসাব করে বলছে ৮৫৬ কিলোমিটার জায়গা। এই ৮৫৬ কিলোমিটারের মধ্যে ১১১ কিলোমিটার হচ্ছে আসাম এবং মিজোরামের সঙ্গে। বাকী সবটা হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে। এই অবস্থায় এখন আর্মি বলুন, আর বি এস এফই বলুন, আর সি আর পি এফই বলুন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কাশ্মীরের যে পাহাড় সেটা নেড়ামাথা পাহাড়, সেখানে বরফের সমস্যা। গাছের সমস্যা নাই বাইনোকুলার লাগালে তিন চার মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এখানকার ঘটনা তা না আমিতো আদবানী সাহেবের বদান্যতায় ওনার সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে এই ত্রিপুরার একটা অংশের পাহাড় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তিনি যখন এখানে এসেছিলেন। কিন্তু আমি দেখেছি হেলিকপ্টারে বসে উপর থেকে নীচের কিছুই দেখা যায় না। যখন গণ্ডাছড়া নামছি তখন কিছু ছোট ছোট ঘর দেখা যায়, আর নদীগুলি উপর থেকে নালার মত মনে হয়। এটাতো একটা রিয়েল প্রবলেম, আর এস এস-এর চারজন বন্ধুকে ওরা নিয়ে গেছে এবং এখন তারা বাংলাদেশে আছেন গণ্ডাছড়াতে বি এস এফ-এর স্পেশ্যাল অফিসার এসেছিল, তারাও হেলিকপ্টার ইউজ করেছিল, তারাও বললেন উপর থেকে কিছুই দেখা যায় না। এই অবস্থায় আমাকে বার বার বলছেন অনেক বেশী ফোর্স

আছে, আদবানী সাহেবও একথা বলছেন, আমি বলেছি কি বলছেন আপনি, ফোর্স কি আমরা মন্ত্রীদের বাড়ীতে আটকে রেখেছি নাকি? সবচেয়ে বড় ফোর্স আছে সি আর পি এফ-এর ফিফটিন ব্যাটেলিয়ান। এটাতো আপনাদের ফোর্স, জিজ্ঞাসা করুন তারা কোন রেজাল্ট দিতে পারছে না কেন। এদিকে তাদেরকে কিছু বললে পরে তারা বলে, আমাদেরকে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে পারমিশন আনতে হবে। এখানে জওহরবাবুও বলেছেন যে, গুলি চালাবে কিনা সেটা নাকি চীফ সেক্রেটারী অর্ডার দিলে পরে তার একশন শুরু হবে। অত্যন্ত বেদনা দায়ক কথা, এগুলি শিশু সুলভ কথাবার্তা। এগুলি কাকে বলছেন আমিতো বুঝতে পারছি না। আমাদের সমালোচনা করুন, কিন্তু এভাবে কথা বলে মানুষকে মিসগাইড করবেন না, এতে ক্ষতি হয়ে যাবে। আজকে এখানে এই যে বর্ডার সম্পর্কে কথা উঠেছে, গত কালকেও মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন, তা সার্ভে হচ্ছে এবং আমরা প্রথম থেকে বলছি যে, এই ৮৫৬ কিলোমিটার এক সঙ্গে করার দরকার নেই, সবটা এক সঙ্গে করতে সময় বেশী লাগবে। আমরা দুই তিনটা জায়গা আইডেনটিফাই করে দিয়েছি, কোন দিকে তাদের ঘাটি, কোন দিক দিয়ে তারা ঢুকে এবং কোন দিক দিয়ে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নটা এই না যে, যে জায়গা দিয়ে তারা ঢুকছে আর যে জায়গা দিয়ে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে সে জায়গাটাকে ফেনসিং করে দিলে পরে তারা আর আসতে পারবে না। তারা আর একটা জায়গা দিয়ে আসতে পারে। গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোল বাংলাদেশ ইণ্ডিয়ান বর্ডার তারা ফেনসিং করবে, কিন্তু তাতে সময় লাগবে, এখন সার্ভে হচ্ছে, তারপর এসটিমেট হবে এবং সেটা সেংশন হবে, তারপর কাজ আরম্ভ হবে। তবে তারা কথা দিয়েছে বর্ষার পর টোটালী কাজটা আরম্ভ হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন 'শিশু সুলভ' সেটা আন্ পার্লামেন্টারী সেটা এক্সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, আমি কথাটা উইথড্র করে নিলাম। কিন্তু এই যে অংস্থা এটাতো ঠিক না, মানুষ। বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে এই প্রোবলেমসগুলি কে করবে সলভ? আপনারা সবাই সরকারের বিরুদ্ধে বলছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে কি কোথাও বলা হয়েছে যে কংগ্রেসের লোক বা টী, ইউ, জে, এস-এর লোক এইগুলি করছে। তাহলে কেন এইসব কথা বলছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তারা সবাই জানেন কিন্তু আমরা তো সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। একটা শ্বেতপত্র দিলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই কিছুদিন আগে টি, জে, পি'র লোকেরা এই ব্যাপারে দিল্লী যাবেন তাদের দাবীপত্র তৈরী হবে। কিন্তু তারপর দুই মাস সময় চলে গেলো আপনারা সবাই তাদের নিয়ে মিটিং করেছেন। সব করার পর তারপর বলছেন এইবার একটা শ্বেতপত্র বের না হলেতো আমরা যেতে পারছি

না। আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার যখন আমাকে এসে বললেন যে এখনতো তারা শ্বেতপত্রের কথা বলছেন। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম শ্বেতপত্রের মানেটা কি? অলরাইট দিন, দিন, ঠিক আছে। আমরা শ্বেতপত্র বের করে দেব। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। এরপর তারা বললেন না, না, সেটা না, আমাদের এখন সময় নেই, আমরা এখন যেতে পারব না। তাদের কেন্দ্রীয় নেতা মিঃ মালকানি যখন এসেছিলেন এই পঞ্চবটীর ঘটনার পর তখন আমি তাকে বললাম ইউ আর দ্য সিনিওরমোষ্ট সিটীজেন অব দ্যা কান্ট্রি, ইউ আর নট এ মেম্বার অব দ্যা পলিটিক্যাল পার্টি। শ্বেতপত্র দিলেই যদি আপনাদের বাঁধা দূর হয়ে যায় তাহলে সেটা আমাকে বলতে পারেন, আমিতো কমিট করেছি যে এটা আমরা করে দেব। কিন্তু শ্বেতপত্র করলেই কি সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে? এখন একটা শ্বেতপত্র বের করলে তাতে তার হিষ্টরিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড ইত্যাদি থাকবে। এবং সেটা কেউ হয়তো এগ্রি করবেন আবার কেউ করবেন না। আমরা গভার্ণমেন্ট থেকে শ্বেতপত্র বের করে দিতে পারি। কিন্তু উইল ইট সার্ভ দ্যা পারপাস অব সল্‌ভিং দিস প্রোবলেম? ইট উইল হেলপফুল টু এনালাইজ দ্যা সিচুয়েশান অ্যাণ্ড পিপল অলসো হেল্‌ফ টু ড্র কনক্লুশন। এখন বিষয়গুলি কোন না কোনভাবে আমরা বলছি। এই জায়গায় আমরা চাইছি ফার্দার মোর কম্‌প্রিহেনসিভ, কমপ্লিট ইনভলভমেন্ট অব দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড দিস ইজ নট দ্যা ডিমাণ্ড অব দ্যা ষ্টেট লেফটফ্রন্ট এলোন এটা সকলের দাবী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় লিডার অব দ্যা হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের এখন সময় প্রায় শেষ কিন্তু আমাদের হাতে আরেকটা বিষয় আছে। তাই এইটা এবং পরেরটা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানো হলো।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এখানে বিধানসভায় এই যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে, এটা অবভিয়াসলি একটা দলের বিধায়ক এনেছেন কিন্তু এই প্রশ্নটা হচ্ছে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির প্রস্তাব। এবং এটার যদি বিরোধিতা করেন ভোটে বাতিল করেন, ভোটে বাতিলতো হবেনা, এটার পক্ষে আমরা সকলেই আছি—কিন্তু প্রেসিজ কি যাবে? কাজেই, এইগুলি একটু পড়ুন। আমরা সংকীর্ণ এবং নেতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রস্তাব আনিনি। ইয়েস, এটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাতে যুক্ত রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বেশী হলো এর সঙ্গে জাতীয় সম্প্রীতির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে সম্প্রীতির প্রশ্নে, শান্তির প্রশ্নে আর উন্নয়নের প্রাক্‌ সর্তে। কাজেই, শান্তির জন্য কোন শর্ত নেই। শান্তিই হচ্ছে সবকিছুর শর্ত। এটা রাজনীতি, আর এই রাজনীতি হচ্ছে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, সভ্যতার জন্য, সংস্কৃতির জন্য, অগ্রগতির জন্য। এই রাজনীতিতে কোন পাপ নেই। এই রাজনীতি দলীয় রাজনীতি হতে পারে না। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রস্তাবটা এসেছে। আমি আশা করব

আমরা সবাই মিলে এটা গ্রহণ করতে পারব। ইট উয়িল বি এ মেসেজ টু দৌজ হু আর অ্যাকটিভ.লি শেডিং আওয়ার ব্লাড টেকিং আওয়ার লাইভস ডেষ্ট্রয়িং আওয়ার বিলাভড. ষ্টেট, অ্যাণ্ড আওয়ার কান্ট্রি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, জাতীয় সংহতির স্বার্থে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে অন্যতম বাঁধা সন্ত্রাসবাদী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করে এই সমস্যা নিরঁসনে কেন্দ্রিয় সরকার কার্যকরী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হলো :— "The age limit for unemployed job seckers of all categories from Tripura and other N. E. States should be relaxed by five more years for all jobs in Central Govt., public sector undertakings banks, corporations etc. in view of serious unemployment problem in this backward region."

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের তীব্র সমস্যা।

বর্তমানে দেশের মধ্যে কর্মহীন নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা সঠিকভাবে আমার যদিও জানা নেই তবে নিশ্চয়ই সেই সংখ্যাটা দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের কম হবে না।

আমাদের রাজ্যে কি দেখতে পাচ্ছি? বি, এ, এবং এমনকি এম, এ, পাশ করা লোক হোমগার্ডে স্থির বেতনে কাজ খুজছেন, কাজ করছেনও। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই রাজ্যে বেকার সমস্যা অন্য রাজ্যের সমস্যার সঙ্গে এক করে দেখলে হবে না। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই আজ তীব্র বেকার সমস্যায় রয়েছে। এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অঞ্চলের বেকাররা। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের সামনে। এস, সি, এস, টি এবং ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা এই সাতটি রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্বেও তাদের বেকারত্ব আজ এক ভয়ঙ্কর জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। এই রাজ্যগুলিতে বেকারত্ব দিনের পর দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। এই রাজ্যগুলিতে শিল্পের বিকাশ হলে বেকারত্বের সমাধান না হলেও সংখ্যাটা অন্তত কমত। বর্তমান বি, জে, পি, শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার মড়ার উপর খাঁড়া ঘাঁ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতে নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বেকারদের চাকুরী পাওয়ার বয়স

উত্তীর্ণ হচ্ছে। তারা আর চাকুরীর জন্য কোথাও কোন এপ্লিকেশান করতে পারেন না। এর থেকে তৈরী হয়েছে হতাশা এবং হতাশা থেকে উগ্রপন্থা বা নেশাগ্রস্থ হওয়া সবটাই ধীরে ধীরে এই সমস্ত বেকাররা করায়ত্ব করতে চলছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে-এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে ?

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে পূরণ করা হচ্ছে না। অথচ দেখা যাচ্ছে চুপিসারে সরকারী চাকুরীও হচ্ছে এবং পাচ্ছে শাসক দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, এম, পি সহ সরকারী আমলাদের ছেলে মেয়েরা। এতে উপযুক্ত চাকুরী প্রার্থীরা অবহেলিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ঘৃণা। এর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধ প্রবণতা।

স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই দেখে আসছি, রাজ্যের বেকারদের মুখে হাসি ফুটানোর পরিবর্তে তাদের প্রাপ্য অধিকারকে বঞ্চিত করে মুখের খাবার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। উল্টো তারা এদের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি রকম? তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসী হওয়ার পর বিভিন্ন দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি ৩৮৭ জন পৌরসভার ফিক্সড পে কর্মচারীদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন এই ছাঁটাই কর্মচারীরা অনশনে বসেছিল তখন এই পাষাণ বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু এদের দিকে ফিরে একবারও তাকায় নি। ফলে কি হল? দশ জনের মত এই ছাঁটাই কর্মচারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এবং আরও এক ডজনের মত মানুষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী লোক-সভা নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, এক কোটির মত চাকুরী বেকার যুবক যুবতীদের দেওয়া হবে যদি এই বি, জি, পি, সরকার, এন-ডি,এ সরকার ক্ষমতায় আসে। এই চাকুরী নাকি সারা ভারতবর্ষে দেওয়া হবে। পাশাপাশি আর একটা রাজনৈতিক দলের নেত্রী লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই আস্তাবল ময়দানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ওনারা যদি সরকার গঠন করেন তাহলে এই রাজ্যের কয়েক হাজার বেকার যুবক যুবতীদের রেল দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল উনিতো মন্ত্রী হলেন ঠিকই কিন্তু রাজ্যের বেকারদের ভাগ্যে একটা চাকুরীও জুটে নি। প্রতিশ্রুতির গণ্ডী আস্তাবল ময়দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। পাশা-পাশি আমি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত এক কোটি চাকুরীর দাবীও জানাচ্ছি না, কারণ এই প্রতিশ্রুতিটাই ছিল একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা এবং নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার বাহনমাত্র।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ২১ এবং ২২শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আহুত সাতটি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীদের এবং রাজ্যপালদের নিয়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শিলংএ, এই শিলংয়ের বৈঠকে ত্রিপুরাকে বিশেষ শ্রেণী ভুক্ত রাজ্য হিসাবে দেখবেন বলে আমাদেরকে আশ্বস্থ করা হয়েছিল। সেই সুবাদে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য বয়সের উর্দ্ধসীমা যেটা এখন ত্রিশ বছর আছে এবং ফাইভ ইয়ারস রিলাক্সেশন ইন কেইস অব্ এস, সি, এস, টি এবং ও, বি, সি, এটাকেআরও ৫ বছর বাড়ানো হউক। সমস্ত কেটাগরির জন্য বাড়িয়ে এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসাবে দেখবেন এবং এই রাজ্যের বেকারত্ব এর যে তীব্র সমস্যা এটাকে কিছুটা হলেও নিরসন করা যাবে। এখন আপনারা শান্তিতে আছেন কারণ এখন চাকুরীর চাহিদাও কমে গেছে। কি কারণ? কারণ, উগ্রপন্থীদের জন্য। চাকুরী দিলে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে বসে থাকেন পোস্টিং দেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে পারে না। কাজেই ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি চাকুরীর চাহিদা এই রাজ্যে কমে গেছে। কিছু দিন আগে সি, আর, পি, এফের ইন্টারভিউ হয়েছিল, আমাদের ত্রিপুরার বহু সংখ্যক ছেলে এই সি, আর, পি. এফের ইন্টারভিউতে টিকেছেন এবং ইতিমধ্যে ওদের নিয়োগও হয়ে গেছে। কাজেই এই রকম এইজ রিলাক্সেশনটা যদি আমাদের ত্রিপুরায় এবং নর্থ ইষ্ট রিজনে যে সাতটি রাজ্য আছে এখানে যদি আরও ৫ বছর রিলাক্সেশন করা হয় তাহলে বেকারত্বের সমস্যটা কিছুটা হলেও সমাধান হবে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহাশয়

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু যে আলোচনা রছেন। আসলে স্যার, বেকার সমস্যা একটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এমন কোন পরিবার নেই যেখানে বেকার নেই। আজকে যারা শিক্ষিত বেকার আছে এখনো তারা মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে পারে নি। বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। পরিবারের খাদ্য জোগার করতে পারছে না। এই যে অসহনীয় একটা অবস্থা এটা সত্যি দুঃখজনক। কিন্তু এটা কেন হল আমাদের এই বিরাট দেশে অজস্র যার প্রাকৃতিক সম্পদ, মাটির নিচে মাটির উপরে এবং সর্বোপরি যে মানব সম্পদ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ আমাদের এই দেশ। সেই দেশে তো বেকার থাকার কথা না। আমাদের দেশ বার বার দখল করে আমাদের দেশের সম্পদ লুন্ঠন করেছে সেই বিদেশীরা। শক, হুণ, পাঠান মুঘল এবং ইংরেজ পর্তুগীজরা আমাদের দেশ দখল করেছে লুন্ঠন করার চেষ্টা করেছে। তারপরেও যে সম্পদ আমাদের দেশে আছে সেই সম্পদ যদি পূর্ণ সদ্ব্যবহার হত যদি সেই সম্পদের প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রাকৃতিক তেল পূর্ণ সদ্ব্যবহার হত যদি উৎপাদনের যে হাতিয়ার আছে সেইগুলি রাজ্য মালিকানায় থেকে সেগুলি থেকে যে উৎপাদন হত, সু-সমবন্টন হত তাহলে

আজকে যে বেকার বাহিনীর উপর আজকে যে বেকারত্বের যন্ত্রনায় সারা দেশ হাহাকার করছে এই অবস্থাটা সৃষ্টি হত না। স্বাধীনতার পরবর্তীর সময়ে যারা আমাদের দেশটাকে পরিচালনা করেছেন তাদের ভুল নীতির ফলে আজকে সারা দেশে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হয়েছে। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্র বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে। বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে আমাদের এই রাজ্যগুলি মাটির নিচের যে সম্পদ সেগুলি এবং মাটির উপরে যে সম্পদ সেইগুলি আর ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠছে না। হয় নি বলে এই অঞ্চলের যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নয়ন হয় নি। হয় নি এই অঞ্চলের গ্যাস ভিত্তিক বা গ্যাসকে কেন্দ্র যে শিল্প কারখানা এখানে গড়ে উঠতে পারত। এই রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থে এই কাজ করতে পারত। এখানে কল-কারখানা গড়ে উঠলে পরে অনেকটা বেকার যুবক যুবতীদের বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারত। আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যে তিন লক্ষেরও বেশী বেকার। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে তিন লক্ষেরও বেশী বেকার আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যে। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই বেকার সমস্যা ঘরে ঘরে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন বারে বারে। আমাদের রাজ্যে যে সম্পদ ছিল রাবার, চা, তার পরে বাঁশ বেতের কুটির শিল্প এখানে কাঁচা মাল আছে তা দিয়ে কাগজ কল হতে পারত। একটা সময় শুনেছিলাম আমাদের রাজ্যে কাগজ কল হবে। কিন্তু এটা চলে গেল অন্য আর একটা রাজ্যে। সার কারখানা হওয়ার কথা ছিল, মিথানল কারখানা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেগুলি হওয়ার কথা ছিল সেইগুলির ভিত্তি প্রস্তর হয়েছে কিন্তু কার্য্যকরী হয়নি। কারা করেনি কেন করে নি আজকে সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে, চাকরীর বয়সসীমা বাড়ানো। আমরা দেখিছি ২৮ থেকে ৩০ হয়েছে এবং ৩০ থেকে ৩৫ হয়েছে তার পরে ৩৫ থেকে ৩৭ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে পরে চল্লিশও করতে পারে। কিন্তু ৪০ উর্দ্ধে গেলেই আমাদের পদধ্বনি এসে যায়, বার্ধক্য এসে যায়। যে ছেলে মেয়ে ৪০ বৎসরে চাকুরী পাচ্ছে বা যে ছেলেমেয়ে ৩৭ বৎসরে চাকুরী পাচ্ছে তার অবসরের সীমাতো ৫৮ বৎসরই থেকে যাচ্ছে। অতএব যে যে পিরিয়ড চাকুরী করলে পরে চাকুরীর অবসরের সময় যে বেনিফিট পেতেন সেই বেনিফিট উনি পাচ্ছেন না। সঙ্গে সঙ্গে বয়সের সীমা বাড়লে পরে তার অবসরের ক্ষেত্রেও যাতে বয়সের উর্দ্ধসীমা বেড়ে যায় এবং পেনশানের যে বেনিফিট সেটা যাতে পেতে পারে তারও বলে চেষ্টা করতে হবে। আজকে এই বেকার সমস্যা সমাধানের দিকে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বিশ্বায়নের নামে এবং উদারীকরণের নামে। যে সমস্ত কল কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করত সেই গুলিকে রুগ্ন শিল্প ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প এবং কলকারখানা আছে সেই গুলিকে বেসরকারী মালিকানার হাতে তুলে দিয়ে সেখানেও বেকার বাহিনী সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই যে চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের

প্রতিবাদ করতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যারা শিক্ষিত বেকার তাদের বয়সের সীমা আমরা বাড়াতে পারি আবার অর্ধশিক্ষিত যারা আছে বা শিক্ষিত বেকারদের সকলকে এই বর্তমান অবস্থায় চাকুরী দেওয়া এটা অসম্ভব ব্যাপার। এর জন্য তাদেরকে পাশাপাশি স্বনির্ভর করে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা নিতে হবে। যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে তারা তাদের যে পরিবার সেই পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারে। তবে আজকে এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে বেকারদের স্বার্থে যে বয়সের উর্দ্ধসীমা বাড়াতে পারে। আমি এখানে যে প্রস্তাবগুলি রাখলাম সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকটার কথাও বিবেচনা করতে হবে যে বেশী বয়সে চাকুরী পেলে পরে তাদের অবসরের ক্ষেত্রে যাতে বয়সের উর্দ্ধসীমা বাড়ে এবং তারা যাতে পেনশান বেনিফিট তারা পেতে পারে। সেই দিকটা দেখতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— শ্রীমানিক দে মহোদয়।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ বেসরকারী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং উনার বক্তব্যে প্রথম অংশ একিউজ করে এই বক্তব্যকে আমি বিরোধীতা করছি। উনার প্রস্তাবকে সমর্থন করছি উনি যে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রেখেছেন এটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। যেখানে চাকুরীই কোন খবর নেই সেখানে বয়সের উর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে এটা ভাবার কোন কারন নেই। তবু আমরা মনে করি এটা বেকারদের সামনে একটা সেটিসফেক্সান। উনি তো আসল জায়গায় যান নি। ইকনোমিক্স কণ্ডিশান, ইকনোমিক্স পলিসি এর উপর নির্ভর করছে চাকুরী হবে কি হবে না। আমাদের দেশে ইকনোমিক্স কণ্ডিশান, ইকনোমিক্স যে প্রাইভেটাইজেশানের যে নীতি গ্রহণ করছেন গ্লোবাল ইকনোমিক্স আমাদের দেশে কার্যকরী করছেন এটার মূল বক্তব্য হল জব লেস্ গ্রোথ উইদাউট ম্যান পাওয়ার। ম্যান পাওয়ার যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ না হয় তা হলে জব লেস্ গ্রোথ হবে কারন যেখানে উৎপাদই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। সেটা হচ্ছে প্রফিট। সেটা মানুষের প্রতি কোন দায়িত্ব থাকে না। শুধু লাভ আর লাভ। এটাই যদি উৎপাদনের লক্ষ্য হয় তা হলে সেখানে জব লেস্ গ্রোথ হতে বাধ্য। উনি এখানে এনেছেন যে আণ্ডারটেকিং সংস্থা গুলিতেও বয়সের সীমা বাড়াতে হবে। বর্তমানে আণ্ডারটেকিং সংস্থাগুলির অবস্থা কি। কোন খবরই তো নেই। এই ফিনান্সিয়াল বাজেটে কি বলেছে ১০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করবেন আণ্ডারটেকিং সেক্টরের শেয়ার বিক্রি করে। এতে কি চাকুরী পাওয়ার সম্ভবনা থাকবে না।

এখানে বিভিন্ন সেক্টার আণ্ডারটেকিং গুলো যেমন ধরুন ব্যাংকিং সেক্টার এখানে 'প্রাইম মিনিষ্টার রোজগার যোজনা' আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা যায় কিনা নর্থ ইষ্ট স্টেটগুলোর জন্য। চাকরি বাকরি

তো হবে এটা আপনারাও বুঝতে পারছেন আমরাও বুঝতে পারছি। যে ভাবে দেশ চলেছে এই পরিস্থিতিতে চাকরি বাকরি হতে পারে না। এখানে পি এম আর ওয়াই যদি আরোও পাঁচ বছর এক্সটেন্ট করা হয়, কারন ব্যাঙ্কের পজিশন কি, ব্যাঙ্কগুলোতে ৩-৬ পারসেন্ট টাকা রাখছেন এই দেশের ক্যাপিটালিষ্টরা নিয়ে যাচ্ছেন ৪০ শতাংশ টাকা। কিন্তু সেই টাকা রিকভারি কোন অবস্থা নেই। কিন্তু পি এম আর ওয়াই এর টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তখন টাকা নেই, রিকভারি নেই, এই ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন এনে টাকা দিচ্ছে না। এই হলো ব্যাঙ্কিং-এর পজিশান। সেখানেও কিছু লোকের যে কর্ম সংস্থান সুযোগগুলো ছিল সেই সুযোগগুলো আর নেই এটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে আমরা যেটা দেখছি পাঁচ লক্ষের উপরে ভেকেন্ট পোষ্ট আছে, এইগুলো ইজিলি ফিলআপ করা যায়। শুধু আণ্ডারটেকিং সেক্টর সহ সেণ্ট্রাল গর্ভমেণ্ট সংস্থা গুলোতে। পলিসিটা কি পরিস্কার বলে দিয়েছে যে কোন অবস্থাতেই এখন নিয়োগ করতে পারবে না। স্টেট গভর্ণমেণ্ট গুলোকে যেমন জমিদারী প্রজা, নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে ১০ শতাংশ কমিয়ে দিতে হবে। নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। খালি পদ পূরণ করা যাবে না, নিউ পোষ্ট ক্রিকেট করা যাবে না এই হলো নির্দেশ। মেমোরেণ্ডাম অব আণ্ডার স্টেণ্ডিং যারা সিগনেচার করবে তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে, আর যারা করবে না তাদেরকে টাকা দেব না। আসাম কি দেখেছি যে ওর্থ সই না করার জন্য টাকা পর্যান্ত বন্ধ করে দিল। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হল সই করতে। আমাদের সরকারের উপরও প্রেসার করছে সই করার জন্য আণ্ডার টেকিং সেক্টারগুলোকে ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য। কাজেই এদের মূল লক্ষ্য হলো যে, কোন অবস্থাতেই কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকবে না যেখানে দেশটা বিক্রি করে দিচ্ছে। বিদেশীর সব কিছু নিয়ে গেছে। আর দেশে কি থাকবে। কিছুক্ষণ আগে রতনবাবু বলেছেন যে ডাইলের বড় দাম বাড়ছে। শুধু ডাল না সব কিছুর জিনিস পেকেট হয়ে আসবে। ওখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিছুটা এড়িয়ে গেছেন আমি বলতে পারলাম না। যদি উনি এটার মধ্যে আনতেন তাহলে আমি খুশি হতাম। ১৯৮০ইং, সাল থেকে শুরু করেছিল টাকা নেই। কিন্তু সে সময় বলল যে, সায়েন্স এ্যাণ্ড টেক্নলজিকে আমদানী করতে হবে, আপ গ্রেড করতে হবে এবং উন্নত করতে হবে। তারপর নিয়ে আসেন ১৯৯১ইং, সালে নরসিমা রাওয়ের সময় সেখানে আরেকটা পলিসি ঘোষণা করে দিলেন।

এই পলিসির ফলশ্রুতিতে আজকে সাড়ে তের কোটি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার রাস্তায় ঘুরছে। কোন ভবিষ্যৎ নাই তাদের সামনে। এই হলো পরিস্থিতি। যখন এই পরিস্থিতির মধ্যে দেশটা, এটা রিয়েলাইজ করতে হবে। আজকে কংগ্রেস দল রিয়েলাইজ করছে, সে দিন দেখছিলাম দলের সর্ব ভারতীয় সভা নেত্রী সোনিয়া গান্ধী উনি ইকোনমিক পলিসেতে আত্ম সমালোচনা মূলক বক্তব্য রাখছেন যে আমাদের বোধ হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে যার কারণে আমরা বার বার ভোটে পরাজিত হচ্ছি। আমরা ইকোনমিক্স পলিসি সম্পর্কে রিথিংকিং করতে হবে।

মনমোহন সিংকে দিয়ে হাই পাওয়ার কমিটি করছেন, রি-থিংকিং করার জন্য। ধন্যবাদ। তবে কি রি-থিংকিং হয় এটা দেখতে হবে। মনমোহন সিং বলেছেন, উনি যে লাষ্ট সেন্ট্রাল বাজেটটা করেন তখন অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এই বাজেটের উপর আপনার বক্তব্য কি। উনি বললেন যে আমি থাকলে আরোও বেশী প্রাইভেটাইজেশন করতাম। গত পরশু তিনি উনার আবার পেপার ভারশানে দেখলাম সেখানে বলেছে যে না এটা নিউ ইকোনমিক্স পলিসি সম্পর্কে আমাদের একটু রি-থিংকিং করা দরকার আছে এবং এটা করতে হবে। দেশের মানুষ যদি না বাচে কাউকে ক্ষমা করবে না। এইতো বি জে পি দল বলেছেন কিছুক্ষন আগে, প্রতি বছর এক কোটি বেকারের কর্ম সংস্থান করবে। এক কোটি কর্ম সংস্থান বেকারের চেহারা এটা। সমস্ত কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছেন। দেশের মানুষ যদি না বাঁচে, কাউকে ক্ষমা করবে না, এতো বি, জে, পি, দল বলেছেন প্রতি বছর এক কোটি বেকারের সংস্থান করবে। সমস্ত কারখানাগুলি তো বিক্রি করে দিচ্ছে কি করে এক কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করবে। সমস্ত যে বিদেশীজাত জিনিষগুলি দিচ্ছেন, অলাভজনক সংস্থা তো আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন, লাভজনক সংস্থাগুলির এখন শেয়ার বিক্রি করতে দিয়েছেন। এটা কি কর্মসংস্থানের নমুনা। এই ইস্যুগুলি আমাদের বুঝতে হবে। যেমন ধরুন, এই নর্থ ইষ্ট-এর কথা বললেন, ৮টি কেন্দ্রীয় সংস্থার ৬৯টি শাখা তুলে নিয়েছেন, কোথায় চাকরী হবে। এই হল অবস্থা এবং এর দিক থেকে যখন নতুন কিছু নেওয়া, যিনি কাজ করেন, তার যে কাজ থাকবে এর নিশ্চয়তা নেই। কাজেই আমরা জটিল এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এটা বলছি। বলছি বিশাল বেকার বাহিনী। এই যুব সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে একটা দেশ একা যেতে পারে না। এই মানব শক্তিকে ব্যবহার করে একটা সঠিক কর্মসূচী নিতে হবে। এই কর্মসূচীর চেহারা কি, এক লক্ষ কোটি টাকার বিদেশি ঋণ এসেছে, পরিকল্পনা একটার পর একটা গেছে, অনাহারী বেকারত্ব বেরেছে, কোন কিছুর ইমপ্রুভম্যান্ট নেই। যাই হোক, ঐ সব কিছু মিলে প্রস্তাবটা এখানে এনেছে তাকে আমি সমর্থন করে সুদীপ বাবুকে অনুরোধ করব যে প্রস্তাব সমর্থক পি, এম, আর, ওয়াই, তাতে আমাদের নর্থ ইষ্ট সেক্টারে আর ৫ বছর দিয়ে দেওয়া ব্যাংকে তো পায় না, দরবার করতে করতে যায় ২ বছর। সেখানে পি, এম, আর, ওয়াই-এর ক্ষেত্রে উনার প্রস্তাবটা হুবুহু থাকবে, শুধু উইদ পি, এম, আর, ওয়াই, এই কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া, এখন যে পি, এম, আর, ওয়াই, আছে সেই ক্ষেত্রে যাতে ৫ বছর এক্সটেনশান দেওয়াই সেটা থাকবে। এবং সর্বশেষ যে কথাটা বলতে আমরা গর্বিত যে আমাদের রাজ্য সরকার হোল পলিসি এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যে পলিসি আরও বেশী বেকার সৃষ্টি করে, সেখানে উনার সঙ্গে একমত হব যে রাজ্য সরকার সেখানে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই করছে যে আর বেশী কিভাবে জব সৃষ্টি করা যায়। এখনো সই করেনি শুধু ফাইট করে যাচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারকে সহযোগীতা করা প্রয়োজন। এর প্রস্তাবের পক্ষে তাহলে বিরোধীতা করা যায় না। তিনি প্রমাণ করছে যে রাজ্য সরকার এই করছে, সেই করছে, আমি এটার সঙ্গে একমত

নই। রাজ্য সরকার তার সাধ্য অনুযায়ী পদ পূরণ করার চেষ্টা করছে। কাজেই মূল যোগটা থেমে অন্য দিকে ঘোরাণোর চেষ্টা করছেন না, এবং এই প্রস্তাব-এর পক্ষে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, ২ মিনিট বেশী সময় নেব না।

মিঃ স্পীকার :— বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় সদস্য, সুদীপ বর্মন যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন তাকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি বক্তব্য রাখছি। বেকার সমস্যা একটা বড় সমস্যা। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার মত একটা বড় সমস্যা। বেকারত্বের কারণে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে যেমন উগ্রপন্থী তৎপরতা এবং শহরে এই সাত আট দিনের মধ্যে হয়েছে কিছু কিডনেপ, এবং টাকা আদায়ের প্রবনতা আমরা দেখেছি। এটা বেকারত্বের কারণ। এই যে অর্থ আদায় করে, এটাও এই আইন শৃংখলার সঙ্গে জড়িত হয়ে যাচ্ছে, শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে। স্যার, চাকরী দিয়ে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায় না। এখানে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে এটা কোন সন্দেহ নেই। স্যার, চাকরী দিয়ে সম্পূর্ণ সমস্যা সমাধান করা যায় না। এটা ঠিক তার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রি, বেসরকারী কতগুলি শিল্প গড়ে উঠা দরকার। কাজেই এইগুলির ইনফারষ্ট্রাকচার দরকার আছে সবটাই দরকার আছে। তবে যৎসামান্য যেটা আছে সেটাও আমরা কাজে লাগাতে পারি না। অপুরন্ত দেখছি স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজ্য সরকারের অনেকেই ইণ্টারভিউ দেন, পায় হয়তো যোগ্যতার ভিত্তিতে। আবার এটারও অনেক লাইন থাকতে পারে, অনেকই পায় না। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের যে মূল বক্তব্যটা এখানে আনছেন বয়সের ব্যাপার আবার যোগ্যতা থাকা সত্যেও বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক শিকার। এটা হতে পারে না। কিন্তু কি যুব সমিতি, কি কংগ্রেস এবং জোট সরকারের আমলে এই রকম দৃষ্টি ভঙ্গি তো ছিল না। এবং অনেক সি পি এম-এর নেতৃবৃন্দ ইভেন মন্ত্রীদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা দিয়েছি, দশরথ বাবু যখন একটা টেলিফোন করেছেন সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিয়েছি। তারপর আপনার সমর চৌধুরীর দুই মেয়েকে দেওয়া হয়েছে, এটা স্বীকার করেন না কেন। এটা লজ্জার ব্যাপার না তো। তারপর আপনার সুরেন্দ্রবাবুর দুই মেয়ের জন্য এবং মেয়ের জামাই-র জন্য যখন চাইছেন তখনই আমরা দিয়েছি। টেলিফোনে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিয়েছি, চাইছে আমরা দিয়েছি, এটা বাধ্যতা না। এমন নজির আপনারা দিতে পারেন না। যারা নাকি সি পি এম-এর নেতৃবৃন্দরা এম, পি-রা, যারা এখন আছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এটা তো আপনাদের ঘরের লোক এই ভাবে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। স্যার, এখন বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, যাদের বয়স আছে তাদেরকে না দিয়ে.

মন্ত্রীর আত্মীয় স্বজন হতে হবে। এই মন্ত্রী সভায় একটা প্রশ্ন করেছিলাম প্রায় ১৭ হাজারের মত চাকরী হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে কোথায় থেকে হলো। কিছু দিন আগে বনমন্ত্রীর দপ্তর ফরেষ্ট গার্ড এ ইনটারভিউ নিয়েছে, ভাবতে পারে না স্যার, এম. এ পাশ, বি. এ. পাশ, ফরেষ্ট গার্ডে ইণ্টারভিউ দিয়েছে। আর কিছু দিন আগে আসাম রাইফেল এ সাধারণ কনষ্টেবল এবং উপরের অফিসারসহ ১৩৩টা পোষ্ট এর জন্য ইণ্টারভিউ দিয়েছিল তারিখটা আমার ঠিক জানা নেই, সেখানে ১৩৩ টার জন্য প্রায় ৭০০০ হাজারের উপরে লোক উপচে পরেছিল। এদিন বিধানসভা চলছিল এবং এখানে এই রকম আলোচনাও করতে হয়েছে যে, পুলিশ পাঠাতে হবে সেখানে মার দাঙ্গা হয়েছে অবস্থা সাংঘাতিক। এই যে বেকারদের ভির, এই যে, যন্ত্রণা এটা আর একটা সমস্যা বড় সমস্যার দিকে ফেলে দিয়েছে আমাদের। আমরা বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। আপনারা গতকালকে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী সভায় এই হাউসে ৬৫০০, নেয়া এবাউট ৭ থাউসেণ্ড এস. টি, পোষ্ট খালি আছে। এস. সি পোষ্ট খালি আছে ৪৫০০ টা। এটার জন্য তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেতে হয় না। পোষ্ট খালি হচ্ছে, এইগুলি দিলে তো কিছুটা রিলাক্স পেত। এটাও করার কোন উদ্যোগ আপনারা নেন না। আর যেটা নেন এটা পেছনের দরজা দিয়ে নেন। এইগুলি বন্ধ করুন। তাই উনার প্রশ্নকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ দাস, আলোচনা তো হয়েছে। আর বাইরে থেকে কি করবেন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটাকে আমিও সমর্থন করছি। এবং এই প্রস্তাবটির ধারা বেকারদেরকে মনে আশার সঞ্চার করবে, যেটা মানিকবাবু বলছেন, ঠিকই। কবি বলছেন পত্র বৃন্তের বন্ধন, আশাতে বাচে মন। শুধু এই উদ্দেশ্যে যদি আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করি তাহলে ঠিক হবে না। কাজেই এই বয়সের সীমার মধ্যে আজকে বলা হয়েছে ৩৫ এর পর ২ বৎসর ৩৭ বৎসর। ৩৭ এর পর ৫ বৎসর ৪২ বৎসর এবং এর এস, সি এবং এস, টি দের জন্য ৫ বৎসর শিথিল রয়েছে তাহল ৪৯ বৎসর। এস, সি এবং এস, টি যারা ৪৯ বৎসর পর্যন্ত চাকরী পাবে। এবং সেই আশায় বসে থাকতে পারে। এবং সেই ৪৯ এর পরে সার্ভিস রিটায়ারমেণ্ট ৫৮ বৎসর। এই ৯ বৎসর চাকরী করতে পারবে। না পাওয়ার ফলে বিরাট ভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেই বয়স বাড়ানোর পক্ষে আমরা সবাই মিলে বক্তব্য রেখেছি মত প্রকাশ করেছি পরবর্তী সময় যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি হবে বা তার ফলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হবে সেই বিষয়গুলিও পরবর্তী সময়ে খতিয়ে দেখে সেই সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে তাদেরকে দেওয়া যায় সেই দিকে নজর রেখেও পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি এখানে অনুরোধ করছি। আর শুধু চাকুরীর যে সমস্যা সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই

আছে। তিন লক্ষের মত বেকার এই বেকারদের চাকুরী দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না সে কথা অন্যেরা বলছে আমিও বলছি। কিন্তু এখানে একটা বিষয় সেটা আমরা লক্ষ করছি মানিক বাবুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। উনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বাধার ফলে এই বেকার-দের চাকুরী দেওয়া বা এইগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা দুঃখের বিষয় যখন নির্বাচন আসে তখন বামপন্থী বন্ধুরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলে চাকুরী সবারই হবে সরকারে যাওয়ার পরে আপনাদের অফার আসবে জয়েন করবেন। চিন্তা করবেন না বামফ্রন্টকে ভোট দিন সরকারে আনেন। তখন কিন্তু বলেন না যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা পয়সা না দেয় তবে আপনাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচন আসলে বলেন আপনাকে আই আর ডি পি দেওয়া হবে, বাড়িতে টিউবয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে, রাস্তা পাকা করে দেওয়া হবে, বিদ্যুতের লাইন ঠিক করে দেওয়া হবে। শুধু বামফ্রন্টকে ভোট দিন। আর না হলে বলবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে আমরা কাজ করব কি করে। ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্র-পন্থীর যে সমস্যা সমাধানের জন্য এই রাস্তা আপনাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেটা বলেছিল যে বেকার সমস্যার যেহেতু চাকুরী দেওয়া যাচ্ছে না সেহেতু হাতে বন্দুক নিন, অস্ত্র নিন তাহলে বেকার সমস্যার পরবর্তী যে অর্থ রোজগার সেটা হবে। সেইভাবে বেকারদের উসকে দিয়ে আপনারা সেই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছেন। কাজেই বেকারদের বয়স বাড়িয়ে শুধু সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তাদের যাতে চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায়। যে খালি পদগুলি রয়েছে সেই পদগুলি যাতে পূরণ করা যায় এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে দিয়া যেমন পি, এম, আর, ওয়াই বা বিভিন্ন যে কর্মসূচী রয়েছে সেই সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাকিং ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে, লোনের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে সেই বেকার সমস্যা সমাধান করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমি এটাই বলব এই বেকার নিয়োগের ক্ষেত্রে বা বেকারদের চাকুরীর ক্ষেত্রে যে একটা রাজনীতি চলছে যে শুধু শাসক দলীয় লোকেরাই সেই চাকুরী পাবে যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক বা তার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। কারণ সত্যিকারের যারা বেকার যাদের প্রয়োজন, যারা নিডি সরকারের যে নিয়ম নীতি আছে সেটাকে লক্ষ্য রেখে যাতে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো এপয়েন্টমেন্ট অব সুপার ইরিগেশন-এর কাছাকাছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী!

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমরা এটাই লক্ষ্য করছি যে বেকারদের চাকুরির পর যে সুযোগ আসছে সেই সুযোগটাকে বাড়ানো। আমরা এটার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বলতে চাইছি যে, সরকার চাকুরীর মাধ্যমে যদি সকল সমস্যা সমাধান করা যাবে এই রকমভাবে তাহলে

এটা ঠিক হবে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকার হোক এই বেকার সমস্যা সমাধান করতে গেলে যে কিছু আমাদের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার দরকার সেই কিছু আমরা মনে করি যেটা ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন ও কৃষি। কৃষকদের যদি মালিকানা করা যায়, জমিতে উৎপাদিত যে সামগ্রিক কিংবা তার কর্তৃত্ব, আধিপত্য সৃষ্টি না করা যায় এবং এগুলি বিক্রির পর যে পয়সা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে বছর যাওয়ার মত স্বাধীন অবস্থা আমরা যদি তৈরী না করতে পারি তাহলে শিল্প বিকাশ হবে না। আর শিল্প বিকাশ যদি না হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে আমাদের যে অর্থ-নৈতিক সেই অর্থনৈতিক চাঙ্গা হবে না। এবং বেকারদের যে সুযোগ সেই সুযোগ আর হবে না। ভূমি সংস্কার এবং শিল্পায়ন হলে পরেই সব বেকার-এর কাজ হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। শুধু আজকের যে পরিস্থিতিটা এই পরিস্থিতি থেকে অনেক বেশী বেরিয়ে আসছে। সুযোগ আমাদের থাকবে। স্বাধীনতার ৫২-৫৩ বছরের মধ্যে এই দুইটা কাজে অবহেলিত হচ্ছে। আমাদের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি না নেন তাহলে শুধু বাস্তব তো আমাদের করতেই হবে। স্বাধীনতার পর এটা কিছুটা অবহেলিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম প্রধান শ্লোগান ছিল স্বনির্ভর ভারত হোক। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারত হোক। এটা করতে গেলে ভূমিসংস্কারে যেতে হবে। শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশী রক্ত দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে তাদের যে কিছু সুযোগ সুবিধাগুলি সবচেয়ে বেশী ভোগ করছেন জোতদাররা। জমিদার যারা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করলে আমাদের এখানে যারা শিল্পপতি এবং উভয়ের মধ্যে যে কো-অর্ডিনেশনটা করছে রাজনৈতিক হিসাবে এরা এবং ভূমিসংস্কার হল না, আর শিল্পায়ন ক্ষেত্রে যে নীতি নেওয়ার দরকার ছিল সেটা জওহরলালের আমলে নেওয়ার দরকার ছিল। অর্থ-নৈতিক কথা বলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হল। আর কংগ্রেসের সময়ে ভেঙ্গে চৌচির করে দেওয়া হয়েছিল মনমোহন সিং। মনমোহন সিং গত পরশু দিন কর্ণাটকে সেমিনার-এ অংশগ্রহণ করতে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিল। তিনি তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন কংগ্রেস এখানে নতুন করে তার ইকোনমিক্স পলিসি রেভেনিউ করার চেষ্টা করছেন। নতুন কমিটি তৈরী করছেন ৪০ সদস্য নিয়ে। তার চেয়ারম্যান-এর দায়িত্বে আছেন প্রণববাবু। মনমোহন সিং নেই তিনি ইচ্ছা করে বাদ দিয়েছেন এতে। আমাকে বলা হয়েছে কিন্তু আমি ইচ্ছা করে তার পদে থাকিনি। কোন আইন নাই। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা কি? পাঁচ গণ্ডা জমির মধ্যে ১০টা আইল। কারণ, মালিকানা বেশী। কিন্তু পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে এক একজন জমির মালিকদের প্রচুর জমি। ভারতবর্ষে ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। ওরা সবাই গরীব কৃষক, প্রান্তিক চাষী, ক্ষেত মজুর। তারা জমির মালিক নয়। আর শিল্প যা আছে তা ধুঁকছে। সব রুগ্ন হয়ে গেছে। ফলে বেকার সমস্যা বাড়ছে। এটা হচ্ছে মূল জায়গা। আর এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে। প্রকাশবাবু বলেছেন ভোটের সময় আমরা চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি মানিক সরকার, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা বলছি, আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ছিল,

বেকারদের কাজের সুযোগ বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় যতটুকু করার কথা সেটা করবে এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য যা যা করার দরকার তাই করবে। কিন্তু এন, ডি, এ, তাঁদের কয়েক মাস আগে যে নির্বাচন করেছে তাতে তাদের কি বক্তব্য ছিল? তাঁরা বলেছিল, বছরে এক কোটি বেকার ছেলে মেয়ের চাকুরী হবে। পাঁচ বছরে পাঁচ কোটির চাকুরী হবে। আর বাজেট পেশের সময় কি সিদ্ধান্ত? ইন্দিরাগান্ধী, রাজীব গান্ধী কিংবা নরসীমা রাও শূন্য পদ পূরণ না করলেও ব্যাণ্ড করেন নি। কিন্তু এই সরকার ব্যাণ্ড ঘোষণা করেছেন। টেন পার্সেন্ট চাকুরী কাট করে দেবার জন্য আমার কাছে চিঠি এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নূতন আর কোন নিয়োগ করবে না। মৌ আমরা সই করি নি। এই শর্ত না মানলে টাকা পাব না, অভার ড্রাফট্ পাব না। উত্তর পূর্বাঞ্চল-এর অনেক রাজ্য সই করেছে। কোথায় বি, জি, পি, এর বছরে এক কোটি চাকুরী দেবার প্রতিশ্রুতি? কংগ্রেস যেখানে পলিসি রিভিউ করার কথা বলছে সেখানে বি, জে, পি, দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে সবচেয়ে বেশী আক্রমণ হচ্ছে কৃষির উপর। ৭১৪টি জিনিষের উপর অবাধ বাণিজ্য নীতি চালু করেছে। ভারতবর্ষের বাজারে প্রচুর বিদেশী জিনিস আসবে। আমাদের কৃষকরা যে জিনিষ বিক্রী করছে তার উৎপাদন খরচ অন্যান্য ধণতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের কৃষকদের উৎপাদন খরচ বেশী হলেও উৎপাদনও কম হয়। কাজে কাজেই এই নীতি আমাদের কৃষকদের আরো বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি রেশনের কথা বলছি না। বলছি সারের কথা। সারের উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেখানে পার হেক্টরে ৭৫ থেকে ৮০ কি. গ্রাম সার ব্যবহার করা দরকার সেখানে আমাদের কৃষকরা সার দিচ্ছেন মাত্র ২০ থেকে ২২ কিলোগ্রাম। নুন আনতে সেখানে পান্তা ফুরায় সেখানে কি করে সার কি কিনবে? আমরা বলেছিলাম জমিতে ২টি ফসল করার কথা। কিন্তু তারা দু'টি ফসল করতে পারে না খরচ করতে পারে না বলে। কাজে কাজেই কেন্দ্রের এই নীতি কাদের সাহায্য করবে? আমরা বলছি, ভূমি সংস্কারের কথা। কিন্তু কেন্দ্রের নীতির ফলে গ্রামীণ বেকার বাড়বে, শহরের বেকার আরো বাড়বে। সবই তো উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলির শেয়ারের পার্সেন্টেজ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে এই কারণে কয়েক লক্ষ ইণ্ডাষ্ট্রিস সিক্ হয়ে পড়েছে। এই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। আর মাঝামাঝি অবস্থায় যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি আছে সেগুলি আরও সিক হয়ে যাবে। সুতরাং নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি কোথা থেকে। আর ইণ্ডাষ্ট্রি যদি না হয় তাহলে এই যে বললেন বছর এক কোটি করে বেকার বাড়বে এবং পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি হবে। তাদের কে কি করে চাকুরী দেওয়া হবে। এটা তো সম্ভব না। একদিকে সরাসরি নিয়োগ ব্যাণ্ড করে দিয়েছে এবং অপরদিকে এই যে পলিসী সেটাকে টুঁটি চেপে ধরবার চেষ্টা করছে। ফলে মাননীয় সুদীপবাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটা পজিটিভ আউটলুক নিয়েই এনেছেন। এর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধীতা নাই। বছর বাড়ালে কি হবে চাকুরী

যদি না থাকে? রুটি একটা, কিন্তু খাওয়ার লোক বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে ৫ থেকে ৫০ এবং ৫০ থেকে ১০০। সুতরাং একটা রুটিকে ১০০ টুকরা করলে কি হবে কিছুই হবে না। এই চাকুরীর জন্য লড়াই করছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রিজার্ভেশান। আমরা আজকে রিজার্ভেশনের কথা বলছি এস সি হোক, এস, টি হোক, ও, বি, সি হোক, মাইনরিটি হোক তাদের রিজার্ভেশনের কথা বলছি। বয়স বাড়ালে কি হবে, মূল জায়গায় যদি আমরা না যেতে পারি তা হলেতো সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমি এই কথা বলছি না যে রিজলিউশানটি যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেটা খারাপ। গোড়াটা না দেখে যদি আমরা ফলটার কথা ভাবি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে। আমি অনুরোধ করব এটাও যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপবাবুর বিবেচনায় থাকে। বেসিক পয়েন্টগুলি বাদ দিলে পর আমরা কিন্তু লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবো। ভারতবর্ষের কোথাও নেই আমরা ত্রিপুরা সরকারই প্রথম বয়স বাড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী প্রাপ্তির বয়স সীমা হলো ৩০। আমরা সেখান থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করেছি এবং ৩৫ থেকে ৩৭ করেছি। ৩৭ থেকে বাড়িয়ে ৪০-৪৫-৫০ করলে কি হবে যদি মূল সমস্যার সমাধান না করা যায়। আপনারা এখানে ডিসসেটিসফেকশান এ্যাক্সপ্রেস করেছেন যে পেছনের দরজা দিয়ে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। পেছনের দরজা বা সামনের দরজা শাসক বা বিরোধী দলই হোক চাকুরীতো পাচ্ছে একজন বেকার। একজন বেকার তো দুটো চাকুরী পায় না, একটা চাকুরীই পাচ্ছে। আর শুধু সি, পি, আই (এম) হলে চাকুরী পাবে কেন, কংগ্রেসও তো চাকুরী পাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে বয়স বাড়িয়ে তো আমরা সবার চাকুরী দিতে পারব না, এটা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা নীতি থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তোমরা যে নীতি নিচ্ছে সেটার পরিবর্তন কর, লিবারেলাইজেশান এবং প্রাইভেটাইজেশান নীতির পরিবর্তন কর। এই সাথে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য স্পেশ্যালী আমি একটু আগে যেটা রেকার করলাম যে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ একটা মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করেছি ২১ তারিখে। সেই মেমোরেণ্ডামে আমরা বলেছি যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য স্পেশ্যাল আনএমপ্লয়েড একটা প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করুন যাতে এখানকার বেকাররা চাকুরী পায়। দেবগৌড়া যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন আমরা ত্রিপুরা থেকে দাবী করেছিলাম ৩৫ থেকে ৪০ করুন ১ লক্ষ্যের জায়গায় ৫ লক্ষ করুন। কিন্তু তারপরও সবাইকে দেওয়া যাচ্ছে না। আজকে আমি আনন্দিত যে এটা প্রস্তাবাকারে এসেছে। এবং এটাকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করছি। আমি মাননীয় সদস্য প্রকাশ বাবুর সাথে একমত যে, এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে বেকারদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল মনে করা হলে ভুল হবে। আই ডু এগ্রি। আজকে ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা না। আসুন আমরা সবাই মিলে এক সাথে যুক্ত করি। তাহলে সুবিধা হবে। আমরা যদি সত্যি সত্যিই বেকারদের প্রতি দরদী হই তাহলে সেখানে কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট না, হিন্দু কিংবা মুসলীম নয় সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে দলমত নির্বিশেষে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করি। আমরা এখান থেকে এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাব

যাতে এটা এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্পেশাল পলিসী ডিক্লেয়ার করেন। লাহুলী মাননীয় সদস্য প্রকাশবাবু যেটা বলেছেন যে অপহরণ বাণিজ্য এটা কিন্তু ত্রিপুরাতে ইম্পরটেড হয়েছে। ইট হ্যাজবীন ইম্পরটেড ফ্রম নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এণ্ড আসাম। এটা কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা সত্যি কি মিথ্যা আমি জানিনা—এন এস. সি. এন এর নেতা লণ্ডন থেকে এসে ত্রিপুরা বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে গাড়ী করে নাকি ওখানে গেছেন। ওখানে নাগা সিটিজেনদের একটা কনভেনশান হয়েছিল তাতে এই লীডাররা পারটিসিপেট করেছিলেন। সেই মিটিং এ সিটিজেনদের পক্ষে লীডারদের বলা হয়েছিল কি ব্যাপার তোমরা স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের কথা বলছ, খুন খারাপি করছ, গরীব মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে ব্যবসায়ীদের উপর টেক্স বসাচ্ছ। গরীব, মধ্যবিত্ত এই ভাবে টাকা দিচ্ছে এটা কি ব্যাপার? সেই মিটিং-এ নাগাল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যারা দাবী করেছেন তাঁরা তো বলছেন আমরা সব জিনিষ জানি না এবং তারা সেখানে দাবী করছেন তোমরা আস এবং তোমাদের যারা নাকি এই সমস্ত টাকা-পয়সা নিচ্ছে তাদের বাড়ী-ঘরে যাও? তাদের বাড়ীতে কি করে দু'তলা তিনতলা দালান হয়, কি করে তাদের এমন অবস্থা? প্লিজ কাম এ্যাণ্ড সি। তখন তারা বলছেন এই রকম যদি হয় তাহলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এইগুলি আমরা সমর্থন করি না, এইগুলি বন্ধ করতে হবে। অথচ তারা যে বাইরে থাকে সুখে থাকেন কারণ পাঁচতারা হোটেলে তাঁরা থাকেন এবং তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করে। কে পয়সা দেয় তাদের? এই ছেলেরাই কিন্তু সেই টাকা-পয়সা পাঠায়। এটা ডাবল ষ্টাণ্ডার্ড। কাজেই যেটা বলতে চাইছি এটা আমাদের রাজ্যের সমস্যা কারণ আমাদের রাজ্যে অনেক এ্যাকষ্ট্রিমিষ্ট এসেছে। তারপর তো উলফা এবং অন্যান্য সমস্যাও আমাদের রয়েছে ফলে আমি বলব বি প্রেকটিক্যাল। আমরা যদি সত্যিই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে চাই তাহলে আসুন আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাই। মাননীয় সদস্য মানিক দে বাবু যেটা বলেছেন এটাতে পি, এম, আর, ওয়াই, যুক্ত করতে আমি এই ব্যাপারে ইমপ্রেস করব না যদি সুদীপ বাবু মনে করেন যুক্ত করতে তাহলে কোন আপত্তি নেই। যুক্ত করুন, যদি বলেন এটা যুক্ত করলে ভাল হবে ইট ইজ আপ টু ইউ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদস্য মানিক বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন পি এম, আর, ওয়াই, যোগ করার জন্য আমার প্রস্তাবের পক্ষে আমি সেটার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি। এবং কিভাবে হবে সেটা লিডার অব দি হাউস যে ভাবে প্রস্তাবটা আনবেন সে ভাবে আমার সমর্থন থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে এখন মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবুর প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানটা এই ভাবে হচ্ছে।

"The age limit for unemployed job-seekers of all categories from Tripura and other N. E. States should be relaxed by five more years for all jobs in central Govt. public Sector undertaking, banks, Corporations PMRY etc. in view of serious unemployment problem in this backward region."

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবর্মণ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো :—

"The age limit for unemployed jobs seekers of all categories from Tripura and other N. E. States should be relaxed by five more years for all jobs in Central Goverument public sector undertakings. banks, corporation PMRY etc. in viw of serious unemployment problem in this backward region.

(না বলার কেউ নেই কাজেই সর্ব সম্মতিক্রমে এই রিজলিউশাটি সভায় গৃহীত হলো)।

এই সভা আগামী ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE—'A'

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Admitted Starred Question No. 8

Will The Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, এ ডি সি'র নিজস্ব সার্ভিস রুলস্ এবং রিক্রুটমেন্ট রুলস্ প্রণয়ন ব্যতীত এবং রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতীত টি, টি, এ, এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ কি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি দিচ্ছেন।

২। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের জন্য প্রনীত সার্ভিস রুলস্ ও রিক্রুটমেন্ট রুলস্ এ, ডি, সি'তে এখনও অনুসৃত হচ্ছে।

৩। সত্য হলে হ্যাণ্ড্‌ড পয়েন্ট রোষ্টার প্রথা সেখানে যেভাবে অমান্য করা হচ্ছে সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

উত্তর

১। টি, টি, এ, এ, ডি, সির নিজস্ব সার্ভিস রুলস্ এবং রিক্রুটমেন্ট রুলস্ প্রণয়ন ব্যতীত এ, ডি, সিতে রাজ্য সরকারের রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ অনুসারে কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে।

২। হ্যাঁ ইহা সত্য।

৩। এ রকম কোন তথ্য এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 28

Name of the Member :— Sri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ২০০০ইং সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দক্ষিন জিলার অন্তর্গত চন্দ্রপুরে প্রস্তাবিত হাসপাতালটির নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

২। সত্য হলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে দক্ষিণ জিলা হাসপাতাল ধ্বজনগরের অন্তর্গত টেপানিয়াতে নতুন করে নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 63

Name of the Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মহকুমা হাসপাতালগুলিতে স্ত্রীরোগ, শিশু, দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছে কি?

২। যদি না থাকে, কোন্ কোন্ মহকুমায় নেই এবং ঐ সব মহকুমা হাসপাতালে উক্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না।

৩। এক্সরে আলট্রাসোনোগ্রাফী সব মহকুমায় আছে কি?

উত্তর

১। রাজ্যের সকল মহকুমা হাসপাতালে স্ত্রীরোগ, শিশু, দন্ত ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন তাঁদের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল।

মহকুমা হাসপাতাল	স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ	শিশু বিশেষজ্ঞ	চক্ষু বিশেষজ্ঞ	দন্ত বিশেষজ্ঞ
১) বিশালগড়	আছে	—	—	আছে
২) মেলাঘর	আছে	আছে	—	আছে
৩) খোয়াই	আছে	আছে	আছে	আছে
৪) বিলোনীয়া	আছে	—	—	আছে
৫) সাব্রুম	আছে	—	—	আছে
৬) অমরপুর	আছে	আছে	—	আছে
৭) গণ্ডাছড়া	—	আছে	—	আছে
৮) ছৈলেংটা	—	—	—	আছে
৯) কমলপুর	আছে	আছে	আছে	আছে
১০) ধর্মনগর	আছে	আছে	আছে	আছে
১১) কাঞ্চনপুর	—	—	—	আছে

২। যে সকল বিভাগে ঐ সকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই ঐ সকল বিভাগে উপযুক্ত ডাক্তার দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৩। রাজ্যের সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে আলট্রাসনোগ্রাফী মেশিন আছে এবং বিশালগড় মহকুমা ব্যতীত অন্য সব মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে।

Admitted Starred Question No 78

Name of the Member .— Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchyet Department be please to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কিছু সংখ্যক কাঁচা রাস্তার ক্ষেত্রে ইট সলিং করার ক্ষমতা বি. এ, সি, ও পঞ্চায়েত সমিতির হাতে দেওয়া হয়েছে?

২। ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকলে রাজ্যে কত কিলোমিটার রাস্তা চলতি আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত কর্তৃক ইট সলিং করা হবে এবং তন্মধ্যে এখন পর্যন্ত কতদূর হয়েছে তার বিবরণ?

উত্তর

১। রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থা এবং এ, ডি, সি এলাকাভুক্ত সংস্থাগুলিকে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল মাধ্যমে অনুদান প্রদান করেন। উক্ত পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সদ্ব্যবহারের জন্য এবং সঠিকভাবে ব্যয়ের জন্য এখন পর্য্যন্ত যে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে তাতে পঞ্চায়েত সমিতি অথবা বি, এ, সি, কে কাঁচা রাস্তার ইট সলিং করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ইদানীংকালে যথা ২৮-৩-২০০০ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মূলে পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থা এবং এ, ডি, সি, এলাকাভুক্ত সংস্থাগুলির কাজকর্ম প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে আরো কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণে কার্য্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে বিস্তৃত নিয়মাবলী ও নির্দেশ প্রকাশ করতে হবে। যখন প্রদত্ত ক্ষমতা সমূহ বি, এ, সি, ও পঞ্চায়েত সমিতির নিকট প্রয়োগ যোগ্য হবে তখন কাঁচা রাস্তার ক্ষেত্রে ইট সলিং করার ক্ষমতা কার্য্যকরী হবে।

২। যেহেতু প্রদত্ত ক্ষমতা এখনও পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি, তাই এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 91

Name of M. L. A. Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ১৯৯৮-১৯৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বর্ষে মোট কতজন মহিলা প্রসূতিকালীন অবস্থা চিকিৎসার অবং অন্যান্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন, তন্মধ্যে কতজন ভর্ত্তি হয়েছিলেন?

২। উপরোক্ত রোগিনীদের কতজনকে আগরতলার আই, জি, এম, হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বর্ষে মোট ২৪৫৩ জন মহিলা প্রসূতি-কালীন অবস্থায় চিকিৎসার এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। এর মধ্যে প্রসূতি মহিলাদের ভর্ত্তির সংখ্যা ৯৬১ জন এবং স্ত্রীরোগ মহিলাদের ভর্ত্তির সংখ্যা ৫২ জন।

১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বর্ষে মোট ২৬৩০ জন মহিলা প্রসূতিকালীন অবস্থায় চিকিৎসার এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। এরমধ্যে প্রসূতি মহিলাদের ভর্ত্তির সংখ্যা ৯৭২ জন এবং স্ত্রীরোগ মহিলাদের ভর্ত্তির সংখ্যা ৫৭ জন।

২। উপরোক্ত রোগীদের মধ্যে প্রসূতি অবস্থায় ১৯৯৮-৯৯ইং বর্ষে মোট ৪৬ জন এবং ১৯৯৯-২০০০ইং বর্ষে মোট ৫৩ জন এবং স্ত্রীরোগ চিকিৎসার জন্য ১৯৯৮-৯৯ইং বর্ষে মোট ২৮ জন এবং ১৯৯৯-২০০০ইং বর্ষে মোট ৩৩ জনকে আগরতলার আই, জি, এম, হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 95

Name of the Member .— Sri Umesh Ch. Nath

Name of Minister-in-charge of U. D. Deptt.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে কোন কোন মহকুমা সদরে এখনও নগর পঞ্চায়েত গঠিত হয় নাই ;

২। সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। কয়েকটি মহকুমা সদর স্ব-সাশিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত বলে এদের জন্য নগর পঞ্চায়েত গঠন করা যায় নি।

Admitted Starred Question No. 99

Name of the Member :— Sri Bijoy Kr. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. What is the rate of Stipend (Daily/Monthly) are being paid to the

S. T. Student studying from Class VI (Six) to Class XII (Twelve), Both boarders and days school.

2. In the current finan cial year is there any plan to increase the rate of stipend.

3. If not, reason thereof?

উত্তর

১। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুটি প্রকল্পে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

ক) প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ,
খ) পোষ্টমেট্রিক স্কলারশিপ,
a) প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ

৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ৪০ টাকা হারে এবং নবম ও দশম শ্রেণীকে মাসিক ৫০ টাকা হারে প্রত্যেক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে ১০ মাসের জন্য প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

b) বর্ডিং হাউস থেকে পাঠরত প্রত্যেক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে দিনে ১৫ টাকা হারে প্রতি শিক্ষা বর্ষে ৩২২ দিনের বর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

c) পোষ্টমেট্রিক স্কলারশিপ

একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ডে-স্কলার উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাসিক ৯০ (নব্বই) টাকা হারে এবং হোষ্টেলারদেরকে ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা করে প্রতি মাসে প্রতি ষ্টুডেন্টকে ১০ (দশ) মাসের জন্য পোষ্টমেট্রিক স্কলারশিপ উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রদান করা হয়।

২। না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। কারণ, সবেমাত্র ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে বর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড প্রতিদিন ১২ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ টাকা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 103

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বর্ষে রাজ্যে উপজাতি, সম্প্রদায়ের জনগণকে এস. টি. কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য করার লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) কত ছিল?

২। উক্ত কর্পোরেশন থেকে উপরিউক্ত সময়ে কতগুলি উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারকে উক্ত কর্পোরেশনের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল?

৩। যদি লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী সাহায্য সহায়তা না করা হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ের জনগণকে এস. টি, কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য করার জন্য লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল ২০৩ পরিবার।

২। এস, টি, কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট ১৭৭ জন উপজাতিকে বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করা হয়েছে।

কারণগুলি নিম্নরূপ :—

ক) মঞ্জুরীপত্র পেয়ে যথা সময়ে যোগাযোগ করে নাই।

খ) উপযুক্ত জামিনদার সংগ্রহে ব্যর্থ।

গ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রার্থী ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর ও ঋণ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দরখাস্ত জমা দিয়েছে।

ঘ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রার্থী মার্জিন মানির ৫ পারসেন্ট টাকা যথা সময়ে জমা দিতে পারে নাই।

Admitted Starred Question No. 107

Name of Member :— Shri Sudhan Das

Name of Minister-in-charge of U. D. Deptt.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা শহরে মহারাজগঞ্জ, বটতলা, ধলেশ্বরসহ ১০টা মাছ বাজার সংস্কারের অভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নানা সমস্যায় ভুগছে?

২। যদি সত্য হয় তা হলে এই মাছ বাজারগুলির উন্নয়নে দপ্তর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি?

৩। ইহা কি সত্য ধলেশ্বর বাজারে কিছু মাছ বিক্রেতার সেড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। মহারাজগঞ্জ বাজার ও ধলেশ্বর মাছ বাজারের শেড গুলি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ আগরতলা পুর পরিষদ হাতে নিয়েছে।

৩। ইহা সত্য।

Admitted Starred Question No. 115

Name of the Member :— Shri Umesh Chnadra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি Co-operative (PACS) আছে ?

২। কদমতলায় Co-operative-এর Godown Building-এর কাজ এখনও শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ২১৩টি প্যাক্স আছে।

২। কদমতলায় ন্যাশনাল প্যাক্স লিঃ-এর একটি ৫০ (পঞ্চাশ) মেট্রিকটন গোডাউন নির্মাণের জন্য NCDC স্কীমে ১৯৮৩-৮৪ইং অর্থ বর্ষে মোট ৫৩,১২৫ (তিপ্পান্ন হাজার একশত পঁচিশ) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। তার মধ্যে লোন্ বাবদ্ ২১,২৫০ (একুশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা এবং সাবসিডি ৩১,৮৭৫ (একত্রিশ হাজার আটশত পচাত্তর) টাকা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কাজ শুরু করতে না পারায় উক্ত মঞ্জুরীকৃত টাকা ১৯৮৮ সালে বাতিল করে দেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত টাকা সমিতির একাউন্টে থেকে যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৯২ইং-এ উক্ত সমিতির প্রস্তাব মূলে ৫০ (পঞ্চাশ) থেকে বাড়িয়ে ১০০ (একশত মেট্রিকটনের) গোদাম ঘড় নির্মাণের জন্য NCDC পুনরায় ২,১৩,৭৫০ (দুইলক্ষ তের হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকার মঞ্জুরী দেয়া কিন্তু পরবর্ত্তীকালে NCDC সেটাও বাতিল করে দেয়।

ইত্যবসরে সমিতির একাউন্টে পড়ে থাকা পুরানো মঞ্জুরীকৃত টাকা যা সমিতি ফেরৎ না দিয়ে একাউন্টে ফেলে রেখেছিল, একাউন্ট থেকে তুলে নিয়ে ১৯৯৫ সনে গোদামঘর নির্মাণ শুরু করে এবং ছাদ (Rood) Level পর্যন্ত কাজ হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এখনও এই অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 118

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath and Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Miister-in-charge of the panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, প্রত্যেক পঞ্চায়েতে ১ জন করে পঞ্চায়েত সচিব না থাকাতে সঠিকভাবে পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করা যাচ্ছে না ;

২। সত্য হলে, রাজ্যে প্রতিটি গাঁও পঞ্চায়েতে প্রয়োজনীয় পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগ করা হবে কি না, এবং

৩। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ব্লক, কয়টি পঞ্চায়েত আছে এবং কোন ব্লকে কত জন পঞ্চায়েত সচিব আছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যের ৩৮টি ব্লকের মধ্যে ৬টি ব্লকে বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় কিছু সংখ্যক পঞ্চায়েত সচিবের স্বল্পতা আছে। তবে এই সমস্ত পঞ্চায়েতগুলির কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নিকটবর্তী পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিবদের উপর সাময়িককালের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

২। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে ও এ, ডি, সি ভিলেজে ন্যূনতম একজন পঞ্চায়েত সচিবের নিয়োজিত করার জন্য দপ্তর থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে ৬টি ব্লকে এই মাপকাঠিতে বর্তমানে পঞ্চায়েত সচিবের স্বল্পতা রয়েছে সেখানকার ঘাটতি পূরণের জন্য যে সব ব্লকে তুলনামূলকভাবে অধিক পঞ্চায়েত সচিব আছেন যেখান থেকে বদলীর আদেশে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক ব্লকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরও অধিক পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগের জন্য শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৩। রাজ্যে মোট ৩৮টি ব্লক রয়েছে। উক্ত ব্লক সমূহের অধীনে ৫৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪৩২টি এ, ডি, সি, ভিলেজ রয়েছে। পঞ্চায়েত সচিবদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

১)	কদমতলা	—	৩০ জন	৫)	পেঁচারথল	—	১৩ জন
২)	পানিসাগর	—	৩৫ জন	৬)	দশদা	—	৪০ জন
৩)	কুমারঘাট	—	৩৯ জন	৭)	জম্পুইহিল	—	৯ জন
৪)	গৌরনগর	—	৪৮ জন	৮)	দামছড়া	—	৯ জন

ধলাই জেলা

৯) সালেমা — ৬৪ জন
১০) আমবাসা — ১৭ জন
১১) মনু — ৩৯ জন
১২) ছামনু — ২৮ জন
১৩) ডুম্বুরনগর — ১৮ জন

দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা

১৪) মাতাবাড়ী — ৩২ জন
১৫) কিল্লা — ১৫ জন
১৬) কাকড়াবন — ২৪ জন
১৭) অমরপুর — ৫৭ জন
১৮) করবুক — ২০ জন
১৯) বগাফা — ৪০ জন
২০) রাজনগর — ২৬ জন
২১) ঋষ্যমুখ — ১৬ জন
২২) সাঁতচান্দ — ৪৩ জন
২৩) রূপাইছড়ি — ২৫ জন

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

২৪) খোয়াই — ৪৪ জন
২৫) তুলাশিখর — ৩৪ জন
২৬) পদ্মবিল — ১৯ জন
২৭) কল্যাণপুর — ১৯ জন
২৮) তেলিয়ামুড়া — ৩৮ জন
২৯) জিরানীয়া — ৬৩ জন
৩০) মান্দাই — ৩০ জন
৩১) হেজামারা — ২১ জন
৩২) মোহনপুর — ৬৬ জন
৩৩) ডুকলী — ৫৭ জন
৩৪) বিশালগড় — ৬৩ জন
৩৫) জম্পুইজলা — ২৩ জন
৩৬) বক্সনগর — ১২ জন
৩৭) মেলাঘর — ৪৩ জন
৩৮) কাঁঠালিয়া — ১৬ জন

Admitted Starred Question No. 124

Name of the Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লক অফিস-এ উপজাতিদের কল্যাণমূলক কাজকর্ম তদারকী করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নেই,

২। যদি সত্য হয়, তবে প্রত্যেকটি ব্লকে উক্ত কাজে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে কি না, এবং

৩। যদি ব্যবস্থা করা হয়, তবে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইহা পুরোপুরি সত্য নয়। নবগঠিত গৌরনগর ব্লক অফিস ব্যতিত আর বাকী সব ব্লক অফিসে উপজাতিদের কল্যাণমূলক কাজকর্ম তদারকী করার জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্মী নিযুক্ত আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না। তবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে বর্তমানে যে সব শূন্যপদ রয়েছে সেগুলি পূরণ করে যে সব অফিসে আরও কর্মচারীর দরকার সেখানে নিযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

৩। যত শীঘ্র সম্ভব নিয়োগ করার প্রচেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No. 133

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the U. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ নগর পঞ্চায়েতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর কাজ চলছে এবং তন্মধ্যে কোন্ কোন্‌টির কাজ শেষ হয়েছে;

২। উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ কত সালে শুরু হয়েছিল, এবং তার কাজ শেষ হয়েছে কিনা?

৩। কাজ শেষ না হলে তার কারণ কি এবং কবে নাগাদ এর সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্যে নিম্নলিখিত নগরপঞ্চায়েত গুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ চলছে।

১। ধর্মনগর। ২। কৈলাশহর। ৩। কমলপুর।
৪। বিলোনীয়া। ৫। উদয়পুর।

ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু হয়েছে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায়।

২। উদয়পুর নগরপঞ্চায়েত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ ১৯৯১ইং সনে শুরু হয়েছে। ইন্‌টেক ওয়েল ব্যতীত প্ল্যান্টটির সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে এবং প্ল্যান্টটি চালু করা হয়েছে।

৩। নদীর তলায় মাটির স্তর অত্যন্ত শক্ত থাকায় ইন্‌টেক ওয়েলটির কাজ সমাপ্ত করা যায় নি। ২০০১ সালের জুন মাস নাগাদ কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 136

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্য ও ঔষধের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ কত ?

২। ইহা কি সত্য, বি, পি, এল, কার্ডধারী রোগীদেরও বাইরে থেকে নিজ খরচে বাজার থেকে ঔষধ কিনে আনতে হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্যের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ দৈনিক ১৬,০০ (ষোল টাকা)। ঔষধের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ নির্দিষ্ট নেই।

২। হাসপাতালে যে সকল ঔষধ মজুত থাকে সে সকল ঔষধ বি, পি, এল, কার্ডধারী এবং অন্যান্য রোগীদেরকে বিনা খরচায় হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হয়। আর যে সকল ঔষধ হাসপাতালে মজুত থাকে না শুধুমাত্র সে সকল ঔষধ রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হয়।

Admitted Starred Question No. 148

Name of the Member : — Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত কতটা পঞ্চায়েত অফিস পাকা বাড়ী করা হয়েছে এবং কতটা কাঁচা ঘড় রয়েছে ? তার হিসাব।

উত্তর

১। রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত ৭১৫টি পঞ্চায়েত অফিস পাকা বাড়ী করা হয়েছে এবং ২৫৭টি পঞ্চায়েত অফিসে কাঁচা ঘড় রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 150

Name of the Member :— Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-chargeof the Tribal Welfare Department be pleased to statr—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দুস্থ উপজাতি রোগীদের শিলচরে চিকিৎসার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানে কোন পান্থনিবাস খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে, বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। এ রকম কোন পরিকল্পনা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। এরূপ কোন প্রস্তাব উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নিকট এখনও আসে নি।

Admitted Starred Question No. 210

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the U. D. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ২৫.৮/৯৯ইং তারিখে বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভাগীয় মন্ত্রীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা শহরের নিম্নাঞ্চল থেকে জমে যাওয়া বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ৭.৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে কিনা এবং হাওড়া নদীর পাশে মাষ্টার পাড়া এলাকায় দুইটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ?

উত্তর

১। গত ২৫.৮.৯৯ইং তারিখে বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, আগরতলা শহরের নিম্নাঞ্চল থেকে জমে যাওয়া বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ৭.৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পাম্প হাউসের কাজ শেষ হয়েছে এবং হাওড়া নদীর পাশে মাষ্টার পাড়া এলাকায় দুইটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভের কাজ চলছে। সার্ভের কাজ শেষ হলে পাম্প বসানো ও অন্যান্য কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 242

Name of the Member :— Shri Shyama Chanan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের নদী, নালা, পাহার, জনপদ ইত্যাদি কক্‌বরক্‌ ভাষায় পুনরুদ্ধার পুন: নামাকরণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার এবং এ, টি, টি, এফ, এর মধ্যে কোন চুক্তি হয়েছিল কিনা,

২। যদি চুক্তি হয়ে থাকে, তবে উক্ত পুনরুদ্ধার এবং পুনঃ নামাকরণের কাজ এখন পর্যান্ত কতটুকু এগিয়েছে, এবং

৩। পুনরুদ্ধার এবং পুনঃ নামাকরণের ব্যাপারে কতজন রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন ? (প্রস্তাবকের নামসহ)

উত্তর

১। হঁ্যা, চুক্তি হয়েছিল।

২। উপজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজ্যস্তরে নদী, নালা, গ্রাম, পাহাড়, জনপদ ইত্যাদির নাম কক্‌বরকে্‌ পুনঃরুদ্ধারের, পুনঃ নামাকরণের জন্য একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রতিনিধিরা ২৮০ (দুই শত আশি) টি বিভিন্ন নামের পুনঃ নামাকরণের প্রস্তাব রাখেন। উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র উক্ত নামগুলির মধ্যে ১০৩টি নামের যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করে, উপজাতি উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১০৩টি নামের মধ্যে ৯৯টি নাম উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন ক্রমে জনমত সংগ্রহের জন্য মতামত চেয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

৩। পুনরুদ্ধার এবং পুনঃ নামাকরণের জন্য মোট ৫১ (একান্ন) জন প্রতিনিধি রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

যে সব সদস্য নদী, নালা, গ্রাম, পাহাড়, জনপদ ইত্যাদির পুনরুদ্ধার, পুনঃনামাকরনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

দক্ষিন ত্রিপুরা

১) শ্রী গনেশ কলই সিং
২) শ্রী হলুরা আং মগ
৩) শ্রী জগবন্ধু কলই
৪) শ্রী লাঞ্চহরি জমাতিয়া
৫) শ্রী দেবেন্দ্র জমাতিয়া
৬) শ্রী উমাকান্ত মলসুম

৭) শ্রী জ্যাতিলাল রিয়াং
৮) শ্রী দিলীপকুমার রিয়াং
৯) শ্রী প্রশান্ত লুসাই
১০) শ্রীমতি মাধুর্য্য কলই
১১) শ্রীমতি নিতারুং রিয়াং
১২) শ্রীমতি উন্নতি রিয়াং
১৩) শ্রীমতি রেবালা রিয়াং
১৪) শ্রী পুর্নহরি রিয়াং
১৫) শ্রী ফনীন্দ্র পাল

উত্তর ত্রিপুরা

১৬) শ্রী মোহনলাল চাকমা
১৭) শ্রী বিমল সিং দেববর্মা
১৮) শ্রী বিজু কুমার রিয়াং
১৯) শ্রীমতি মোহিনী মোহন চাকমা

পশ্চিম ত্রিপুরা

২০) শ্রী বীরেন্দ্র ত্রিপুরা
২১) শ্রী হরিনাথ দেববর্মা
২২) শ্রী সুধীর দেববর্মা
২৩) শ্রী শশাঙ্ক দেববর্মা
২৪) শ্রী জগদীশ দেববর্মা
২৫) শ্রী মধুসূদন দেববর্মা
২৬) শ্রী তাপস দেববর্মা
২৭) শ্রী দীপু দেববর্মা
২৮) শ্রী প্রসেনজিৎ দেববর্মা
২৯) শ্রী নরোত্তম দেব র্মা
৩০) শ্রী উৎপল দেববর্মা
৩১) শ্রী রবীন্দ্র রিয়াং
৩২) শ্রী আর, কে, কমলজিৎ সিংহ
৩৩) শ্রী নির্মল কুমার বর্দ্ধন
৩৪) শ্রী পুনিরাম দেববর্মা
৩৫) শ্রী বিজসে দেববর্মা
৩৬) শ্রী মদন দেববর্মা
৩৭) শ্রী হেনরী রাংখল
৩৮) শ্রী বিজয়কৃষ্ণ দেববর্মা
৩৯) শ্রী সত্য কুমার রাংখল
৪০) শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা
৪১) শ্রী হরিপদ দেববর্মা
৪২) শ্রী রাজেন্দ্র রূপিনী
৪৩) শ্রী শম্ভু রূপিনী
৪৪) শ্রী এস সাইলো
৪৫) শ্রী রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা
৪৬) শ্রী সংঘমিত্র দেববর্মা
৪৭) শ্রী অসিরাম রিয়াং
৪৮) শ্রী বিষ্ণু দাস রিয়াং
৪৯) শ্রী খাকনাজয় রিয়াং
৫০) শ্রী গোপাল চাকমা
৫১) শ্রী সুরেশ ত্রিপুরা

Admitted Starred Question No. 245

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের রাস্তাগুলি গর্ত ইত্যাদি জন্য লোক ও যান চলাচলের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধরণের অসুবিধা হচ্ছে, এই অসুবিধা নিরসনে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ? এবং

২। উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দপ্তর কি ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের লোক ও যান চলাচলের অসুবিধা নিরসনের জন্য পূর্ত দপ্তর রাস্তার গর্ত-গুলি সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বর্তমানেও সারাইয়ের কাজ চলছে।

২। উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ত দপ্তর টেণ্ডারের মাধ্যমে এবং বেকার যুবকদের পি, ডব্লিউ, ডি, ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ বণ্টন করে রাস্তাগুলি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 249

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কত টাকা পুর কর বাবদ আদায় করেছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বছরে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল পুর কর বাবদ মোট ৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা আদায় করেছে।

Admitted Starred Question No. 250

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ২০০০ইং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আগরতলা পুরসভা কি পরিমাণ অর্থ পেয়েছে ? এবং

২। উক্ত অর্থ বছরে পৌর পরিষদের অনিয়মিত ও নিয়মিত কর্মচারী শ্রমিকদের ভাতাদি বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং সনে রাজ্য সরকার কর্তৃক পুর পরিষদকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

রাজ্য পরিকল্পনা খাত	কেন্দ্রীয় অনুদান	পরিকল্পনা বহির্ভূত	মোট
১৩৬.৬৪৭	৪৪.৩৭৭৬	২৮০.৯৩	৪৬১.৯৫৪৬

২। পুর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫১০.১৩ লক্ষ টাকা। অপরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে আগরতলা পুর পরিষদের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ১/১০,৯৮ইং সন হইতে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।

আগরতলা পুর পরিষদের দেয় তথ্যানুযায়ী তাহাদের কর্মচারী সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা—৭৫৫

২। বর্তমান কর্মচারীর সংখ্যা—৮৮৭

ক) স্থায়ী—৬১০

খ) স্থির বেতন ও অন্যান্য—২৭৭

১৯৯৯-২০০০ইং সনে কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ খরচের হিসাব

	পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত	মোট
(ক) স্থায়ী কর্মচারী (৬১০)	৭১.৮০	৩৪৫.৪৭	৪১৭.২৭
খ) পেনসন	০	২৫.৬১	২৫.৬১
গ) স্থায়ী বেতন ও	০	৬৭.২৫	৬৭.২৫
মোট	৭১.৮০	৪৩৮.৩৩	৫১০.১৩

Admitted Starred Question No. 251
Name of the Member : — Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধানরা কত টাকা করে মাসিক ভাতা পাচ্ছে ?

২। উক্ত ভাতার হারটি রাজ্যে কবে থেকে চালু রয়েছে ?

৩। উনাদের মাসিক ভাতার হারটি বর্তমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে বর্ধিত করা হবে কিনা ?

৪। আর্থিক সংকটের কারণে বর্তমান অর্থ বছরে সম্ভব না হলে আগামী অর্থ বছরের শুরু থেকেই সংশোধিত হারে (বর্ধিত হারে) প্রধান এবং উপ-প্রধানদের মাসিক ভাতাদি প্রদানের জন্য যথার্থ অর্থ বরাদ্ধ রাখা হবে কিন ?

উত্তর

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ মাসিক ৩০০ টাকা হারে এবং উপ-প্রধানগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে ষান্মাষিক ভাতা পাচ্ছেন।

২। উক্ত ভাতার হারটি ৩১-১-১৯৯৫ইং তারিখে পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রকাশিত আদেশ নং, এফ ৬ (২-১৭) জি, এল, পি, আর/৯৪ মূলে প্রধান ও উপ-প্রধানগণ স্ব স্ব পদে কার্য্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে চালু রয়েছে।

৩। এখন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

৪। পঞ্চায়েতের জন্য দপ্তরের বাজেটে অনুদান বৃদ্ধি ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 252
Name of the Member :— Shri Kajal Ch Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urben Dev. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের রাস্তাগুলি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পথচারীদের জন্য ফুটপাত ও যান

চলাচলের জন্য ডবল লেন করার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ রয়েছে কিনা ?

২। থাকলে উক্ত ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণ কি ?

৩। নেওয়া হয়ে থাকলে কি ধরণের কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। এরকম কোন প্রস্তাব বর্তমানে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 254 *

Name of the Member :— Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে কতজন Neuro Physician এবং Neuro Physiologist আছেন ?

২। এই চিকিৎসার উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ?

৩। এই রোগীদের চিকিৎসার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার জন্য কি কি অত্যাধুনিক মেশিন রাজ্যে আছে ? এবং

৪। যদি না থেকে থাকে, তবে এই চিকিৎসার উন্নতিকল্পে অত্যাধুনিক মেশিন রাজ্যের হাসপাতালে আনা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে নিউরোলজিতে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দুইজন চিকিৎসক কর্মরত আছে।

২। এই চিকিৎসার উন্নতিকল্পে বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন ভবন (Super Speciality Block) তৈরী হচ্ছে।

৩। এই রোগীদের বিভিন্ন ধরণের পরিক্ষার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ বডি সি, টি, স্কেন মেশিন (Whole Body C. T. Scan Machine এবং ই, ই, জি (E. E. G.) মেশিন ইতিমধ্যে রাজ্যে আনা হয়েছে।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 259

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সংবিধানের একাদশ তফশীল অনুযায়ী পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হবে ? এবং

৩। ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২। রাজ্য সরকার পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা গুলিকে এই সকল ক্ষমতা অর্পণ করছেন।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 274

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma and
Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ. ডি, সি, এলাকার ভিলেজ কমিটি নির্ব্বাচনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। এ, ডি, সি, এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার বিষয়টি জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার পায়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 280

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১ বৎসরে সারা ত্রিপুরায় উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়টি কোচিং সেন্টার খোলা হইয়াছে? (ছাত্র ও ছাত্রীদের কেন্দ্রের সংখ্যার আলাদা হিসাব)।

২। কোচিং সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক ভাতা বর্তমানের ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা করা হবে কিনা?

৩। আগামী ১ বৎসরের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে এই কোচিং সেন্টার চালু করা হবে কিনা?

১। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে দুইটি স্কীম চালু আছে

ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Special Coaching in Core subject ;

(অংক, ইংরেজী, পদার্থ বিজ্ঞান, রাসায়নিক বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের জন্য)।

খ) Coaching for Madhyamik drop out students;

বিগত অর্থ বৎসরে সারা ত্রিপুরায় উক্ত দুইটি স্কীমে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোচিং সেন্টার মোট ৮৪টি চালু করা হয়েছিল।

(৪৬টি হচ্ছে Special Coaching in Core subjects স্কীমে এবং বাকী ৩৮টি হচ্ছে Coaching for Madhyamik drop out students) উক্ত কোচিং সেন্টারগুলির বিশদ তথ্য এইরূপ :—

Special Coaching in Core Subjects

মহকুমা	সেন্টারের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
সদর	৫	৪০৪
খোয়াই	৬	৪০২

১	২	৩
বিশালগড়	১	৩০
ধর্মনগর	১	৩১
কৈলাশহর	২	১১৫
কাঞ্চনপুর	৪	১৯৪
লংতরাইভ্যালী	৬	২৯৪
কমলপুর	৩	৭০
গণ্ডাছড়া	১	৩০
আমবাসা	১	৩০
উদয়পুর	৩	১২১
বিলোনীয়া	৫	৫২০
অমরপুর	৩	১৯৮
সাব্রুম	৫	২৩৪
	৪৬	২৬৭৩

Coaching for Madhyamik drop out students

১	২	৩
সদর	১৮	৯২৭
বিশালগড়	২	৭৩
খোয়াই	১	৪০
কাঞ্চনপুর	২	৭৮
কৈলাশহর	১	৭৭
কমলপুর	১	৫৩
আমবাসা	১	২১
লংতরাইভ্যালী	২	৪৩
উদয়পুর	১	৫০
বিলোনীয়া	৩	১৩০
অমরপুর	৪	১৭৩
সাব্রুম	২	৯০
	৩৮	১৭৫৫

উত্তর

২। ক) কোর সাবজেক্ট কোচিং-এর জন্য কোন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে আলাদা কোন প্রকার ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না।

খ) উল্লেখ করা প্রয়োজন যে Special Coaching in Core Subject স্কীমটি সাধারণতঃ হোষ্টেলে থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে তাদেরকে এই স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয়।

গ) এই সব ছাত্র ছাত্রীরা যারা হোষ্টেলে থাকে তারা দিনে ১৫ টাকা হারে Boarding House Stipend পেয়ে থাকে।

ঘ) মাধ্যমিক ফেইল ছাত্র ছাত্রীদের কোচিং-এর জন্য দৈনিক ১৫ টাকা হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

ঙ) এই ষ্টাইপেণ্ডের হার দৈনিক ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ টাকা করার কোনও প্রস্তাব বর্তমানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নেই।

৩। আগামী অর্থ বৎসরে এই ধরণের ৬ষ্ঠ শ্রেণী কোচিং চালু করার একটি প্রস্তাব বর্তমানে দপ্তরের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 294

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল এবং কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা কত?

২। বর্তমান অর্থ বৎসরে উপরিউক্ত হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৫৫টি এবং কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০টি।

২। নাই।

Admitted Starred Question No. 303
Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের ডাকমুড়া, গোমতী পাড়া, কালাঝারী, নারানপাড়া, চক্‌লেংছড়া গ্রামের উপজাতি জুমিয়াদের সুস্থ পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না, এবং

২। যদি না থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। উক্ত এলাকাগুলিতে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয় নাই।

২। সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের নিকট থেকে এ ব্যাপারে কোনও প্রস্তাব দপ্তর পায় নি। তাছাড়া বর্তমান আর্থিক বছরে জুমিয়া পুনর্বাসন-এর জন্য রাজ্য পরিকল্পনা খাতে কোন অর্থের বরাদ্দ এখনও পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 304
Name of the Member :— Shri Padma Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই রতনপুর এলাকায় নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে কি,

২। যদি না খোলা হয়, তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। আর্থিক সংগতির অভাব।

Admitted Starred Question No. 307

Name of the Member :— Shri Padma Kr. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-chaage of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট কয়টি হোষ্টেল রয়েছে (ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা হিসাব,

২। উক্ত হোষ্টেলগুলির মধ্যে কতগুলো বন্ধ রয়েছে ও বন্ধ থাকার কারণ, এবং

৩। বন্ধ হয়ে থাকা হোষ্টেলগুলো অতিসত্বর চালু করা হবে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ১৬৩টি হোষ্টেল রয়েছে। তন্মধ্যে ছাত্রদের জন্য ১০২টি হোষ্টেল এবং ছাত্রীদের জন্য ৬১টি হোষ্টেল রয়েছে।

২। উপরোক্ত ১৬৩টি হোষ্টেলের মধ্যে বর্তমানে রাজ্যে ৯টি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল বন্ধ রয়েছে।

উদয়পুর মহকুমায় ৪টি হোষ্টেল এবং অমরপুর মহকুমায় ১টি হোষ্টেল বর্তমানে পারিপার্শিক অবস্থার কারণে বন্ধ রয়েছে।

কাঞ্চনপুর মহকুমায় ২টি, দুর্গারাম চৌধুরী পাড়া হাইস্কুল ছাত্রীদের হোষ্টেলটিতে TSR থাকার ফলে বন্ধ রয়েছে এবং ছাত্রদের হোষ্টেলটিও বন্ধ রয়েছে শরণার্থীদের থাকার কারণে। বিশালগড় মহকুমায় NGO পরিচালিত সেন্ট পিটার স্কুলের হোষ্টেলটি শিক্ষা অধিকর্তার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়ায় বন্ধ রয়েছে। খোয়াই মহকুমায় রতনপুর ছাত্রীদের হোষ্টেলটি আসাম রাইফেল থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে।

৩। বন্ধ হয়ে থাকা হোষ্টেলগুলো চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 308

Name of the Member : — Shri Padma Kr. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স নেই?

২। ইহা কি সত্য যে, বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে দাবী করার পরও কর্তৃপক্ষ কোন গাড়ীর ব্যবস্থা করে নাই ?

৩। যদি সত্য হয়, তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে ২৪টি (চব্বিশ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স নেই।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 342
Name of the Member :— Shri Manik Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. -Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের পার্শ্ববর্তী নাগেরজলা এবং চন্দ্রপুর বাঁধের নিকট নুতন মোটরষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছে কিনা ?

২। নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত কোন্ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল ?

৩। উক্ত কাজ শুরু হয়ে থাকলে কোন্ সালে তা শুরু করা হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের পার্শ্ববর্তী নাগেরজলা এবং চন্দ্রপুর বাঁধের নিকট নুতন মোটরষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ কাজ শুরু হয় নি।

২। নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল—
নাগেরজলা—১৯৯৫ইং সনে।
চন্দ্রপুর—১৯৮৫ইং সনে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 343
Name of the Member :— 1. Shri Kashiram Reang
2. Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের নির্বাচন আগাইয়া আনার কারণ কি ছিল ?

উত্তর

১। The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (Constitution Election and Conduct of Business) Rules, 1985 (14th Ammendment 2000) এর Rule 14 Sub Rule 1 অনুসারে একটি জেলা পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবার ছয় মাস আগের মধ্যেও জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া, রাজ্যে সাধারণতঃ জুন, জুলাই মাসে বেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে যাহা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার মাননীয় রাজ্যপালকে প্রস্তাব দেন জেলা পরিষদের নির্বাচন কিছুটা এগিয়ে আনার জন্য। মাননীয় রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সেই প্রস্তাবে সম্মানিত জ্ঞাপন করেন। সেই অনুসারেই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন কিছুটা এগিয়ে এনে এপ্রিলের ৩০ তারিখ এবং মে মাসের ৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

Admitted Starred Question No. 344

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব শাসিত জেলা পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্ধ করেছিলেন ?

২। ২০০০ইং ৩১শে মার্চ, পর্যন্ত এই বরাদ্ধের মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে এবং

৩। কোন্ কোন্ দপ্তরের কি পরিমাণ অর্থ জেলা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয় নি।

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বছরের ত্রিপুরা স্ব-শাসিত এলাকা জেলা পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার ৫৩৪৩.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করেছিলেন।

২। বিগত অর্থ বছর তথা ২০০০ইং সনের ৩১ মার্চ, পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার জেলা পরিষদকে মোট ৭৪৪৯'৫১ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

৩। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরগুলিই বিগত অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে জেলা পরিষদকে অর্থ দিয়েছে।

Admitted Starred Question No. 345

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das
Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে কল্যাণপুর গ্রামীন হাসপাতালটির লেবার রুমটি অস্বাস্থ্যকর হওয়ার ফলে উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাতক শিশুদের মধ্যে রোগ সংক্রামণের সম্ভাবনা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে ?

২। সত্য হলে, এই ব্যাপারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে উক্ত লেবার রুমটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য শীঘ্রই কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 385

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar and
Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা শহরে ফুটপাতে দিন যাপন করছে এই ধরণের দরিদ্র নগরবাসী প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় ?

২। সত্য হলে, উক্ত ফুটপাতবাসীদের রাত্রী যাপনের কথা চিন্তা করে শীঘ্রই আগরতলা শহরে একটি নৈশাবাস নির্মাণ করা হবে কিনা ?

৩। নির্মাণ করা হলে, তা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। নির্মাণ না করা হলে, এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। ফুটপাতবাসীদের রাত্রী যাপনের জন্য রাধানগর বাসষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন এক জায়গায় ৪০ জন থাকার উপযোগী একটি নৈশ নিবাস স্থাপনের উদ্যোগ আগরতলা পুর পরিষদ নিয়েছে।

৩। নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 388

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্য এবং ঔষধের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ কত ?

২। ১৯৯০-৯১ইং সনে এই বরাদ্দ কত ছিল ? এবং

৩। ইহা কি সত্য যে, হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পর রোগীদের নিজ খরচে বাজার থেকে ঔষধ কিনে ব্যবহার করতে হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীর খাদ্যের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ দৈনিক ১৬,০০ (ষোল) টাকা। ঔষধের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট নেই।

২। ১৯৯০-৯১ইং সনে খাদ্যের জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ দৈনিক ১৬,০০ (ষোল) টাকাই ছিল এবং ঔষধের জন্য রোগীদের মাথা পিছু বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট ছিল না।

৩। হাসপাতালে যে সকল ঔষধ মজুত থাকে ভর্ত্তি রোগীদেরকে বিনা খরচায় হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হয়। আর যে সকল ঔষধ মজুত থাকে না শুধুমাত্র সে সকল ঔষধ রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হয়।

Admitted Starred Question No. 395

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কোন্ মহকুমায় কত পরিবারের জন্য ১৯৯৮-১৯৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কত ব্যয় করেছেন, এবং

২। কত পরিবার প্ল্যান্টেশনের জমিতে কত উপজাতি জুমিয়া পরিবারের মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর

১। উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯৮-১৯৯৯ এবং ১৯৯৯-২ ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার মোট ১,৯৫,৮৪,৫৭৪ টাকা ব্যয় করেছেন ৮৮৩ পরিবারের জন্য।

২। এবং ৮৮৩ হেক্টর পরিমাণ জমিতে প্ল্যান্টেশান শুরু হয়েছে। তার মধ্যে ৮১৮ জন উপজাতি জুমিয়া পরিবারের মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বাকী ৬৪ জন জুমিয়া পরিবারকে অতি সত্বর জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হইবে।

<u>মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ</u>

মহকুমার নাম	রাবার ভিত্তিক পুনর্বাসন	চা ভিত্তিক	ফলের বাগান	কফি ভিত্তিক
সদর		৮৭ জন	—	—
বিলোনীয়া	৭৪ জন	৩৯ জন	—	—
কৈলাশহর	—	১০১ জন	—	—
কাঞ্চনপুর	২৭ জন	২৫ জন	—	২৫ জন
খোয়াই	১৪৫ জন	—	—	—
উদয়পুর	৪৫ জন	—	—	—
সাব্রুম	৮০ জন	—	—	—
অমরপুর	৬২ জন	—	—	—
আমবাসা	২০ জন	—	—	—

১	২	৩	৪	৫
লংতরাই	৪৯ জন	—	—	—
ধর্মনগর	—	—	৫০ জন	—
সোনামুড়া	—	২৩ জন	২৩ জন	—
বিশালগড়	—	—	৩১ জন	—
	মোট—৫০২ জন	২৫২ জন	১০৪ জন	২৫ জন

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 5

Name of the Member :— Shri Gour Kanti Goswami,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য স্থান অসংকুলান ও অন্যান্য অসুবিধাজনিত কারণে, সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত 'হরিণা' উপজাতি আবাসিক স্কুলটি'কে স্থানান্তরের জন্য সাতচাঁদ ব্লকের পাশে একটি স্থানে স্কুল বিল্ডিং, কোয়ার্টার ও খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২। সত্য হয়ে থাকলে কোন সালে কত টাকা মঞ্জুরী হয়েছে।

৩। এবং কি কি পরিকাঠামোর ভিত্তিতে কোন সালের মধ্যে উহা গড়ে উঠবে।

৪। এই বিদ্যালয়টিকে ৮ম মান থেকে দ্বাদশ মান পর্যন্ত উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

৫। যদি থাকে, কোন সালের মধ্যে তা সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, হরিণা উপজাতি আবাসিক স্কুলটিকে সাব্রুম মহকুমার ভুরাতলী তহশীলের অধীনে স্থানান্তরের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সি, এস, এস, প্রকল্পে ১৯৯৪-৯৫ সালে ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

৩। পরিকাঠামো দিক থেকে স্কুলটিকে ১০০ আসন বিশিষ্ট করে স্কুল বিল্ডিং এবং কোয়ার্টার ইত্যাদি করার পরিকল্পনা আছে। তবে কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে তা সঠিক সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 7

Name of the Member :— Shri Joy Govinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the T. R. P. C. and P. G. P. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে রাজ্যে যে সকল উপজাতি পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্পে যে সব ফরেষ্ট ল্যাণ্ড এলাকায় ট্রি প্ল্যানটেশান করে দেওয়া হয়েছে সেই সব জায়গায় মোট পরিমাণ কত ?

২। প্রিমিটিভ গ্রুপ ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বর্তমানে কি কি ব্যবস্থা করেছেন ?

উত্তর

১। প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফরেষ্ট ল্যাণ্ড এলাকায় এ পর্য্যন্ত মোট ১৫,২৪০ হেঃ বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত কাজগুলি বর্তমানে পরিবাব ভিত্তিক দেওয়া হচ্ছে

১। প্রত্যেক পরিবার পিছু ১.৫০ হেঃ সেগুন বাগান এবং বাড়ীর সংলগ্ন জায়গায় .২০ হেঃ পরিমিত জায়গায় ফলের বাগান।

২। প্রত্যেক পরিবার পিছু পশু পালন বাবত নগদে ১০০০ টাকা।

৩। বিদ্যালয়ে পাঠরত বেনিফিসারী ছেলেমেয়েদের প্রতি পরিবার পিছু ২ জনকে School Dress বাবদ ১০০ টাকা নগদে দেওয়া হয়।

৪। প্রতি পরিবার পিছু ৬ মুঠা করে সূতা বিতরণ।

৫। পি, জি, পি, মোবাইল মেডিকেলের মাধ্যমে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ।

৬। ইচ্ছুক বেনিফিসারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া সমষ্টিগত ভাবে এলাকাভিত্তিক নিম্নলিখিত কাজগুলি করে দেওয়া হয়।

১। মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ।

২। যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা সংস্কার।

৩। পানীয় জলের জন্য কূয়া খনন।

Translocation স্কীমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা হয়

১। ০.৫ হেঃ পরিমিত জায়গায় দেশী ফলের বাঁগান।

২। ০.৫ হেঃ পরিমিত জায়গায় বনায়ন সৃষ্টি করা হয়।

৩। বাড়ীর পিছনে শাক্ সব্জীর বাগান।

৪। পশু পালন বাবদ প্রত্যেক পরিবারকে ৫,১০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

৫। গৃহ নির্মাণ বাবদ ৮,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

সমষ্টিগত ভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি করে দেওয়া হয়

১। পানীয় জলের জন্য কূয়া খনন।

২। যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা মেরামত/সংস্কার।

৩। Skill Development/Self Employment generating বাবদ আর্থিক সহায়তা।

৪। মৎস্য চাষের জন্য ওয়াটার রিজার্ভার।

ইহা ছাড়া World Health Organisation-এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে আদিম জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে জেলা ভিত্তিক Community Health Worker এবং ধাইদের প্রশিক্ষণ এবং Base Line Survey মোতাবেক কাজ চলছে।

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ও সাবসেন্টারের (ডিস্পেন্সারীর) সংখ্যা কত ?

২। খোয়াই মহকুমার পুর্ব সিঙ্গিছড়া ডিস্পেন্সারীটিতে বর্তমানে কোন ডাক্তার কিংবা স্বাস্থ্য কর্মী নিযুক্ত আছেন কিনা, এবং

৩। বর্তমানে অর্থ বর্ষে নতুন আয়ুর্বেদিক সাবসেন্টার স্থাপন করা হবে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের সংখ্যা হল ১টি (এক) সাব-সেন্টার (ডিস্পেন্সারী)-এর সংখ্যা হল ৩২টি (বত্রিশ)।

২। নেই।

৩। বর্তমান অর্থবর্ষে ১০টি (দশ) নতুন আয়ুর্বেদিক সাবসেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 31

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরাতে এ ডি সি এলাকার মধ্যে কতটি গাঁও সভাতে পানীয় জল ও কৃষি কাজের সুবিধার্থে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 40

Name of the Member : — Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। এস, টি, কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ইং অর্থ বর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বর্ষ পর্যন্ত মোট কত জন উপজাতিকে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। এস, টি, কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ইং অর্থ বর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ইং পর্যন্ত মোট ৫৭০ জন উপজাতিকে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ২ শত ৯৯ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।

সংযোজনী

SUB-DIVISION	93—94		94—95		95—96	
	No.	AMOUNT	No.	AMOUNT	NO.	AMOUNT
SADAR	0	0	7	2423482	8	369800
KHOWAI	2	61600	8	410214	10	1066996
KANCHANPUR	1	30800	5	239933	1	52090
BELONIA	1	258002	0	0	0	0
GANDACHARA	1	158200	0	0	0	0
KAILASHAHAR	0	0	1	30800	1	39000
AMARPUR	0	0	1	30800	1	30800
DHARMANAGAR	0	0	1	32000	1	34481
BISHALGARH	0	0	3	126540	3	90800
SABROOM	0	0	1	210085	0	0
KAMALPUR	0	0	1	30800	1	33504
UDAIPUR	0	0	0	0	0	0
LONGTHARAI VELLY	0	0	0	0	0	0
SONAMURA	0	0	0	0	0	0
TOTAL Rs. :—	5	508602	23	3534654	26	1717471

— 'ক'

96—97		97—98		98—99		99—00	
No	AMOUNT	No	AMOUNT	No	AMOUNT	No	AMOUNT
21	1598941	62	8097735	26	1853614	51	7893214
24	2431226	41	4834494	11	899016	49	7189428
2	123966	7	773189	6	864657	8	1963100
2	167932	7	1266580	0	0	5	670360
0	0	5	808234	0	0	0	0
2	280847	3	434291	5	758100	3	673366
3	171622	8	1422363	4	979291	9	2550638
2	340338	6	552299	3	193166	9	1314314
10	860465	11	1421381	9	866875	12	2585742
3	251898	4	725846	0	0	5	1334923
4	414263	11	2222038	11	993415	11	1579364
1	41500	5	986844	1	307040	4	1023771
0	0	4	872654	7	853100	11	2465544
3	251896	4	624612	1	89624	0	0
77	6934896	178	25052515	84	8657897	177	31244264

Admitted Un-Starred Question No. 53

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পরিকাঠামোর দিক থেকে অনুসৃত নির্দেশ মোতাবেক একটি গ্রামীণ হাসপাতালে কি কি ধরণের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসকসহ অন্যান্য ষ্টাফ থাকা অবশ্যক ?

২। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন্ কোন্ গ্রামীন হাসপাতালে উক্ত ব্যাবস্থা ও চিকিৎসক সহ ষ্টাফ রয়েছে এবং কোন্ কোন্ গ্রামীন হাসপাতালে নেই ?

উত্তর

১। পরিকাঠামোর দিক থেকে অনুসৃত নির্দেশ মোতাবেক একটি গ্রামীন হাসপাতালে নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক সহ ষ্টাফ থাকা আবশ্যক। (সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল)

ক) চিকিৎসক—
(শল্য, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ, ফিজিশিয়ান, শিশু চিকিৎসা বিষয়ে ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত)

খ) নার্স মিড্‌ওয়াইবস্— ৮

গ) ফার্মাসিষ্ট— ২

ঘ) ল্যাব, টেকনেশিয়ান— ২

ঙ) রেডিওগ্রাফার— ১

চ)	মালটিপারপাস ওয়ার্কার—	(পুরুষ)	১
ছ)	মালটিপারপাস ওয়ার্কার—	(মহিলা)	১
জ)	হেলথ্ এডুকেটার—		১
ঝ)	মালটিপারপাস সুপারভাইসার—	(পুরুষ)	১
ঞ)	মালটিপারপাস সুপারভাইসার—	(মহিলা)	১
ট)	ইউ, ডি, ক্লার্ক—		১
ঠ)	এল, ডি, ক্লার্ক—		১
ড)	ড্রাইভার—		১
ঢ)	ড্রেসার—		১
ণ)	চতুর্থ শ্রেণী—		১৪
		মোট :	৪১ জন

তাছাড়া একটি গ্রামীন হাসপাতালে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি থাকা আবশ্যক-যথা :—

১)	শয্যা সংখ্যা—	৩০ (ত্রিশ)
২)	অপারেশন থিয়েটার—	১
৩)	এক্সরে—	১
৪)	লেবার রুম—	১
৫)	ল্যাবরেটরি—	১
৬)	এম্বুলেন্স—	১

২। ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীন হাসপাতালগুলির মধ্যে ব্যবস্থাদি এবং চিকিৎসক ও ষ্টাফের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল।

STAFF FOR RURAL HOSPITAL.

Name of Rural Hospital.	Trained in different Subject/wings.				M/O	Nurse Mid-wives	Phar-macist	Lab-Tech	Radio grapher	MPW (M)	MPW (F)
	Sur-geon	physicion	paedia-trician	obsteri cian							
JIRANIA	—	—	—	—	6	15	2	1	1	28	38
TELIAMURA	—	—	—	—	5	11	2	1	1	8	18
KALYANPUR	—	—	—	—	5	9	1	1	—	9	14
TAKARJALA	—	—	—	—	4	7	2	1	—	6	8
SONAMURA	—	—	—	—	5	9	1	1	—	7	17
NUTANBAZAR	—	—	—	—	4	5	1	1	—	2	5
MANUBAZAR	—	—	—	—	4	6	1	1	—	7	7
AMPI	—	—	—	—	2	5	2	1	—	1	1
KUMARGHAT	—	—	—	1	4	7	1	1	1	4	4

PROVISION FOR RURAL HOSPITAL

Health Educator	MPS (M)	MPS (F)	UDC	LDC	Dresuer	Driver	Class IV	Bad	O.T.	X-ray	Labour Room	Laboratory	Ambolance	Remarks
1	4	2	—	—	—	1	21	30	1	1	1	1	1	
—	—	—	—	—	—	1	28	30	1	1	1	1	1	
—	1	2	—	1	—	1	19	20	1	—	1	1	1	
—	2	—	—	—	—	1	23	30	1	1	1	1	1	
1	3	2	—	1	—	1	15	10	1	—	1	1	1	
—	1	—	—	—	—	1	20	20	1	—	1	1	1	
—	—	—	—	1	—	1	18	30	1	1	1	1	1	
—	1	—	—	—	—	1	19	30	1	—	1	1	1	
—	2	—	1	—	—	1	15	30	1	1	1	1	1	

Admitted Un-Starred Question No. 72

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত উপজাতিদের ২৫ দফা প্যাকেজের বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রভিশন আছে কিনা ?

উত্তর

১। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত উপজাতিদের ২৫ দফা প্যাকেজের বাস্তবায়নের জন্য পৃথক ভাবে কোন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় নাই।

তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তর রাজ্য সরকারের স্টেইট প্লেন অথবা বিভিন্ন Centrally Sponsored Schemes or Central Sector Schemes বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে তার একটি অংশ উক্ত ২৫ দফা কর্মসূচীর বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে খরচ করে থাকেন।

Admitted Un-Starred Question No. 73

Name of the Member :— Shri Ashok Kumar Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

QUESTION

1. The names of the Panchayat Bodies which were reformed after their formation in the last Panchayat Election ?

2. The reason for such formation ?

ANSWER

1. Panchayat Bodies were constituted by election under adult

franchise. During last Panchayat Election in 1999, 537 Gram Panchayats Bodies, 23 Panchayat Samitis and 4 (four) Zilla Parishads were constituted in the State. After this general election no more Panchayat body has been constituted nor any reform in this body has been made. However, after the said general election of the Panchayats, local limits of one Gram named Kamalghat under Mohanpur Block has been reorganised. Also 2 (two) new Grams namely Purba Debendranagar and Madhya Debendranagar under Jirania Block have been constituted. These steps have been taken to accommodate 12 Sub-Villages which have been excluded from ADC in pursuance of the report of One Member Commission. However, following this reorganisation and constitution of Grams, no election has been held for constituting the Panchayat body.

2. As stated earlier, the Panchayat Bodies have not been reconstituted after last general election of the Panchayats. Reorganisation of local limits of one Gram and constitution of 2 (two) new Grams have been made in pursuance of exclusion of 12 Sub-Villages from ADC in reference to the report of the One Member Commission (J. P. Gupta Commission)

Admitted Un-Starred Question No. 79

Name of the Member : — Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ৩১ শে মে, ২০০০ইং পর্যন্ত কোন কোন দপ্তরে এবং কোন কোন পদে কতজন উপজাতি কর্মচারী রয়েছেন (দপ্তর ভিত্তিক এবং গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 82

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা কত (মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের মধ্যে হার্ডকোর-এর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১৯৮৭ সালে রাজ্যের জুমিয়াদের সংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল সেই অনুসারে রাজ্যের মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫৫,০৪৯।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হলো

	ব্লকের নাম	মোট পরিবার
১)	পানিসাগর	১,০৬৭
২)	কাঞ্চনপুর	৭,৯১৩
৩)	কুমারঘাট	১,৭৮৭
৪)	ছাঁউমনু	৬,২১৬
৫)	সালেমা	৬,৭১১
৬)	খোয়াই	১,৫৯০
৭)	তেলিয়ামুড়া	৩০,৮৩
৮)	মোহনপুর	১,১৩৮
৯)	জিরানীয়া	১,৩১৫
১০)	টাকারজলা	৪৮০
১১)	বিশালগড়	৪৭২
১২)	মেলাঘর	৮৪৪
১৩)	মাতাবাড়ী	৩,৩৯৯

১৪)	অমরপুর	৫,১৩৩
১৫)	ডুম্বুরনগর	৩,৭৮৮
১৬)	বগাফা	৩,৯৪৬
১৭)	রাজনগর	১,৮০৭
১৮)	সাতচাঁদ	৪,৩৬০
	মোট—	৫৫,০৪৯ পরিবার

বর্তমানে রাজ্যের জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা নিরূপনের উদ্দ্যেশ্যে জেলা শাসকদের দ্বারা নতুন করে একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। উক্ত সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ হলে জুমিয়া পরিবারদের বর্তমান সঠিক সংখ্যাটি জানা যাবে।

২। উক্ত ১৯৮৭ সালের সমীক্ষা অনুসারে হার্ডকোর জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল ২১,৬৭৭।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হলো

	ব্লকের নাম	মোট পরিবার
১)	পানিসাগর	৪৯২
২)	কাঞ্চনপুর	৪,১৪১
৩)	কুমারঘাট	৭৪৭
৪)	ছাউমনু	১,৬৬১
৫)	সালেমা	২,৫৮৫
৬)	খোয়াই	৭৪৪
৭)	তেলিয়ামুড়া	১,৬২৩
৮)	মোহনপুর	—
৯)	জিরানীয়া	৩৬৬
১০)	টাকারজলা	২০৫
১১)	বিশালগড়	২৮

১২)	মেলাঘর	৫৫
১৩)	মাতাবাড়ী	৮৬০
১৪)	অমরপুর	১,৭৯০
১৫)	ডুম্বুরনগর	৯০৯
১৬)	বগাফা	২,৫২০
১৭)	রাজনগর	৭৫৫
১৮)	সাতচাঁদ	১,১৯৬
	মোট :—	২১,৬৭৭

Admitted Un-Starred Question No. 83

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Dev. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৬/২/২০০০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার তারকাচিহ্ন বিহীন ৯৯নং প্রশ্নোত্তরে নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিধানসভায় ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক বৎসরের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রাপ্ত সরকারী আর্থিক সাহায্যের যে হিসাব দিয়েছিলেন তার সাথে ঐ একই তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ কর্তৃক আনীত তারকা চিহ্নিত ১৪নং প্রশ্নোত্তরে মাননীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রদত্ত ঐ হিসাব সংক্রান্ত উত্তরের মধ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় ?

২। উপরোক্ত দুইটি প্রশ্নের একই বিষয়ের উপর প্রদত্ত উত্তরের অসামঞ্জস্য থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১। গত ১৬/২/২০০০ইং তারিখে বিধানসভায় দেয় মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার তারকা চিহ্ন বিহীন ৯৯নং প্রশ্নোত্তর এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ কর্তৃক আনীত তারকা চিহ্নিত ১৪নং প্রশ্নোত্তর এবং তাহার শুদ্ধরূপ নিম্নে দেওয়া হল।

আর্থিক বছর	১৪নং প্রশ্নের উত্তর			৯৯নং প্রশ্নের উত্তর			শুদ্ধরূপ		
	পরিকল্পনা খাত	অপরিকল্পনা বহির্ভূত খাত	মোট	পরিকল্পনা খাত	অপরিকল্পনা বহির্ভূত খাত	মোট	পরিকল্পনা খাত	অপরিকল্পনা বহির্ভূত খাত	মোট
১৯৯৬-৯৭	২৮২,৩৮	৩০০,০০	৫৮২,৩৮	২৮২,৭৩	৩০০,০০	৫৮২,৭৩	২৮২,৩৮	৩০০,০০	৫৮২,৩৮
১৯৯৭-৯৮	২১২,৮৯৪৯৩	৩২০,০০	৫৩২,৮৯৪৯৩	২০৬,৫৪৪৯৩	৩৩২,০০	৫৩৮,৫৪৪৯৩	২১২,৮৯৪৯৩	৩২০,০০	৫৩২,৮৯৪৯৩
১৯৯৮-৯৯	১৫২,৬৩	২২০,০০	৩৭২,৬৩	২৫২,৬৩	২২০,০০	৪৭২,৬৩	১৫২,৬৩	২২০,০০	৩৭২,৬৩

২। গননার ক্ষেত্রে ত্রুটির জন্য বিভিন্ন হিসাব দেখানো হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 84

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ইং সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে মে, ২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভূমিহীন, বাস্তুহীন জুমিয়াদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পের প্রজেক্ট ভিত্তিক কোন পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে কিনা ?

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে বিভাগ ভিত্তিক প্রজেক্টের সংখ্যা এবং কোন্ প্রজেক্টে কত জন বেনিফিসারী আছে, এবং

৩। ঐ প্রজেক্টগুলি মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা ঘোষিত ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৯৯ইং সনে ২৬শে জানুয়ারী হইতে গত এক বছরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে যে সকল বেনিফিসারীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	মহকুমা	প্রজেক্টের নাম	প্রকল্প	বেনিফিসারী	সংখ্যা
১)	সদর	কালাছড়া	চা প্রকল্প	৩৮	জন
	,,	রাঙ্গাছড়া	ঐ	৪৯	,,
২)	কৈলাশহর	নিশান চৌধুরী পাড়া	ঐ	৫১	,,
৩)	কাঞ্চনপুর	নবীনছড়া	ঐ	২৫	,,
৪)	বিলোনীয়া	মুণ্ডাপাড়া	ঐ	১৪	,,
			মোট :—	১৭৭	জন
৫)	খোয়াই	গয়ামনি বাড়ী	রাবার প্রকল্প	৬৪	জন
	,,	দক্ষিন পদ্মবিল	ঐ	৬	,,
	,,	তুইচিং রাইপাড়া	ঐ	৭৫	,,
	,,	পাগলারাড়ী	ঐ	—	,,
	,,	আখ্ডাবাড়ী			
	,,	তুইহাং চিং			
৬)	বিলোনীয়া	রামবাই বাড়ী	ঐ	২৪	জন
	,,	ঐ	ঐ	২০	জন
	,,	ডিমাতলী	ঐ	৩০	জন
৭)	সাব্রুম	ফুলছড়ি	রাবার প্রকল্প	৩০	জন
৮)	অমরপুর	রামভদ্র	ঐ	৩০	জন

১	২	৩	৪	৫	৬
৯)	অমরপুর	পতিছড়ি	ঐ	৩২	জন
১০)	আমবাসা	ধনিছড়া	ঐ	২০	জন
১১)	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনছড়া	রাবার প্রকল্প	২৭	জন
১২)	লংথরাইভ্যালি	এস কে পাড়া	ঐ	৪৯	জন
			মোট :—	৪০৭	জন
১৩)	কাঞ্চনপুর	মনপুই	কফি প্রকল্প	২৫	জন
১৪)	বিশালগড়	রামনগর	ফল উদ্যান প্রকল্প	০১	জন
১৫)	সোনামুড়া	ভেলুয়ারচর শিবনগর	ঐ	২৩	জন
১৬)	ধর্মনগর	বালিছড়া	ঐ	৫০	জন
			মোট :—	১০৪	জন

২। ঐ

৩। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starred Question No. 85

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয় এবং ঐ সময় উক্ত স্কীমে পারিবার পিছু কত টাকা বরাদ্দ ছিল।

২। পরবর্তীকালে কোন বছর স্কীমের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং কত টাকা করে, এবং

৩। প্রথম বছর হইতে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট কতজন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এবং ঐ বাবদ আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ কত ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয় এবং ঐ সময় উক্ত স্কীমে পরিবার পিছু ৫০০ টাকা বরাদ্ধ ছিল।

২। পরবর্তীকালে স্কীমের টাকার বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

	বৎসর		টাকার পরিমাণ
১)	১৯৭০-৭১	হইতে	১৯১০ টাকা স্কীমে
২)	১৯৭৫-৭৬	,,	৬৫১০ টাঃ ,,
৩)	১৯৮৫-৮৬	,,	৮০০০ টাঃ ,,
৪)	১৯৮৮-৮৯	,,	২৫০০০ টাঃ ,,
৫)	১৯৯২-৯৩	,,	৩০০০০ টাঃ ,,
৬)	১৯৯৭-৯৮	,,	৫৩,৫০০ টাঃ ,,

৩। প্রথম বছর হইতে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্য্যন্ত সর্বমোট ৪৭,৫৩৮ জন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। মোট আর্থিক ব্যয় ৩৩,৪৫,৯৪,০১০ টাকা। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

Statement Showing the Financial & Physical Achivement on Rehabilitation/ Settlement of Jhumias from the First Five Years Plan up Till 1995-96 (year wise)

Year	Amount (In lakhs)	No. of Families
1	2	3
1955-56	Rs. 9,40,500	1881
1956-57	Rs. 11,58,500	2317
1957-58	Rs. 15,47.500	3095
1958-59	Rs. 10,57,500	2115

1	2	3
1959-60	Rs. 7,95,000	1590
1960-61	Rs. 8,59,500	1719
1961-62	Rs. 5,81,500	1163
1962-63	Rs. 4,98,000	996
1963-64	Rs. 4,50,000	1008
1964-65	Rs. 5,04,000	1008
1965-66	Rs. 4,16,500	833
1966-67	Rs. 6,68,000	1336
1967-68	Rs 5,85,000	1170
1968-69	Rs. 4,96,000	992
1969-70	Rs. —	—
1970-71	Rs. 35,44,960	1856
1971-72	Rs. 19,99,770	1047
1972-73	Rs. 22,73,970	667
1973-74	Rs. 39,23,140	2054
1974-75	Rs. 2,90,320	152
1975-76	Rs. 73,72,530	1583
1976-77	Rs. 1,27,14,510	2341
1977-78	Rs. 1,26,35,910	1941
1978-79	Rs. 1,03,44,390	1589
1979-80	Rs. 1,13,53,440	1744
1980-81	Rs. 25,84,470	397
1981-82	Rs. 4,29,620	66
1982-83	Rs. 16,07,970	247
1983-84	Rs. 5,40,330	83
1984-85	Rs. —	—
1985-86	Rs. 13,04,000	163
1986-87	Rs. 54,72,000	709

1	2	3
1987-88	Rs. 29,76,000	372
1988-89	Rs. 7,00,00,000	2800
1989-90	Rs. 50,00,000	200
1990-91	Rs. 38,75,000	155
1991-92	Rs. 2,83,25,000	1133
1992-93	Rs. 1,98,30,000	661
1993-94	Rs. 1,76,70,000	589
1994-95	Rs. 2,19,00,614	837
1995-96	Rs. 3,08,40,000	1028
1996-97	Rs. 1,65,90,000	553
1997-98	Rs. 1,00,73,988	633
1998-99	Rs. 1,02,10,948	426
1999-2000	Rs. 93,73,630	457
GRAND TOTAL :	Rs. 33,45,94,010	47,538 F.

Admitted Un-Starred Question No. 86
Name of the Member :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান আওতাধীন কয়টি গ্রাম রয়েছে এবং ঐগুলিতে উপজাতি জনসংখ্যা কত ?

২। কোন্ বছর টি, এস, পি, চালু হয় এবং এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক)

৩। টি, এস. পি'তে কোন কোন স্কীম রয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান আওতাধীন মোট ৪ শত ৬২টি গ্রাম রয়েছে। আর উপজাতি জনসংখ্যা হল ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮ শত ৩২ জন।

২। ১৯৭৪-৭৫ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এস, পি, চালু হয়। ১৯৭৪-৭৫ সন থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্তবৎসর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাবে সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

৩। টি, এস, পি, এলাকায় যে সকল স্কীম রয়েছে তার নাম সংযোজনী 'খ'তে দেওয়া হল।

সংযোজনী—'ক'

INFORMATION IN RESPECT OF FLOW OF FUND TO TSP FROM STATE PLAN, SINCE 1974-75 TO 1999-2000

(Rs. in lakhs.)

Year	Outlay		Expenditure		Percentage
	Total State Plan	of which flow to TSP	Total State Plan	TSP	
1	2	3	4	5	6
1974-75	—	173.71	948.95	147.32	15.52
1975-76	1208.00	190.88	1225.22	224.52	18.32
1976-77	1456.00	250.00	1409.42	255.69	18.18
1977-78	1638.00	446.84	1388.74	325.03	23.40
1978-79	2410.43	517.11	2612.32	595.27	22.79
1979-80	2980.00	646.77	2955 85	659.27	22 30
1980-81	3981.00	955.74	3974.90	867.77	21.83
1981-12	4500.00	1239.44	4781.86	1224.22	25.60
1982-83	5000.00	1660.77	5719.31	1572.54	27.50
1983-84	5800.00	1786.14	7187.90	2160.14	30.05
1984-85	6800.00	2074.42	7607.44	2319.89	30.50
1985-86	8600.00	2642.48	9375.51	2700·06	28.80
1986-87	10500.00	3361.63	11506.08	3602.16	31.31
1987-88	12500.00	4280.74	13516.16	4326.92	32.01
1988-89	14400.00	4755.85	17009.79	5106.19	30.02
1989-90	16700.00	5378.23	17263.31	5234.24	30.32
1990-91	20000.00	7025.24	19460.07	6172.35	31.72
1991-92	22800.00	7064 24	22876.79	7035.17	30 75
1992-93	22000.00	6600.00	21793.87	6558.39	30.09
1993-94	21802.60	7200.00	22418.20	7159 33	31.93
1994-95	24466.00	8875.02	25743.43	8125.12	31.56
1995-96	29839.00	9317.66	30125.25	8620.82	28.61
1996-97	34691.00	10327.89	34691.00	10797.87	31.12
1997-98	40718.00	11839.11	40592.12	11180.11	27.54
1998-99	44000.00	12051.75	39224 98	11650.54	26.48
1999-2000	54572.00	14564.12	—	123399.37	

Information on Special Central Assistance Released by Govt. of India since 1974-75

The concept of tribal Sub-plan was enunciated from the year 1974-75 more and more attention have been given towards development of tribal areas in the successive five year plans. Since then to supplement the resources of the State Government the Govt. of India have been releasing Special Central Assistance to the State Govt. The Year wise release of SCA and its utilisation is given below.

(Rs In Lakhs)

Year	Amount released by G. O. I.	Expenditure incurred	Additional SCA released.	Expenditure incurred.
1	2	3	4	5
1974-75	8.00	7.450	—	---
1975-76	36.00	30.268		—
1976-77	58.00	49.130		—
1977-78	83.00	78 470	—	—
Total Vth Plan	185.00	165.318	- -	---
Annual plan				
1978-79	105.00	113.13	(includig unspent balance)	
1979-80	120.00	133.89	do	—
Total	225.00	247,02		
1978-80				
1980-81	112.58	108.06		
1981-82	129.00	133.12	(including unspent balance)	
1982-83	144.00	141.96		
1983-84	167.12	166,59		
1984-85	184.54	183,63		
Total VI th Plan (80-85)	737.24	733,90		

1	2	3		4	5
1985-86	234.17	229.65		—	—
1986-87	245.95	239.00		—	--
1987-88	248.80	243.13		—	- -
1988-89	249.28	241.05		—	--
1889-90	975.00	237.77		—	—
Total VIIth Plan	1253.20	1190,60		—	-
Annual Plan					
1990-91	335.50	399.12	(including unspent balance)		
1991-92	387,12	384.33		--	—
1992-93	371.94	365.18	43.00	43.00	—
1993-94	322.37	303.18	50.00	50.00	—
1994-95	380.09	358.78	99.92	—	—
1995-96	496.97	460.63	68.50	168.42	(including unspent balance
1996-97	594.48	671.32	(including unspent balance)		
Total VIIIth Plan	2165 85	2159.09	261.42	261.42	--
1997-98	660.00	610.00		- -	—
1998-99	741.77	791.77		(including unspent balance of Rs. 50.00 lakhs of 1997-98	
1999-2000	831.57 57	1067,50 (7236)		(Tentative allocation)	

CHAPTER—VI

Department wise Physical Target of 1999-2000 in TSP area

Item	Unit	Target
AGRICULTURE		
1. Integrated Cereal Development Programme		
i) Demonstration of Cropration	Acres	20

1	2	3
ii) Demonstration of IPM	Nos	20
iii) Farmers Training	Nos	5
iv) Distribution of wheat/paddy	Otl	480
v) Distribution Farm Implements on Subsidy (Builock Drawn/Manually operated	Nos	80
vi) Distribution of Power Tillers on subsidy	Nos	60
vii) Distribution of Pumpsets at Subsidy	Nos	60
viii) Distribution of Paddy Transplanier @33% Subsidy	Nos	2
ix) Distribution of Herbidice at 25% subsidy	Hact	106
2. Production of Quality Seed		
i) Paddy (Kharif up Land)	Mt	13
ii) Low Land Paddy (Kharif)	Mt	36
iii) Low Land Paddy (Rabi)	Mt	15
iv) Rape and Mastard	Mt	3
3. Establishment of Seed Bank of Bouns to Registered Growers for Production of Certified/T. L. Seed		
i) Upland H.Y.V. Paddy (Hira/Kaliga)	Mt	8
ii) Wasteland H.Y.V Paddy	Mt	35
iii) Rabi Oil Seed (Mustard)	Mt	20
iv) Testing Certification of Seed Samples (Including D.D.A. Research)	Mt	2700
National Pulses Dev. Project.		
i) Certified seed Production/seed vll 1 act	Otl	200
ii) Certified seed Distribution on subsidy	Otl	—
a) Blackgram (Kharif)	Otl	80
b) Cowpea	Otl	80

1	2	3
c) Moong	Otl	80
d) Arhar	Otl	40
Rabi Pulses		
i) Pea	Otl	120
Moong	Otl	80
Seed Minikit Distribution (Kharif)		
i) Black Gram	Nos	1440
ii) Cowpea	Nos	320
iii) Moong	Nos	560
iv) Arhar	Nos	400
Rabi Pulses		
i) Pea	Nos	800
ii) Gram	Nos	120
iii) Moong	Nos	200
Block Demonstrating		
Kharif	Hact	112
Rabi	Hact	116
4. Oil seed production programme :		
i) Distribution of Certified seed on subsidy		
a) Ground nut	Otl	120
b) Distribution of Minikits (Gound nut)	Nos	1200
c) Sesamum	Nos of kits	800
d) Rape and-Mustard	Nos of Kits	920
ii) Block Demonstration		
a) Ground nut	Hact	300
b) Sesamum	Hact	400

1	2	3
iii) Distribution of P.P. Equipments	Nos	80
iv) Distribution of Gypsusm/Pyrite/R.P	Hact	200
v) Training of Farmers	Nos	3
5. Accelerated maize Development Programme		
i) Field Demonstration	Acre	300
ii) Training of farmers on crop production Technology	Nos of Camps	14
6. Sustinable DIV of sugarcane based croppy system areas		
i) Field Demonstration	Hact	3
ii) Distribution of bullock drawn implements	Nos	17
iii) Farmers Training	No of Camps	3
iv) Seed Multiplication	Hact	2
7. Distribution of Quality Seed		
i) Distribution of H. V. paddy for the Bloocks (Rabi)	Mt	2.5
ii) Distribution of kharif paddy seed	Mt	20
iii) Distribution of wheat	Mt	31
iv) Distribution of Blackgram	Mt	0.50
v) Distribution of Arhar	Mt	0.50
vi) Distribution of Moong	Mt	1.00
vii) Distribution of Ground nut	Mt	3.00
8. Projeet for Popularisation of Manures and Fertilisers	Mt	12700
9. Testing of Soil Samples	Nos	500
10. Project for Plant Protection Services		
i) Area to be covered by P P Measures	Hact	10
ii) Distribution P P Chemicals	Mt	10
iii) Epidomic Control	Asper Necasity	—

1	2	3
iv) Formation of Plant Protection Squad	Nos	48
Testing of PP. samples of diffect Plan Protectin Chedmicals	Nos	14
Demonstration on IPM	Hact	24
11. Agricultural Extension and Farmers Training		
i) Monthly Training for SMS and other senior Officers at state level	Nos	4
ii) Monthly Training Programme to Agri Sector Officer etc	Nos	72
iii) Training for SMS outside State	Nos of Participent	4
iv) Training to Vlws	Nos	40
v) Training to farmers on Modern Agri Technology	Nos	24
vi) Agri Sector land training on crop protection	Nos of Camps	52
vii) Group discustion	Nos	506
viii) Demonstration	Nos	62
12. Minikit Distribution	Nos of Kits	2368
13. Crop Competition and Krishimela	Nos	6
14. B A D P		
Distribution of Power Tiller	Nos	63
Distribution of Pumpsets	Nos	70
15. Schemes for Development of Infrastructure in Rural Markets	Nos	6
16. Establishment 500 mt. Coldstorage	Nos	1
<u>Animal Resources Development</u>		
Animal to be treated	Nos in Lakhs	372

1	2	3
Vaccinatin to be performed	Nos in Lakhs	496
AI to be performed	Nos in Lakhs	0.388
Production of chicks	Nos in Lakhs	155
Distribution of chicks	Nos in Lakhs	248
Production of ducklings	Nos in Lakhs	0.62
Distribution of ducklings	Nos in Lakhs	062
Production of piglets	Nos	3100
Distribution of piglets	Nos	2604
Vaccination against F. M. D	In Lakhs	124
Beneficiaries special pig production (BADP)	Nos	31000
Forestry sector ;		
Soil conservatin (Forest)	Hact	100
Forestry & wildlife	Hact	2465
Trp & Pgp		
Plantatins (creation, Mtc. & Adv action)	Hact	9136
Education	Nos	1
M. M. Unit	Persons	27381
Co-operation		
Mnagerial subsidy to lampss	Nos of Society	56
Mnagerial subsidy to pacs & fss	Nos of Society	13
Share capital to pacs/fss	Nos of Society	13
Share capital to lamps	Nos of Society	56
Share capital to paex marketing	Nos of Society	2
Rural Development		
Trysem	No of Trainees	608
Dwcra	Groups	205
Domestic filter	Nos	35000
RWS.mark-II & III	Nos	280

	1	2	3
	Sanitary well	Nos	419
	RSP-Latrine	Nos	392
	IAY-houses	Nos	1818
	Village communication	Km	42
	Buildings	Nos	29
	PANCHAYETS		
	Assistance to panchyet	Nos	432
	PWD (roads & bridges)		
	Formation	Km	26
	Soling	Km	60
	Mateling	Km	60
	Carpeting	Km	70
	INDUSTRY & MINERALS		
	HANDLOOMS & HANDICRAFT DEV PROGRAMME		
1,	Assistance to primary weavers Co-operative society	Nos	5
2.	Assistance to Tripura Appex Weavers Co-operative Society (TAWCS) Ltd	No	1
3.	Pachra production project through TTAADC	No	1 ADC
4.	Assistance to handloom and handicrafts development corporation (THHDC)	No	1
5.	Assistance to diploma trainees in handloom	Nos	5
6.	No of beneficiaries to be covered under project package scheme	Nos Weaves	60

1	2	3
HANDICRAFT		
1. Assistance handloom and handicrafts development corporation	No	1
2. Beneficiaries to be covered under women handicrafts project through THHDC	Nos	100
SERICULTURE		
1. Integrated Seri Development Programme	Persons	465
2. Infractructure facilities	Reeling Units	3
3. Primary mulbarry rearers Co-operative Society (PMRCS) and service farms	Nos	4
SEICNCE, TECHNOLOGY & ENVIRONMENT :		
Boigas plant	Nos	30
Solar light	Nos	1300
Domestic lighting system	Nos	100
Distillation plants	Nos	15
Improved chulha	Nos	3000
Solar hot water plants	Nos	400 (LPD)
Cooker	Nos	15
I R E P	Nos	3
I C A T		
Readers corners for tribal youths	Nos	2
Group talk/meeting	Nos	372
Cinema show	Nos	62
Cultural function through LRS	Nos	46
Publication & Distribution of different languag News papers/Magazine etc.	Nos	62000
Const. & furnishing of tourist lodge	Nos	1
Beautificatin of tourist spots	Nos	1
Organisation of cultuarl functinn/prog.	Nos	248

1	2	3
ENERGY		
Power (R. E. Normal)		
Village Electrification	No	21
Intensive electrificatin		
II. K. V. Line	Km	13
L. T. Line	Km	77
II/O. 43 kv 23 kva s/s	No	12
ENERGY		
R. E. (Mnp) power :		
Intensive Electrification		
Vllage Electrifcation	Nos	13
II. KV. Line	Km	13
L. T. Line	Km	77
II/O. 40 k. v. 25 kva s/s	Nos	12
SCHOOL EDUCATION		
Elementary Education		
Primary	Nos	2244
Additional	Nos	20
Middle		
Additional	Nos	179
Secondary Education	Nos	11
High School	Nos	139
Additional	Nos	10
HS+2 Stage Total	Nos	53
Additional	Nos	3
Enrolment		
Primary-Boys	Nos	90.36
(I-V)-Girls	Nos	67.95
Middle Boys	Nos	20.68
(VI-VIII)-Girls	Nos	13.54

1	2	3
SECONDARY EDUCATION		
Boys	Nos	1010
(IX-X)-Girls	Nos	508
Hs+2 Stage		
Boys	Nos	233
(XI-XII) Girls	Nos	095
SOCIAL EDUCATION		
Welfare of Handicrafts	Nos	155
Old Age Pension	Nos	10000
Assistance of voluntary organisatio ns	Organisation	3
Assistance to Tribal homes	Nos	1
IRRIGATION & FLOOD CONTROL		
Minor Irrigation	Hact	1565
HEALTH		
Sub-Centres	Nos	5
Primary Health Centres	Nos	10
FISHERY DEPARTMENT		
1. Revitalisation and support to fishermen Co-operative Societies.		
A) Share capital contribution	Nos	3
B) Managerial subsidy	Nos	3
C) Adoption of NCDC scheme	No	1
2. Welfare for fishermen families		
A) Housing facilities to poor fishermen	Nos	20
B) Drinking water facilities	Nos	1
C) Group accident insurance for the members of fishermen co-operative societies	Nos	10000
3. Fish farmers development agencies		
A) Construction of ponds as per model "B" of NABARD	Hact	5

1	2		3
B) Reclamation/renovation of suitable water area as per model 'A' of NABARD	Hact		5
C) i] Composite/semi intensive fish culture/ comprehensive acqua culture in 2 blocks per district under model 'C' including stock insurance	Hact		60
ii] Fish stock insurance	Nos	500	Spillover works new & spillover
D) Training programme for fish farmers			
i] Qtly training camp for fish farmers to be organised in an unit of 6 gao sabhas	Nos	280	Do
ii] Fish farmers training for 7 days	Nos	24	As per requir festi etc.
4. Extension, Information, Education and Training			
A) No. of candidates at TFTI udaipur	Nos		10
B) Participation in mela/special exhibition at block level	Nos		10
5. Scheme for Development of Reservoir			
A) Stocking of dumbur reservoir from deptt farms.	Lakhs		10
B) Stocking of river	Lakhs		5
C) Harvesting of fish from gomoti reservoir	MT		50
TRIBAL WELFARE DEPARTMENT			
Infrastructure facilities	No of project		1
Boarding house stipend	Students		6750
Pre-matric scholarship	Students		37000
Additive to post-matric scholarship	Students		200
Stipend to trainees at ITI/GNM MPW	Trainees		120
Grants to sponsored students outside state	Nos		50
Book grant cum-outfit allowance	Nos		75
Merit award to meritorious students	Nos of STU		2200
Construction of Ashram School	Spillover works		—

1	2	3
Const. of girl's hostel	1 new & spillover	—
Const. of boys hostel	—do—	—
Renovatln/reapirs of hostels	As per requir	—
Folk arts, culture, publicity & festivals	Mela Exhi, festi etc.	Mela, faxhi fesival
Spl coaching in core subject	No of centres	40
Supply of Free text books	No of student	170000
Supply of Furniture/utensils to hostels	Nos of B. H	10
Bigyan darshan	Nos of persons	50
Share capital of ST corporation	Nos	400 shares
Land purchase scheme	Families	2 families
Aid to NGO'S	No of organi	5 org
Restoration assistance	No of fami	50 fam
Nucleus budget	Need Based	Need based
T. T. A. A. D.C.		
AGRICULTURE		
Extension & Farmers Training	Nos	1822
Training and Education	Nos	2613
Plant Protection Services	Hact	26
Pulses & oil seeds	Nos	1344
Development of market	Nos	13
Vegetable cultivation	Nos	18
MINOR IRRIGATION		
Scheme for minor irrigation	Nos/KM.	34
ANIMAL HUSBANDDRY		
Mobile veterinary unit	Unit coti	4
Vety. Education & training	Nos	965
Distribution of pigs to pig farmers	Unit	200
Pig breeding farm	Nos	3
Self employment through broiler farming	Unit	15
Distribution of goats to poor women	Unit	250
Special livestock programme	Nos	500

1	2	3
FISHERIES		
Strengthening of fisheries organisation	Nos	1
Production of fish seeds/fingerlings	Lakhs	700
Training and education	Nos	15
Extension and information	Nos	6
FOREST :		
Development of park	Nos	3
Development of rubber	Hact	20
CO-OPERATION :		
Working capital to ADC employees consumers Co-operative Society	No	1
INDUSTRIES		
ING. TRG. Centre	No of centre	38
No. of trainees	Nos	380
Sericulture no of beneficiaries		
A) Plantation	Nos	250
B) Rearing house	Nos	70
Distribution of yarn	Nos of benefi	24390
Assistance to village artisans	--Do—	500
A) Rearing House	Nos	70
SCHOOL EDUCATION		
Starting of new J. B. School	Nos	5
Educational excursion of primary school children	Nos	16
Holding of educational conference	Nos	16
Supply of furniture/teching equipement	Nos	600
Repairs of existing J B./Primary School	Nos	16
Supply of sports goods	Nos	32

1	2	3
Ovservation of teacher's day	Nos	16
Holding of annual sports	Nos	172
Starting of model school	Nos	65
Organisation of training prog J. B./Primary School	Nos	250
Residential School	No	1
Repair of exsisting J. B. School	Nos	16
Drinking water facilities	Nos	160
Develoment of kakborok language	Nos	2
Strengtheing of J. B. School	Nos	16
Development of Kakborok Language	Nos	2 Publication
COMUNICATION		
Const of new foot track/hand carp/ jeepable road	Nos	10
Improvement of Block/ADC roads and Reconstruction of culvert	Nos	20
Construction of foot bridge	No	10
Improvement of transferred road/culvert	Nos	10
SOCIAL EDUCATION		
Starting of new Edn. centes	Nos	2
Strengthening of exisisting S. E. centres	Nos	9
Supply of learning materials	Nos	400
Observance of special days	Nos	3
Block level exhibition	Nos	I
Organisation of holiday camp	Nos	50
Training prog of Jr. S. E. O/sector officer	Nos	4
Supply of library books	Nos	3
Strengthening of supervision	Nos	3

1	2	3
Supply of furniture	Nos	3
Special programme to development centres as Model Centres	Nos	50
HEALTH		
Const/renovation/repair of ORS Hospital	No	1
Distribution of medicine to poor patients	Nos	30000
Organisation of health camp	Nos	10
Training of VHGS.	Nos	30
ICAT.		
Const of tribal cultural centre	Nos	4
Supply of musical instruments	Nos	160
Folk arts/mela/festivals/adv. etc	Nos	20
Tribal research	Nos	125
SPORTS & YOUTH PROGRAMME		
Supply of sports material/org of sports	Nos	5
SCIENCE & TECHNOLOGY		
Generation of awareness among people on SC tech and environment	Nos	15
WELFARE OF ST		
Sowing & weeding	No of Beneficiaries	30000
Harvesting	No of Benefiaries	30000
Preparation of land	No of Benifiaries	30000
Supply of paddy seeds	No of Benefiaries	30000

1	2	3
Const. of tribal rest house	No	1
J. R. S (Based on rubber plantation)	Families	232
Nucleus budget	Families	6000
JRS. therough Tea Plantation	Hact	10
Codification of customary laws for tribals	Groups	12
Orientation training on various TW. courses/schemes	Nos	5
Special incentive for tribal areas	Nos	20
Demonstration for improved methods of cultivation	Nos	100
Menure & fertiliser/pestisides	Nos	2000
Assistance for business	Nos	191
RURAL DEVELOPMENT		
Training of tribal youths for self employment (TRYSM)	Nos	50
Council rural employment programme (crep)	Mandays	164825
DIRECTION & ADMINISTRATION		
Const of zonal/sub-zonal offices	Nos	10
Running cost (including transport contingenices)	Nos	90

Admitted Un-Starred Question No. 87

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the TRP & PGP Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ থেকে এ যাবত কতজন আদিম জাতির পরিবারকে পি, জি, পি, স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তাতে এ যাবত কত টাকা ব্যয় হয়েছে (বছর ভিত্তিক)

1	2	3

২। পি, জি, পি, স্কীমে পুনর্বাসন প্রাপ্তদের কি কি স্কীম দেওয়া হয়ে থাকে ?

৩। আর কত পরিবার আদিম জাতি পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে এবং কবে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্য্যন্ত ১১৬৩৫ পরিবারকে পি, জি, পি, স্কীমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, এবং এ বাবত মোট ২১৯০.২২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বছর ভিত্তিক খরচ নিম্নে দেওয়া হল—

বছর	পি, জি, পি, স্কীমে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	লক্ষ টাকা হিসাবে
১। ১৯৮৩-৮৪ইং	৪৭ ৬৯	লক্ষ টাকা
২। ১৯৮৪-৮৫ইং	৫৬.৬৯	"
৩। ১৯৮৫.৮৬ইং	১০২.০০	"
৪। ১৯৮৬-৮৭ইং	১০৮ ৭৭২	"
৫। ১৯৮৭-৮৮ইং	১০৩.৬২৫	"
৬। ১৯৮৮-৮৯ইং	৬৫.৪০৩	"
৭। ১৯৮৯-৯০ইং	৯৭.৯৮৬	"
৮। ১৯৯০-৯১ইং	১০৬ ৭৪৬	"
৯। ১৯৯১-৯২ইং	১৬০.৪২৩	"
১০। ১৯৯২-৯৩ইং	২০৪.৭৭২	"
১১। ১৯৯৩-৯৪ইং	১১৮.৬৮	"
১২। ১৯৯৪-৯৫ইং	২১৩.৭৫৪	"
১৩। ১৯৯৫-৯৬ইং	১৫১.৬৫১	"
১৪। ১৯৯৬-৯৭ইং	১১৮.১০৩	"
১৫। ১৯৯৭-৯৮ইং	১১১.৫২	"
১৬। ১৯৯৮-৯৯ইং	১১৫ ৬৭৬	"
১৭। ১৯৯৯-২০০০ইং	২৩৬.০৩৪	"
	মোট—২১১৯.২২৫	

২। নিম্নলিখিত কাজগুলি বর্তমানে পরিবার ভিত্তিক দেওয়া হচ্ছে।

১) প্রত্যেক পরিবার পিছু ১.৫ হেঃ পরিমিত জায়গায় সেগুন বাগান এবং বাড়ীর সংলগ্ন জায়গায় ০.২০ পরিমিত জায়গায় ফলের বাগান।

২) প্রত্যেক পরিবার পিছু পশু পালন বাবত নগদে ১০০০ টাকা।

৩) বিদ্যালয়ে পাঠরত বেনিফিসারী ছেলে মেয়েদের প্রতি পরিবার পিছু ২ জনকে School Dress বাবদ ১০০ টাকা নগদে দেওয়া হয়।

৪) প্রতি পরিবার পিছু ৬ মুঠা করে সূতা বিতরণ।

৫) পি, জি, পি, মোবাইল Medical এর মাধ্যমে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ।

৬) ইচ্ছুক বেনিফিসিয়ারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

৭) গৃহ সংস্কার বাবত ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়।

৮) মৎস্য চাষের জন্য জলাধার সংস্কার করে দেওয়া হয়।

৯) House hold Electric Connection।

১০) চাষের জন্য হালে বলদ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া সমষ্টিগত ভাবে নিম্নলিখিত কাজ করে দেওয়া হয়।

১) যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা সংস্কার।

২) Community Hall

৩) পানীয় জলের জন্য কূয়া খনন।

৪) সমষ্টিগত ভাবে (যদি জায়গা পাওয়া যায়, মৎস্য চাষের জন্য Water Reservier করে দেওয়া হয়।

৩। আরও প্রায় ১১ হাজার পি, জি, পি, পরিবার এখনো আদিম জাতির পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে, এবং সমস্ত পরিবারদেরকে এ ধরণের সুযোগ প্রদান করতে হলে বেশ-কিছু বছর সময় লাগবে।

Admitted Un-Starred Question No. 90

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the U. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত চার বছরে আগরতলা পৌর পরিষদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন তাদের নাম কি?

২। ডাই-ইন-হারনেস স্কীমে আবেদন করা সত্ত্বেও উক্ত মৃত কর্মচারীদের মধ্যে যে সকল পরিবারের সদস্যকে পৌর পরিষদে এখনও চাকুরীর নিযুক্তিপত্র দেওয়া হয় নাই তাদের নাম ঠিকানা কি ?

৩। এখনও পৌর পরিষদে উক্তদের চাকুরীর নিযুক্তিপত্র না দেওয়ায় কারণ কি, এবং কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। গত চার বছরে আগরতলা পৌর পরিষদে যে সকল কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন তাদের নাম ও মারা যাওয়ার তারিখ সহ তালিকা এতদ্‌সঙ্গে দেওয়া হল। (তালিকা—ক)

২। ডাই-ইন-হারনেস স্কীমে আবেদন করা সত্ত্বেও মৃত কর্মচারীদের মধ্যে যে সকল পরিবারের সদস্যকে পৌর পরিষদ এখনও চাকুরীতে নিযুক্তিপত্র দেয় নাই তাদের নাম ঠিকানা এতদ্‌সঙ্গে দেওয়া হল। (তালিকা—খ)

৩। আগরতলা পুর পরিষদে চাকুরী দেওয়ার বিষয়টি পরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

তালিকা—ক

আগরতলা পুর পরিষদে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া কর্মচারীদের নাম ও মারা যাওয়ার তারিখ (গত চার বছরে) :—

ক্রমিক নং	মৃত কর্মচারীর নাম	মারা যাওয়ার তারিখ
১।	বিমল কান্তি দাস	০৬-০৫-৯৬
২।	বুধুয়া হরিজন	০৭-০৫-৯৬
৩।	সদানন্দ হরিজন	২৮-০৮-৯৬
৪।	সুশীল শীল	২৮-০৮-৯৬
৫।	বিধুভূষণ দেবনাথ	১৩-১০-৯৬
৬।	বাজবলি হরিজন	২৪-১১-৯৬
৭।	নিতাই লস্কর	২৬-১১-৯৬
৮।	বিধুভূষণ সরকার	১২-১২-৯৬
৯।	যমুনা হরিজন	১৭-১২-৯৬
১০।	লক্ষ্মী সিনহা	১৮-১২-৯৬

১	২	৩
১১।	শ্রীমন্ত শীল	২১-০১-৯৭
১২।	পরিমল সূত্রধর	০৮-০৩-৯৭
১৩।	প্রভাত সরকার	১২-০৩-৯৭
১৪।	শংকর দত্ত মজুমদার	১৯-০৩-৯৭
১৫।	নারায়ন আচার্য	২১-০৩-৯৭
১৬।	অমরকৃষ্ণ দত্ত	০১-০৫-৯৭
১৭।	রমেশ ধানুক	২৬-০৮-৯৭
১৮।	বিশ্বরঞ্জন দাস	৩০-০৮-৯৭
১৯।	মরিয়ম বিবি	০১-০৯-৯৭
২০।	প্রেমদা সুন্দরী দেবনাথ	৩০-০৯-৯৭
২১।	স্বদেশ মজুদার	২৩-১১-৯৭
২২।	গোপাল দেব	১৮-০৩-৯৮
২৩।	তরনীকান্ত দাস	২০-০৪-৯৮
২৪।	বিক্রম হরিজন	০৫-০৫-৯৮
২৫।	গৌর গোপাল ভট্টাচার্য্য	২১-০৫-৯৮
২৬।	মনোরঞ্জন পাল	০৯-০৭-৯৮
২৭।	গঙ্গা চৌহান	৩১-০৭-৯৮
২৮।	মীন বাহাদুর রানা	৩০-০৮-৯৮
২৯।	অনিল দাস	২৫-১০-৯৮
৩০।	হেমন্ত দেববর্মা	০৪-১১-৯৮
৩১।	অমু গুহাই	২৯-১১-৯৮
৩২।	শংকর গুপ্ত	১৯-১২-৯৮
৩৩।	বিভা দেববর্মা	২৫-০১-৯৯
৩৪।	কমলকান্ত চন্দ	০৪-০৩-৯৯
৩৫।	দীনেশ চন্দ্র দত্ত	০৬-০৩-৯৯
৩৬।	কাজল দেব	২৭-০৫-৯৯
৩৭।	আব্দুল হামিদ	১৩-০৬-৯৯
৩৮।	কানাইলাল ধানুক	২৫-০৬-৯৯
৩৯।	অবিনাশ ঋষিদাস	২৮-০৮-৯৯

১	২	৩
৪০।	বলরাম দাস	০৪-১১-৯৯
৪১।	বাচ্চু হরিজন	১৪-১১-৯৯
৪২।	হর কুমার সরকার	০৩-০৩-২০০০
৪৩।	রাখাল দাস	২৬-০৩-২০০০
৪৪।	প্রফুল্ল দেবনাথ	০৯-০৪-২০০০
৪৫।	কাদের মিঞা	২৬-০৪-২০০০

তালিকা—খ

আগরতলা পুরপরিষদে কর্মরত অবস্থায় মৃত ব্যক্তিবর্গের নাম ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের নাম যাহাদের চাকুরী প্রদান করা হয় নাই।

ক্রমিক নং	মৃত কর্মচারীর নাম	ডাই-ইন হারনেসে চাকুরী পাবার যোগ্য ব্যক্তির নাম	ঠিকানা
১।	বিমল কান্তি দাম	নন্দলাল দাম	অভয়নগর, আগরতলা।
২।	বিধুভুষণ সরকার	জয়ন্ত সরকার	বিদুরকর্তা চৌমুহনী, আগরতলা।
৩।	ফরিজ মিঞা	আবেদা খাতুন	ভাটি অভয়নগর, আগরতলা।
৪।	লক্ষী সিন্হা	রত্না সিন্হা	ভাটি অভয়নগর, আগরতলা।
৫।	বিধুভুষণ দেবনাথ	রাধারানী দেবনাথ	দুর্গা চৌমুহনী, আগরতলা।
৬।	পরিমল সুত্রধর	উত্তম সুত্রধর	বেলাবর, অরুন্ধতীনগর।
৭।	নিতাই লস্কর	নরেন্দ্র লস্কর	ধলেশ্বর রোড নং ১৪, আগরতলা।
৮।	রমেশ ধানুক	নির্মলা ধানুক	ভেলুয়ারচর, কলমছেড়া।
৯।	শংকর দত্ত মজুমদার	তন্দ্রা দত্ত মজুমদার	ইন্দ্রনগর কলোনী, আগরতলা।
১০।	নারায়ন আচার্য্য	আশীষ আচার্য্য	কলেজটিলা, যোগেন্দ্রনগর।
১১।	অমরকৃষ্ণ দাস	শিশু দাস	টাউন বড়দোয়ালী, আগরতলা।

১	২	৩	৪
১২।	প্রভাত সরকার	অজন্তা সরকার	নন্দননগর, পঃ ত্রিপুরা।
১৩।	স্বদেশ মজুমদার	সমীর মজুমদার	প্রগতি রোড, আগরতলা।
১৪।	মরিয়ম বিবি	সিরাজুল ইসলাম	ভাটি অভয়নগর, আগরতলা।
১৫।	গৌর গোপাল ভট্টাচার্য	রাজগোপাল ভট্টাচার্য	রাধানগর, আগরতলা।
১৬।	গোপাল দেব	গৌতম দেব	কলেজটিলা, আগরতলা।
১৭।	মনোরঞ্জন পাল	অর্চনা পাল	শৈর্খা বস্তি, আগরতলা।
১৮।	অনিল দাস	মিনারানী দাস	টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।
১৯।	হেমন্ত দেববর্মা	রাজেশ দেববর্মা	কৃষ্ণমোহন কোবরা পাড়া, ত্রিপুরা।
২০।	অনু গুহাই	জ্যোৎস্না গুহাই	কৃষ্ণনগর, আগরতলা।
২১।	শংকর গুপ্ত	সম্পদ গুপ্ত	অভয়নগর, আগরতলা।
২২।	কমলকান্ত চন্দ	স্বপন চন্দ	চাঁদিনামুড়া, আগরতলা।
২৩।	বুধুয়া হরিজন	রাজু হরিজন	হরিজন কলোনী, বড়জলা।
২৪।	দিনেশ চন্দ্র দত্ত	সুব্রত দত্ত	পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা।
২৫।	আব্দুল হামিদ	নজরুল ইসলাম	ভাটি অভয়নগর, আগরতলা।
২৬।	কানাইলাল ধানুক	জাহ্নবী ধানুক	কালিকাপুর, আগরতলা।
২৭।	অবিনাশ ঋষিদাস	শ্রীদাম ঋষিদাস	আড়ালিয়া, আগরতলা।
২৮।	কাদের মিঞা	ঝর্ণা বেগম	ভাটি অভয়নগর, আগরতলা।
২৯।	রাখাল দাস	অলক কুমার দাস	প্রতাপগড়, আগরতলা।

Admitted Un-Starred Question No. 92
Name of the Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the U. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সাংসদ তহবিলের টাকা জেলা শাসকের মাধ্যমে পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কার্যে ব্যয় হয়েছে ?

২। সাংসদ তহবিল চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত (৫-৬-২০০০) কোন্ পৌর সভায় ও কোন্ কোন্ নগর পঞ্চায়েত কত টাকা পেয়েছেন ?

৩। ৫ই জুন ২০০০ সাল পর্যন্ত পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েতের হাতে কত টাকা অব্যয়িত আছে ? (প্রতিটি পৌর সভা ও নগর পঞ্চায়েতের আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সাংসদ তহবিল চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত (৫-৬-২০০) আগরতলা পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ নিম্নরূপ—

লোক্যাল বডির নাম	প্রাপ্ত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকায়)
১। আগরতলা পুর পরিষদ	২১৭.৩৯
২। নগর পঞ্চায়েত	
ক) ধর্মনগর	১০.০০
খ) কৈলাশহর	০০
গ) কুমারঘাট	৭ ১১৬৬৪
ঘ) কমলপুর	২.০০
ঙ) খোয়াই	৬.৫১
চ) তেলিয়ামুড়া	তথ্য সংগ্রহাধীন
ছ) রানীরবাজার	৪১.৫৭
জ) সোনামুড়া	০০
ঝ) উদয়পুর	৩.০০
ঞ) অমরপুর	০০
ট) সাব্রুম	তথ্য সংগ্রহাধীন
ঠ) বিলোনীয়া	২০.০০
মোট—	৩০৭ ৫৪৬৬৪

৩। ৫ই জুন ২০০০ পর্যন্ত আগরতলা পুর পরিষদ এবং বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের নিকট সাংসদ তহবিলের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :—

লোক্যাল বডির নাম	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১। আগরতলা পুর পরিষদ	১০৯.০০

১		২
২। নগর পঞ্চায়েত		
ক)	ধর্মনগর	০০
খ)	কৈলাশহর	০০
গ)	কুমারঘাট	৭·১১৬৬৪
ঘ)	কমলপুর	০০
ঙ)	খোয়াই	২·১২৯৭
চ)	তেলিয়ামুড়া	তথ্য সংগ্রহাধীন
ছ)	রানীর বাজার	৯ ৬৭
জ)	সোনামুড়া	০০
ঝ)	উদয়পুর	০০
ঞ)	অমরপুর	০০
ট)	সাব্রুম	তথ্য সংগ্রহাধীন
ঠ)	বিলোনীয়া	
	মোট-	১২৭,৯১৬৩৪

Admitted Un-Starred Question No. 117

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চেবরী পি· এইচ· সি- নির্মান কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

২। কবে নাগাদ চেবরী পি· এইচ· সি-টি চালু করা হবে এবং

৩। ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের জন্য কতটি শয্যার ব্যবস্থা করা হবে ?

১। হঁ্যা, চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মান কার্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

২। চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩। চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন রোগী ভর্তি করা হয় না, কেবলমাত্র অবজারবেশন রোগীদের জন্য ২ (দুই)টি থেকে ৪ (চার)টি শয্যা থাকবে, কারন এটি নিউ নরম প্রাথমিক হাসপাতাল।

Admitted Un-Starred Question No. 121

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩০ জুন, ২০০০ইং পর্য্যন্ত কত সংখ্যক উপজাতি পরিবার বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি অ-উপজাতিদের নিকট থেকে ফেরৎ পেয়েছেন তার সংখ্যা (নামসহ পূর্ণ ঠিকানা) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 122

Name of the Member .— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Departmen be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা কত ?

২। বর্তমান অর্থ বৎসরে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে কিনা ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা ৫৫টি।

২। বর্তমান বৎসরে শয্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 145

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-chareg of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমায় তুলাশিখর পি· এইচ সি-তে বর্তমানে ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা কতজন ?

২। তুলাশিখর পি. এইচ. সি-টিতে রোগীদের জন্য বর্তমানে কোন শয্যা-এর ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স, ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল :—

ডাক্তার—২	নার্স—৪
ফার্মাসিষ্ট—১	এম. পি. ডবলিও—১ জন (মেইল)
জি. ডি এ—১	
সুইপিং এবং ক্লিনিং এসিষ্টেন্ট—২	অর্ডারলি—১

২। তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের জন্য বর্তমানে কোন শয্যার ব্যবস্থা নাই। তবে রোগীদের অবজারবেশনের জন্য ২টি শয্যা আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on thursday, the 13th July, 2000 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarker Hon'ble Speaker in the Chair. The Deputy Speaker 16, Ministers, and 36 members

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, I received a letter on the 12th july, 2000 from the Hon'ble Chief Minister of Tripura that the 43rd meeting of the North-Eastern Council (NEC) is scheduled to be held on 14th July, 2000 in New Delhi. Being a member of this council the Hon'ble Chief Minister will proceed to Delhi on 13th July, 2000 to attend the said meeting.

Under the circumstances the Hon'ble Chief Minister hereby authorises Sri Anil Sarkar, Minister for Education, S C & O. B. C. welfare Departments to perform duties as Leader of the house and responsibilities of the business relating to the Tripura Legislative Assembly in respects of the departments held by the Hon'ble Chief Minister during his absence in the House on 13th and 14th July, 2000.

QUESTIONS AND ANSWER

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয়কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৯

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৯ স্যার।

প্রশ্ন

1 What is the total number of Contingency / D, R W staff are there both at Delhi and Calcotta Tripura Bhawans;

2 When they are likely to be regularised ?

3. If not, the reason there of ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ভবন, নিউ দিল্লী এবং ত্রিপুরা ভবন, কলিকাতার কন্টিনজেন্ট এবং ডি, আর, ডব্লিউ টোট্যাল স্টাফের সংখ্যা হচ্ছে ৩৩।

২। নিউ দিল্ল, ত্রিপুরা ভবন এবং কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনের কন্টিনজেন্ট এবং ডি, আর, ডব্লিউ স্টাফের রেগুলারাইজেশানের ব্যাপারটি পরীক্ষাধীন আছে।

৩। এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৩৩ জন ডি, আর, ডব্লিউ এবং কন্টিনজেন্ট স্টাফ আছেন, তাদের মধ্যে কতজন স্থানীয় অর্থাৎ কলিকাতার বাসিন্দা বা নিউ দিল্লীর বাসিন্দা এবং কতজন ত্রিপুরা থেকে কন্টিনজেন্ট এবং ডি, আর ডব্লিউ হিসাবে নিযুক্ত আছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী :— এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। প্রধানতঃ এইসব কর্মচারীরা স্থানীয়ই হয়ে থাকে। কিছু কিছু ত্রিপুরার থেকে যায়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কথা ঠিক কিনা যে ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারীরা আগে এস, এ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ছিল এখন কি আলাদা হয়েছে কিনা, আর যদি এস, এ, ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে হয়ে থাকে তাহলে এস, এ ডিপার্টমেন্টের নিয়ম অনুসারে তাদের প্রমোশন, রেগুলারাইজেশান কেন হবে না ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— তারাতো কন্টিজেন্ট, ডি, আর, ডব্লিউ, তারা এখনও রেগুলার হয়নি। প্রথমে রেগুলারাইজেশানের প্রশ্ন তারপরে আসে প্রমোশনের প্রশ্ন, রেগুলারের প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা **:—** আমি রেগুলার স্টাফের কথা বলছি।

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— রেগুলার স্টাফের উত্তরটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:—** এই যে, কন্টিনজেন্স ডি আর ডবলিউ যারা আছেন তারা ফিকস্টতো একটা বেতন পাচ্ছেন, এছাড়া আর কি কি সুযোগ সুবিধা তাদের আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এই তথ্য আমার এখানে নেই।

শ্রী রতনলাল নাথ **:—** স্যার, এ প্রশ্নটা রিলেটেড প্রশ্ন, এই তথ্য থাকার কথা, এটাতো আলাদা প্রশ্ন নয়। এখানে ডি, আর, ডবলিউদের ব্যাপারে প্রশ্ন এসেছে। আমার প্রশ্নটাও হচ্ছে তাদের কি কি সুযোগ সুবিধা আছে তা নিয়ে। তাহলে তথ্য থাকবে না কেন ?

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কন্টিনজেন্সি যারা আছে তারাতো নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে থাকে। কাজেই তাদের আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমরা এই ধরণের কন্টিনজেন্সি যারা আছে তাদেরকে ছুটি ছাটা এবং কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা রিসেন্টলী ঘোষণা করেছি। এখন সেগুলি সেখানে কিভাবে ইনট্রোডিউস হয়েছে সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে আছে। যা নাকি আপনাদের আমলে যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থাতেই আছে।

স্পীকার **:—** মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেঁচারথল) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৯

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে টি পি এস আলু বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে তাহা বহিঃরাজ্যে বিক্রয় করা হয় কি না?

৩। রাজ্যে টি পি এস আলুবীজের চাহিদা মিটানো হয় কি না?

৪। বহিঃরাজ্যে বীজ বিক্রয় করে বার্ষিক কত টাকা আয় হয়?

৫। অন্তরাজ্যে বার্ষিক কত টাকা বিক্রয় হয়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্যে টি পি এস আলুবীজ উৎপাদন করা হচ্ছে।

২। হ্যাঁ, বহিঃরাজ্যে টি পি এস আলু বীজ বিক্রি করা হয়।

৩। রাজ্যের কৃষকদের টি পি এস আলুবীজের চাহিদা মিটানো হয়।

৪। গত আর্থিক বছরে ১৯৯৯-২000 ইং সনে বহিঃরাজ্যে টি, পি, এস আলুবীজ বিক্রয় করে ২,৪২,৭২০ টাকা আয় হয়েছে।

৫। গত আলুর মরসুমে রাজ্যে মোট ২৪,৬৫,৭৭২ টাকার টি পি এস আলুর বীজ বিক্রয় করা হয়।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, পি, এস আলু যেটা এখানে উৎপাদন করা হয় সেই উৎপাদনকে রাজ্যে আরও বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং উৎপাদিত টি, পি, এস আলুবীজ বিক্রী হয় না এরকম আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, টি পি এস আলু বীজ এই রাজ্যে উৎপাদন শুরু হয় মূলত ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে। এর পর থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতি বছরই উৎপাদন হচ্ছে। এখন আমাদের রাজ্যের কৃষকদের যে পরিমানে টি, পি, এস আলুর বীজ দরকার হয় সেটা আমরা পূরণ করতে পারছি এ ছাড়াও একটা অংশ আমরা বাইরে বিক্রী করছি এবং এভাবে আমরা কিছু আয় করছি। আর অল্প যা কিছু বাকী থাকে সেটা আমাদের এখানকার কৃষকদের যাতে অন্য আলুর বীজের উপর নির্ভরশীল হতে না হয় এবং টি, পি, এস আলুর বীজের মাধ্যমে উৎপাদন যাতে আরও বেশী করানো যায় তার জন্য আমরা এখানকার কৃষকদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তারপরও দেখা যায় কিছু বাড়তি থেকে যায় সেগুলি আমরা স্টোরে রেখে দিচ্ছি এবং প্রতি বছর এটা কাজে লাগানো হচ্ছে এবং বাইরের বাজার যাতে আরও বেশী পেতে পারি সেদিকে আমরা নজর রাখছি।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, পি, এস, আলুবীজ প্রতি ৫0 গ্রাম বা

১০০ গ্রাম বা কেটা কিভাবে বিক্রি করা হয় তার দাম কত, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ – মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে এই আলুবীজটা কিভাবে কত গ্রাম হিসেবে এবং কত দামে বিক্রী করা হয় সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই, আমি পরে সেটা জানাতে পারব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টি. পি, এস আলুবীজ এর ফলন বেশী এবং এগুলি রোগাক্রান্ত হয় কম। কিন্তু এখনো এই টি, পি, এস আলুবীজ ব্যবহার তেমনভাবে বৃদ্ধি হয়নি। যে কারণে বহিঃরাজ্য যেমন অরুনাচল প্রদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলুবীজ আমদানী করতে হয়। এটা ব্লকস্তরে কৃষকদের মধ্যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না বা আগামী দিনে ব্যাপকহারে এই টি, পি, এস. আলুবীজ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, যাতে বাইরের আলুবীজের উপর নির্ভরশীল হতে না হয় তার জন্য আমরা এখানকার কৃষকদের টি পি, এস আলু কিভাবে চাষ করতে হবে সে সম্পর্কে কৃষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে প্রতি ব্লকে ১০০ জন করে ৩৮টা ব্লকে প্রায় ৩৮০০ জনকে প্রতি বছর ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আর এটাতো টেকনিক্যাল ব্যাপার, এটাতে চট করে তো কৃষকদের অ্যাবজর্ব় করা যায় না। আস্তে আস্তে তাদের মানসিকতা তৈরী করার জন্য উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

নেপথ্যে—

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- এটা ঠিক, তবে একবার আরম্ভ করে দিলে আর বন্ধ করতে চাইবে না।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোর পুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আলু চাষের সময় দেখা যায় প্রয়োজনীয় সার যেমন পটাশ, সুপার ফসফেট, এই সব সারের অভাব দেখা যায়। কাজেই এই সময় এই সব সারের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়। এ ব্যাপারে আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৯

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৯

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ফার্ম এর সংখ্যা কত ?

২। এই ফার্মগুলিতে পশু চিকিৎসার সুবিধার্থে কি কি ব্যবস্থা আছে ?

৩। ফার্ম ও পশু চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কোন কোন কোম্পানী থেকে সরবরাহ করা হয়।

৪। ঐ সমস্ত ঔষধপত্রগুলি ফার্ম ও পশু চিকিৎসালয়ে সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয় কি না ? এবং

৫। যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ২২টি ফার্ম রয়েছে এবং এর মধ্যে ১০টি কম বেশী চালু আছে।

২। ফার্মে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও এ আর ডি এসিস্ট্যান্ট এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র রাখা হয়।

৩। ফার্মে ও পশু চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বর্ষে নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

1. M/S Brihans Libortory 2. Blue Cross Farma 3. Cadial pharmacenticals 4, Concept pharmaceuticals 5. Glaso India Ltd. 6. Hindustan Antibeoties Ltd. 7. Hoechst Roussel Vet. Ltd. 8 Indian Immunclogicals Ltd. 9. Indian Herbs Research & supply 10. Karnataka Antibiotics 11. Prima Vet Canc (Pvt) Ltd. 12, Sarabhai Chemicals 13 Vetmed 14 Vets Prima Farms Pvt Ltd 15 Wockharct Vety Ltd 16 Wockhardt Ltd (Parenteral DIV) 17 Zydus Agro Vet Ltd 18 Legend Remedies Pvt Ltd 19 Himalayan

Drug Co 20 Cattle Remedies Ltd 21 Alembic.

৪। করা হয়ে থাকে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

(এক) পশু পালনের জন্য ১২টি ফার্মের মধ্যে কতগুলি চালু রয়েছে?

(দুই) রাজ্যের বিভিন্ন পশু চিকিৎসালয় সহ পশু পালন দপ্তরের কেন্দ্রীয় গোদামে কোন কোন কোম্পানীর কত পরিমান পশু চিকিৎসার ঔষধ এখনও মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় রয়েছে?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):— স্যার, ১২টার মধ্যে ২টি পশু চিকিৎসালয়ে বর্তমানে পশু হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন—এর কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য রয়েছে কিনা যে পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশান করে তাতে যে সকল ঔষধের কথা উল্লেখ করে থাকেন সেগুলি পশু চিকিৎসালয়গুলিতে পাওয়া যায় না? কারণ এই ব্যাপারে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও রয়েছে। বাজার থেকে ঔষধ কিনতে হয়। জানা গেছে পশু চিকিৎসালয়গুলিতে ঠিকমত ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। যদিও বা করা হয় সেগুলি বেশীর ভাগই হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর স্পষ্টীকরণ চাইছি

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):— স্যার, এই ধরণের কোন অভিযোগ থাকলে আমি এ্যাকশান নেব।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই):— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে গত অর্থ বছরে কোন কোন ফার্মে কি পরিমান ব্রয়লার মোরগ, লেয়ার মোরগ এবং শুকর ছানার প্রজননের মাধ্যমে হয়েছে?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের জানা আছে যে বেশ কয়েকটি ফার্মে বিনা চিকিৎসায় কিছু পশু মারা গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কয়টি পশু মারা গেছে, কেন মারা গেছে, এবং কি রোগে মারা গেছে ? কোন চিকিৎসা হল না এটার কারণ জানাবেন কিনা ?

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন কোন ফার্মে এটা যদি নির্দিষ্টভাবে নাম বলেন তাহলে আমি দেখতে পারি।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে কোম্পানী থেকে ঔষধ ক্রয় করা হয়। এই বৎসর যে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছিল তার মূল্য কত ? এবং কোন কোম্পানী থেকে সবচেয়ে বেশী টাকার ঔষধ ক্রয় করেছেন এবং কোন কোম্পানী থেকে কম টাকার ঔষধ ক্রয় করেছেন, এই দুটো কোম্পানীর নাম বলবেন কিনা ?

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোম্পানীর নাম বলতে পারব না। কিন্তু এই বছর ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে ঔষধ কেনা হয়েছে ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৯৯ টাকার।

শ্রী রতন লাল নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনার সাপ্লিমেন্টারী ছিল কোম্পানীর নাম কি ? আর মন্ত্রী মহোদয় বললেন কোম্পানীর নাম জানা নেই।

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি বলতে পারেন কিন্তু আমার কোম্পানীর নাম জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কোম্পানীর নাম জানা নেই কি করবেন ? মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রী ***সমীর দেবসরকার*** :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪

শ্রী ***নারায়ণ রুপিনী*** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪

প্রশ্ন

১। উত্তর জেলায় ধর্মনগরের দেওয়ান পাশায় ডেয়ারী প্ল্যান্ট কবে স্থাপিত হয়েছিল ?

২। উপরোক্ত প্ল্যান্ট থেকে বর্তমানে কোন দুধ উৎপাদন হচ্ছে কিনা ?

৩। যদি হয় তাহলে কি পরিমান দুধ উৎপাদন করা হয় ?

উত্তর

১। উত্তর জেলায় ধর্মনগরের দেওয়ান পাশায় ডেয়ারী প্ল্যান্ট এখনও স্থাপন করা হয় নাই। বর্তমানে কাজ চলছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা কবে নাগাদ এই ডেয়ারী প্ল্যান্টটা স্থাপিত হবে ? এবং এটা স্থাপন করে কত সংখক গবাদি পশু নিয়ে এই ফার্মটা চালু করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে এবং কি পরিমান প্রডাকশানের চিন্তাধারা নিয়ে এই প্ল্যান্টটা স্থাপন করা হবে।

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ডেয়ারী প্ল্যান্টে কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে গরু পালন করা হচ্ছে। সেই কো-অপারেটিভগুলিতে দুধ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্ল্যান্টটা এবার হাতে নেওয়া হয়েছে। মিল্ক ইউনিয়ন এই কাজটা গ্রহণ করেছে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ডেয়ারীর দুধের পেকেট আগরতলা শহরে বিক্রি করা হয়। এমনিভাবে সমস্ত মহকুমাগুলিতে সরবরাহ করা হবে কিনা, বিশেষত আগরতলার পরেই উদয়পুর বৃহত্তম শহর তাই উদয়পুর শহরে দুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ।

শ্রী রতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৯৯।

প্রশ্ন

১। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী হয়ে থাকেন তাহলে উভয়কেই একই মহকুমায় পোষ্টিং দেওয়ার বিষয়টি ত্রিপুরা সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে ইচ্ছুক কিনা ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন প্রস্তাব বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে নেই

শ্রী **রতন লাল নাথ** :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সরকারী কর্মচারী কেউ ধর্মনগরে আছেন কেউ সাব্রুমে আছেন, আবার কেউ মোহনপুরে আছেন, কেউ কাঞ্চনপুরে আছেন। নিয়ম অনুসারে যেহেতু সরকারী কাজে নিযুক্ত সে যদি অন্যত্র যেতে চায় তাহলে তার স্টেশন লিভ পার্মিশন নিতে হবে। আর যদি স্বামী ও স্ত্রী একই মহকুমার পরে সেই সমস্যা থাকবে না। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে পারিবারিক সুরক্ষার জন্য উভয়েই যদি সরকারী কর্মচারী হয় তাহলে একই মহকুমার তাদেরকে পোষ্টিং দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে এই সুযোগ সুবিধা দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে কি না ?

শ্রী **অনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মানবিক কারণে এটা হওয়া উচিৎ। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হয়। হয়তো স্বামী চাকরী করেন হয়তো তিনি আগরতলায় চাকরী করেন। আবার উনার স্ত্রী হয়তো ভিন্ন ট্রেডে এক্সপার্ট তার চাকরী এমন জায়গায় সিংহভাগ পোষ্টিং, এটা হয়তো গন্ডাছড়া। কিন্তু তারা স্বামীকে গন্ডাছড়ায় পোষ্টিং দিয়ে কাজ দেবার মত কেউ নেই। কারণ চাকরী দেবার সময় এই জিনিসটা চিন্তা করা হয় না কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে। এবং দুজনকেই একই জায়গায় আনতে হবে। তবে যতটা মানবিক কারণে করতে হচ্ছে সেটা আমরা করছি। যেমন শহরের কোথাও কে বি টির প্রয়োজন নেই। কিন্তু পারিবারিক কারণে ঐ একজন কে বি টিকে শহরে আনতে হচ্ছে। এডজাস্ট করতে হচ্ছে। এই নিয়ে আবার বিচিত্র ধরণের উত্তেজনা হচ্ছে। মানবিক কারণে এই সব এডজাস্ট করার চেষ্টা করি।

শ্রী **রতনলাল নাথ** :— প্রত্যেক মহকুমাতেই কিছু না কিছু অফিস থাকে। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইচ্ছা থাকলে এডজাস্ট করা যায়। যেমন ঝর্ণা বিশ্বাস, টিচার কাঞ্চনপুরে আছেন আর উনার স্বামী আগরতলাতে এফ সি আইতে চাকরী করেন। শুধু এটা নয়

আমার কেন্দ্রে স্বপন সূত্রধর নামে একজন ছেলে আছে শান্তির বাজারে কাজ করেন। আবার উনার স্ত্রী রাঙ্গাছড়ায় কাজ করে। উনার মা শয্যাশায়ী।

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এইগুলি তো আমারা দেখছি চেষ্টা করছি। এডজাস্ট করার ক্ষেত্রে যদি ভয়ঙ্কর অসুবিধা না হয় তাহলে নিশ্চই দেখব।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বামী স্ত্রীকে একই মহকুমাতে রাখার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা একই মহকুমাতে যারা স্বামী স্ত্রী চাকরী করছেন তাদেরকে পৃথকভাবে পৃথক মহকুমাতে রাখার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) — স্যার, সেটাতো এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপার পার্সোনাল ব্যাপারে কখনো পাবলিক ইন্টারেস্টে করতে হয়।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ঃ — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৭ ইং সালে প্রেমানন্দ জমাতিয়া টাউন হলের লাইব্রেরীতে সর্টার হিসাবে ছিল। তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। সেই লোকটা বিকলাঙ্গ। তার স্ত্রী কিল্লার দুইমারাতে একজন সোসাল হেল্পার। এই হেন্ডিকেপট লোকটি ট্রেন্সফার করে কৈলাশহরে দেওয়া হয়েছে তারপর থেকেই সে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ছেলেরা পড়াশুনা করে বিলোনীয়াতে। এই ব্যাপারে আমি অনেকবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিন্তু কিছুই হয়নি। এই প্রেমানন্দ জমাতিয়াকে ট্রেন্সফার করার ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ — স্যার, সরকারী চাকুরীতে অবস্থানের কারণে এই রকম কোন পরিবার ধ্বংশ হোক সেটা আমরা নিশ্চয়ই চাই না। আপনি নিশ্চই বলেছেন, অনেকে দিয়েছেন আমার যতটুকু ধারণা অন্ততপক্ষে ৭৫ শতাংশ মেনেজ করতে পেরেছি আর বাকীটা ধীরে ধীরে হচ্ছে। সেটা একটা এডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার। তবে বিশাল একটা লেংথি প্রসেস। যেখানে নাকি ৪০, ৫০ হাজার কর্মচারী এই সমস্ত অনেক কিছু লেইট হতে পারে। যাইহোক এটা নিশ্চয়ই ডিটেল আমাকে দিয়ে দেবেন

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৪।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ৩৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে নতুন করে কৃষি মহকুমা করা হবে ?

২। যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ করা করা হবে এবং কয়টি নতুন মহকুমা করা হবে ?

৩। ইহাও কি সত্য যে রাজ্যে নতুন ভি এল ডাব্লিও সেন্টার বৃদ্ধি করা হবে ?

৪। রাজনগর কৃষি মহকুমা কিভাবে ভাগ করা হবে কিনা ?

৫। যদি সত্য হয়, তবে কবে নাগাদ করা হবে এবং

৬। তার জন্য কোন সঠিক নীতির পদ্ধতি আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে রাজ্যে নতুন করে কৃষি মহকুমা করা হবে।

২। বিগত অর্থ বছরে ৩টি নতুন কৃষি মহকুমা যথা ডুকলী, কদমতলা ও মান্দাই কার্যকরী করা হয় এবং ব্লক ভত্তিক অনুমোদিত আরো ৭টি কৃষি মহকুমা ধাপে ধাপে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। সরকারী নীতি হল প্রতি ২টি পঞ্চায়েতে একটি করে ভি এল ডাব্লিও স্টোর, যদি কোথাও তা না থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি মহকুমা ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাব থাকে তা হলে ঐ গুলি সরকার পর্য্যালোচনা করে নতুন ভি এল ডাব্লিও স্টোর কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করে থাকে।

৪। সরকারী নীতির আওতাধীন হলে রাজনগর কৃষি মহকুমাও যথা সময়ে ভাগ করা হবে।

৫। প্রতি ২টি গাঁও পঞ্চায়েতের জন্য ১টি ভি এল ডাব্লিও স্টোর থাকার কথা। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত পুণগঠনের ফলে বিষয়টি দপ্তর পর্য্যালোচনা করছে।

৬। ভি এল ডব্লিও স্টোর করার জন্য সরকারের সুনিন্দিষ্ট নীতি অবশ্যই আছে এবং সেই মোতাবেক দপ্তর পুনগঠিত গ্রাম পঞ্চাযেতগুলির পর্য্যালোচনা করছে যাতে সরকারী নীতি অবিলম্বে নতুন গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক কার্য্যকরী করা যায়।

শ্রী সুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে নতুন মহকুমা নতুন করে সৃষ্টি করা হবে এই সম্পর্কে এবং কোথায় করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ রাজনগর কৃষি মহকুমা ইতিমধ্যেই দুটি ব্লক রাজনগর এবং ঋষ্যমুখ এলাকার

দিক থেকেও এটা বিশাল এলাকা সেই সঙ্গে বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত এই সবটা রাজনগর কৃষি মহকুমা থেকে দেখাশুনা করা হয়। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে রাজনগর কৃষি মহকুমাকে ভাগ করে ঋষ্যমুখ এবং রাজনগর ব্লক আলাদা আলাদা কৃষি মহকুমা করার চেষ্টা করে হবে কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার. আমাদের দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই পর্যন্ত যতগুলো ব্লক হয়েছে সব ব্লকগুলোতে একটি করে কৃষি মহকুমা গঠন করা হবে। এবং এখানে যেহেতু রাজনগর এবং ঋষ্যমুখ সেখানে আলাদা করে করবার সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু রাজনগরের জন্য ইতিমধ্যেই একটি কৃষি মহকুমা আছে সেটা হচ্ছে বিলোনীয়া শহরে এবং সেটা রাজনগর ব্লকের জন্যই। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যদি উদ্দ্যোগ নেন তাহলে সেই ব্লকের হবে অবশিষ্ট। ঋষ্যমুখে যেহেতু আমাদের সিদ্ধান্ত আছে সেখানে আলাদা করে সেখানে কৃষি মহকুমা করার চেষ্টা আছে। সেটা আমরা দাবী করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন দুটো গাঁও সভা মিলে একটি বি এল ডব্লিও হবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে কোন কোন জায়গাতে একটি গাঁও সভাতে একটি বি এল ডব্লিও আছে এমনকি একটি গাঁও সভাতে দুটোও বি এল ডব্লিও আছে। একটি হলো সেণ্টার আরেকটি হলো সাব-সেণ্টার· আবার দেখা গেল দশটি গাঁও সভা মিলে একটিও বি এল ডব্লিও স্টোর নেই। মাননীয় মন্ত্রী এটা গোজামিলের প্রশ্নে আমি নিজেও এটা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেছিলাম বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে এই বি এল ডব্লিও স্টোর করা যায় কিনা। যেমন তিনটি পঞ্চায়েত. পাঁচটি পঞ্চায়েত কিংবা দশটি পঞ্চায়েত মিলে অন্তত একটি বি এল ডব্লিও স্টোর করা যায় কিনা। কারণ এই ট্রাইবেল অঞ্চলটি কৃষি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এটা খুব গুরুত্ব সহকারে তার গোজামিল না দিয়ে, সত্যি সত্যি নীতি কার্য্যকরী করার উদ্দ্যোগ নেবেন কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মাননীয় মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য তিনি কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী ও ছিলেন কৃষি দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কারণে গাঁওসভা ভিত্তিকও এটা তখনই হয়েছিল এবং হওয়ার ফলে একটি সমস্যা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের যে সিদ্ধান্ত প্রতি দুটো গাঁও সভার জন্য একটি বি এল ডব্লিউ স্টোর করা। সেটা আমাদের কাছে আছে যেটা মোট ৭০৪টি গাঁও সভার জন্য ৩৫২ টি বি এল ডব্লিউ স্টোর ছিল অর্থাৎ প্রতি গাঁওসভাতে দুটো বি এল ডব্লিউ। কিন্তু আমি

এই বিষয়টার সঙ্গে একমত। এমন কতগুলো গাঁওসভা আছে যেমন অনেক দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আসতে হয় সেই সমস্ত বি, এল, ডব্লিউ ত ফলে তাদের অসুবিধা হয়। যাতে পঞ্চায়েতের লোকগুলো তারা তাদের নিকটবর্তী বা যাতে বেশী দূর যেতে না হয় তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করব এবং সার্ভের কাজও চলছে। এই সার্ভের কাজ পেয়ে গেলে আমরা করব।

এমন কতগুলি গাঁওসভা আছে, যেখানে বি, এল, ডব্লিউ স্টোর আছে সে এলাকায় এই গ্রামগুলি দূরে থাকার ফলে অনেক দূর পায়ে হেঁটে এই স্টোরে আসতে হয়। তাতে অসুবিধা হয়। এবং এইজন্য অমরা মোট যে সার্ভে করছি যাতে পঞ্চায়েতের লোকগুলি তারা তাদের নিকটবর্তী বেশী দূর যেমন পনের-বিশ কিমিঃ যদি যেতে হয়, তার থেকে তারা যাতে কম দূরত্বে বি. এল, ডব্লিউ স্টোর থেকে তারা তাদের জিনিষ নিতে পারে, তার জন্য আমরা চিন্তাভাবনা করছি এবং সার্ভে এর কাজ আমরা করছি, আমরা রিপোর্ট পেয়ে গেলে নিশ্চই সেই কাজগুলি করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এটা আর এখন নতুন করে সার্ভের কি দরকার, এটা স্যার, এখন রেডিমেইড তথ্য আছে, যে এই গাঁওসভাগুলিতে আছে এবং এইগুলিতে নেই। সেক্টর অফিসএ খোলা সেখানেও ট্রাইবেল এলাকায় বঞ্চিত হয়েছে। আমি চেষ্টা করে কয়েকটা জায়গা বলছি কিন্তু এই দশ বছর দশরথ বাবুর মিনিষ্ট্রি গেছে এখন আরেকটা মিনিষ্ট্রি শুরু হয়েছে, আজকে একটা সেক্টরে নূতন করে ট্রাইবেল এলাকায় খোলেননি, একটা বি, এল, ডব্লিউও নূতন করে খোলেননি। আমরা যেগুলি সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছিলাম এটা আপনারা কার্য্যকরী করেন না। এতবড় ট্রাইবেল বিরোধী আপনি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যকে ট্রাইবেল পক্ষে কি বিরোধী এটা আনার চেষ্টা করছেন। বিতর্কের বিষয় এখন জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল এই গ্রাম, পঞ্চায়েতগুলিতো আকাশ থেকে পরেনি, তাহলে এই সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকরী করা জন্য তৎকালীন মন্ত্রীদের কোন অসুবিধা ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। কাজেই, মাননীয় সদস্য আমাকেই বলে দিন, আমিই জবাব দেব। আমি সাপ্লিমেন্টারী উত্তর দিচ্ছি। যে কোন গাঁওসভা, গাঁওসভা তো আছে, ২টা গাঁওসভার জন্য যাতে একটা সেন্টার হয় এমন জায়গায় বসাতে হচ্ছে। এখন এডজিষ্টিং যে জায়গাটা আছে দেখা গেল ২টা গাঁওসভার শেষ প্রান্তে এই বি, এল, ডব্লিউ স্টোরটা আছে। ২টা গাঁওসভার সীমানা, অনেকগুলির

ভৌগলিক অবস্থান হচ্ছে বিভিন্ন রকমের, অনেক দূর থেকে আসতে হয়। এখন আমরা দেখছি যেরকম এমন কোন মিডিল জায়গা অথবা তার খাপ. সেল. প্রসিড্ বা সার বিক্রি করার জন্য, এই রকম সুন্দর সেখানে করে তাদের সুবিধা দেওয়া যায় কি না। সেইগুলির জন্য আমরা ওয়ার্ক আউট্ করছি।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারীর বিষয়বস্তু হচ্ছে যে ব্লক ভিত্তিক যে নূতন এগ্রি সাব-ডিভিশান খোলা হবে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কারণ আমরা দেখছি তাড়াতাড়ি না খোলার ফলে বিভিন্ন সময় পঞ্চায়েতের যে ডেভলাপমেন্ট ফান্ড ব্লক বা এগ্রি কালচারের যে টাকাগুলি এলট্ করা থাকে, সেই ক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে না থাকার ফলে কাজ করার অসুবিধা হয়। কাজেই, এই অফিস কত তাড়াতাড়ি এই আর্থিক বছরের মধ্যে স্থাপন করা যাবে কি না? কারণ আমাদের এখন কল্যাণপুর এবং অম্পি ২টি নতুন ব্লক হয়েছে, কাজকর্মের খুব অসুবিধা হচ্ছে এটা থাকবে কিনা?
দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রীও জানেন গত বছর যাবৎ খোয়াই ব্লক, তুলাশিখর ব্লক এবং পদ্মবিল ব্লক এ কয়েকটা নূতন বি এল ডব্লিউ স্টোর করার জন্য প্রস্তাব ছিল।

চারটা পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী জায়গা, আর একটা পূর্ব রামচন্দ্রঘাটে স্টোর করার প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা মিটিং এ এগ্রি করে বলেছিলেন করা হবে। সেটা আজ অব্দি হয় নি। সেই উত্তর সিঙ্গিছড়া দুইটা বা তিনটা গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে একটা স্টোর আমরা পাচ্ছি না। তুলাশিখর ব্লক বনবাজার, আশারামবাড়ীতে স্টোর আছে, কিন্তু সাত বা আট কিলোমিটার দূরত্বে বনবাজারে, চামার লোক বস্তি থেকে আসতে হয়। তাতে কৃষকদের খুব কষ্ট হয়। সেই বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে কৃষকদের জলের সুবিধা আছে, সেখানে বিরাট মাঠ আছে, কিন্তু এত দূর থেকে সার নিয়ে আসার যে অসুবিধা সেই অসুবিধার জন্যই কৃষকরা ফসল তুলতে পারছে না। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা সেখানে গত বছর বা তার আগের বছর পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই বা তিনবার সার পাঠানো হয়েছে। আর এই নূতন স্টোরগুলি বর্তমান আর্থিক বছরে আমরা আশা করতে পারি কিনা। এইগুলি আবার কবে মঞ্জুর হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম প্রশ্ন হলো এই ব্লকগুলি পুর্ণগঠন হওয়ার পর দেখা গেল কোন কোন ব্লকের একটা পার্টিকোলার গাঁওসভা নতুন যেটা গঠন হয়েছে এই গাঁওসভায় ঢোকে গেছে। কিন্তু কৃষকের সিস্টেম হচ্ছে প্রতি ব্লকে একটা করে সাব ব্লক কৃষি মহকুমা থাকবে। ফলে হয়েছে কি স্যার, যখন ব্লক হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তো এগ্রি

মহকুমা অফিস খোলা যাচ্ছে না। এমন অনেক ব্লক আছে যে ব্লক এখনও কৃষি মহকুমা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কাছে একটা প্রপোজাল আছে। প্লেইজ সেনার ওয়ার্ক করতে গিয়ে আমাদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে বটে। এই রকম কিছু কিছু গাঁও সভা করার ফলে হচ্ছে কি ঐ ব্লকের যে ব্লক পরেছে, তারা বলল যে, এটা আমার ব্লকের এরিয়া নয়। অমুকে অমুকে হয়েছে তখনই আমরা বলেছি ডিপার্টমেন্ট থেকে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদকে এই রকম কোন কোন গাঁওসভা ব্লকের মধ্যে পরেছে। আমরা বলেছি এটা তারা ফাইন্যাল করে দেখে যেন আমাদের দপ্তরের কাছে পাঠায়। সেইগুলির মধ্যে যদিও কয়েকটা বোধ হয় নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। নোটিফিকেশন আমরা করে ফেলেছি। আরো কিছু কিছু আছে মাননীয় সদস্য যে, সমস্যার কথা বলেছেন সেটা বাস্তব। আমরা এই সমস্যাগুলি সমাধানের পদক্ষেপ নিচ্ছি। বা আমরা চেষ্টা করছি।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হলো বি এল ডব্লিউ সেক্টার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলার চেষ্টা করছেন এটা প্রাসঙ্গিক এটার সঙ্গে যুক্তি আছে। আবার সমস্যা হচ্ছে কোন জায়গা গাঁওসভার সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেই পরিমান আমাদের যে কর্মচারীর সংখ্যা, এগ্রি এসিস্ট্যান্ট এর সংখ্যা বাড়ে নি। আমাদের হলে তা থেকে নাম্বার বাড়ছে গাঁওসভার কিন্তু আমাদের সেই পরিমানে স্টাফের সংখ্যা কম। আমরা সব জায়গায় যেভাবে চায় তা দিতে পারি না। আমরা এই জন্যই বলছিলাম, এই গুলি কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা কিভাবে কোথায় করব কোন লোক দিয়ে করা যাবে কিরকম আমাদের লোক আছে কিনা এডজাষ্ট করা যাবে এই টোট্যালের উপরে আমরা যদি সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ না নিই, তাহলে সম্ভব হবে না। এই সমস্যাগুলির সমাধান বের করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য। এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— স্যার, আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৫।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

Question

1. Nos, of reserved posts (Gazetted & Non Gazetted) laying vaccant for more than 10 years for SC / ST

2. Why the Gazetted posts have not been filled up inspite of implementation of special drive adopted by the Government long back ?

3. It there is any proposal to dereserve the posts, in the interest of the administration ?

Answer

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— 1. Except information in respect of 24 Nos. of Departments, total No. of reserved posts (both Gazetted & Non-Gazetted) lying vacant since last 10 years is 449 Nos. (SC-171. ST-278)

Information in respect of 24 Non. Departments are under collection.

2. Vacant reserved posts were filled up time to time under special Drive Programme. Remaining posts could not be filled up under the said programme since required number of eligible candidates were not available at the relevant period as par criteria stipulated under the said special Drive Programme.

3. In the interest of public service and for administrative reasons, some posts are being dereserved time to time with the fulfilment of all stipulated formalities laid down in this regard.

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গেজেটেড্ পোষ্টগুলি স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, না নন গেজেটেড্ পোষ্টগুলি পূরণ করা হয় ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্য মন্ত্রী) :— ঈফ্ দেয়ার ইজ এ্যানি প্রপোজাল টু ডিরিজার্ভ দি পোষ্ট ইন দি ইন্টারেষ্ট অব্ দি এডমিনিস্ট্রেশান। জন স্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোন কোন সংরক্ষিত পদ সমস্ত রকম নীতি নির্দেশিকা মেনে অস্থায়ীভাবে অসংরক্ষিত করা হয়।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— এই যে পোষ্টগুলি ভেকেন্ট আছে পার্থী পাওয়া যাচ্ছে না ,সেটা কত কতদিন পর্য্যন্ত ভেকেন্ট থাকবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এখানে এই ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই। না থাকলেও আমি আনুমানিক এইটুকু বলতে পারি যে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় টেক্যনিকেল পোষ্টে অনেক সময় এস সি, এস টি দের নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তখন সেইগুলি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ভিত্তিক সেইগুলি ডিরিজার্ভ করা হয় এবং তাও অর্ধেকের বেশী কখনো করা হয় না। সেই পদের জন্য তিনবার করে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। তার পরে যদি না পাওয়া যায় তখন ডি-রিজার্ভের প্রশ্ন আসে। তাও ডি-রিজার্ভ করতে গিয়ে পুরো নাম্বারটা ডি- রিজার্ভ করা হয় না ৫০ পারসেন্ট করা হয় এবং সেটা আবার ব্যাকলক হিসাবে এডিশ্যান্যালি পরবর্তী সময়ে সেটা জমা হয়ে থাকে। কাজেই এখানেই আমরা যেখানে যেখানে সম্ভব কোন কোন জায়গায় আমরা ডি-রিজার্ভ করছি বিশেষতঃ ট্যাক্নিক্যাল পোষ্টেএ আমরা কিছু কিছু করছি। কিন্তু সেটা খুব সেনসেটিভ ব্যাপারে সতর্কভাবে সেইগুলো করতে হয়।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— সেটা কত বছরের মধ্যে পূরণ করা হয় ? এর জন্য তো একটা টাইম লিমিট থাকবে যে এত দিনের মধ্যে পূরণ করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরণের কোন নির্দিষ্ট সময় গভর্ণমেন্ট থেকে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কোন গভর্ণমেন্টই করে না। কাজেই কত দিনের মধ্যে যথা সম্ভব এইগুলি নির্দিষ্ট একটা প্রয়োজনীয় সভার মধ্যে করা উচিৎ। কিন্তু নানা কারণে নানা ব্যাপারে এইগুলি একটু দেরী হয়ে যায়।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— কোর্টের একটা রোলিং আছে যে, তিন বছরের মধ্যে সেটা পূরণ করা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— সেটা সুপ্রীম কোর্টের এই ধরণের যদি ভার্ডিকট থাকে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে। কারণ পূরণ করার পরে তো তার ব্যাকলকের ফিউচার থাকে তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অনেক সময় হয় কি সেইগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে কিছু সেই রকম শ্লথতা থাকে সেই দৃষ্টি ভঙ্গিও থাকে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে নিয়ম নীতি মেনে চাকুরী দেওয়া হয়েছে যেখানে উপযুক্ত পার্থী পাওয়া যায় না সেই পোষ্টগুলি ভেকেন্ট রয়েছে এবং ভেকেন্ট পোষ্টগুলি ডি-রিজার্ভ করার জন্য প্রয়োজনভিত্তিক বা প্রশাসনের স্বার্থে সেটা করা হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে, উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। স্পেশাল প্রশিক্ষন বা সরকারী-ভাবে উদ্যোগ নিয়ে তফশিলী জাতি এবং উপজাতি যে বেকার যুবক রয়েছেন তাদেরকে সরকারীভাবে সেই প্রশিক্ষণ এবং স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে উপযুক্ত পার্থী তৈরী করে সেই পদগুলি পূরণ করার কোন উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হবে কিনা?

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এমন কতগুলি ট্যাকনিক্যাল পোষ্ট আছে সেইগুলোতে স্পেশাল কোচিং দেবে। তবে আমরা লক্ষ্য করছি যেখানে এস সি এবং এস টি যারা টাইপে খুবই দুর্বল সেখানে দেখা যাচ্ছে হয়তো টাইপে এস টিদের জন্য ১০টি পোষ্ট, এস সিদের জন্য তিনটি পোষ্ট আছে। এব মধ্যে দেখা যায় একজনও টাইপের উপযুক্ত নয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সার্ভিসে ঢুকিয়ে দেই এবং ইন-সার্টিস ট্রেনিং দিয়ে তার পরে তারা প্রমোশনে যায় এবং তাদের রেগুলার ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করে। এইটুক পর্যন্ত করা হয়। এ ছাড়া এখানে আই টি আই সার্টিফিকেট পলিটেকনিক সার্টিফিকেট, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট এবং ডাক্তার সার্টিফিকেটগুলি আছে। এটা স্পেসিয়্যালী করার কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিজয়কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে এস, সি এবং এস টি-দের জন্য যে টেকনিকেল পোষ্টগুলি আছে সেগুলি রিজার্ভেশনের ব্যাপার আছে। আর এটা দিয়ে রিজার্ভেশনের প্রশ্ন যখন উঠে তখন অন্যভাবে বিষয়গুলি যদি করা না হয় তাহলে এটা অনেক রি-অ্যাকশনে থাকে। এখানে আমার প্রশ্ন হল যে সার্টিফিকেটের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পোষ্টগুলি নিয়ে অথবা দিয়ে থাকে কিন্তু পরে দেখা গেছে তাদের এক্সপেরিয়েন্স নেই। এমন অনেক এস টি বা এস সি আছে আমাদের এখানে সার্টিফিকেট আনার কোন ক্ষমতা নেই। এই সব ক্ষেত্রে সরকারের রীতি আছে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— টেকনিকেল বা সাবজেকট-এর ব্যাপার আছে। যেমন আমি এখানে বলতে পারি কলেজের জন্য একশটি পদ খালি আছে।

তার মেজরিটি হল ট্রাইবেলদের জন্য। আমরা গত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে প্রায় ১২শ পোষ্ট ডি রিজার্ভ করেছি। এস সি এবং এস টিদের জন্য সাইন্স টিচার যেগুলি পদ খালি ছিল এগুলিতে এস টি শ্রেণীভুক্ত পাওয়া না গেলেও একজন মাত্র এস সি প্রার্থী পাওয়া গেছে। কারণ শিক্ষকের জন্য বারশ পদই আইদার ফর এস সি অর এস টি আদারওয়াজ রিজার্ভেশন। এর মধ্যে আপনারা নিতে পারেন দুই তৃতীয়াংশ। ট্রাইবেলদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি হয় তাহলে আটশ পোষ্টের জন্য পিউর সাইন্স টিচার আমি একজন এক্ষেত্রে পেয়েছি। কাজেই এখানে ফিল আপ করা দরকার যে বি এসি এবং বাইয়োলজি পোষ্ট এর জন্য যতই সেন্টিমেন্টারী হোক এ হিস্টরিক্যাল ব্যাকলগ। কাজেই এখানে সম্ভবনা যে লাইফ সাইন্স এবং কেমিষ্টির পেতে পারি। এই জন্যই আমরা একশ পোষ্টের জন্য একশ পোষ্টে এডভার্টাইজিং করব। এই একশ পোষ্টের জন্য যদি এস সি এবং এস টি প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে এই পোষ্টগুলি অবশ্যই ডি-রিজার্ভ হবে। এটা জেনারেলের মধ্যে চলে যাবে। কাজেই এই জায়গার মধ্যে সেন্টিমেন্টস করলে কোন লাভ হবে না। এই কারণে এখানে এস সি ও এস টি দের এই সব পদগুলিতে নিয়োগ করতে পারছিনা। কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের খালি পদে প্রার্থীদের উপযুক্ত থাকা সত্বেও খালি পদগুলি পূরণের স্কোপ পাওয়া যায়নি। আমরা বামফ্রন্ট সরকার থেকেযথাসম্ভব এস, সি এবং এস, টিদের জন্য খালিপদগুলি পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যে কারণে আমরা মাধ্যমিক না পাওয়া গেলে মাধ্যমিকের নীচে পর্যন্ত এস, টি দের আমরা সেই জায়গায় নিয়োগ করছি। ককবরক শিক্ষক এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার একই স্কেলে দিয়েছি। এটার একটা লোজি। কাজেই রিজার্ভেশন যেটা কোথাও যদি ক্রিয়েট সোস্যাল সার্ভিস হয়ে থাকে তাহলে বামফ্রন্ট সরকার টুক টু ইন একসেস পাওয়ার করার চেষ্টা করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্ন পর্ব শেষে যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর এবং তারকা বিহীন উত্তরপত্রগুলি এবং প্রশ্নগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) ঃ— স্যার, আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, জি, বি হাসপাতাল এবং আই, জি, এম হাসপাতালে গত দু'দিন আগরতলা ডেয়ারী থেকে যে দুধ সাপ্লাই করা হয়েছে, তা জ্বাল দেওয়ার মধ্যে ছানা হয়ে গেছে। হাসপাতালে শিশু রোগী ও অন্যান্য রোগীরা গতকাল এবং গত পরশুদিন অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়েছে। ভেজাল দুধ সরবরাহ করা কি আগরতলা ডেয়ারীর নীতি ? কারণ

এর আগের দেখা গেছে ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আমি এখানে আপনার মাধ্যমে অ্যানিমেল রিসোর্স এর মাননীয় মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাই দুধে ভেজাল দেওয়ার জন্য তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং দোষীদের শাস্তি বিধান করা হবে কিনা ?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— ঘটনা ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— এটা দেখে কবে হাউসে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জানান।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকায় ছবি সমেত বেরিয়েছে। কাজেই পরিস্কার উত্তর চাই।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৯/৭/২০০০ ইং তারিখে হাউসে একটি বিবৃতি দেব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাসুদেব মজুমদার ও শ্রী গৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয়দের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়টি পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব একজন উঠে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (সাব্রুম) ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের কাজের সার্ভে সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে বিবৃতি দিবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই রেফারেন্সটির উপর আগামী ১৮-৭-২০০০ ইং তারিখে এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত ও মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়দের নিকট থেকে। সেই রেফারেন্সটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোয়দদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে অনুরোধ করছি উনাদের রেফারেন্সটি দাঁড়িয়ে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— স্যার, আমাদের রেফারেন্স বিষয়বস্তু হলো, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিশোধিত পানীয় জলের সরবরাহ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখবেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই রেফারেন্সটির উপর আগামী ২০-৭-২০০০ ইং তারিখে এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যদের থেকে, সদস্যদের নাম হলো সর্বশ্রী রতনলাল নাথ, শ্রী সুরজিত দত্ত ও শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ। সেই রেফারেন্সটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে একজনকে অনুরোধ করছি তাঁদের রেফারেন্সটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, জরুরী অবস্থায় রৌপ্য জয়ন্তী পালন। সিধাই থানায় কেস রেজিস্ট্রি না করেই রাতভর গারদে আটক, অমানবিক মারধর, হত্যার হুমকি, গত ১লা জুলাই, ২০০০ ইং তারিখে স্যান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে সম্পর্ক।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়ের উপর তাঁহার

বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে করে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

শ্রী*অনিল সরকার* (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই রেফারেন্সেটি উপর আগামী ১৮-৭-২000 ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্যদের শ্রী কাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়গণ কর্তৃক যগ্মভাবে গত ১0-৭-২000 ইং তারিখে উত্থাপন করেছিলেন। আমি এখন মাননীয় ত্রান ও পুণর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো 'গত ৩0শে জুন ২000 ইং তারিখে স্থানীয় 'স্যান্দন পত্রিকায়' ক্ষুধার তাড়নায়, প্রাণের মায়ায় সহস্রাধিক বাঙালী বাংলাদেশমুখী শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে'।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়দের কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর এখন বিবৃত দিচ্ছি।

প্রকৃত ঘটনা হল গত ১লা এপ্রিল, ২000 ইং হইতে ৩0শে জুন ২000 পর্যন্ত খোয়াই মহকুমায় উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বা আক্রমনের ভয়ে মোট ১৭টি শিবিরে ১১,১৫৭টি পরিবার আশ্রয় নেন।

প্রত্যেক শিবিরবাসীকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক অনুদান, রান্নার সরঞ্জাম, পরার জন্য শাড়ী, ধুতি ও পাছড়া ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী ডাক্তার শিবিরবাসী অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করেছেন। সরকার শিবিরবাসীদের জন্য কাঁচা শোচাগারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যাদের বাড়ী ঘর পুড়ে গেছে তাদের সরকার নগদ ২000 টাকা এবং ২৪টি করে জি, সি, আই, সিট দিয়েছেন।

৫-৬-২000 ইং তারিখের পর সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের প্রচেষ্টায় শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলে খোয়াই মহকুমার অধিকাংশ শিবির বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যেই ৯৫৮৯টি পরিবার নিজ নিজ বাসভূমিতে ফিরে গিয়েছেন। বর্ত্তমানে ১৫৬৮টি পরিবার নিম্নলিখিত শরনার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছেন :—

১) চেঁবরী ২) রাজনগর তুলাশিখর ৩) কল্যাণপুর ৪) উত্তর মহারাণীপুর ৫) থাপিদয়াল এবং ৬) মাইগঙ্গা

এই সমস্ত শিবিরবাসীদের প্রয়োজনভিত্তিক রিলিফ সরবরাহ করা হচ্ছে। সাথে সাথে খোয়াই মহকুমার বি. ডি ও গণ শ্রমদিবস ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজের ব্যবস্থাও করেছেন।

কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত রিলিফ ও কাজের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন শিবিরের বাসিন্দারা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন শিবির থেকে শিবিরবাসীদের একটি অংশ বাংলাদেশে চলে যাবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন ও নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত অফিসার ও কর্মীদের পক্ষ থেকে তাদের বুঝিয়ে এ চিন্তা পরিহার করতে সক্ষম হন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ৩০শে জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে শরনার্থীদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। সরকারী নিয়মানুযায়ী রিলিফ দেওয়া হয় নি। প্রতিটি ফেমেলিকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এমনও পরিবার আছে একটা পরিবারে ১২ জন লোক আছে, যদি তাদেরকে মিনিমাম ৩০ টাকা করে দেওয়া হয় তাহলে ১৮০ টাকা পাওয়ার কথা কিন্তু সে জায়গায় ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক পরিবার যাদের বাড়ীঘর পুড়ে গেছে তাদের দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি স্যার, দেওয়া হয় নি শুধু ২৪টি করে জি, সি, আই সীট দেওয়া হয়েছে। স্যার, ৩০শে জুন যখন কল্যাণপুরের শিবিরবাসীরা বাংলাদেশে রওয়ানা হয় তখন সংখ্যায় তারা কতিপয় ছিল না, আংশিক ছিল না, পুরো দলটাই রওয়ানা হয়েছিল এবং আমি তাদের বাধা দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছি। কারণ ছিল ১৭ই জুন লাষ্ট ১৫০ টাকা পাওয়ার পর ৩০ তারিখ অবধি গভর্ণমেন্ট থেকে তাদের কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয় নি, তাদের রেশন মানি দেওয়া হয় নি, তাদের রিলিফ দেওয়া হয় নি, বাচ্চাদের দুধ দেওয়া হয় নি, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় নি। অনেকে স্যার, হাসপাতালে ছিল তাদের ঔষধপত্র দেওয়া হয় নি। যে কারণে সুশান্ত সরকার নামে একজন ছেলে মারাও গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, সরকার যে প্রতিশ্রুতি বা নিয়ম চালু করেছেন সেই নিয়ম অনুসারে তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হবে কিনা? যারা বাড়ীতে যেতে পারছে না, যাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেটা জানিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন ১৫৮০টি সেটা আমি মানি সব তথ্য আমার কাছে নেই।

কিন্তু কল্যাণপুর শিবিরে ৪৩টি ফেমেলি এখনও রয়েছে, মহারাণীপুরে আছে, নেতাজী স্কুলে রয়েছে এবং সারদাময়ী স্কুলেও শিবিরবাসী রয়েছে। ঐ সমস্ত শিবিরগুলিতে সরকারী নিয়ম অনুসারে রিলিফের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ উনি যে জিনিসটা বলেছেন ব্লক থেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে। স্যার, কল্যাণপুরে যারা আছে প্রমোদনগর একটি গাঁও সভা সেই গাঁও সভা সম্পূর্ণ এর লিশটু হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে মাত্র ৭টি ট্রাইবেল পরিবার আছে তাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না এবং ওদের বলা হচ্ছে তোমাদের প্রমোদ নগরে গিয়ে কাজ করতে হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সেই পঞ্চায়েতে কাজগুলি সেখানে করা হবে কিনা ?

আমার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে—স্যার, এটা অত্যন্ত মানবিক ব্যাপার এখানে ১২৫টি বাচ্চা আছে এক বছরের নীচে তাদেরকে দুধ দেওয়া হয় না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব এখন থেকে একটা সর্বদলীয় টিম গিয়ে যদি দেখে আসেন এই শিবিরগুলি তাহলে দেখবেন কল্যাণপুর হাসপাতালে সব বাচ্চারা শুয়ে আছে মেঝেতে, খাবার নেই। অনতিবিলম্বে তাদের দুধের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

স্যার, আমার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, এখানকার শিবিরবাসীরা বাড়ীতে যেতে চায়, কারণ তাদের জমি-জামা অনেক কিছু আছে। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপাল যখন কল্যাণপুরে ভিজিটে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তারা একটা দাবী তুলেছিল এবং বলেছিল আমাদের যারা বন্দুক নিয়ে হামলা করে বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়েছে এবং বাড়ীতে হামলা করেছে আমরা তাদের নাম দিয়েছি, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ? এর মধ্যে স্যার, উত্তর পুষ্করিনিতে মণি দেববর্মা, বাবা গুহ কুমার দেববর্মা, বাড়ী ভক্তদাস পাড়া, ভক্ত দেববর্মা বাবার নাম বিমল দেববর্মা, বাড়ী রাজচন্দ্র পাড়া মহারাণীপুর তাদের গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা দিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা এবং যতদিন তারা বাড়ীতে না যেতে পারে ততদিন তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য একটা রিপোর্ট দিলেন, আমি বলব না যে এই রিপোর্টটা অসত্য। আমরাও একটা রিপোর্ট দিলাম এবং মাননীয় সদস্যও বলতে পারবে না যে এটা অসত্য কিন্তু একটা গ্যাপ আছে। নিশ্চয়ই সেটা পূরণ করার জন্য যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তা গ্রহণ করা হবে। যারা বাড়ী ঘরে যেতে পারে নি তাদেরকে তো আর বসিয়ে রাখা যাবে না তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে তারা যাতে জায়গায় ফিরে যেতে পারে তার গ্যারান্টি হল এবচুয়ালি পীস্। সেই ট্রাইবেল এলাকা থেকে পীস্ এবং বাঙালী এলাকা থেকেও পীস্ আসতে হবে

এটা হল আসল কথা। কাজেই এর মধ্যে যারা দুর্গত অবস্থায় আছে তাদেরকে যতটুকু সাহায্য করা দরকার আমরা ততটুকু নিশ্চয়ই করব। বক্তব্যগুলি আমার মত রিটেন দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে ভাল গভর্ণমেন্টের কাছে। কারণ আপনি বক্তব্য রাখলেন আমরা শুনলাম এবং আমার বক্তব্য আমি রাখলাম আপনি শুনলেন সে জন্যই রিটেন দেওয়ার কথা বলছি। এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে যায় ইচ্ছা করলে আপনিও উপকার করতে পারবেন না, আমিও ইচ্ছা করলে উপকার করতে পারব না, যেখানে এত বেশী ভয়ঙ্কর রক্তপাত, অবিশ্বাস্যতা, ঘৃণা একটি রিমোট এরিয়া করে দিচ্ছে। কাজেই এটা টোট্যালি মানবিক ব্যাপার। তাই এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, এটা বিতর্কের বিষয় নয়। যদি আমাদের কোন ত্রুটি থাকে, আপনার যদি কোন এ্যাকসেস্ থাকে তাহলে এটাকে এক জায়গায় হিউমেনাইজ করা হবে।

. ***শ্রীকাজল চন্দ্র দাস*** ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে একটা জিনিস ১৭ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত রিলিফ দেওয়ার পর আজকে অবধি কোন রিলিফ দেওয়া হয়নি। সেখানে ডি, এম ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দিয়েছে রিলিফ বন্ধ। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব আজকেই ডি, এমকে দিয়ে কোন একটা নির্দেশ পাঠানো হবে কিনা যাতে রিলিফটা তারা পেতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ — এই সম্পর্কে খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীসমীর দেবসরকার ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা ঠিক যে, শুধু কল্যাণপুর না তার বাইরে শান্তিনগর এলাকায় আরও কয়েকটি গাঁও পঞ্চায়েতের কিছু মানুষ দীর্ঘদিন যাবত এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে থেকে বাড়ীঘর ছাড়া হয়েছে চেবরী, তুলাশিখর ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল নির্বিশেষে দুইটা ক্যাম্পের মধ্যে ৬০০-৭০০ পরিবার আছে। কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি এদের জন্য শান্তিনগর এবং প্রমোদনগরে দুইটা জায়গায় প্রটেকশান ক্যাম্প করে দিয়ে তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা কত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা। তারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ীঘরে না যাওয়ার ফলে চাষের যা উর্বরা জমি আছে সেই জমিতে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল কেউ চাষ করতে পারছেনা। এতে সমস্যা আগামীদিনে আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কাজেই এদিকটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা যে প্রটেকশান ক্যাম্পগুলি কত তাড়াতাড়ি করে দেওয়া যায়। এখন এর মধ্যে আমরা দেখেছি চেবরীতে ক্যাম্প তৈরী করার জন্য বাঁশের কাজ, ঘর তৈরীর কাজ চলছে। শিবিরের যারা আছেন তারাই কাজ পাচ্ছেন। চেবরী, শান্তিনগর সেখানে নিজেরা বসে ঘরটা তৈরী করবেন। এমনও ঘটনা আছে টি, এস, আর, যাওয়ার

আগে ঘরগুলির টিন খুলে নিয়ে যায়, দরজা জানালা খুলে নিয়ে যায়, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। যাতে প্রটেকশান ক্যাম্প, সিকিউরিটি ক্যাম্প না হতে পারে। তার জন্য আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ক্যাম্প তৈরী করার জন্য শরনার্থী যারা আছেন শিবিরবাসী তারাই নিজেরা শ্রম দিবসের মাধ্যমে কাজ করবেন। তাতে তারা কিছুটা রিলিফ ও পেলেন, কাজও পেলেন। সেটা শুরু হয়েছে আমি দেখে এসেছি। এই প্রটেকশান ক্যাম্পগুলি কত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা? সংগে যেটা আছে, এটা রাজনৈতিক দল বলব নাকি রাজনৈতিক ব্যাক্তি বিশেষ বলব, তারা উস্কানী দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষে সমস্যা আমাদের থাকতেই পারে, তার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই যে একটা প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা উচিত। এই প্রচেষ্টা ৯৭ ইং এ দেখেছিলাম, আজকেও দেখছি কিছু কিছু জায়গায়। সমস্যা থাকলে আন্দোলন করা যায় নানাভাবে। কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা, এই রকম যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এই ধরণের উস্কানী এটা নিশ্চয়ই ভয়াবহ। যিনি উস্কানী দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশে চলে যাও বলে, বাংলাদেশে গেলে ভারতবর্ষের সম্মান নষ্ট হবে এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্মান, অসম্মান এটা তার দায়িত্ব। এতে কারো যায় আসে না। আমরা সারা পৃথিবীতে দেখছি। যারা উস্কানী দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে-ত বাংলাদেশে নিয়ে খাওয়াতে হবে। আমাদের দেশের নাগরিক, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে খাওয়াতে পারছিনা, আর ভিন দেশে আমাদের দেশের নাগরিককে খাওয়াবে? এই ধরণের উস্কানী দিয়ে সাময়িক বাহ্বা পাবেন। উনি-ত কিল খেয়ে মরবেন ঐ লোকগুলির হাতে। কাজেই তার দিক থেকে এটা ভয়ংকর রিস্ক। তিনি যেন এই রিকস্ না নেন। তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে হবে আমাদের বাংলাদেশ খেকে দ্বিতীয়ত কত তাড়াতাড়ি তাদেরকে ক্যাম্প থেকে. ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সেটা নির্ভর করছে মুলতঃ ট্রাইবেল এরিয়া থেকে টোট্যাল কনফিডেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা নন ট্রাইবেলের জন্য এবং নন ট্রাইবেল এরিয়া থেকে টোট্যাল এরিয়া কনফিডেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা ট্রাইবেলদের জন্য। এই ধরণের সাইকোসিস যদি না করা যায়, এটা রাজনৈতিক সেবাদলের লোকেরা সবার আগে করতে পারেন, তারপর সোসিয়েল সেবাদল আছেন, মানবিক সেবাদলের লোকেরা আছেন তারা এই কাজটা করতে পারেন। তারপর রাষ্ট্র এই কাজটা করবে, রাষ্ট্র এই কাজটা করতে না পারলে গভর্ণিং ক্লাসের কাছে বিপদজনক।

কারণ তাকে বার বার ভোটে দাঁড়াতে হয়। আর জনগণের দায়িত্ব আছে বিচার করার জন্য কাজেই আমাদের এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কাজেই সিচুয়েশান তৈরী হোক, গভর্ণমেন্ট সর্বতোভাবে প্রস্তুত। সিকিউরিটি ক্যাম্প বলতে যা বলেছেন, প্রটেকশন ক্যাম্প, তার জন্যতো আপনার পুলিশ দরকার, আর্মি দরকার। দুদিন পরে এখানে দাঙ্গা ওখানে খুন হচ্ছে। কাজেই আমাদের সেই ফোর্স নেই, তাই মানবিক বক্তৃতা, মানবিক আবেদনটা কিন্তু রাজনৈতিকটাকে গরম করার পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার, কার্যত এটাকে টেকেল করা কঠিন এবং এই যদি চলতে থাকে তা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। কাজেই আমি বলব আগে সামাজিক পরিবেশটা তৈরী হোক, তখন সেই কাজটা কত দ্রুত করা যায় সেটা দেখা যাবে, এটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে, আগে সবাইকে বিশ্বাস করাটা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমরা সে জায়গা থেকে সরে এসেছি, মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন, মাননীয় সদস্যও বলেছেন। আমার বক্তব্য হল, মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন ১১ হাজার সামথিং তিনি আরও বলেছেন যে, ৯ হাজারের মত ফিরে গেছে আর এক হাজারের মত বাকী রয়ে গেছে। স্যার, মাননীয় সদস্য কাজলবাবু বলেছেন যারা বর্তমানে ক্যাম্পে আছেন, তাদের রেশন ও রিলিফ বন্ধ। কাজেই আজকেই ডি এমকে ডেকে বা কাউকে দিয়ে খোঁজ নেওয়ানো রিপ্লাইটা এই রকম নয়। মাননীয় সদস্য আর একটা বলেছেন যে, যারা আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তারপর ওখানে অনেকের বাড়ীঘর লুন্ঠিত হয়েছে এবং যারা বাড়ী ঘরে যেতে চাইছে তাদের ব্যাপার সব কিছু তদন্ত করে গভর্ণমেন্ট থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? কারণ গভর্ণমেন্টের এই সব ব্যাপারে ব্যাবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, আমার এখানে তা হয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারগুলি তদন্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের জন্য আর্থিক সাহায্যে ব্যবস্থা করা হবে কিনা? এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কালকে থেকে পুণরায় রেশনিং চালু হবে কিনা রিলিফ ক্যাম্পে যারা এখনও আছে তাদের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এই সব রিলিফের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে, ঘর পোড়া গেলে কত, ঘর ভাঙ্গলে কত, ঘর নষ্ট হলে কত বা তাহাদের আহারের জন্য কত আর্থিক সাহায্য দিতে হবে বা দেওয়া যাবে। এগুলি নিশ্চয়ই দেওয়া হবে এবং আমরা পরবর্তী সময়ে এগুলিকে বাড়ানোর কথা চিন্তা করছি। তারপর হচ্ছে, রিলিফ বন্ধ হয়ে গেছে বলে যে কথাটা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমরা ডি এমকে বলব তদন্ত করে তাড়াতাড়ি ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন চিকিৎসার কথা। আমি এই ব্যাপারে একটু বলছি, সারা রাজ্যের ক্যাম্পগুলিতেই চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে ট্রাইবেল ক্যাম্প যেগুলি আছে আমি সেগুলির কথাই বলছি। যেমন তুলাশিখর প্রমোদনগর ইত্যাদি ট্রাইবেল এরিয়া যেগুলি রয়েছে সেগুলির কাছাকাছিও কোন ডাক্তারখানা নেই। কাজেই এই সব এরিয়াগুলিতে যাতে ডাক্তার ও ঔষধ পাঠানো হয় তার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— সেটা নিশ্চয়ই দেখা হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর আগামী ২০ ৭ ২০০০ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে এবং শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়দের নিকট থেকে। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। আমি নোটিশটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত উপজাতি কল্যাণে ২৫ দফা গুচ্ছ কর্মসূচী প্রসঙ্গে।"

এখন আমি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মাননীয় মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২০/৭/২০০০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২০ ৭/২০০০ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজলচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "গত ২০শে মে, ২000 ইং কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাঘবেড় শরনাথী শিবিরে ঢুকে গণহত্যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো ঃ — "গত ২০শে মে, ২000 ইং কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাঘবেড় শরনাথী শিবিরে ঢুকে গণহত্যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে।"

কল্যাণপুর থানার ২১'০৫ ২000 ইং তারিখের ৫৭ ২০০০ নং মামলার এজাহার অনুযায়ী জানা যায় যে, একটি সশস্ত্র উগ্রবাদী দল ২০/০৫/২000 ইং তারিখে বেলা অনুমান ৩টা ৫০ মিঃ সময় বাঘবেড় স্কুলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং তাদের কাছে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে এলোপাথারী গুলি চালাতে থাকে। উল্লেখ থাকে যে, কল্যাণপুর থানাধীন বাঘবেড় খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়া, মাইজভান্ডার ইত্যাদি এলাকায় কয়েকটি অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপেক্ষিতে গত ১৮ জুন থেকেই যথেষ্ট উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঘটনার দিন সকাল বেলা দেখা যায় যে, এলাকার উপজাতি জনগণ আরো প্রত্যন্ত এলাকায় চলে যেতে শুরু করেন। তেমনিভাবে অনুপজাতি অংশের বেশ কিছু পরিবার বাঘবেড় স্কুলে এসে আশ্রয় নেন। উগ্রপন্থীদের আসতে দেখে বাঘবেড় স্কুলের শরনাথীরা প্রাণভয়ে চারিদিকে পালাতে শুরু করে। উগ্রপন্থীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং গুলি চালায়। তাদের গুলিতে স্কুলের সামনের মাঠে চারজন শরনাথী মারা যান। স্কুলের দক্ষিণ দিকের লুঙ্গাতে কাঁদার মধ্যে আরও দশটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাদের গায়ে ধারালো অস্ত্রের এবং গুলির আঘাত দেখা যায়। স্কুলের উত্তরদিকের জমির মধ্যে একজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আরও প্রায় দেড় কি, মি, উত্তরে আরও একজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঐ দিনেই উত্তর মহারাণীতে তিনজন অনুপজাতিকে কুপিয়ে মারা হয়। আরও একটি মৃতদেহ পাওয়া যায় খোয়াই নদীর চরে। গত ২০-০৫-২000 ইং তারিখে পুলিশ সাতটি এবং ২১-০৫-২000 ইং তারিখে আরো ১২টি মৃতদেহ উদ্ধার করে। এছাড়া কিছু সংখ্যক পরিবার অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে ১০৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। বিস্তৃত তদন্তের পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসাবে প্রতি নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে ১৫000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আহতদের প্রত্যককে ৫00 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী দেবার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারী নিয়ম অনুসারে করা হবে।

উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর জাতি উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের লোক অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেয়। উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর মহারাণীপুর স্কুলে এবং অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক থাপিদয়াল, মাইগঙ্গা এবং নেতাজী নগর স্কুলে আশ্রয় নেয়। এই আশ্রয় শিবিরগুলিতে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব দেবনাথ, পিতা-মৃত দুর্যোধন দেবনাথের এজাহরে-মূলে ধারা ১৪৮। ১৪৯, ৩০২, ৩০৭, ৪৩৬ ভারতীয় দন্ডবিধির এবং ২৭ নং অস্ত্র আইনের ধারাতে একটি মামলা (৫৭/২000) কল্যাণপুর থানাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত মামলার বর্তমানে তদন্ত চলছে। এই মামলায় এখনো পর্য্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি থেকে একটা জিনিষ পরিস্কার জানা গেল যে, সেখানকার মাইজ-ভান্ডার, কৃষ্ণপুর, শিলাছড়ী ইত্যাদি এলাকাগুলিতে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত ৫ই এপ্রিল তারিখে এই সমস্ত এলাকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগটাও যে জরুরী হয়ে পড়েছে সে ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করে উনাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম এবং সঙ্গে একটি স্মারকলিপিও এই ব্যাপারেই দিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে আমি আই, জি, মিঃ সেলিম আলীকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাই। উনি আমাকে কথাও দিয়েছিলেন সেখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যাবেন বলে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কল্যাণপুর সহ উত্তেজনা প্রবন এলাকাগুলির বাসিন্দাদের মিঃ আলী সেখানে উনার কথা অনুসারে ১৫ থেকে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে গেলেনই না বা যাওয়ার মত তিনি হয়ত সময়ও পেলেন না। উত্তেজনা প্রবন এলাকাগুলিতে মানুষ যখন বিনিদ্র রাত যাপন করছেন তখনই গত ২0 তারিখে সকাল ৯টা নাগাদ একটি যাত্রীবাহী জীপে বোমা বিস্ফোরণ এবং তৎপরবর্তী সময়ে দক্ষিণ মহারাণীপুরের শচীন্দ্রনগর কলোনীর লালমোহন সরকারকে খুন করা হল। সি, আর, পি, এফ ক্যাম্পের সামনেই এই হত্যাকান্ড। বলা সত্বেও সি আর পি এফ কোন ব্যবস্থাই

নেয় নি। বেলা ৩-৩০ মিঃ নাগাদ চারু মিঞা টিলা দিয়ে বাঘবেড় শরনার্থী শিবিরে এসে যখন আক্রমন করা হল হত্যালীলা চলল, তখনও ১০০ গজের মধ্যেই সি আর পি এফ জোওয়ানেরা দাঁড়িয়ে থেকে সবই প্রত্যক্ষ করেছে। দিনের বেলায় এই ঘটনা। এরপর মানুষ ভয়ে ছুটতে লাগল কল্যাণপুর থানা এবং তেলিয়ামুড়া থানার দিকে। পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যা নাগাদ খুন ও গৃহদাহ চলতে থাকে। বিপন্ন মানুষের আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন সবাই দাঁড়িয়ে থেকে সবটাই প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। কল্যাণপুর থানায় তখন ডি, জি, পি এবং ডি, এম উপস্থিত থেকে সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে বিপ্লব দেবনাথ নামে জনৈক ব্যাক্তি দুস্কৃতকারীদের নাম ঠিকানা দিয়ে কল্যাণপুর থানায় সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারে আজও অসমর্থ। কেন? চারু মিঞা টিলা এবং বাঘবেড়ে প্রসন্ন দেববর্মা এবং মঙ্গল দেববর্মার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হল। তারা নির্বিচারে খুন খারাপি করে রেহাই পেল। আমি জানি এই দু'জনই বর্তমানে শাসক দলের ছত্র-ছায়ায় রয়েছে। প্রকাশ্যে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও হুমকি দিচ্ছে। মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?

দুই নাম্বার হচ্ছে, এখনও যেসব অঞ্চলে মানুষ রাত্রিবেলায় বাড়ীতে ঘুমাতে পারে না। যেমন মাইজ ভান্ডার, বিষ্ণু মাষ্টার পাড়ার লোকজন। যদিও সেখানে ১৫ জনের একটা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প আছে। ঐ এলাকার তরফ থেকে বার বার এস, পি, কানানগোর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রসন্ন দেববর্মার কারণেই সেখানে এখনও জাতি উপজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব আছে।

(গন্ডগোল)

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ — স্যার, এফ, আই, আর-এ নাম আছে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আসলে মাননীয় সদস্য কি করতে হবে তার জন্য ক্লেরিফিকেশানটা বলে দিন।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ — স্যার, সেখানে মানুষ রাত্রীবেলায় ঘুমাতে পারে না। সেই সব জায়গায় অনতিবিলম্বে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটাতো আগের প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ঃ— একই স্যার। আবার এই ধরণের ঘটনা হবে, মানুষের নিরাপত্তা নেই। তিন নং হচ্ছে, যারা এখন বাড়ীঘরে আসতে পারছে না তারা এই বাঘবেড়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে তাদের চাহিদামত দাবী পূরণ করে তাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৮মে মাইজ ভান্ডারে একটি অউপজাতিদের মধ্যে একটা ছোট্ট দুবৃত্ত-এর অংশ আক্রমণ করে। তাতে সেখানে একজন মহিলা সুধারাণী ভৌমিক নামে নিহত হয়।

এই ঘটনায় অউপজাতিদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তার পাল্টা হিসাবে তারা উপজাতি গ্রামে গোদবী পাড়ায় অউপজাতি দুর্বৃত্তরা সেখানে গিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আক্রমণ করে এবং সেখানে তিনজন ট্রাইবেল মারা যায় এবং ৫ জন আহত হয়। ১৯ তারিখ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দিক থেকে উত্তেজনা এবং সেখানে বাঘবেড় স্কুলে অউপজাতিরা আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে উপজাতিদের মধ্যে একটা উগ্রবাদী বা সেই বিপথগামী দল আক্রমণ করে। তার কাছেই সি. আর. পি. এফ ক্যাম্প ছিল। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি এবং তদন্তের জন্য যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধও করছি। তারপরে সেই বাঘবেড়ের সেই আক্রমণটা হলো নিশংস গণহত্যা যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। সম্পূর্ণ এইভাবে জাতি উপজাতির মধ্যে বিরোধটা এইরকম নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেইজন্য যারা দায়ী তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু জটিল সময়ে চট করে আসামী ধরা যায় না কারণ যে অপরাধী সে কিন্তু বসে থাকে না। সে জাতি হউক বা উপজাতিই হউক। এই ধরণের ঘটনায় এমনকি প্রশাসনের মধ্যেও মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়, সমাজের মধ্যেও বিভক্ত হয়ে যায়। এবং সেই সময় দেখা যায় সমাজের মধ্যে যারা নাকি মাসুল ম্যান এবং দুবৃত্ত যারা, এরাই দেখা যায় সেই ইমেডিয়েট লিডার হয়ে যায়, যিনি সমস্ত প্রটেকশনের জন্য অবতার হয়ে যায়। কাজেই সবাই সব দিক থেকে তখন তাদের এই সমস্ত বিপথগামী অপদার্থকে রক্ষা করা যায়। সেখানে পুলিশ এনট্রেস নিয়ে ধরে নিয়ে আসা এটা খুবই কঠিন কাজ।

যারা আজকে অত্যাচারিত সেই কিছু সংখ্যক বিপথগামীদের দ্বারা তারাই আবার অবতার হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য। সেই সমস্ত দিক থেকে পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে ধরে আনতে পারছে না। যার ফলে থেকে যায় উপজাতি দুর্বৃত্ত ও থেকে যায় অউপজাতি দুর্বৃত্ত যাদেরকে ধরা যায় না। এই জায়গায় এই সর্বনাশার সময়ে যারা গ্রস

ক্রিমিন্যাল গুরাই গডম্যান হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তাদেরকে ধরা উচিৎ। এই ধরণের অনেক সময় কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে যার জন্য সব চাইতে কঠিন যে অনেক সময় পুলিশ বা সি, আর, পি. এফ এর সামনে এই ধরণের ঘটনা ঘটে যায়। ত্রিপুরার যে ভৌগোলিক অবস্থা তার যে সামাজিক অবস্থান এবং তার মধ্যে যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের যে বাতাবরণ গভীর হয়ে যাচ্ছে এইগুলি জটিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা চাই যে এই সমস্ত লোকেদের শাস্তি হওয়া দরকার। ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় তো দেখেছেন কারা খুন করেছেন, কতজন খুন হয়েছে আর কত লোক খুনের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। ঐ সময় কি সবাই শাস্তি পেয়েছে ? ঐ সময় সবাইকে ধরা হয়েছে, না ধরা হয় নি। এই বলে কি সরকারের অক্ষমতা না। সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে। এটা যদি আপনারা সরকারের ব্যর্থতা বলে মনে করেন এটা আপনাদের অধিকাব। আর যদি এটা আপনাদের উস্কানী বলে মনে করি, সেই রকম করতেও পারি।

শ্রীসমীর দেবসরকার :--- মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সি আর পি এফ ক্যাম্প খুব কাছে ছিল। হ্যাঁ এটা সত্য যে সি আর পি এফ ক্যাম্প ছিল। সেখানে আমরা গিয়েছিলাম বলরাম কবরা দ্বাদশ বিদ্যালয়ে যেখানে সি আর পি এফ ক্যাম্প আছে। সেই সময় আমাদের মাননীয় সাংসদ সেখানকার ক্যাম্পের ইন্-চার্জকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা তখন বলেছেন যে হ্যাঁ তখন আমরা ৩০০ রাউন্ড গুলি করেছি। কিন্তু সি আর পি এফ ৩০০ রাউন্ড গুলি করেছে একটি গুলিও উগ্রপন্থীদের গায়ে লেগেছে সেই রকম কোন প্রমাণ নেই। কেউ কেউ সন্দেহ করেছে সি আর পি এফরা কি উগ্রপন্থীদের হাতে গুলি দিচ্ছে কিনা? বাজারের ৮ ফলিং দূরে উগ্রপন্থীরা গুলি করছে গ্রেনেড ফাটাচ্ছে বিকট আওয়াজ করে ঘর পুড়া গেল কিন্তু তারা কোন কিছুই করতে পারল না। কিন্তু যখন মানুষ নিরাপত্তার অভাবে ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে এবং দুপুর ১২.০০ পর্য্যন্ত খাবার না পেয়ে যখন সি আর পি এফদেরকে বলছে আমরা খাবার পাচ্ছিনা তখন সি আর পি এফ উল্টো বলছে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমরা এখানে থাকলে পরে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সি আর পি এফ এর এই ধরণের বর্বরোচিত ব্যবহার সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি না? এবং সি আর পি এফ এর এই ধরণের ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করে তদন্ত করা হবে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :- তদন্ত হলে পরে বলতে পারব কে বা কারা অপরাধী।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আপনিও আমি একই মহকুমার লোক। সবাই কম বেশী আক্রান্ত হয়েছে। এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য সমীরবাবু বলেছেন সি আর পি এফ এর কথা। নূতন একটা ট্রেইন আসাম রাইফেল এবং সি আর পি এফদের বিরুদ্ধে সোরগোল গাওয়া। তাহলে পরে এই রকম দাবী করা হবে কি না যে আসাম রাইফেলস এবং সি, আর, পি, এফ যদি কোন কাজেই না লাগে তাহলে তাদেরকে এখান থেকে তুলে নেওয়া হউক। আমার দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে, এটার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৯ তারিখ ঘটনার জন্য উত্তেজনা হয়েছে এবং এর আগে উত্তেজনা ছিল। ১৯৮০ সালের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ করা উচিৎ যে তেলিয়ামুড়া থেকে প্রথম দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি স্পেসিফিক বলরাম কবরা দ্বাদশ স্কুলের সি, আর, পি, এফদের কথা বলছি, সামগ্রিকভাবে বলছি না। এখানে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

(গন্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : · এখানে দেখছি যে, রাজ্য সরকার থেকে বিশেষ করে শাসক দলের থেকেও আসাম রাইফেল এবং সি. আর, পি, এফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন জায়গায় তাদের অকর্মন্যতার কারণে। তাহলে কি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই আসাম রাইফেল এবং সি, আর, পি, এফ এদেরকে তুলে দেওয়ার জন্য কোন দাবী করা হবে কিনা?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্য সরকার থেকে এমনকি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে যাতে করে ঐ সমস্ত এলাকার মধ্যে জাতি উপজাতিদের মধ্যে আবার শান্তির পরিবেশ ফিরে আসতে পারে এবং জাতি উপজাতির সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করা যেতে পারে। স্যার, এখনো মোহর পাড়া এলাকা দক্ষিক থেকে আরম্ভ করে খামারপাড়া থেকে আরম্ভ করে দার্জিলিং টীলা পর্য্যন্ত আর অপরদিকে হাওয়াইবাড়ী থেকে শুরু করে রাংখল পাড়া পর্য্যন্ত ঐ দিকে ব্রহ্মছড়া থেকে শুরু করে, কুঞ্জ মুড়া পর্যন্ত এবং সেখান থেকে শুরু করে চাকমাঘাট পর্য্যন্ত কোন ট্রাইবেল আসতে পারছেন না তেলিয়ামুড়াতে এর মধ্যে যাদেরই আসতে হয় তারা হয় আসাম রাইফেল বা সি, আর পি এফ নিয়ে আসতে হয়। এই ভাবে চলতে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে উত্তর মহারাণীপুরের আমার বাড়ীর এলাকার কোন লোক আসতে পারছেনা। যদি আমি বাড়ীতে যাই তাহলে আমার এস্কটের সঙ্গে এরা কেউ কেউ আসে। আবার কোন কোন সময় আসাম রাইফেল বা সি, আর, পি, এফকে অনুরোধ করলে তারা নিয়ে আসে। এই ব্যাপারে এখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সর্ব্বদলীয়

ভাবেই হোক, আমাদের বিরোধীদলেরও কর্তব্য আছে আমরা সহযোগিতা করব সরকার যদি উদ্যোগ নেয়। এই ব্যাপারে সরকারী কি উদ্যোগ নেবেন সেটা এই হাউজে স্পষ্ট করে জানাবেন কি? স্যার আরেকটা ঘটনা গত ১৬-৬-২০০০ ইং তারিখে মতাই জমাতিয়ার বাবা কৃষ্ণধন জমাতিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে দপ্তরে চাকুরী করে। সে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে ৮৪ শতাংশ নাম্বার নিয়ে। সে উপজাতিদের একটা রত্ন ছিল। আমরা তাকে হারিয়েছি। ঐ দিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিটিং করে আলোচনা ক্রমে ঠিক হয় যে আবার যেন তারা বাজারে আসে। সেই বিশ্বাসে তারা সেই দিন বাজারে এসেছিল, সেইদিনই আক্রমন করা হয়েছে হরেন্দ্র সিং, সে ঘিলাতলীতে বি এল ডব্লিও চাকুরী করত। ট্রাইবেল মনে করে তাকে খুন করা হল সেই হরেন্দ্র সিংকে। আর মতাই জমাতিয়া এবং শান্তি লক্ষ্মী জমাতিয়াকে গাড়ী থেকে নামিয়ে খুন করা হল। এর পরে পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে গেল। এখন পরিস্থিত আরো খারাপের দিকে। এই সব ঘটনা থেকে পরিত্রানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করব। ধন্যবাদ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মূখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই তেলিয়ামুড়া ঘটনা ঘটার আগে বা এ ডি সি নির্বাচনের আগে বিধানসভায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আছে আমরা বসেছিলাম। রাজ্যভিত্তিক এই অশান্তিকে মেনে নেওয়া যায়না না। এতে সবার ক্ষতি হয়েছে। এবং যে ছেলেটা এবার ৮৪ শতাংশ মার্ক নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে সে শেষ হয়ে গেল। কয়টা বন্দুক একত্র করলে, কয়টা এ, কে. ৪৭ বন্দুক একত্র করলে একটা ট্রাইবেল ছেলে কত বৎসরে একবার ৮৪ শতাংশ মার্ক পায়, আমি জিজ্ঞাসা করি এই রাজ্যের সভ্য মানুষদের কাছে কত বৎসর পরে পায়, কত শতাব্দীর সাধনা? কাজেই এটাই বলেছিলেন যে - আমরা ভাই ভাইয়ের উপকার করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের নিজের হাতেই নিহত আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব। আমাদের বন্দরে প্রতিদিন কত লাশ আসে, অগণিত মৃতদের দেহ নিয়ে সেই সব দেহ হল অর্থের সঞ্চার, অর্থ রোজগার এবং আমাদের পিতামহ বৃদ্ধ কনফিওসার স্তব্ধ হয়ে যায় আমাদের চেতনা সহ। জীবনান্দ দাসের একটা কবিতার অংশ এখানে পড়লাম। ঐ কথাটা শুনে আমার রিয়েকশানটা যা হল। কাজেই এই জায়গায় আমি জানি ট্রাইবেলদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ ফেটারিলিটি এবং পিসের পক্ষে, শান্তির পক্ষে। নন্-ট্রাইবেলদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ ফেটারিলিটির এবং পিসের পক্ষে শান্তির পক্ষে।

যারা আর ডি এক্স সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করছে, যারা একে ৪৭ সংগ্রহ করছে তারা

কোথায় থেকে আসছে কিন্তু এইটুকু বলতে পারবে যে গভর্মেন্ট কি ব্যবস্থা করছে, তাহলে আর, ডি এক্স, এ, কে, ৪৭ এর বিরোদ্ধে গভর্মেন্ট আর্ম সেকশানকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। গভর্মেন্ট ভারসেস এন্টি ন্যাশানেল আর্মস ভারসেস আর্মস। কাজেই আমার মনে হয় এই পথে আলো জ্বলে এই শতাব্দীর গণমুক্তি হবে এটা হলো ট্রাইবেলদের মধ্যে আজকে বিবেকের সর্বজয়ী। নন ট্রাইবেলদের মধ্যে সেই বিবেক সর্বজয়ী করে। আমরা চেষ্টা করছি এটা করার জন্য আমরা গেরান্টি দিতে পারছি না যে নির্দিষ্টভাবে এর মধ্যে করে দেব। আজকে আসাম রাইফেল, সি, আর, পি, এফ, এর মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা থাকবে কি থাকবে না। প্রশ্ন উঠবে কি উঠবে না। আমার প্রশ্ন হলো আমি আগেও এই কথা বলেছি কিছু কিছু লোক এই সমস্ত ভুল ভ্রান্তির মধ্যে যুক্ত হয়। আমাদের অনবরত সামরিক বাহিনী দরকার হলে আরোও সি, আর পি, এফ, চাই, দরকার হলে আরও আসাম রাইফেল চাই। কাজেই এদেরকে সরিয়ে দেওয়ার কোন অর্থই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সময়ের মধ্যে জাতি দাঙ্গার ফলে যারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, যারা সেই বিভিন্ন গোষ্ঠিভুক্তের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, তার বিরোদ্ধে হলো এই বক্তব্যটা। কাজেই আমার বক্তব্য হলো তাদেরকে তুলে দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কারণ এই সময়টা খুবই জটিল সব জায়গায় ইচ্ছে করলে যাওয়া যায় না, ইচ্ছে করলে দৌড়িয়ে আসা যায় না। এটাতো জানেন আপনারা পুলিশ ছাড়া যেতে পারছেন না, আমরাও যেতে পারছি না। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সিচুয়েশান ত্রিপুরায় হলো কেন? যে সময় একদিন ট্রাইবেল ১২শত বৎসরের গেরান্টি বাঙালীরা নিত তেমনি বাঙালীদের গেরান্টিও ট্রাইবেলরা নিত। এই রকম অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজকে এই অবস্থা হলো কেন ত্রিপুরায় এটা বুঝতে হবে। কাজেই যক্ষা রোগ হয়েছে তার আসল ঔষধ না দিয়ে সর্দির ঔষধ খাওয়ালে কোন কাজ হবে না। আমার বক্তব্য অনেকটা এই ধরণের হয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— স্যার, আমার উত্তর কিছু পাই না। উনি কি উদ্যোগ নেবেন। তাহলে সরকারের কোন দায়িত্ব নেই।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— সরকারের দায়িত্ব আছে আসাম রাইফেল থাকবে, সি, আর, পি, এফ, আসবে প্রয়োজন হলে আসাম রাইফেল আরও আসবে যারা থাকে এদেরকে শক্ত হাতে দমন করা হবে।

(গন্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় সদস্য যে স্পেসিফিক একটা প্রশ্ন করলেন যে অবস্থাটাকে স্বাভাবিক করার জন্য। আমরা স্যার বিরোধীদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে কি

সাহায্য করতে পারি। এটা কোন চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন না।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— তাহলে শুনুন আমি প্রথমেই বলছি আমরা বসেছি, কিন্তু আমরা কনক্লোড করি নাই। আমরা প্রয়োজন হলে আবার বসব। এটা সকলের সমস্যা।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এখন যারা ট্রাইবেলদেরকে মারছে এটা যেমন নিন্দনীয়। স্যার এটার সঠিক উত্তরটা পাওয়া গেল না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বাবু এবং কাজল বাবু বলেছেন যে অবস্থাটা স্বাবাভিক করার জন্য, আমরা এই ব্যাপারে কি করতে পারি।

(গন্ডগোল)

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আরেকটা এই সভার অনুমতির জন্য জানাচ্ছি যে ২০০০-২০০১ ইং সালের ব্যায় বরাদ্দের দাবীর উপর ছাটাই প্রস্তাব এর নোটিশ জমা দেওয়ার সময় সীমা উক্ত ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ৪ ঘটিকায় ছিল। এটা বাড়িয়ে আগামী ১৪ই জুলাই ২০০০ ইং শুক্রবার তারিখ বেলা ৪ ঘটিকা পর্যন্ত সময় নির্ধারিত করা হলো। আমার কাছে মাননীয় সদস্যগণ গিয়েছিল।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পিকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র] দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

বিষয়বস্তুটি হল :— " গত ০৫ / ০৭ / ২০০০ ইং ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত সি, আর, পি, এফ এর হাতে ডেইলী দেশের কথার সাংবাদিক নিগৃহীত।"— সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— "গত ০৫-০৭-২০০০ ইং ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত সি, আর, পি, এফ, এর হাতে ডেইলী দেশের কথার সাংবাদিক নিগৃহীত" সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীঅজয় ঘোষ পিতা অনিল চন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক-ডেইলি দেশের কথা ০৪-০৭-২০০০ ইং মোহরছড়া বাজারে বক্তব্যরত ছিল। শ্রী ঘোষের বাড়ি কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত ঘিলাতলী।

আনুমানিক বেলা ০১-৩০ ঘঃ সময় মোহরছড়া বাজারে টহলদারিতে নিযুক্ত কিছু সি, আর, পি, এফ জওয়ান কোন কারণ ছাড়াই ঐ এলাকার নিরীহ পথচারী এবং দোকানীদের মারধর করতে থাকেন বলে শ্রী ঘোষের অভিযোগ। শ্রী ঘোষ সি, আর, পি, এফ জওয়ানদের এই ধরণের মারধর করার বিষয়টি এই বাজারেই টহলদারিতে নিযুক্ত একজন সি. আর, পি, এফ অফিসারকে জানান। উক্ত অফিসার বিষয়টি দেখবেন বলে চলে যান। কিছুক্ষনের মধ্যেই মোহরছড়া বাজারের পশ্চিম অংশে হৈ চৈ শুরু হয়। সাংবাদিক শ্রী ঘোষ গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ সি. আর, পি. এফ. এর একজন হাবিলদার এবং চার পাঁচ জন জওয়ান তাকে মারধর করতে শুরু করেন এবং টানা হেঁছড়া করে হাকিম পারার দিকে নিয়ে যায় এবং নেওয়ার পথে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করে বলে শ্রী ঘোষের অভিযোগ। পরে মোহরছড়া গ্রামের লোকজনেরা তাকে রক্ষা করে। শ্রী ঘোষ আরো অভিযোগ করেন যে সি, আর, পি. এফ, জওয়ান তার প্রেস কার্ড এবং নগদ ৫০০ (পাঁচশ) টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৪১, ৩২৫ এবং ৫০৬ ধারায় তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা নং ৫৮ / ২০০০, নথীভুক্ত করা হয়। তেলিয়ামুড়া থানা কর্তৃপক্ষ এই মামলার তদন্ত করেছেন। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে, গত ৪ঠা জুলাই, ২০০০ ইং মোহরছড়া বাজারে সি-৫৫ বি. এন, সি, আর. পি. এফ. এর একটি টহল ছিল। ঐ দিন ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী অজয় ঘোষ মোহরছড়া বাজারে যান। ঐ দিন তেলিয়ামুড়া—কল্যাণপুর এলাকায় মাননীয় রাজ্যপালের সফরসূচী ছিল। সি. আর. পি, এফ জওয়ান একটি জীপ-গাড়ি মোহরছড়া বাজারে মেইন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাস্তার পাশে গাড়িটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললে সি. আর, পি, এফ জওয়ান সাথে ড্রাইভারের তর্ক বিতর্ক হয় এবং সি. আর. পি, এফ এর জওয়ান ড্রাইভারকে চড় থাপ্পর মারে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে সি, আর পি, এফ এর জোয়ানদের সাথে শ্রী ঘোষেরও কথা কাটাকাটি হয়। কিছুক্ষণ পরে মোহরছড়া বাজারের পশ্চিম দিক থেকে উগ্রপন্থী ঘটনার সংবাদ এলে সি. আর, পি. এফ জওয়ান অজয় ঘোষকে টেনে বাজারে নিয়ে যায় এবং মারধর করে বলে প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত ঘটনায় আহত সাংবাদিক তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হন। স্থানীয় পুলিশ শ্রী ঘোষের খোঁজ খবর করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (রুর‍্যাল) ঐদিন সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে গিয়ে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলেন।

সি, আর, পি. এফ অভ্যান এই ধরণের আচরণ সম্পর্কে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ডি, আই. জি; সি, আর, পি, এফের সঙ্গে কথা বলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীরদেব সরকার ঃ - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা। সেই দিন সকালে রাজ্যপালের আসাকে কেন্দ্র করে, সকাল থেকেই সি, আর, পি, এফ এত বেশী সক্রিয় ছিল যে সাধারণ মানুষের উপর মার শুরু করে। তখন অজয় ঘোষ এই জায়গায় বাধা দেয়, এবং তার উপর ক্ষেপে পরে এবং বলে যে এই লোকটা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে। অফিসারদের কাছে বলেছে এবং স্থানীয় কল্যাণপুরের পুলিশ অফিসারও জানে। বিকালবেলা রাজ্যপাল চলে যাওয়ার পরে সেই গাড়ীটা তার ড্রাইভার, বিক্রেতা শ্রমিক এবং মহিলাদেরকেও মারধোর করতে উদ্যত হয়। এবং সেই জায়গায় অজয় ঘোষ বাধা দেয়। দক্ষিণ দিক থেকে খবর আসে যে উগ্রপন্থী এসেছে, সেটা একটা ভুল বুঝাবুঝি থেকে খবর আসে। কোথাও উগ্রপন্থী সেখানে যাবে না. তখন সি, আর. পি, এফ. এর সেই অফিসার অজয় ঘোষকে উগ্রপন্থী নিয়ে গেছে বলে তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে মারতে শুরু করে এবং বলে গুলি ভরে রাখ ভিতরে গিয়ে গুলি করব আর বলব যে এনকাউন্টার হয়েছে। অজয় ঘোষকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল, ৫০০ জন গ্রামবাসী সেখানে থেকে ধাওয়া করার ফলে অজয় ঘোষকে ছেড়ে চলে যায়। তাকে প্রচন্ডভাবে মারধর করার ফলে পরবর্তী সময়ে তাকে চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে সি, আর. পি. এফ-রা এই সব কান্ড করেছে। যেনে শুনে আগের ঘটনা থেকে নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে? এই রাজ্যপাল সফর সম্পর্কে, যদিও তারা বলেছে অযথা। তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— সাংবাদিক কার্ড দেখানোর পরও তাঁর উপর যে নিগ্রহ চালানো হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই ধরণের ঘটনা কাম্য নয়। আমি কি ব্যবস্থা নিয়েছি তা আমায় হিসাব দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2:00 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহার ও মৃত্যুর মিছিলের আশংকা সম্পর্কে।"

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা যে কলিং এটেনশান এখানে এনেছেন এই বিষয়ে আমি বিবৃতি দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকার বর্ষা মরসুমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য গোদামগুলিতে অগ্রিম মজুত ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রত্যন্ত ও উপজাতি এলাকায় সকল খাদ্য গোদামে অগ্রীম যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য (চাল) মজুদ সুনিশ্চিত করা হয়। এর ফলে গণবন্টন বা কর্ম সংস্থান সহ অন্যান্য সরকারী প্রকল্পে খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত রয়েছে যাহা নিম্নরূপ ঃ—

১। সাধারণ গণবন্টন ব্যবস্থায় প্রতিমাসে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক ভোক্তা ৪ (চার) কেজি চাউল এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তার অর্ধেক পরিমান দেওয়া হয়ে থাকে। তবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে দ্বিগুন রেশন চালু থাকায় উপরোক্ত পরিমানের দ্বিগুন প্রতি ভোক্তা পেতে পারেন।

রাজ্যে ২, ৩১, ০০০ পরিবার বি, পি, এল ভুক্ত। প্রত্যন্ত এলাকায় উপজাতি ভোক্তাদের মধ্যে বি. পি, এল ভুক্ত লোকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশী, সুতরাং উক্ত বি, পি, এল ভুক্ত পরিবারগণ কেজিঃ প্রতি মং ৬'৪০ টাকা হারে মাসিক ২০ কেজিঃ চাউল পাচ্ছেন।

২। বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুযায়ী যথা জে, আর, ওয়াই এবং ই, এ, এস ইত্যাদি স্কীমের অধীনে দৈনিক মজুরীর একটা অংশ চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। জেলা শাসকের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইমপ্লিমেনটিং অফিসারদের উক্ত চাউল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৩। ইহা ছাড়া প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল প্রকল্পে বৎসরে ১০ (দশ) মাস ছাত্রছাত্রী পিছু ৩ (তিন) কেজিঃ চাউল বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। ইহা ছাড়া বিশেষ পুষ্টি সহায়তা প্রকল্পে যাহা বালাহার বা এস, এন, পি, স্কীমেও নিয়মিত পুষ্টি প্রকল্প কেন্দ্র সমূহে চাল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এছাড়া সব জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রত্যন্ত এলাকার রেশনসপগুলি যথাযথ পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং যে কোনো অভিযোগ বা অব্যবস্থার তথ্য পেলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সুতরাং এটা সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সহ রাজ্যের সকল প্রান্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট অগ্রীম মজুদ খাদ্য ভান্ডার রয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেই খাদ্য শষ্য যথাযথ বন্টনের জন্যও প্রশাসন সতর্ক রয়েছে যাতে অনাহার বা খাদ্যভাবের মত কোন ঘটনা না ঘটে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১লা এপ্রিল থেকে খাদ্য শষ্যের দাম বৃদ্ধি করেছেন। ফলে প্রত্যন্ত এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খোলা বাজারে রেশনের এ. পি. এল রেটের চাউলের চাইতে কমদামে চাল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এ, পি, এল ভুক্ত জনসাধারণ ক্রয় করার ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রাজ্য সরকার খাদ্যশষ্যের মূল্য কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বারবার দাবী জানাচ্ছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না আমার কলিং এটেনশানের বিষয়টা ছিল রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যভাব অর্ধাহার, অনাহার ও মৃত্যুর মিছিলের আশংকা সম্পর্কে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উত্তর দিলেন খাদ্যগুদামে কত মজুদ আছে। আমি প্রশ্ন করেছি এক রকম উত্তর দিলেন আরেক রকম। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এক দিকে কাজ নেই, ক্রয় ক্ষমতা নেই, তাদের এখানে সরকারী ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ বন্ধ এবং উপজাতিরা বিভিন্ন শহরে বা ছোট ছোট বাজারে যেটা মিশ্রিত এলাকায় ছন, বাঁশ বা সামান্য বাঁশের কুড়ুল, কিছু শাক সবজী বিক্রি করত। আরও এখন এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণে তারা এই সব বিক্রি করতে পারছে না। তাদের নূন্যতম ক্রয় ক্ষমতা নেই। আমার বিষয়টিই হচ্ছে এখানে কোন গুদামে কত ভর্তি চাউল আছে এটা আমার জানার বিষয় না এবং কত টাকা দিয়ে আপনারা দিচ্ছেন। তারা খেতে পাচ্ছেনা। তাদের খাদ্যের জন্য তারা খাদ্য ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। খোলা বাজারে চাউলের দাম প্রায় তের থেকে চৌদ্দ টাকা। রেশনে চাউল দুই গুন-তিনগুন করে দিয়ে থাকলেও তারা রেশনের চাউল ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। প্রতিমাসের দৈনিক পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন যে আঠার মুড়ার সড়কের উপর ট্রাক থামিয়ে খাদ্যলুটের ঘটনা। ভগবানটিলা, শিলাছড়ি, রইস্যাবাড়ি, তুইচাকমা, রতনপুর, গোবিন্দবাড়ি, এবং ভগীরথটিলা এই সমস্ত এলাকার লোকেরা কাজ ও খাদ্যের সন্ধানে বাংলাদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এছাড়াও সড়কপথে বিচ্ছিন্ন দুর্গম জনপথ, প্রশাসন কালভূমি মৃত্যু মিছিলে অসংখ্যা এই রকম ঘটনা প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায় চিত্রসহ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। স্যার এখানে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পরিস্কার জানতে চাই যে উত্তর মহারানী এলাকায় খাদ্যের অভাবে বিভিন্ন লোক রোগাক্রান্ত হয়েছে। একজন লোক খাদ্য না পেলে সে চট করে মরে না, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

রোগের ফলে সরজায় দেববর্মা পিতার নাম সুকুমার দেববর্মা, শ্রীমতি সিরোপতি দেববর্মা তার স্বামীর নাম সূর্য দেববর্মা এরা মারা যায়। আর মঙ্গতি দেববর্মা মারা যায় যেদিন আমিও সেখানে যাই। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তীর্থমুখের একরাই রিয়াং সেও মারা গেছে। সুকু দেববর্মা মারা গেছে এটা পত্রিকায় উঠেছে। এবং সেও রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ছয় জনের খাদ্যের অভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই আপনি হয়তো বলবেন খাদ্যের কথা কিন্তু এখানে কাজের সংস্থানের বিষয় নিয়ে আলোচনার দরকার আছে। আর যারা অন্যান্য বিষয়ে নিরুপায় হয়ে থাকে সেটাও দেখার দরকার আছে কি করে খাদ্য যোগান এর সুব্যবস্থা কত করবেন আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সুস্পষ্ট জবাব চাই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ — মাননীয় সদস্য এখানে যে বিষয়টা জানতে চেয়েছেন সে বিষয়ে সরকার তার যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ এবং খাদ্যের সংস্থান করে থাকেন তাহলে এটা সত্য। মানুষের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন হয়তো দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। রেশনের মাধ্যমে যে জিনিস দেওয়া হয় সে সকল জিনিস তাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবারে সংকটমোচনের সম্ভব হচ্ছেনা। আমরা আশা করতে পারি যে একজন লোকের চার কেজি চাউল হয়না. এটা হচ্ছে তাকে কিছুটা সহয়তা করা। বি,পি,এল-এ যে বিশ কেজি করে চাউল দেওয়া হয় কার্ড পিছু। একজনের পরিবারে যদি চার-পাঁচ জন মেম্বার থাকে তাহলে বিশ কেজি চাউল তার নিশ্চয়ই চলেনা। আমরা যদি মাথাপিছু দশ থেকে বার কেজি করে চাউল দেই তাহলে আমাদের লাগবে ষাট থেকে পয়ষট্টি কেজি চাউল। এটা স্বাভাবিক যে কোন লোকের জন্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প আছে এটা দিয়ে পরিবার টোট্যালি চলেনা।

একটা পরিবারে যদি পাঁচ জন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে, তাহলে সে ২০ কেজি চাউল পাবে তাতে তারা চলতে পারে। অন্তত জন প্রতি ১০/১২ কেজি চাল লাগলে তার মাসে লাগবে ৬০ কেজি চাল। কাজেই সরকারী প্রকল্পে একটি লোকের সারা মাস চলতে পারে না। তাকে অন্য কাজ করতেই হবে। স্যার বিভিন্ন কাজের কথা বলা হয়েছে। ব্লক ওয়াইজ ডি, এমরে কাছে ফান্ড পেস করা হয়েছে। সাউথ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টে পি.ডি,এফ স্কীমে ১৪৬'২১ লক্ষ টাকা, ই এ এস. স্কীমে ১৭৫'০১ লক্ষ টাকা এবং জে জি এস, ওয়াই স্কীমে ২০৬'৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ওয়েষ্ট ত্রিপুরায় পি. ডি,এফ স্কীমে ৩৫৪'৯৫ লক্ষ, ই,এ এস, স্কীমে ১৮০'১৮ লক্ষ এবং জে,জি এস,ওয় ই স্কীমে ২৫৫'৬১ লক্ষ, ধলাই ডিষ্ট্রিক্টে-পি,ডি এফ স্কীমে ৮৫-৫৩ লক্ষ ই,এ,এস স্কীমে ৯৫'৩৪ লক্ষ এবং জে.জি,এস,ওয়াই. স্কীমে ১৪৬'০০ লক্ষ ও নর্থ ত্রিপুরা পি,ডি এফ, স্কীমে ১২৯'৮৫ লক্ষ. ই,এ,এস, স্কীমে ১০৬'১৬ লক্ষ এবং জে,জি,এফ, ওয়াই

স্কীমে ১৩০.৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এইগুলি স্যার, ব্লক ওয়াইজ। মাননীয় সদস্য করবুক ব্লকের কথা বলেছেন। করবুক ব্লকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সেখানে কাজের সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন ব্লক ওয়াইজ মনিটরিং করা হয়েছে। আর. ডি. দপ্তর থেকে মনিটরিং করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মনিটরিং করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন স্তরে স্তরে মনিটরিং করা হয়েছে। কাজেই কাজ নেই এটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য যে কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সেখানে গন্ডগোলের কারনে হয়ত সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে সব জায়গায় আমরা আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। কাজেই সরকার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছেন। আর মাননীয় সদস্য এখানে যে মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আগে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা হবে এবং তারপর বুঝা যাবে কিভাবে মারা গেছে। তবে আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি, আমার দপ্তর এ ব্যাপারে সচেষ্ট আছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি আবেদন করব, করবুক ব্লকে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। বিধানসভা আমাদের শুরু হয়েছে ৭ই জুলাই। স্যার, আমি ৬ই জুলাই করবুক থেকে ফিরেছি। আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি, এ. ডি. সি. নির্বাচনের পর তীর্থমুখে মাত্র একটি ২ হাজার টাকার কাজ গেছে। কোন কাজ সেখানে নেই। তাছাড়া তীর্থমুখে যে রেশন সপ আছে তার মালি-কের বাড়ী উদয়পুরে। মাসে একবার সে যায়। প্রায়ই দোকান বন্ধ থাকে। অন্য লোক দিয়ে চালায়। স্যার, টাকমুড়া, বেগুনছড়া থেকে তীর্থমুখের রেশন সপে লোক আসে রেশন নিতে। এসে দেখে প্রায়ই দোকান বন্ধ। কিংবা জিনিস নেই। জিনিসতো অর্ধেক রাস্তায়ই বিক্রি হয়ে যায়। লোক রেশন পায়না। সেখানকার লোক লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তা সত্বেও দলীয় লোক বলে কোন একশন নেই। কাজের সংস্থান আছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু কোন কাজ সেখানে নেই। দুর্গম এলাকা বলে কেহ যেতে চায় না। পঞ্চায়েত সেক্রে-টারীকে বললে বলে, নিরাপত্তার সংস্থান নেই, কি করে আমরা কাজ করব ? তিন মাস ধরে সমস্ত কাজ সেখানে বন্ধ। স্যার ৩ মাস ধরে তীর্থমুখে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যান না। এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর নাম হচ্ছে রাজকুমার চাকমা। আজকে তিন মাস ধরে উনার কোন দেখা নেই। গ্রামবাসী জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন যে— আমি কাজই দিতে পারব না এলাকায় গিয়ে কি হবে ? গ্রামবাসী অভিযোগ করেছে উনার উত্তর নাকি এই রকম। কাজ হচ্ছে বলে আপনি এখানে যেটা উৎথাপন করেছেন, আসলে এটা হচ্ছে না। তারপর স্যার, মিড-ডে-মিলে

স্টুডেন্টদের চাউল দেওয়া হয়। কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলের আজকে প্রায় ৯০ পার্সেন্ট স্কুল বন্ধ তা হলে চাউলগুলি কোথায় যায়। কারা খায়? এডুকেশান দপ্তরের একটা নিয়ম আছে যে স্কুল যদি খোলা থাকে এবং স্টুডেন্টদের এটেনডেন্স যদি না থাকে তাহলে সে চাউল পাবে না। কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগ স্কুলই আজকে বন্ধ, কিন্তু স্কুল গুলিতে চাউল দেওয়া হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। তাহলে এই চাউল গুলি যায় কোথায়? এগুলি নিশ্চয়ই ছাত্ররা পায়না। কাজেই এটা তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? আর যে সমস্ত এলাকার মানুষগুলি ট্রাইবেলই হোক, আর নন ট্রাইবেলই হোক এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের রেশন সরবরাহ করা হয় কিন্তু রেশন নিতে পারে না। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত এই রেশনগুলি যায় কোথায়? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট না। রাজ্যের মানুষ একদিকে যেমন নিরাপত্তার অভাবের জন্য মরছে, তেমনি খাদ্যের অভাবের জন্যও মরছে। আঠারমুড়া, লংতরাই, কাঞ্চনপুর এলাকায় সাংঘাতিক অবস্থা। মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র বাবুর এলাকা গঙ্গানগর এলাকায় আজকে আনাহারে, অর্দ্ধাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। সেখানে যে কোন মুহূর্তে গুদাম লুঠ হয়ে যেতে পারে। একদিন ট্রাক লুঠ হয়েছে, আজকে গুদাম লুঠ হবে। এর জন্য কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার দায়ী থাকবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তীর্থমুখ সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ এখানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। আর রেশন সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলিও নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে, কোন রকম শৈথিল্য দেখানো হবে না। মাননীয় সদস্য এখানে মিড-ডে-মিল সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছেন সে ব্যাপারে আমি বলছি যে মিড ডে-মিল্স সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বা হেডমাষ্টার মহোদয়কে ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেইট দিতে হয়। তারপর স্কুল ইন্সপেক্টরেইট থেকে সেটা ফুড ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়। সে অনুযায়ী আমরা চাউল সরবরাহ করি। এই গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। এখন যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জাননো হয় যে এই স্কুলগুলি বন্ধ এবং সেগুলিতে চাউল পাঠানোর পর কারচুপি হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে দেব, লিষ্টটা লম্বা আছে। স্যার, বি, পি, এল, কার্ডধারীরা সারা রাজ্যে দ্বিগুন রেশন পাচ্ছে। বি, পি, এল, কথাটির অর্থ হচ্ছে যারা বিলো প্রভার্টি

লাইন অর্থাৎ সাংঘাতিক গরীব তাদেরকেই এই রেশন সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আমার কাছে তথ্য আছে এই বি. পি, এল এ অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের নাম পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা আছে — তীর্থমুখ, রামভদ্র গাঁও সভা, ভগীরথ গাঁও সভা, রতন নগর গাঁও সভা, গোবিন্দ বাড়ী গাঁও সভা গুলিতে। আমি এখানে একটা এ্যাগজাম্পল দিচ্ছি।

তীর্থমুখ গাঁওসভায় ৪০০ পরিবারের আছে যাদের প্রত্যেক পরিবারকে বি, পি, এল-এর আওতায় আনা যায়। কিন্তু সেখানে মাত্র এখন ২০০টি পরিবারকে বি, পি, এল ভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই এখন সার্ভে করার পর ১০০টি পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তীর্থমুখে যে সব পরিবারগুলি আছে তাদের মধ্যে এমন কোন পরিবার নেই যারা বি, পি. এল-এর আওতায় আসবে না। এটা মাননীয় সদস্যরা যারা সেখানে গিয়েছেন তাদের এটা অজানা নয়। রতন নগরে ২০০টি পরিবার আছে সেখানে মাত্র ১০০টি পরিবারকে বি. পি, এল-এর আওতায় আনা হয়েছে আর বাকী পরিবারগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে বিভিন্ন গাঁও সভায় অধিকাংশ জমিয়া উপজাতিকে বি, পি, এল-এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় এখন থেকেই যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে প্রতি ঘরে ঘরে মৃত্যুর হাহাকার উঠবে। এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করবেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য অবগত আছেন যে আমাদের রাজ্যে ৭৪ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করেন। এই ব্যাপারে এখানে যে সার্ভে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এখানে মাত্র ৩৯.৫৬ শতাংশ লোককে বি, পি, এল এর আওতায় আনা হয়েছিল। এই ব্যাপারে আমরা অনেক দরবার করার পর এটা ৪০ পার্সেন্ট করা হয়েছে। এর ফলে সবাইকে বি, পি, এল এর আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমাদের পক্ষে এখনই সবাইকে বি, পি, এল-এর আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনেছি এবং প্ল্যানিং কমিশনের নজরে এনেছি, আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী তাদের নজরেও এনেছি। তাঁরা বলেছেন এটা প্ল্যানিং কমিশন ঠিক করেন এবং তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন এখন যে জনগননা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এটা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের সার্ভের উপর যদি আস্থা না থাকে এবং যদি সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করেন তাহলেও আমরা রাজী আছি। যে সমস্ত পরিবার বি, পি, এল, এর আওতায় আসবে তাদের প্রত্যেককে কনসিডার করা হবে। এটা যদি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন তাহলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা **:—** স্যার, আঠারমুড়ায় বুভুক্ষ এবং ক্ষুধার্থ মানুষ যখন চাউল লুঠ করে তখন মাননীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন যে তারা দুস্কৃতকারী এবং সন্ত্রাসবাদী। স্যার, ক্ষুধার্থ মানুষ তাদের মাননীয় মন্ত্রী এই ভাবে বলতে পারেন না তাই এইসব বক্তব্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কারণ সন্ত্রাসবাদী বলে উনি যে ভাবে বিবৃতি দিয়েছেন এবং সমস্ত ট্রাইবেল জাতিকে জড়িয়ে যে ভাবে বলেছেন তাই মাননীয় মন্ত্রীকে এই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া **:—** পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আছে কারণ তারা কেহই আঠারমুড়ার বাসিন্দা ছিল না।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন "দৈনিক সংবাদ" আমার কথা বিকৃত করেছে। এটা পরেরদিন সংশোধন করা হয়েছে। যারা চাউল নিতে এসেছে তারা সবাই দুস্কৃতকারী আমি একথা বলিনি। দৈনিক সংবাদ আমার কথা বিকৃত করেছে। আমি পরেরদিন সংশোধন দিয়েছিলাম। আপনি আগের দিন যেটা বিকৃত করে উঠছে সেটা পড়েছেন, আর পরের দিন যে আমি সংশোধন করে উঠালাম সেটা আপনি পড়েননি।

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিধান-সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১৪ নং ধারা মোতাবেক আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়ের নিকট থেকে একটি "প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশানের" নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— **"Let all political parties refrain from calling "bandhs" which has been judicially decrited as harmful and disruptive of public interest".**

উপরোক্ত নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে তা অনুমোদন করেছি এবং উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর এই সভায় আলোচনা করার জন্য আগামী ১৯শে জুলাই, বুধবার, ২০০০ইং তারিখ ধার্য্য করেছি।

HALF AN HOUR DISCUSSION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "হাফ - এ্যান আওয়ার ডিসকাশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি হাফ - এ্যান আওয়ার ডিসকাশানের উপর নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়। নোটিশটির

বিষয়বস্তু হল :— " ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে " ।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয় গত ৭-৭-২000 ইং তারিখে উক্ত বিষয়বস্তুর উপর তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নাম্বার ১৪৩ এই সভায় উৎথাপন করেছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করেছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয় বিষয়বস্তুটির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি নোটিশ দিয়েছেন এবং বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনার জন্য এই সভায় উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়-বস্তুটির উপর উনার আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া **:—** স্যার, এই রকম কথা ছিলনা। বি, এ, সি - তে এইরকম সিদ্ধান্ত ছিলনা।

শ্রীসমীর দেবসরকার **:—** আমরা ২০ তারিখ অবদি বাজেট নিয়ে, কাট মোশান নিয়ে আলোচনা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যাবে। মাননীয় সদস্য আপনি আলো-চনা আরম্ভ করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ **:—** এটা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এলাউ করেছে, স্যার, আমার হাফ-এ্যান আওয়ার ডিসকাশনের বিষয়বস্তু হল "ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে "। ত্রিপুরা রাজ্যের ও, বি, সি সম্প্রদায়ের জনগনের প্রতি ত্রিপুরা সরকার তার সাংবিধানিক কর্ত্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যে অনীহা, উপেক্ষা তারই ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে নন্দী কমিশনের রিপোট আজও কার্যকরী করে নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইটা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। এই হাউসে বহুবার এই বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বিভাগীয় মন্ত্রী এই হাউসে মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করা হবে বলে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসিডিংসে তা লিপিবদ্ধ আছে। ৯৩ সনের ১৬ঠা জুলাই এবং ৯৪ সনের ৪ই মার্চ এই বিধানসভায় দুইটি বেসরকারীভাবে প্রস্তাব এটার সপক্ষে পাশ হয়। এখন প্রশ্ন হল এখন আবার সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন।

সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবার, যে আইনী জটিলতা রয়েছে তাকে দুইটা দিকে ভাগ করা যায়। একটা হল আইনী জটিলতার প্রশ্ন আদৌ আছে কি না, আর একটা দিক হল, আইনী জটিলতা ছাড়াও মন্ডল কমিশনের যে সব বাকী সুপারিশ গুলি আছে সেগুলি কার্য্যকর করা যায় কিনা। স্যার, এপ্রিল মাসে আমি পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলাম এবং সেখানকার ও বি সি দপ্তরের যিনি মন্ত্রী ওনার সঙ্গে দেখা করেছি এবং প্রায় আধাঘন্টা ধরে ওনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে অনেকগুলি কাগজ দিয়েছেন সারা ভারতবর্ষের চিত্র দিয়েছেন এবং ঐ রাজ্যে কি কি চলছে সেটাও দিয়েছেন। উনি আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করেছেন যে, "আপনাদের ওখানকার মন্ত্রী কে" ? আমি বলেছি মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয় শুনে উনি বলেছেন, উনিতো খুব ভাল লোক, এটাতো না হওয়ার কোন কারণ নেই। আইনের প্রশ্ন থাকলেও এটার বিতর্ক রয়েছে, মন্ডল কমিশনের মূল কথা যেটা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার থেকে ভাল জানেন, মাননীয় সদস্য শ্যামাদা ও জানেন। স্যার, সংরক্ষণ হলে সমস্ত ও বি সি সম্প্রদায় উদ্ধার হয়ে যাবে একথা আমি বলছি না। মন্ডল কমিশনের মূল কথা হল ব্যাপক ভূমি সংস্কার। যদি এটা সত্য হয় তাহলে ও, বি. সি, সম্প্রদায়ের জন্য ভূমি সংস্কার কি এই রাজ্যে হয়েছে, একটুও না। বর্তমান ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা কি, এই যে কিছু দিন আগে চাকুরীতে সংরক্ষণ নিয়ে পার্লামেন্টে একটা বিল পাশ হয়েছে এবং তাতে একজন মাত্র সদস্য জি, এম বানাতওয়ালা উনি ছাড়া সব সদস্য একবাক্যে এর পক্ষে রায় দিয়েছে এবং ৪১৮ টার মধ্যে একটা বাদে ৪১৭ টা ভোটে এটা পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। স্যার, আইনের কথা বলে বার বার হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমি এটা বুঝি না যে এতে আইনের কথাটা কোথায় ? আইনী পরামর্শ কারা দেবে নিশ্চই আইন বিজ্ঞরা। স্যার, সুপ্রীম কোর্টের যে রায়ের কথা প্রত্যেকে বলছে সেই আইনের ৯৪-র (এ) ধারাতে একটা পেরা আছে, তাতে আছে ইন্দ্র শাহানী বনাম, ভারত যুক্তরাষ্ট্র মামলায় মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চে তাদের ঐতিহাসিক রায়ে বলেছেন যে, মূল ভূখন্ডের দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য সমূহের সে সব অঞ্চলের ভৌগলিক দুর্গমতা ও জনগোষ্ঠি কত সংখ্যানোপাতিক ভিন্নতর অবস্থায় বিদ্যমান সেই সব ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণের বাধা অবশ্যই শিথিলযোগ্য। স্যার, এর নিরীখে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা বিচার করে দেখা যাক। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিক হল আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভৌগোলিক দিক থেকে দুর্গম এবং মূল ভূখন্ড থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এই রাজ্যের জন গোষ্ঠির অবস্থাও ভিন্নতর, যেমন, এখানে এস টি হচ্ছে ৩১,

সারা ভারতে ৭'৫। এখানে এস, সি, হচ্ছে ১৬ শতাংশ, আর সারা ভারতে ১৫ শতাংশ। এখানে ও, বি, সি, হচ্ছে ৪০ শতাংশ আর সারা ভারতে হচ্ছে ৫২ শতাংশ। এখানে সংখ্যা লঘু ৬ শতাংশ আর ভারতে ১০'৫ শতাংশ। এখানে ব্রাহ্মণ ২ শতাংশ, ভারতে ৩'৫ শতাংশ। কায়েস্থ এখানে ৫ শতাংশ আর ভারতে ১১'৫ শতাংশ। স্যার, এখানে সুপ্রীম কোর্ট বলেনি যে, পঞ্চাশ শতাংশের উপর যাওয়া যাবে না, বরং বলেছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাওয়া যাবে।

স্যার, এই ব্যাপারে নেশন্যাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস গভার্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া-জাস্টিস্, পি, কে, সুন্দরম্ উনি শুধু চেয়ারম্যানই না সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিও ছিলেন। উনি গত ২০ জুলাই, ১৯৯৯ ইং তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডি, ও, লেটার লিখেছেন-উনি তার লেটারে বলেছেন ঃ—

Dear Shri Manik Sarkar Ji,

I am writing this in comncction with providing reservation benefits to other Backward Classes in your State in conformity with the Constitutional Provisions another direction of the Apex Court in the case of Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others. It has been brought to my notice by the O B C Officers' welfare Society, Tripura, Agartala through their representation dated the 16th April 1999 (copy enclosed for ready reference) that there is no reservation for O B C's in the state of Tripura although they comprise approximately 40% of the population of the State as adumbrated in the Nandy Commission's Report constituted by your State in 1993.

2. You will kindly agree that non-prescription of any reservation for such a huge segment of O B C population is not just and proper apart from running counter to the provisicns of the Constitution of India, besides objectionable even on legal grounds almost all the States and U T's have provided for reservation to the O B C's in consonance with the Constitutional provisions and the directions of the Supreme Court in the landmark Mandal judgement. The State like Tamil Nadu on account of their concern to the Social justice and empowerment of waker sections like S C's, S T's and OBC's for reasons of special circums-

tances prevailing in the State have provided 69% reservations in ovt. Jobs although in excess of the guidelines of 50% as laid down by the Supremen Court in the Mandal Judgement I, therefore, seek your kind intervention in the matter so that adequate percentage of reservation, commensurate with their representation in the State is provided to the O B C's in your State to be done, if necessary even by modifying the existing reservation for different categories of weaker sections.

I keenly await your positive response in this matter.

With best wishes and regards,

Yours Sincerely,

(Justice P. K. Shyamsundar).

তাহলে দেখা যাচ্ছে তামিলনাড়ুতে ৬৯ শতাংশ রিজাভেশন চালু আছে। ইন্ গভার্ণমেন্ট জব্স্। কাজেই এটার জন্যতো কোন চ্যালেঞ্জ নেই স্যার, সেজন্য তিনি এখানে বলছেন যে আপনার রাজ্যে এই ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করুন। এটা না করলে সংবিধানকে অপমান করা হবে। এবং তাতে ও, বি, সি, দের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হবে এবং তাতে অকল্যাণ হবে।

স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। কথায় কথায় তো উনারা বলেন যে উনাদের মনমত আইনজীবি না হলে হবে না। সোমনাথ চ্যাটার্জি উনি কি বলেছেন-উনি বলেছেন-ইন্ মাই অপিনিয়ন- ইন্ ভিউ অব্ দিস্ স্পেশাল পজিশন অব্ দ্যা ট্রাইবেল ল্যান্ড, ও, বি, সি, ইন্ ত্রিপুরা স্পেশাল ডিস্পেন্সেশন শুড বি মেইড ফর রিজারভেশন এগ্জিস্টিং ৫০ পার্সেন্ট বাট গভার্ণমেন্ট অব্ ত্রিপুরা শুড বি ইন্ এ পজিশন টু জাষ্টিফাই দ্যা এক্সেস্ পারসেন্টেজ। বলছে- কারণ বলতে হবে। এখন 'ল' ডিপার্টমেন্ট কি বলছে একরডিং টু মন্ডল জাজ্মেন্ট রিজারভেশন অব্ জব্স্ শ্যাল বি নট্ এক্সীড় ৫০ পার্সেন্ট এ ইয়ার। হাওভার ইন্ দ্যা স্যাম জাজমেন্ট স্পেশাল ডিসপেনসেশন হ্যাজ্ বীন প্রোভাইডেড্ ইন্ দ্যা সারপ্লাস্ স্টেটস্ হোয়ার দ্যা পপুলেশন ইজ্ আউট সাইড দ্যা নেশন্যাল মেইন স্ট্রীম্। স্যার, এখানে মানসিকতা কথার আমি জানিনা। এখানে আইনের ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। আমি বুঝতে পারি না, আইনের দোহাই দিয়ে বাঁচতে চায় কেন ? এখানে কন্স্টিটিউশনের ১৫(৪) ১৬(৪) ধারামতে আমাদের দেশে আমার রাজ্যে আইন করতে পারি।

প্রোভিশন ইজ দেয়ার। তারপর এখানে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এবং হাউসে সিদ্ধান্তও ছিল। কিন্তু স্যার, কোনটাই কার্যকরী করছে না। এখানে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বলবে যে আমরা অন্যান্য জিনিস দেখছি। কি দেখছি এটা? লক্ষণটা কি? ১৯৯৫-৯৬ সালে এখানে এস, সি, ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে ও, বি, সি, এবং মাইনোরিটিকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

(গন্ডগোল)

শ্রীরতন লাল নাথ :— এই ধরনের কথা হাউসে বলা চলে স্যার?

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লীজ আপনারা বসুন। প্লীজ আপনারা বসুন। প্লীজ।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের মতামত ব্যাক্ত করতেই পারি। তখন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যে ধরনের মন্তব্য এবং টিপ্পনি কাটা হয় সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। আপনাকে সম্ভোধন করে উনি বক্তব্য রাখছিলেন। উনার বক্তব্যে যদি কোথাও আপত্তিজনক কিছু থাকত তাহলেতো বিধান অনুসারেই পয়েন্ট অব অর্ডারে চেয়ে বলার সুযোগ ছিল। এটা না করে মন্ত্রী যে ধরনের মন্তব্য করলেন সেটা কি ঠিক হল স্যার? মনে হয় ঠিক হয় নি।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লীজ আপনারা চেয়ারকে সাহায্য করুন। আমি সবই শুনেছি। আমি হাউসকে অনুরোধ রাখব- এখানে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছি। লক্ষ লক্ষ ভোটার আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককেই হাউসে আচরণ ও শালীনতাবোধ বজায় রেখেই চলতে হয়। এটাই আমাদের মধ্যে থাকা উচিৎ।

মাননীয় সদস্য রতনবাবু শুরু করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে অর্থনৈতিক ভাবেও এস, সি, ও, বি, সি - র একটি অংশ পিছিয়ে রয়েছে। তারা কিন্তু বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। রাজ্য বাজেটে গত ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে মাত্র ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছিল এস, সি, এবং ও, বি, সি দপ্তরের জন্য। ১৯৯৬-৯৭ সালে এস, সি-ও, বি, সি দপ্তরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হল মাইনরিটিজ। কিন্তু বাজেটে অর্থ বরাদ্ধ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আর বৃদ্ধি পেল না। দপ্তরের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেল অথচ পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট বরাদ্ধ পূর্ববর্তী দুটি বছরের তুলনায় আরোও কমিয়ে মাত্র ৪ কোটি ৪০ লক্ষ

টাকার সংস্থান রাখা হল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে এই দপ্তরের জন্য বরাদ্ধ কমিয়ে বাজেট সংস্থান করা হল মাত্র ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এতেই কিন্তু এস, সি, / ও, বি, সি, এবং মাইনরিটিসদের প্রতি সরকারের উপেক্ষা প্রমাণিত। তিনটি জাতি গোষ্ঠীর জন্য মাত্র একটি দপ্তর এবং এতেও আর্থিক বঞ্চনা। ২১ / ৬ / ৯৮ইং এক চিঠিতে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম ও, বি, সি, দের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরিস্কার কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছে না। Civil Rule 32 / 96 retable 82 / 96 arising out of Civil Rule 32 - 99 between the State of Tripura and Sri Chandan Saha and others.

সেই মামলায় দাঁড়িয়ে হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট দিয়ে বলছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ৫০ পার্সেন্টের বেশী সংরক্ষন করা যাবে না। এটা ঠিক নয়। হাইকোর্ট বলছে যে ৫০ পার্সেন্টের বেশী রিজার্ভেশন দিতে বাধা নেই। তাহলে ও, বি, সি র ব্যাপারটা আসবে কিনা? আমি অন্তত কারণ বুঝতে পারি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন। ৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবেতো।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— কলিং এটেনশন যদি ৩০ মিনিট চলে স্যার………।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার মোট সময় আছে ৩০ মিনিট।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— আমি শেষ করছি স্যার। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে তারা রিজারভেশনের চিন্তা করছে। প্রথম মিটিংয়ে এটা পাশ হয়নি দ্বিতীয় কেবিনেট মিটিংয়ে এটা পাশ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে এবং দিনকে দিন ও, বি, সি-র সংরক্ষণের সংখ্যা তারা বাড়িয়ে নিচ্ছে। এবং সেখানে তারা আরও একটি কাজ করছে ও, বি, সি, বেকার যুবক যুবতীদের জন্য। সেখানে ১০ই জানুয়ারী ১৯৯৭ইং এটার জন্য কোন আইনে আটকে আছে। Issuing notification in that behalf shall be entitle to relaxation of 3 years over the prescrive under age limit for direct recruitment to any service of course under the Govt. of West Bengal. এখানে কেন সুপ্রীম কোর্ট না করে দিয়েছে, যে এখানে ও, বি, সি বেকারদের জন্য বয়সসীমা বাড়ানো যাবে না? সুতরাং মন্ডল কমিশনের সুপারিশ সেটা কার্যকির করার কথা শুধুমাত্র সংরক্ষণের প্রশ্ন নয় অন্যান্য যে জিনিষগুলি শুধুমাত্র লোন দিচ্ছে। লোনের কথাও ১৯৯৫-৯৬ইং সালে ·এখানে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দেওয়া হয় না, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে।

পরবর্তী সময় ওরা কার্যকর করেছে। স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে আমি আরও চিঠি দিয়েছিলাম এই জিনিষগুলো করতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। যেমন এইজ লিমিট রিলাকসুজেশান, সেপারেইট ডাইরেকটরিয়েট করতে পারে, পৃথক একজন ও, বি, সি মন্ত্রী দিয়ে মন্ত্রীকে দেওয়া যেতে পারে। এটার জন্য সুপ্রীম কোর্ট না করে না। ও, বি, সি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস করা যেতে পারে, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা করতে পারে। ও, বি, সি-র জন্য স্পেশাল কোন ব্যবস্থাতো করা হয়নি। ও, বি, সি কর্পোরেশন থেকে লোন সেটাও ইদানিং বন্ধ। দপ্তরের মন্ত্রী খবর নিয়ে দেখুন এটা সত্য কিনা? আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, আমার জন্য বলছি না যেহেতু আমি এডভোকেট আমি এই সুযোগ পাব না। যেহেতু ক্রিমিলিয়ারা পাবে না সেই জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যারা দারিদ্র সীমার নিচে ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের কাজে বাধা দিচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে ও, বি, সি ন্যাশানেল কমিশনের চেয়ারপার্সন যেটা বলেছেন আমি মনে করি এটা মুখ্যমন্ত্রীকে ওয়ার্নিং লেটারের মত। মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী আমার সব চিঠির উত্তর দেন, অন্তত এক হাজার চিঠির উত্তর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমার এই চিঠির প্রাপ্তী স্বীকারও করেনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— ১৯৯৩ ইং সালে সীতারাম কেশরী যখন দপ্তরের মিটিং ডেকে-ছিলেন তখন ২৭ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন দেওয়ার জন্য সব পার্টি গিয়েছিলেন সোমনাথ বাবু সহ। সেখানে বি, জে, পি কোন মতামত দেয়নি, বলছে পরে জানাবে। সবগুলি দল একমত হয়েছিল একমাত্র সি, পি, এম পার্টি ছাড়া। এটার রেফারেন্স বিবেক পত্রিকায় উঠেছে। সেখানে সোমনাথ বাবু মিটিংয়ে বিষয়টি অপোজ করেছিলেন আর কোন দল অপোজ করেনি। শুধু বি, জে, পি বলেছিল পরে জানাবে। এরপরে ২৭ পারসেন্ট রিজার্ভেশন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার বহু ছেলে ও, বি, সির ভুক্ত সম্প্রদায় সি, আর, পি সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ পাচ্ছে। ঐ বিবেক পত্রিকার নিউজের কোন প্রতিবাদ তারা করেন নি। কারণ পলিটব্যুরোতে কোন ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোক নেই। রেকর্ড ইজ দেয়ার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— শেষ করছি, আমি অনুরোধ করব যে সুপারিশগুলি ..... ।

শ্রী জওহর সাহা :— আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এই সুপারশগুলি অতিসত্বর কার্য্যকরী করার জন্য এবং বয়সের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা বিবেচনা করা যেতে পারে। আপত্তি থাকার কথা না। অনিল বাবু তো একজন ভাল মন্ত্রী তিনি কেন এটা করছেন না? এককানি জায়গাও তো কোন ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকদের দেওয়া হয় না কেন? এরা কি মানুষ নয়? আমি অনুরোধ করব যারা এই দপ্তরের মন্ত্রী আছেন তাকে না দেওয়ার আইন কি, আমি অনুরোধ করব ছাত্রাবাসের কথা। আর সংবিধানের যে কথা সেটি সংবিধানের ১৫ / ৪, ১৬ / ৪ মোতাবেক রাজ্যে আইন করেন তারপর সুপ্রিম কোর্টকে অভিমত দিতে পারবে। আমার এই পেয়েন্টগুলির যথাযথ উত্তর দিলে উপকৃত হব। আপনি নিজেইতো ৩০ মিনিট সময় নিয়ে নিলেন আর কে কি উত্তর দিবে? আর অন্যরা কি আলোচনা করবে?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এখানে যে ৫০ শতাংশ রিজার্ভেশনের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু মেন্ডাটারী নয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে যে কোন বিধানসভায় এইগুলি ৫০ শতাংশের বেশী করা যায়। তামিলনাড়ুতে সেই রকমই হয়েছিল। সেখানে ৬৭ শতাংশ রিজার্ভেশন বিধান সভায় পাশ করে পরে কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি অনুমোদন দিয়ে দেন। কর্ণাটকেও ৬৭% করা হয়েছে। আমাদের এখানেও করা যেতে পারে। শুধু ও, বি, সি কেন, শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকেও এখানে ইনক্লুড করা যেতে পারে। স্যার, আমাদের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যটাই একটু বিটঘুটি। সংবিধানে বলা হয়েছে এখন থেকে অস্পৃত্যা নেই। অথচ এর পরেই সিডিউলকাস্ট, সিডিউল ট্রাইবস এই সংস্থান রেখে আনটাচ্যাবলকে আবার স্বীকৃতি দিয়েছে বটে। এটা একেবারে বিতর্কিত বিষয়। এস সি, এস টি যারাই হউক না কেন মহারাজ কীর্তি বিক্রম এবং আমার স্ট্যান্ডার্ড কি এক? কিন্তু সকলেই একেই সুযোগ পাচ্ছি আমরা। এর ফলে ইমবেলেন্সট আর বেশী করে বাড়ছে। আর যারা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশের লোক তারা কিন্তু বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। সংসদে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকেই আপ-লিফটমেন্টের কথা বারবার বলা হয়েছিল। যদি সেই রকম হত তাহলে আজকে আমাদের মধ্যে কাস্ট ফিলিংটা এতটা থাকত না। আগে তো আমরা এখানে বাংঙ্গালী পাহাড়ী ছাড়া কিছুই জানতাম না।

আমরাতো ছোট সময়ে এস, টি, বলে কোন সুযোগ সুবিধা পেতাম না। সেই সময়ে এস, টি, এই বলে কোন সার্টিফিকেট ছিলনা। এস, টি, কি জিনিব আগে জানতামনা। এখন তো এস, টি, / এস, সি, হয়েছে আবার ও, বি, সি, এসেছে। ও, বি, সি,

আবার তারাও পিছিয়ে আছে। পিছিয়ে যখন আছে তাহলে তদের একটা মাপ কাটি হওয়া দরকার। কি কি হলে পরে পশ্চাদপদ হবে তা আগে নির্ণয় করা দরকার। আমি এস, টি, আমি এস, সি, আমি মুসলমান এই ভাবেতো হয়না। আবার মুসলমানরা মাইনরিটি, তাদের মধ্যেও তো বড় বড় জাতি আছে। তারা কেন সেই সুযোগ পাবে না? তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সুতরাং তারা সেই সুযোগ পাবে। এইগুলি না থাকলে এখন সারা ভারতবর্ষে জাতি উপজাতি ও অন্যান্য এইগুলি থাকতনা। যাইহোক এইগুলি যখন সংবিধানে করে গেছে সুতরাং তারা তার দাবীদার। এই যে এস, টি, এস, সি, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মান নির্ণয় শেষ না হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত ও, বি, সি, দেরও অনুরোপ কিছু দেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি। এখানে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে কিছু করবেন এটাই আমার আশা। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা মন্ডল কমিশনকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে এই রাজ্যের ৪৫ টা ও, বি, সি, জনগোষ্ঠিকে ও, বি, সি, সম্প্রদায় ভুক্ত করেছি। এবং তারা সেই জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কর্পোরেশনে খননের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত সুবিধাগুলি তারা পাচ্ছেন। এখন জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সুবিধাগুলি তিন ধরনের যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক সুবিধার মধ্যে একটা হচ্ছে তার লোক সংখ্যার অনুপাতে তাকে জব্ রিজারভেশান, চাকুরীতে রিজারভেশান। এখন একটা জনগোষ্ঠিকে প্রকৃত অর্থে এগিয়ে নিতে গেলে তার শিল্পে, তার কৃষিতে ও বানিজ্যে অগ্রগতি দরকার। তাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তার অগ্রগতি উপস্থিতি দরকার। সেটা মন্ডল কমিশনে বলা হয়েছে। ক্রম রাষ্ট্রীয় যে চাকুরী এটা বলা হয়েছে ক্ষমতার করিডোর। একটা জনগোষ্ঠিকে রাষ্ট্রীয় কাজে তার এডমিনিষ্ট্রেটিভ প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে কিনা, রাষ্ট্রীয় বেনিফিট এবং রাষ্ট্রীয় কন্ট্রিবিউশান এটা দিচ্ছে কিনা। চাকুরীতে তার জনসংখ্যার কতটুকু উপস্থিতি আছে তার দ্বারা প্রমান হয়, তার জন্য এইটাকে বলা হয়েছে ক্ষমতার করিডোর। সেই ক্ষেত্রে এস, টি, আছে সাড়ে ২৮ কোটি কিন্তু সরকারী চাকুরী তারা ১ শতাংশের বেশী পাবেনা। আর এস, সি, আছে ১৬ কোটি তারা কোন দিন ১ শতাংশের বেশী চাকুরী পাবেনা। ও, বি, সি, আছে ৫২ কোটি তারা কখনো ১ শতাংশের বেশী পাবে না। আর ব্রাহ্মন আছে সাড়ে তিন কোটি তারাও ১ শতাংশের বেশী পাবেনা।

কাজেই ৯৯ শতাংশের যে অগ্রগতি এটাই হলো শেষ কথা মূল কথা এটা হলো, তার হিউমেন রিসোর্স কাজের সুবিধার মধ্যে নিয়ে আসে। কাজেই ওয়ান পার্সেন্ট হতে পারে লিডার, হতে পারে ইন্টারএ্যাকচ্যুয়েল, হতে পারে আই এস, হতে পারে সুইপার। কিন্তু ইনদ্যা স্টেট অ্যাপারেটাস ইট ইজ প্রেজেন্টশ এই হচ্ছে রিজার্ভেশান কর্তৃক দেওয়া হয়। ওর চাকরির দ্বারা আমার সমাজের খুব বেশী একটা বেনিফিট হবে না, কারণ ৯০ পার্সেন্ট লোকের, ৯৯ পার্সেন্ট বেনিফিট কখনও ওয়ান পার্সেন্ট লোককে দিতে পারে না। কাজেই ওয়ান পার্সেন্ট লোক যারা চাকরিতে যাবে এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড স্টেট হেড এর মধ্যে আমি এটা সোসালিস্ট কান্ট্রির কথা বলছি না, আমি রাশিয়ার কথা বলছি না, চীনের কথা বলছি না। এই জায়গাটা প্রত্যেকে যারা বিশেষত ওয়েকার সেক্শান বেকওয়ার্ড সেকশান তাদেরকে বলা হচ্ছে তাদের জনসংখ্যা অনুপাতে ক্ষমতা দিতে হবে তাদেরকে প্রশাসনের শাসনে নিতে হবে। কিন্তু এর বাইরে অতি সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন কেবল চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন নয় এবং চাকরি ছাড়া এ্যাডুকেশান্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ইক্যুয়িপ্ট করতে হবে। কাজেই এডুকেশনটা রিজার্ভেশান দরকার। কাজেই ও বি সি যে ২৭ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন কথা হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেলে এটা যদি অফিসে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং অন্যান্য এডমিনিস-ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট কাজের মধ্যে যদি ২৭ পার্সেন্ট রিজার্ভেশান আমরা না দেই তাহলে কিন্তু ২৭ পার্সেন্ট এ্যাডমিনিসট্রেটিভ যাদের মধ্যে সুইপার ও আই এ এস অফিসার মধ্যে তারা আসতে পারবে না। কিন্তু বাকিটার জন্য অন্য যে কাজগুলো সেখানে ঋণ দাও, কাজের সুবিধা দাও, ভূমি সংস্কার কর, ব্যাংকের ঋণ দাও যেটা নাকি অমর্ত্য সেন বলেছেন জামিন ছাড়া জামানৎ ছাড়া ঋণ দাও। কাজেই এইগুলো নানা ভাবে রিজার্ভেশানটা শুধু চাকরির ক্ষেত্রে আসছে না কিন্তু। চাকরির ক্ষেত্রে আছে লাইট ইন দ্যা স্টেট হুড আর বাকিটার মধ্যে আছে তার জন্য সেখানেও তাকে সেই সুযোগ গুলো সৃষ্টি করে তাহলে ৯৯ পার্সেন্ট ইকুয়েলি সোসিয়েলি এ্যান্ড পলিটিক্যালি ডেভলাপমেন্ট তারা হবে না। ইকোনমিক টিল ডেভলাপমেন্ট হলো আসল ডেভলাপমেন্ট। এই জায়গাতে হবে না। এই দিক থেকে আমরা করছি যে সমস্ত কাজগুলো করার চেষ্টা করছি সেটা বাজেটের ক্ষেত্রে কম হতে পারে কোন ক্ষেত্রে বেশী হতে পারে। যেটা নাকি সোমনাথ চ্যাটার্জি বলেছিলেন যে, "৫০ পার্সেন্ট এর বেশী রিজার্ভেশান এ আমার কোন আপত্তি নেই।"

কিন্তু এমন করতে হবে যাতে স্টেট গভর্মেন্ট কোন রকম প্রশ্ন সম্মুখীন হয়ে যাতে তার এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। দেট ইজ হুওয়াই ? ত্রিপুরা রাজ্যের ও বি সি পপোলেশানটা

কণ্ঠ এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের পর এই সমস্ত উদবাস্তু অর্থাৎ ও বি সি একটি বড় অংশ এখানে এনট্রান্স নেওয়ার পর আমাদের জন গননায় ও বি সি হিসাবে তারা তালিকাভুক্ত হয়েছে কিনা, গননা হয়েছে কিনা, নো। তাহলে আমি তাকে যদি রিজারভেশান দিতে চাই এডুকেশন দিতে চাই তাহলে আমার ডেটাটা কোথায়, আমার রিজিওনটা কোথায়, আমার সার্টিফিকেটের রেফারেন্সটা কোথায়, যার ভিত্তিতে আমি ১০ পার্সেন্ট, ১ পার্সেন্ট ২ পার্সেন্ট এবং ৯০ পার্সেন্ট যা রিজারভেশান দেই। কাজেই ১৯৩০ সালের পর ভারতীয় জনগননায় এস সি / এস টি ছাড়া আর কাউকে কাস্ট ওয়াজ তাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। কাস্ট এর একটা কোশ্চান আছে। শ্যামাবাবু নিশ্চয়ই এটা বুঝবেন না যে তা নয়, যে ভারতবর্ষ দারিদ্র, দরিদ্র এবং ধনি ইত্যাদি প্রিমিটি ভাল আসছে এটা হচ্ছে কাস্ট সিস্টেমের মাধ্যমে। ইন্ডিয়াতো কাস্ট এবং ক্লাশএর মধ্যে কোন ফারাক নেই। এবং সেটা বলতে চাই না। এই জন্য কাস্ট রেফারেন্সটা আসে এবং আমাদের মধ্যে যারা নিম্নবর্নের মানুষ তারা সর্বাধিক শোষিত অর্থনৈতিক ভাবে। ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষের ৯০ শতাংশ সোসালি যারা অসম্মানিত অথবা অপমানিত অথবা আন্ডার এটাক তারাও ১০ পার্সেন্ট এই লোকগুলো।

কাজেই ওরন্টলি যারা পুওর তারাই ওরন্টলি হেইটেড এ্যান্ড নেগলেকটেড এবং ডিস-অনারর্ড। তাহলে এই জিনিসটা আসে কিন্তু ভারতবর্ষের কখনও ইকোনমিক ব্যালেন্সটা তারা ৯০ শতাংশ গরীব তারাই ৯০ শতাংশ নিপীড়িত এই জায়গাটা বিশ্লেষন করতে গেলে তাহলে ভারতবর্ষের সেনসাস এর মধ্যে এই জিনিসটা থাকা দরকার আসলে এই যে ভারত-বর্ষের এথনিক গ্রুপ গুলো শুধু এরিয়া নন এরিয়া। ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল মঙ্গোলিয়ান অথবা দ্রাবিড়তার এর প্রশ্নে নয়। এর মধ্যে যে হিন্দু সেকট্রাল মধ্যে যে কাস্ট সিসটেম করা হয়েছে এটা আসলে করা হয়েছে টু এক্সপ্লয়েড এ্যান্ড টু ডিপ্রাইভ।

তাহলে এই জায়গাটা সামাজিক, কারণ অন্য দেশের মতই আসে সমাজ বিপ্লব। আমাদের দেশে সমাজ বিপ্লবটাকে ধরা হয় স্যোসাল জাস্টিস হিসাবে। পৃথিবীর সব দেশেই সামাজিক বিপ্লবকে টোট্যাল চেঞ্জ অব দ্যা সোসাইটি, পলিটিকালী, ইকোনমিক্যালী, স্যোসিয়েলী। কিন্তু ভিউ টু কাস্ট সিস্টেম ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে সমাজ বিপ্লবটাকে ব্যবহার করা হয় স্যোসাল জাস্টিস হিসাবে। তাকে আমি মন্দিরে ঢোকার অধিকার দিয়েছি, তাকে আমি রাস্তায় হাটতে দিয়েছি, তার কাছে গেলে আমার জাত জায়নি। এই হচ্ছে স্যোসাল জাস্টিস। এই দেশে জল পান করার জন্য সংবিধানে আইন তৈরী করতে হয়। আমাদের কত ডিগনিটি। আর এই দেশেই কুকুরের সব পুকুরে জল খাবার অধিকার আছে, অদ্ভুদ দেশ, মার্ক্স বলেছেন এই একটা দেশ যেখানে পশুকে দেবতা করেছে, দেবতাকে

পশ্ন করেছে। এই জন্য বলছি কোন সেন্সাস এ কাষ্ট হিসাবে থাকে, আমরা এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, এসো হাত ধরি সবাকার। কিন্তু এই কথাটা বললে কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে যাচ্ছে। এবং এই যেটা আমরা সোমনাথ চট্টপাধ্যায়ের কথাটা রাখতে গিয়ে একটা সেনসাস করেছিলাম। ও, বি সি-রা সেন্ট পার্সেন্ট এটাকে ডিনাই করে, তারা বলে আমরা ৪০ শতাংশ, আমাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে ২৪ এনে কাজেই এই বছর সেনসাসের মধ্যে বলা হয়েছে যে কাষ্ট, ও, বি, সি তাদের নাম্বারটা গননা করুক। এই বারে সেনসাসের রেজাল্টটা বেরিয়ে আসুক। রিয়েল নাম্বারটা বেরিয়ে আসবে।

শ্রী রতনলাল নাথ **:—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এইভাবে কাষ্টিজম বেরুবে না। এটা শুধু এস, সি. এস, টি থাকুক অন্য কেউ থাকবে না।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কমিশন থেকে কি বলা হয়েছে আমি জানিনা, সেটা বলেছে কি না, যদি না থাকে যে প্রবলেম থেকেই যাবে। কাজেই আমি এই কথা বলতে চাই যে, যা পেয়েছি ২৪. পশ্চিমবঙ্গে কথাটা রেফারেন্সে এস, সি, এস, টি ২৯ আর বাকি রয়ে গেল কত ২১, ২১ এর মধ্যে তারা ৩, ৪, ৫ করে ও, বি, সি দেখে বাড়াচ্ছে। কাজেই ফিফটি পার্সেন্টের আরও বাড়াবে বলেছে তারা। কিন্তু আমি এটা স্বীকার করি না ১৫ পার্সেন্ট মানুষের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট চাকরি ওপেন, ৮৫ পার্সেন্ট এর জন্য চাকরির স্কোপ ফিফটিতে লিমিটেড, আমি এটা মানি না। কিন্তু আমাদের এখানে সুপ্রিম কোর্টের যে ব্যাপারটা আছে সেটা দিলে আমাকে ৩ পার্সেন্ট দিতে হয়, ও, বি, সিদের আমি ৩ পার্সেন্ট দিয়ে দিতে পারি। ও, বি, সি অলরেডি ১৮ পার্সেন্ট চাকরি পেয়ে গেছে আমাদের ত্রিপুরায় গননায় দেখা গেছে। এখন আমি ১৮ পার্সেন্ট, ১৫ পার্সেন্ট রিজার্ভ করে দেওয়া, তাহলে কিন্তু তারা এডমিনিষ্ট্রেশন এ কোথায় বলতে পারব না তাদের মিনিমাম চাকরিও এবং তাদের ১৮ দিতে হবে, যেহেতু তারা ও, বি, সি করার সময় ত্রিপুরায় এড-মিনিষ্ট্রেশন ১৮ পার্সেন্ট ছিল এটা বলতে পারব না। কাজেই নেচারেলী তারা ১৮টা চাকরি পেয়েছে। এটাও জেনারেলী, তিনি বলেছেন এডিকুয়েট তাদের রিজার্ভেশান হওয়া উচিৎ।

এমন ভাবে এডিকোয়েট উইদিন ৫০ যাতে ও, বি, সি পায়, এস সিও পায়। তাহলে এস, সি নেমে যাবে ১০। ট্রাইবেল নেমে যাবে ২৫। এই দুইটা মিলে হলো ৩৫ শতাংশ। আর ২৫ এর মধ্যে আমি ১৫ শতাংশ দিতে পারব। এটা কি ধরনের টেরেরিজম সৃষ্টি করবে এই জায়গার মধ্যে। কাজেই নীতিগত ভাবে আমরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা স্টাইপেন্ড ইত্যাদি। এবং ও বি সির মধ্যে যারা মনিষা হিসাবে বেড়িয়ে আসবে, সাহিত্য

সংস্কৃতিতে আমরা বিদ্যাসাগর পুরস্কার ঘোষনা করেছি দেড় হাজার টাক এই জন্য একটা জাতি গোষ্ঠির কথা বলা যায় না। কিন্তু ট্যালেন্ট উই এনকারেজ ট্যালেন্ট লিটারেচার এ্যান্ড সায়েন্স বেকওয়ার্ড সেক্টর এর মধ্যে যাদের কোন বিদ্যার অধিকার ছিল না। মুসলিমদের মধ্যে আমরা আবুলকালাম আজাদ পুরুস্কার ঘোষনা করছি, আম্বেদকর পুরুস্কার ঘোষনা করছি। আমার বক্তব্য হলো বুকগ্র্যান্ট ইত্যাদি সব আছে, রিসেন্টলি আমরা যে স্টাইপেন্ডটা আছে সেটা চালু করেছি। যেটার একটা প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ এস. সি-র জন্য সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত হলো ৪০ টাকা। ও, বি সির জন্য ৪০ টাকা পাবে মান্থলি। তারপর নাইন থেকে টেন পর্যন্ত এস. সি র জন্য ৫০ টাকা, ও বি সি-র জন্য ৫০ টাকা এবং মাইনরিটির জন্য ৫০ এবং আদারস, আপার কাস্টের জন্য এর মধ্যে যারা আছে তাদের জন্য বি পি এল গ্রুপ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের জন্য স্কুলে কোন রকম চার্জ ইত্যাদি দিতে হবে না। তদুপুরি তাদের বই কেনার জন্য আমরা সিক্স থেকে এইটে কিছুটা টাকা দিচ্ছি। এবং নাইনের জন্য ৩০০ টাকা দিচ্ছি। আর আমার পুরায় সেকশন যারা বলতে পারেন, তাদের জন্য আমরা করছি। কাজেই আমাদের অনিচ্ছা আছে তা নয়। তারপর ও. বি, সি দের ঋণ, চা বাগান ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। তারপর ওমেন এমপাউয়ারমেন্ট ইত্যাদি আছে। যাক সব বলার দরকার নেই। আমি রতনবাবুকে স্পেশাল কপি দিয়ে দেব। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে বারবার তর্ক বিতর্ক করে ভোট পাব গদির জন্য, এই জায়গায় এটা না। আমি অতন্তঃপক্ষে বলতে পারি বিধানসভাতে যেসব পার্টিগুলি আছে উই আর সিট ডাউন অল টুগেদার। লেট আস মি টু দ্যা এটর্নি জেনারেল, লেটার ডিসকাশন টু দ্যা আওয়ার এডভোকেট জেনারেল, লেট সিট টুগেদার। এটা আমি এপ্রোচ করছি, এই বিধান-সভাতে যে সংশোধনী দিনগুলি আছে আমরা প্রতিনিধিদের নিয়ে বসব. এবং আমাদের আইনগত দিক থেকে যারা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। জয় ললিতার আমলে বাড়িয়ে ছিল, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এটাকে স্টপ করে দিয়েছে। কাজেই এটা আটকে আছে। কাজেই এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— জেনারেল ডিকাশনে তো উনি বলেছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ : তাহলে একটা প্রস্তাব এখানে পাশ হয়ে যাক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা নিয়ে মন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— গভর্নমেন্ট প্রপোজ্যাল, ইট ইজ এক্সসেপটেড।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা নিশ্চয়ই বসব। বলছি তো আগের বারও আমরা অন্যান্য ব্যাপারে একটা আলোচনায় সবাই বসেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যায় বরাদ্ধের উপর (জেনারেল ডিসকাশান অন্ দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস ফর দি ইয়ার ২০০০-২০০১) সাধারণ আলোচনা।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্ধের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ্ হুইপদেরকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য।

আমাদের আজকের সময় হল ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। বিরোধী দলের বক্তারা ৩৫ মিনিট পাবেন।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা ফিপটি ফিপটি করুন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা কি করে করব বলুন। এটা যদি হাউস অব্ দি লিডার রাজী হয় তাহলে আমি করতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, বিরোধী দল আর সরকারী দল ফিপটি ফিপটি করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা তো আমি পারি না। সেটা যদি এগ্রোস করা হয় আমি কি করব বলুন।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ উনি দাখিল করেছেন এতে আমি দেখতে পাচ্ছি মোট এক তৃতীয়াংশ যদি আমরা ধরি তাহলে সেখানে অর্থ দপ্তর এই ১ টাকার উপরে ২০ পয়সা, স্কুল শিক্ষার জন্য মাত্র ১৬ পয়সা, উচ্চ শিক্ষার জন্য মাত্র ১ পয়সা, উক্তসনদ এবং সেতুর জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৬০ পয়সা, উক্ত জল সম্পদের জন্য মাত্র ৫ পয়সা ধরা হয়েছে, বিদ্যুতের জন্য ১১ পয়সা, পুলিশের জন্য মাত্র ১ পয়সা, কৃষির যে বিপ্লবের কথা বলেছেন তার জন্য ৩ পয়সা, গ্রাম উন্নয়নে ৪ পয়সা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ৪ পয়সা, রাজস্ব ক্ষেত্রে ২ পয়সা, উপজাতি কল্যানে ৩ পয়সা, পঞ্চায়েত ৩ পয়সা, এবং অন্যান্য ১৩ পয়সা, এটা কিন্তু আমরা ১ টাকা হিসাবে ধরি। স্যার, এটা আমরা অস্বীকার করছি না। এটা এমন একটা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থ

বিরোধী দেউলিয়া নীতি. রাজনৈতিকতার নীতি এবং অর্থনীতি নির্ধারণের কারণে ভারতের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ঠেলে দিয়েছে। এখানে পাশাপাশি এই জিনিসটাও দেখতে হবে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি ? কেন্দ্রে একটা দেউলিয়া সরকার থাকবে, একটা ধনীদের প্রতিনিধিত্ব সরকার থাকবে, বিদেশী পুঁজি-বাদীদের সরকার থাকবে। আমাদের এই রাজ্যে যারা আছে, যারা দাবী করেন আমরা গরীবের বন্ধু, শ্রমজীবি মানুষের বন্ধু এবং ন্যায় নীতি মানুষের বন্ধু। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আমরা কি দেখছি গত ১০ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদলবাবু ২০০০ / ২০০১ ইং সালের জন্য ২৩৭৩.৮৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন এবং তাতে দেখানো হয়েছে ১৩৭.২০ কোটি টাকা ঘাটতি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১০ই জুলাই তার পেশ করা বাজেটে এই রাজ্যের মানুষের, শ্রম এবং গরীব মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। নতুন করে এই রাজ্যের বাজেটে কিছু বলা হয়নি। তার আগে ছেড়ে নিয়েছেন কাঙ্গালি। এই যে টোট্যাল বাজেট এতে মজার ব্যাপার আছে। এখানে এই যে এক টাকা এটা কিভাবে ভাগ করা হয়েছে ? মাননীয় মন্ত্রীর হাতে যে দপ্তরগুলি আছে এই সব দপ্তরগুলি এক টাকা পয়তাল্লিশ পয়সার মালিক। আর বাকী যে ১৭ জন আছেন এদেরকে চকলেট দেওয়া হচ্ছে। আর বাকী এম, এল, এ দের দেওয়া হচ্ছে লেভেঞ্চুস। মানে চকলেটের নীচে। তার জন্য লেবেঞ্চুস হোক মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন স্যার। রাজ্য সরকার অর্থ আনতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে আমাদের অর্থ বাড়িয়ে দাও। বি. জে, পি সরকারের সাথে রাজ্যসরকার গোপন ঐক্য। বাম সরকার উল্টো বলছে আমরা সেন্ট্রাল থেকে টাকা পাচ্ছিনা. টাকা কমিয়ে দিয়েছে। আমরা এক সময়ে যখন গ্রামে ছিলাম তখন প্রায়ই শুনা যেত মোইয়া চানাই, গোদক চানাই জিন্দাবাদ। এখন স্যার, মোইয়া খেতে পারবেনা কারণ মোইয়ার উপর টেক্স বসিয়েছে। শুধু এটাই না আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যে রাজ্য সরকার টেক্স বাড়িয়েছে তার জন্য আমরাও খাদ্য বন্ধ করে দিতে হবে। এতে গরীব মানুষের ক্ষোভ নয়, সারা রাজ্যের মানুষের কাছেও অসহনীয়। নির্বাচন আসলে কি বলবেন, বলবে আমাদের ভোট দিন আমরা আপনার ছেলেকে চাকুরী দেব ইত্যাদি। কিন্তু নির্বাচনে জয় লাভ হলে দেখা গেল ক্যাডাররা চাকুরি পেয়ে গেল। এই রাজ্যতো সব সময় এই কারণটা। অস্বীকার করে লাভ নেই।

সব দিয়ে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতের ভোট হউক, বিধানসভার ভোট হউক, এ, ডি, সি, ভোট হউক কিংবা লোক সভার ভোট হউক। ঘরে ঘরে গিয়ে বলা হয়েছে, "আপনারা ভোট

দিয়েন, আপনাদের চাকুরী দেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল বলেছেন, উনার ভোট কেন্দ্রে এ কথা বলা হয়নি। উনি না বললেও উনার ক্যাডার আছে, ছোট পুটি নেতা আছে, উনারা সব জায়গায় বলেছেন, তোমরা ভোটটা দিয়ে দিও। ভোটের পর তোমার মেয়ের চাকুরী দেব। তোমার ছেলের চাকুরী দেব।

(ভয়েসেস্ - ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ : আপনারা কি বলেন একটু বলুন তো)

নিশ্চয়ই বলব। আগে আপনাদেরটা বলতে দিন। স্যার, মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স বসানো হয়েছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে, ট্রেজারী বেঞ্চকে অনুরোধ করব, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সব সময় বিচার করলে হয় না। যখন বিরোধী দল থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন সেটা গ্রহন করতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সব কিছু করার মানসিকতা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তাই অনুরোধ করব, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যে সেলট্যাকস্ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নিন। নতুবা অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এমনিতেই গ্রাম পাহাড়ে হাহাকার শুরু হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম অনাহারে ধুঁকছে। অবশ্য এখানে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, গো-ডাউনে খাদ্য আছে। মন্ত্রীর কোয়ার্টারে খাদ্য আছে। কিন্তু গুদামে খাদ্য থাকলে কি হবে। মানুষের তা উপকারে আসবে না। কারণ, সাধারণ মানুষের তা কেনার ক্ষমতা নেই। এর ফলে কি হবে। রিক্সা শ্রমিক, দিন মজুর, মোটর শ্রমিক, ছোট ছোট ছা পোষা কর্মচারী তাদের উপর আঘাত আসবে। কাজে কাজেই এই সেলস্ ট্যাক্স্ বিল পাশ করিয়ে নিলেও তা স্থগিত রাখা হউক। এটা যাতে কার্য্যকরী না হয় সে ব্যবস্থা করুন। স্যার, বিদ্যুতের মাশুল কিভাবে বাড়ানো হয়েছে সেটা আপনি জানেন। এই হাউসে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির জন্য কি হয়েছে তা আপনার জানা আছে। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আন্দোলন হয়েছে, প্রতিবাদ হয়েছে। এই বিদ্যুৎ মাশুলি বৃদ্ধির কারণে কি হয়েছে ? ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলি আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে রাইস মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আইস ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই ছোট ছোট মিল, কারখানাগুলি গ্রামের মানুষের অর্থনীতির উপর সরাসরি জড়িত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদের উপর কি আঘাত এনেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রীর এটা বোঝার ক্ষমতা নেই।

স্যার, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহোদয়ের বিদ্যুৎ বৃদ্ধি। মানুষ কাটে কাঁচ দিয়ে আর উনি কাটেন কারেন্ট দিয়ে। উনার এই বিদ্যুৎ বৃদ্ধির কারণে রাজ্যের গ্রামের মানুষের

আর্থিক অবস্থা আজকে ধ্বংসের মুখে। স্যার, বার্ষিক যোজনা টানতে গিয়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, "গত আর্থিক বছরে যোজনা বরাদ্দ ৪৫২'৫০ কোটি টাকার তুলনায় ২৭ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে বর্তমান বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৬৫'৫০ কোটি টাকা।" ঘুমের মধ্যে উনি রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে মূল বাজেটের উপর একটা বরাদ্দ তারা স্থির করে থাকেন। সুতরাং আমাদের এই বাজেট যেটাকে অনুমানের উপর করা হয়েছে বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়। এ রাজ্যের লোকসংখ্যা কত, সরকারের পরিকল্পনা কি, কি ধরণের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কার্য্যকরী করবেন তার জন্য সুনির্দ্দিষ্টভাবে সুনির্দ্দিষ্ট খাতে অর্থ ধরা হয়ে থাকে। এই জন্য বাজেট অধিবেশনে আলোচনা করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বড় বড় পাতার বাজেট সাবমিট করেছেন। সুতরাং একটা অনুমানের উপর একটা রাজ্যের বাজেট হয়ে যাচ্ছে এটা বলিহারী। স্যার, যেমন কেন্দ্রীয় সরকার তেমন রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমানে আর্থিক বছরে মোট কত টাকা রাজ্যকে দিতে পারবে আজ পর্য্যন্ত জানাতে পারেন নি। বছরের চার মাস শেষ হতে চলল। আর রাজ্য সরকার নির্দ্দিষ্ট রূপরেখা না পেয়ে শুধুমাত্র একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলল। এটা হবু চন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্রীর মতো অবস্থা। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেছেন আগামী ১০ বছরের মধ্যে এ রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই ধরণের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে স্যার। আমরা গ্রামের ছেলে, গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা আমরা জানি। আপনি নিজেও স্যার কিছুটা জানেন। কিন্তু উনার বলার ঢং দেখে বাহবা দিতে হয়। স্যার, কথা বলতে হিম্মত লাগে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের হিম্মত আছে, তাই তিনি এই কথা বলতে পেরেছেন। কিন্তু কাজের বেলায় ঠন ঠন। স্যার, এই রাজ্যের শরনার্থী সংখ্যা কত এই হাউসের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আজকে এক লক্ষের মত জাতি উপজাতি পরিবার বাস্তুচ্যুত। যদি এই এক লক্ষ পরিবারের লোক সংখ্যা ধরা যায় তাহলে লোক সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষের মত। তাদের আবাদ করা কৃষি জমি এখন পতিত পড়ে আছে।

গত ফসল কেউ তুলতে পারল না। আর এবার ফসলের সময় তারা বাড়ী ঘর ছেড়ে কেউ শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, কেউ কোন স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে কেউ মাঠে আশ্রয় নিয়েছে, কেউ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে আবার কেউ কেউ আত্মীয়দের বাড়ীতেও আশ্রয় নিয়েছে। তাহলে স্যার, সেখানে ১ লক্ষ পরিবার যারা গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ অর্থনীতির

সঙ্গে জড়িত যাদের সম্পূর্ণভাবে জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু আজকে তারা সবাই নিরাপত্তার অভাবে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জমি পতিত হয়ে আছে। এদিকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেছেন ১০ বছর পর আমাদের রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই এখানেও সন্দেহ হচ্ছে, কারণ মাননীয় অর্থমন্ত্রী খুব খুশী তাই মনে হচ্ছে উনার আসল উদ্দেশ্যটা কি? উনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই করে যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছু টাকা আদায় করা যায়। এই লক্ষ্যে স্যার, আমাদের রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তার জন্য বাজেটে ১৩৯.১২ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। স্যার, এই ব্যাপারে আমার প্রস্তাব থাকবে খাদ্যে এই রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মতো পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং আমাদের কাঠামো সবই আছে কিন্তু তার আগে স্যার যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাদের স্ব-স্থানে ফিরিয়ে নিতে হবে।

স্যার, আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছি, মাঝে মাঝে তো আমাদের উপর মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রীরা এবং সদস্যরা বিরক্ত হন। স্যার, বেশী দিন আগের কথা নয় ১৯৯৯ ইং সালের একটা প্রশ্ন ছিল ১লা এপ্রিল থেকে ২000 ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কতজন অপহৃত হয়েছে, কতটা ডাকাতি হয়েছে, কতটা ধর্ষন হয়েছে এবং কতজন খুন হয়েছে। প্রশ্নটা করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং। এই প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ২০৯ জন খুন ২১৪টা অপহরণ হয়েছে, ৫৩১ জন ধর্ষিতা হয়েছে এবং ৬১৮টি ডাকাতি হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব নাই বললাম। আর একটা প্রশ্ন এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। উনার প্রশ্ন ছিল ১লা এপ্রিল হতে ২000 ইং সনের ৩১শে মে পর্যন্ত কতজন খুন হয়েছে, কতটি অগ্নিসংযোগ হয়েছে এবং অপহৃতদের মধ্যে কতজন বাঙালী এবং কতজন ট্রাইবেল মুক্তি পেয়েছে। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই কয়েক মাসের মধ্যে ২৪১ জন খুন হয়েছে, ২৫১ জন অপহৃত হয়েছে এবং ৩১টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। মহকুমা ভিত্তি হিসাব নাই বললাম।

স্যার, আমি যে রেফারেন্সটা দিলাম, সেটা সরকারের দেওয়া তথ্য। এটা আমাদের বিরোধী দলের তথ্য নয়। মাননীয় মন্ত্রীদের দেওয়া তথ্য। কিন্তু আসল ঘটনা তার দ্বিগুনেরও বেশী। এর পরেও কি কৃষিমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন আমরা স্বাবলম্বী হয়ে গেছি? এর পরেও কি অর্থমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন বা খাদ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন আমারা স্বাবলম্বী হয়ে গেছি।

স্বপ্ন দেখতে বাধা নেই। স্বপ্ন যতই দেখা যায় ততই আরাম। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে পরে স্বপ্ন যখন শেষ হয়ে যায় তখন টের পাওয়া যায় আসল অবস্থাটা কি। রাজ্যের খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি। আমরা বিরোধিতা করলেও আপনারা পাশ করিয়ে নেবেন। কারণ কিছুক্ষণ আগে মানিকবাবু সমীরবাবু বলেছেন আমরা ৪১ জন। আপনারা পাশ করিয়ে নেবেন। স্যার, এই রাজ্যে কয়টা সরকার আছে? কয়টা সরকারকে রাজ্যের মানুষকে ট্যাক্স দিতে হয়। স্যার, আপনি যে সোনামুড়া থাকেন আপনি বেঁচে গেছেন। একটু কাছে আছেন। কিন্তু আমরা যারা অমরপুরে থাকি, খোয়াই শান্তির বাজার সাব্রুম জীতেন বাবুর এলাকা, সদরের উত্তরাংশ, সদরের পূর্বাংশ, সদরের দক্ষিণাংশ, গন্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী, আম্বাসা, কৈলাশহরের একটা বড় অংশ কাঞ্চনপুর সেই জায়গার মানুষকে ৪টা সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, আর একটা উনাদের সরকার। আর দুটো হচ্ছে এন. এল. এফ টির সরকার আর এ, টি, টি, এফের সরকার। স্যার, আমরা ত্রিপুরার মান ষ, ভারতবর্ষের নাগরিক। ভারতবর্ষের এমন কোন রাজ্য আছে যে রাজ্যের মানুষকে চারটা সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। আমি না শুধু গন্ডাছড়ার এস, ডি. ওকে জিজ্ঞাসা করুন, বি, ডি, ও সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন: রইস্যাবাড়ীর থানার বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করুর। জিজ্ঞাসা করুন করবুকের এস. ডি, ও সাহেবকে, করবুকের বি, ডি, ও সাহেবকে আমরা গেলে তারা দুঃখ প্রকাশ করে! বলে স্যার আমরা এখান থেকে কবে যাব? ট্যাক্স দিতে দিতে আমরা পাগল হয়ে গেলাম। স্যার. ভারতবর্ষের এমন কোন নজীর নেই কোন রাজ্যে যেখানে প্রতিদিন গ্রামের পর গ্রাম মানুষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন মানুষ খুন, প্রতিদিন নারী নির্যাতন, প্রতিদিন অপহরণ চলছে স্যার, অপহরণ বাণিজ্যের জন্য একটা দপ্তর খুললে ভাল হত। এটার জন্য যদি অর্থমন্ত্রী একটা দপ্তর খোলার কথা বলতেন তাহলে সবাই সমর্থন করত। কারণ এটা এখন বেনিয়মে আছে। সদরের রাস্তা দিয়ে যদি আসত তাহলে রাজ্যের মানুষ যে ট্যাক্স দেয় তার কিছুটা সৎ কাজে লাগত। এটা পেছনের দরজা দিয়ে আসে। অপহরণ বাণিজ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় কুটির শিল্প। সবচেয়ে সফল যদি এখানে কোন শিল্প থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে অপহরণ শিল্প। এই রাজ্যের মানুষ, একজন দিনমজুর, একজন শ্রমিক, যে খেতে পায় না তাকেও ট্যাক্স দিতে হয়। স্যার, তিন বৎসরের শিশু, ১৬ বৎসরের স্কুলের ছাত্রী অপহৃত হয়। ভারতবর্ষে এমন কোন নজীর দেখাতে পারবেন কিনা? এটা শুধু চলছে ত্রিপুরাতে। স্যার, এটার জন্য যদি মেডেল দিতে হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর সংগে যারা আছেন তাদেরকে সবাইকে মেডেল দিতে হবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা আইন পাশ করিয়ে নেওয়া

উচিত। এই ধরণের সফলতার জন্য তাদের অবশ্যই পুরস্কার দেওয়া উচিত।

স্যার, আমরা গর্ব বোধ করতে পারতাম যদি আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীরা অল ইন্ডিয়া কমপিটিশনের সবগুলি মেডেল আনতে পারত। স্যার, ভারতবর্ষের অনেকগুলি ফিল্ড আছে, ফুটবল ফিল্ড আছে, ক্রিকেট ফিল্ড আছে। কিন্তু মানুষ কিডনেপিং ফিল্ড আর কোথাও নেই, আছে শুধু ত্রিপুরাতে এবং ওনারাই ত্রিপুরা রাজ্যে এই ফিল্ড তৈরী করেছেন। স্যার, এই ফিল্ডই প্রমান করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রাজ্যের মানুষকে একটা দুবিসহ পরিস্থিতির মধ্যে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ছেড়ে দিয়েছে। আজকে যদি আমাদের কোন বাজেট বা পরিকল্পনা নিতে হয়ত প্রথমে নিতে হবে এই রাজ্যের মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার পরিকল্পনা। স্যার. ১৯৭১ সালের কথাতো আপনিও জানেন, বাংলাদেশ থেকে এক কোটির উপর শরনার্থী আমাদের রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন কারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল, কারা তাদের পাহাড় অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে দিয়েছিল এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এটা কে করে দিয়েছিল, আপনারা, না আমরা. আমরা কেউ নয়। এই রাজ্যের যারা আদিবাসী তারাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আর আজকে সেই ১৯৭১ সালের জমানাকে শেষ করে দিয়ে আপনারা নয়া জমানা সৃষ্টি করেছেন এবং সেই নয়াজমানা রাজ্যটাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। সুতরাং স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্যটাকে এই ধ্বংস লীলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। স্যার, টি এস আর এর নূতন নূতন ব্যাটেলিয়ান হচ্ছে, আমরাও তাকে স্বাগত জানাই, আমরাও চাই এই রাজ্যের পুলিশ আরও শক্তিশালী হোক। কিন্তু টি এস আর-এর **1st, 2nd** ও **3rd** ব্যাটেলিয়ান-এর ওরা এমন কি অপরাধ করেছে যে তাদেরকে ও এন জি সি-তে ডিউটি দিতে হচ্ছে। ও এন জি সির অফিসার এবং ডি আই জির গাড়ীর পেছনে পেছনে এসকর্ট করা হল তাদের কাজ। এটার জন্যই নাকি টি এস আর। তা না হলে তাদেরকে ফিল্ডে দেওয়া হচ্ছে না কেন? যদি সি আর পি এফ সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ থাকতো তাহলে তাদের জায়গায় টি এস আর দেওয়া হচ্ছে না কেন? স্যার, এই সভায় মাননীয় সদস্য সমীর বাবুও বলেছেন সি আর পি এফ-এর ভূমিকা কোথাও কোথাও তারা এমন ধরণের কাজ করে যেটাকে সমর্থন করা যায় না। স্যার, তাদের সামনে উগ্রপন্থীরা মানুষকে খুন করে, তারা তামাসা দেখে, আর তারপরে বলে তিনশ রাউন্ড আমরা ফায়ার করেছি এবং তারপর দেখা যায় কুড়ি জন কি ত্রিশজন লোক মারা যায়। এই যদি হয় তো এই সি

আর পি এফদেরকে এসকর্ট করে টি এস আরকে কাজে লাগানো হোক। স্যার, আর একটা জিনিস হচ্ছে. সি আর পি এফ-দের ব্যাটেলিয়ান কমানডেন্টরা কোথায় থাকেন, যেখানে এয়ারকন্ডিশন্ রুম আছে, যেখানে এয়ারকন্ডিশন্ কোয়াটার আছে সেখানে। এই এয়ার-কন্ডিশন্ রুমতো আমাদের সেই দুলুমাতে বা গোকুলপুরে নেই। তাহলে সেটা কোথায় আছে আগরতলাতে।

স্যার, এক একজন কমান্ডেন্ট দুই তিনটা ব্যাটেলিওনের চার্জে থাকেন। উনার কাজ, এখানে শুধু ঢাক বাজানো মন্ত্রীর পেছনে ঢাক বাজানো. বড় বড় পুলিশ অফিসারের পেছনে ঢাক বাজানো। তাহলে সাধারণ পুলিশ কিভাবে কাজ করবে, স্যার। এই ছোট মাপের সাব্-ইন্সপেকটর, আর অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট্ এই হাবিলদার, সুবেদার দিয়ে কিছু হবে ? এদের দিয়ে আমরা আইন শৃংখলার কথা বলতে পারি ? স্যার, এই ক্ষেত্রে ব্যাটেলিয়নের এক একজন কমাডেন্টকে সেই সেই ব্যাটেলিয়নের হেড কোয়ার্টাসএ থাকার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে যদি আইন শৃংখলার কিছুটা উন্নতি হয়। কারণ স্যার, একজন সুবেদার, বা একজন নায়েক, বা একজন অ্যাসিস্টেন্ট সাব্ ইন্সপেক্টর অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট, তারা কোন ডিসিশন নিতে পারে না। ডিসিশন নিতে হলে এই কমান্ডেন্টের অনুমোদন নিতে হবে। কমান্ডেন্টের অনুমোদন ছাড়া তারা কাজ করতে পারবে না। আর কমান্ডেন্ট সাহেব এখানে বসে ঢাক বাজাচ্ছেন স্যার, ঐ মন্ত্রীদের পেছনে. ঐ বড় বড় পুলিশ অফিসারদের পেছনে পেছনে। তাদের শ্লোগান দিতে তারা ব্যস্ত থাকেন। এরপর স্যার, রাজ্যের আইন শৃংখলা কিভাবে উন্নতি হবে। সুতরাং পি, আর, পি, বা টি, এস, আর এর আরো ব্যাটেলিয়ন করা হোক—একটা, না দুইটা না, দরকার হলে দশটা করা হোক। আমরা স্যার, তার পক্ষে আছি। কিন্তু সেই ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্টকে তার ব্যাটেলিয়নের হেড্কোয়ার্টস্ এ থাকতে হবে। সেখান থেকে যারা সিপাহী আছে, কন্স্টেবল্ আছে তাদের পাশে বসে থেকে তাদের উৎসাহিত করতে হবে, তাদের সমস্যা দেখতে হবে।

স্যার, উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কাজ করেন নাই, কিছু বলেন নি এই কথা বলতে পারব না। উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক, এই আবেদন স্যার, করতে করতে মাননীয় মন্ত্রী তিনি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও টায়ার্ড হয়ে পড়ছেন। উনি আবেদন করতে করতে—এই বাবদ সরকারী ছাপাখানার কয়েক লক্ষ টাকার এই আবেদন পত্রগুলি ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করার জন্য এই ব্যাপারে খরচ করা হয়ে গেছে। সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিস্ক্রিয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিস্ক্রিয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু করেন নি বা বলেননি—

এটা কিন্তু নয় স্যার,। কিন্তু উনি যেভাবে বলেছেন, যেভাবে করেছেন— তাতে আমাদের বক্তব্য হলো স্যার, এইভাবে রাজ্যে শান্তি আসবে না। স্যার, আমরা দেখছি গ্রামের মধ্যে তাকতওয়ালা গরুকে যখন দড়ি দিয়ে বাঁধে তখন একটা মোটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তাকতওয়ালা গরুকে বেঁধে রাখতে হলে মোটা শক্ত খুঁটিরই দরকার, তারজন্য ছাগল বেঁধে রাখার জন্য যে খুঁটি সেটা দিলে চলবে না। স্যার, এই রাজ্যে রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা যদি আন্তরিকভাবে সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার চায় তাহলে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জ্বর উঠে, গা কেঁপে উঠে তাহলে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা বিধান হবে কিভাবে? সুতরাং স্যার, কাশতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। সেই কাশি আমাদের কাশির চেয়ে আরেকটু অন্য রকম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কেশেঝেড়ে বলতে হবে যে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা দেবার জন্য আমাদের সরকার সচেষ্ট এবং এটা উনাকে প্রমান করতে হবে।

স্যার, আমি যেটা বলতে চাই—সেটা হলো প্রত্যন্ত এলাকায় থানার বড় বাবু থেকে ছোটবাবু, বি. ডি, ও, সাহেব থেকে কেরাণী না বলে উপায় নেই। আপনি, আমি যতই চেষ্টাই করি, যত কথাই বলি কোন কাজ হবে না। স্যার, করবুক ব্লকে কি হয়েছে? এই মনুঘাটে কি হয়েছে? স্যার, মিটিং চলছে, বি. ডি, ও, সাহেব মিটিং করছেন- তারপর গরু যেভাবে নেয় স্যার, এতগুলি লোককে গরুর মত সি, সি, সি. করে নিয়ে গেলো। আর করবুকের বি, ডি, ও, উনি নিজে সেখানে (মনোরঞ্জনবাবু নাই, থাকলে সেখানে ভাল হতো।) শুধু উগ্রপন্থীদের সাথে যোগাযোগ আছে- এটা যদি হতো তাহলে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু উনার বহুত গুণ আছে স্যার,। উনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত।

স্যার, উনি করবুক ব্লকটাকে শুধু বাংলাদেশের কাছে বিক্রি করাটাই বাকি রেখে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলে উনি বলবে, কি করব তাহলে? থাকতেই যখন পারি না তখন বিক্রিই করে দিলাম।

স্যার, করবুক ব্লকের ক্যাশিয়ার নারায়ণ দাস উনার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ভেলোর থেকে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে আসার পর যখন কাজে যোগ দিতে গেলেন তখন বি, ডি, ও উনাকে বললেন ইতিমধ্যেই ব্লকের ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন খরচা হয়ে গিয়েছে। সেগুলি এডজাষ্টমেন্ট করে তবেই যেন চার্জ বুঝে নেন নারায়ণবাবু। নারায়ণবাবুর

বক্তব্য, যেহেতু আন এডজাস্টটেড এমাউন্ট উনার ছুটি থাকাকালীন সময়ে খরচা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, তাতে ঐ সময়কার দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি ছিলেন উনিই সেটা করতে পারেন। এই বক্তব্যে, অখুশী বি. ডি. ও নারায়ণবাবুর উপর নাকি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে চলছিলেন। চার্জও দেওয়া হচ্ছিল না। আমার বক্তব্য সঠিক না হলে আমি বিধানসভা থেকেই পদত্যাগ করব। এই অবস্থায় উনার উপর মানষিক অত্যাচার চলছিল। এই পরিস্থিতিতে নারায়ণবাবু আবারও ছুটির প্রার্থনা করলে ছুটি না মঞ্জুর করা হয়। স্যার, এইগুলির সব নথী আমার কাছে রয়েছে। এই অবস্থা যখন চলছে তখন ব্লকেরই ভাইস চেয়ারম্যান একটি ট্যাক্সি চেপে একদিন সকালে নারায়ণবাবুর বাড়িতে এসে বললেন, বি, ডি, ও আপনাকে তলব করেছেন। গাড়িতে করে যখন নারায়ণবাবু রওয়ানা দিলেন তখন এই গাড়িতেই অন্য কয়েকজনও উঠলেন এবং ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ রিয়াং তখন রাস্তায় যতনবাড়ীতে কাজ আছে বলে নেমে গেলেন। এরপর থেকে নারায়ণবাবুর আর কোন খোঁজ নেই। উনার স্ত্রী এখনও বিশ্বাস করছেন তার স্বামী একদিন ঘরে ফিরবেই। নারায়ণবাবুর তিন বছরের শিশুটিও ওর বাবাকে খুঁজছে। সত্যিই এটা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। স্যার, পরিকল্পিতভাবে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নারায়ণবাবুকে খুন করা হয়েছে। বলে অভিযোগ উঠেছে। এটা ব্লকের অর্থ নয়-ছয়ের পরিনিতি। খুন হল নিরীহ নির্দোষ নারায়ণ দাস। আমি তদন্ত চেয়ে চিঠি দেওয়ার পর তদন্ত শুরুও হয়েছিল, মাঝপথে তদন্ত বন্ধ। পুলিশ বলছে, বি, ডি, ও এই কথা বলেছেন কাজেই তদন্ত শেষ।

স্যার, এই রাজ্যের সন্দেহভাজন ৫০০ জন উপজাতি কর্মচারীর একটি তালিকা রাজ্যের মুখ্য সচিব প্রকাশ করেছিলেন—যাদের সংশ্রব গোপন সংগ রয়েছে বৈরীদের।

স্যার, কি হয়েছে? তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমরা আজও জানিনা আসলে কি তারা সত্যিকারের উগ্রপন্থীর সহায়ক কিনা। আর যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপরেও কি বলা হবে এই আইন শৃংখলা অবনতির জন্য এই সরকার দায়ী নয়? তারপরও কি বিরোধী বেঞ্চ থেকে এটা আমাদের মানতে হবে যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দায়ী নয়? স্যার, আমি বলব যে শুধু অভিযোগ নয়। আমি তথ্য দিলাম এগুলি তদন্ত হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতা ৪০ মিনিট বলেছেন আরও বলবেন নাকি?

শ্রীজওহর সাহা ঃ— আমাদেরতো সময় আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:**— আজকে তো এলটেড টাইম। শ্যামাবাবু বলবেন এবং অন্যান্য সদস্যরাও বলবেন।

শ্রী জওহর সাহা **:**— স্যার, আমি শেষ করার চেষ্টা করছি। আরবান ডেভোলাপমেন্ট, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। স্যার, সুধীরবাবু মন্ত্রী হয়েছেন কিভাবে? ত্রিপুরার মানুষ সব জানে। দুর্ভাগ্য আমাদের, বিমলবাবুর মত একজন বলিষ্ট নেতা খুন হওয়ার পর সুধীরবাবু হঠাৎ মন্ত্রী হলেন। সুধীরবাবু আগে থেকে মন্ত্রী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। উনি হঠাৎ মন্ত্রী হয়েছেন টের পান নি স্যার, এই রাজ্যের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি আমি নিরপেক্ষভাবে ঘটনাটা দেখার জন্য অনুরোধ করব। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনি যখন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী আপনাকে শুধু রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করলে চলবে না। এই রাজ্যে যখন এক লক্ষের উপর পরিবার শরনার্থী হয়েছে আগরতলা শহরের আজ থেকে পাঁচ বছর আগে লোক সংখ্যা ছিল কত, আর এখন কত গুণ বেড়েছে? এই সংখ্যা এখন দ্বিগুণ হবে। মানুষ শরনার্থী হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে।

মানুষ বাড়ীঘর ছেড়ে আগরতলা শহরের মধ্যেও অনেকে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। এখন আগরতলার মধ্যে খালি জায়গা পাওয়া যায় না। এমনকি বাড়ীভাড়া পর্যন্ত এখন পাওয়া যায়না। আগরতলা শহরে গত পাঁচ বছরে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ বরাদ্দটা কি হচ্ছে? কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা বলে এখানে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। স্যার, ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে পরিকল্পনা খাতে রাজ্যসরকার দিয়েছিল ৩২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আর পাঁচ পছর পরে ১৯৯৯ 2000 ইং সালে সরকার এই টাকাটা কমিয়ে যেখানে ছিল ৩২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সেখানে এটা হয়েছে ১৩৬'৬৪ লক্ষ টাকা। কারণটা কি? পরিকল্পনা খাতে টাকা কমিয়ে দেওয়া হবে। স্যার, পঞ্চায়েত রাজ, নগর পালিকা রাজাকে স্বপ্ন দেখেছিলেন, কার স্বপ্নে আজকে পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী হয়েছেন, কার স্বপ্নে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত-রাজ মন্ত্রী গদিতে বসে আছেন? ঐ রাজীব গান্ধীর স্বপ্নের ফলেই উনারা আজকে পঞ্চায়েত-রাজ মন্ত্রী হয়েছেন।

স্যার, সেই স্বপ্ন রাজীব গান্ধী দেখেছিলেন। রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত রাজ আইন করে ক্ষমতাকে মানুষের হাতে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। এটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে আমি বলব ইতিহাসকে অস্বীকার করেছে।

আজকে আগরতলার লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে কেউ তা আটকাতে পারবে না তাকে। এমন তো কোন আইন নেই নূতন করে আগরতলা শহরে কেউ বাড়ী করতে পারবে না। তাহলে আজকে কেন পরিকল্পনা খাতে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? টাকা তো বাড়ানোর কথা। এখানে মন্ত্রী বলেছেন এডজাস্টমেন্ট দেওয়া হয় নি। যদি বাজেটের টাকা পৌর পরিষদকে দেওয়া না হয় তাহলে কি করে এডজাস্টমেন্ট দেওয়া হবে। সেটি ২-৫-২০০০ ইং আমাদের পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। স্যার, সত্য কথা বলতে কি বিমলবাবু একজন লোক ছিল যিনি এই রাজ্যে নূতন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন। বিমলবাবুকে পদটা দেওয়া হয় নি। উনি স্বাস্থ্য দপ্তরকে সাজাতে চেয়েছিলেন। সেটাকে এখন নরকুন্ডল করে দিয়েছেন আমাদের প্রবীণ শিক্ষক এবং বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পৌর সভার অবস্থাও তাই। আগরতলা পৌরপরিষদ এবং অমরপুর নগরপঞ্চায়েত প্রতি বর্তমান সরকার বিমাতৃ সুলভ আচরণ করছে। আর্থিকভাবে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যেমন স্যার প্যাকিস্তান আর ভারতের যুদ্ধ। আমাদের রাজ্যের পৌর উন্নয়ণ মন্ত্রী আগরতলা এবং অমরপুর পৌরসভার বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি অনুরোধ করব মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে এইভাবে মজবুত করা যায় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করেন। আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— আমার সময় শেষ হয় নি। বিরোধী দলকে যে সময় দেওয়া হয়েছে সেই সময় থেকে ১০ মিনিট বলব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের যে টাইম এলট করা আছে সেখান থেকে কাটা যাবে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, গ্রামীণ হাসপাতালের কথা, সেখানে ছয় শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ছিল আজকে সেই হাসপাতালে তালা ঝুলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বার বার একই কথা বলে বিধানসভার সময় নষ্ট করছেন। এটা তো আনপার্লামেন্টারী। এটাকে এক্সপান্ড করা হউক।

স্যার, এইগুলি তো মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথাতো ব্যবহার করা যায়না। আমি বলছি এইগুলি এক্সপান্ড করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মিথ্যা কথা বললে পরে এক্সপান্ড করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— স্যার, একটা পয়েন্ট, বিরোধী দল থেকে সময় কাটা যাবে

এটার সঙ্গে আমি একমত নই। উনাদের দলের সময় থেকে কাটা যাবে। আমাদের সময় থেকে কাটা যাবে কেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না, না আপনাদের সময় কাটা যাবে না। আপনাদের সময় কাটা যাবে তা তো বলিনি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামীণ হাসপাতালের কথা বাদ দিলাম। আগরতলা শহরের যে হাসপাতালগুলি আছে, আই, জি, এম. হাসপাতাল, জি, বি. হাসপাতাল এবং আম্বেদকর হাসপাতাল এই সব হাসপাতালগুলিতে নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হয়। কেন স্যার নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হবে ? স্যার, বি. পি, এল কার্ড থাকলে পরে তারা বিনা পয়সায় ঔষধ পায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে আগে ঔষধ কিন তার পর এডজাস্টমেন্ট হবে। দরখাস্ত দিয়ে বিল নিতে হবে। যে লোক বি, পি. এল ভুক্ত যার সামান্য আয়ের ব্যবস্থা নেই যার রোগী হাসপাতালে সে প্রথমে ঔষধ নিজের পয়সা দিয়ে কিনতে হবে তারপর দরখাস্ত দিয়ে সে সেই বিলের টাকা পাবে। স্যার. এই সব হাসপাতালগুলি আর পার্টি অফিস না। কিন্তু সেখানে এমন কিছু লোককে দেওয়া হয়েছে যে লোকগুলি ডাক্তারদেরকে নির্দেশ দিবে, তারা স্টাফদেরকে নির্দেশ দিবে। তারাই ডাক্তারদেরকে বলে দিবে কোন রোগীকে কখন ছুটি দিতে হবে। কার চিকিৎসা কিভাবে হবে। এই সবের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী আমি স্যার। স্যার, এটার মধ্যেও দলবাজী চলছে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা নিয়ে। এই গুলির তদন্ত করুন তা হলেই দেখতে পাবেন ঘটনা সত্য কিনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ধরণের মানসিকতা অন্ততঃ পরিত্যাগ করাই ভাল। স্যার, আই, সি, এ, টি এটা সংক্ষেপে বলতে হয়। রাজ্যের প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এবং রাজ্য থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র সেখানে তাদেরকে সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবসময় অবহেলা করছে। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলির মহাকরণে যাবার অধিকার নেই। সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা নিমন্ত্রণ পান না। রাজ্যপালের শপথ এবং মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তারা সুযোগ পাননা। কারণ হল তারা সংবাদ সঠিকভাবে দেন না। স্যার পত্রিকাগুলির গুনগত মান বিচার করে সেইগুলির ক্লাসিফেকেশান হওয়া উচিৎ। স্যার সেখানে আরেকটা কথা বলতে হয়, সেটা হল সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি। এটা কোন ধরণের বিজ্ঞাপন নীতি ? বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তার কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। শুধুমাত্র শাসক দলের পক্ষে যারা ঢাক বাজান তাদের বিজ্ঞাপন ঠিক থাকে। বাকী সংবাদপত্রগুলির কন্ঠরোধ করার জন্য এই ধরণের প্রচেষ্টা। স্যার

এখানে এক্রিডিয়েশান কার্ড নিয়েও তালবাহানা চলছে। এর আগে এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ছিল গত ২৭ ৮ ৯৯ ইং তারিখে যেটা ছিল রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস এক্রিডিয়েশান কার্ড চালু আছে কি? এখানে সরকার তার দ্বিমুখ নীতি নিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয় ডারেক্টারকে নির্দেশ দিচ্ছেন কারা কারা কার্ড পাবে।

আমি কোথায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়েছি যেই সকল পত্রিকায় আমার ঐ সকল ছাপা হবে তাদের কার্ডগুলো দিয়ে দিবে। আর যারা আমার হয়ে লেখবে না তাদের কার্ড দেওয়া হবে না। স্যার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো শুধু সাপ্তাহিক নয় আমি বলব এই রাজ্যের সংবাদপত্রগুলো একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হয়ে দাড়িঁয়েছে। আর এর সাথে জড়িত আছে কয়েক হাজার পরিবার। যারা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট, পত্রিকাগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় সরকারী তার ভয়ংকর দৃষ্টির কারণে তাহলে সেখানে তারা যুক্ত ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট যারা তাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে যাবে। স্যার দৈনিক গনদূত বলুন, ত্রিপুরা অবজারভার বলুন, ত্রিপুরা জাগরণ, বলুন, ত্রিপুরা টাইমস্ বলুন এই যে কতগুলো পত্রিকা যারা লড়াই করে বাঁচার জন্য তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য যারা লড়াই করছে তাদেরকে বিভিন্ন-ভাবে ভেরিগেইট সৃষ্টি করে তাদের বিজ্ঞাপন না দিয়ে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র স্যার। স্যার, তাহলে এই সরকারটা বলুন এই যে ব্যয় বরাদ্ধ বাজেট আমরা তাকে কি করে সমর্থন করব স্যার। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন উদয়পুর টাউনে কোন গাড়ি ঢুকতে পারবে না। অথচ পরিবহন মন্ত্রী সুকুমার বাবু উনিই ব্যাপারটা জানেন না। অথচ কেশব বাবু উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিবহন দপ্তরের ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছেন। স্যার, এই ধরণের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে এবং উনার রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য আজকে ঐ উদয়পুরের ব্যাবসায়ী, উদয়পুরে যারা ছাত্র ছাত্রী এবং যারা বিভিন্ন অফিসে যায় তাদের বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব যে কাজকর্মের পরিকল্পনা নিন। উদয়পুর থেকে রাজার বাগ মোটর স্ট্যান্ড থাকুক আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গাড়িগুলো উদয়পুর থেকে আসুক।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ — স্যার, অমরপুরেও তো গাড়ি ঢুকে না।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— অমরপুর শহরে গাড়ি ঢোকার কথা নয়। অমরপুর বাজারের মধ্যে স্ট্যান্ড থাকে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— জওহর বাবু কনক্লোড করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, শেষ করে ফেলছি, স্যার এই যে অগনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত এটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া দরকার, অন্ততঃ পক্ষে গাড়িগুলি যাতে উদয়পুর শহর দিয়ে

ঢুকতে পারে, অন্ততঃ পক্ষে এখানে যে আগে ছিল, ৫ মিঃ এর জন্য হলেও যে গাড়িগুলি অমরপুর, বিলোনীয়া, আগরতলা, সোনামুড়া থেকে আসছে সেইগুলি যাতে পুরানো মোটর স্ট্যান্ড, উদয়পুর ছুয়ে যায়। সেই প্রস্তাব পুর্ণবিবেচনা করার জন্য আমি আমার আবেদন রেখে এবং এই যে বাজেট সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১০ই জুলাই পেশ করেছেন আমি বলব এটাকে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা দিন। আপনার এই বাজেটের ফলে রাজ্যের মানুষের সর্বনাশ হবে। এই বলে এবং এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীরদেব সরকার ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ আমাদের দেশের যে আর্থিক সমস্যা, কেন্দ্রয়ী সরকারের উদারীকরণ নীতি এই সম্পর্কে যে প্রারম্ভিক ভূমিকা উনি রেখেছেন, তার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, এটা আমরা জানি যে বহু সংগ্রামের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল। আমরা আবার দেখছি যে ৫২ বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবার মাথা চারা দিয়ে উঠছে। তারা ধীরে ধীরে ভারতের ব্যবসা-বানিজ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত দিকে প্রবেশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার যে বিশ্বায়নের নীতি সেই নীতি আজকে ভারতের যে বি, জে, পি সরকার এবং সমস্ত অর্থনৈতিক কব্জা করেছেন। এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলার জন্য চেষ্টা করছে।

মহাত্মাগান্ধী তাদের যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল, অহিংসার পথে যারা ভারতের জাগরণের পথ পরিস্কার করেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতার পর আমরা দেখছি মহাত্মা গান্ধী খুন হয়েছেন, সেই খুনীরা যারা ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়, তারা আজকে দেখছি নানা জায়গায় ভারতের একেবারে কেন্দ্রীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে বসে বসে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভারতের বাজারকে, সংহতিকে বিপন্ন করার জন্য সেই নীতিকে অনুসরণ করছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি দিল্লীতে যে সরকার কিছুদিন আগে বাজেট পেশ করছেন, একের পর এক ভারতের সংস্থাগুলি যেখান থেকে ভারতের জাতীয় সম্পদ আসছে, তা বেসরকারী করছেন, বিদেশীদের বাজার মুক্ত করে দিয়েছেন। এই যে নীতি তারা নিয়েছেন, এই যে

কোন ভারতবাসী এটাকে সমর্থন করতে পারেনা। আমরা দেখেছি এক এর পর এক টেলি কমিউনিকেশান, তৈল, কয়লা, বিদ্যুৎ, অটোমোবাইল, এই গুলি তুলে দেওয়ার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা চলছে, গত বাজেটেও আমরা দেখছি। স্যার, এয়ার ইন্ডিয়া, ইনসুরেন্স, ব্যাংক, প্রতিদিন ভারতের কোন না কোন সংস্থাকে এমন কি লাভ জনক সংস্থা সেই গুলিকেও দিল্লীর পার্লামেন্টে নীলামে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে আমাদের অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে এই দিকটা বলার চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে খাদ্যের ভুর্তুকি রাজ্য থেকে শুরু করে গরীব অংশের মানুষের উপর যে আক্রমন সেই আক্রমনের উপর দাঁড়িয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের মত যে রাজ্যে যার নিজস্ব আয় বলতে কিছু নেই, সামগ্রিক এই আক্রমনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখানে সত্যিকারেই জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করা খুবই দুরুহ কাজ, তবুও এই জনকল্যাণ মুলক বাজেটকে দেখে আমি সমর্থন করছি। স্যার, শুধু অর্থনৈতিক আক্রমন নয়, আমরা দেখছি ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রকে বিকল করার জন্য, সেটা শুধু মহাত্মা গান্ধীর খুনের মধ্যে সীমিত থাকেনি। খুন হয়েছেন রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, এবং খুন করার চেষ্টা হয়েছিল পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এর মত লোকদেরকে। আজকেও সেটা ভারতের মধ্যে মারাত্মক ভাবে সক্রিয় হয়েছে। সেই মার্কিনদের পথ করে দেওয়ার জন্য দিল্লী সরকার নানা কায়দা করার চেষ্টা করছে। খ্রীষ্টান, মুসলিমদের উপর প্রতিদিন নিগ্রহ, পারমানবিক বোমার পরীক্ষা, গুজরাটে সরকারী কর্মচারীদের আর, এস, এস এ যোগদান করার জন্য ফতোয়া জারী। শেষে বিল্ ক্লীন্টন্ এর ভারত সফর। একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রমান করার চেষ্টা করছে সাম্রাজ্যবাদীদের কতটুকু বাড়ানো যায়। এই সব শুরু হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে। এটাকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে কোন ভারতবাসী এর প্রতিবাদ না করে পারবে না।

আমি বিশেষ করে বলছি যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোদ্ধে এবং এর যে এজেন্ট এর বিরোদ্ধে সোচ্চার হবেন। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রিপুরাকেও সেই ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এর যে ভূমিকা রীতিমত সন্দেহজনক কারগিল যুদ্ধের ঘটনা আমরা জানি। আমরা জানি নৌ প্রধান যিনি বিষ্ণু ভাগবত তার যে অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখেনি। কোথায় চলে যাচ্ছে এই ভারতবর্ষ? বাইরে থেকে সেই শ্রীলংকার দিক থেকে শুরু করে নানা অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করছে। এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের বাইরে থেকে, সেই চট্টগ্রাম সীমান্ত থেকে অস্ত্র আমদানী করছে। সরকার সেই দিকে মোটেই নজর দিচ্ছে না।

ভারতবর্ষের সংহতি, অর্থনীতি এক দিকে থাকে না, প্রতিরক্ষার দিক থেকে, পররাষ্ট্রের নীতির দিকে বিপদজনক চেষ্টা চলছে। এখন আমরা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের কথা জানি, ভারতবর্ষে সার্বিক ঘটনাগুলি জানি এবং এই ছোট একটা রাজ্য ত্রিপুরা যার সামাজিক, অর্থনীতির সমস্যার মধ্যে ধরিয়ে এখানে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে, তার বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা ইদানিং লক্ষ্য করছি রাজ্যে উগ্রপন্থীর তৎপরতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যে শুধু টাইগার এন, এল, এফ, টি না, আরও অনেক এই রকম উগ্রপন্থীর দল আছে, এখানে অনেকই জানেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও জানেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের মধ্যে ইদানীংকালে আনন্দ মার্গীদের নেতৃত্বে উই, বি, এল, এফ, টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে উষ্কানী দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্যার, আমি ইতিমধ্যে খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি, আর একটা খবর শোনা যাচ্ছে সেটা আর, এস, এস করছে। বেঙ্গলী টাইগার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে উই, বি, এল এফ টি না বেঙ্গলী টাইগার নামে আর একটা আর, এস এস গ্রুপ এটা করছে। আমাদের মাননীয় সদস্য কাজলবাবু এখানে নেই, রতনবাবুও এখানে নেই তাঁরা এটা ভাল ভাবে জানেন। এখানে আর একটা গ্রুপ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তৈরী করার চেষ্টা চলছে। উই, বি, এল. এফ, টি, বেঙ্গলী টাইগার এইগুলি উদ্ভূত নাম। আজাদ ইন্ডিয়া বেঙ্গলী ফোর্স খোয়াইতে কোন কোন জায়গায় দেখছি, দল গঠন করার চেষ্টা করছে। এরা একদিকে উই, বি, এল, এফ, টি আনন্দমার্গীদের নেতৃত্ব এ আর, এস, এস, এর নেতৃত্বে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও এখানে তৈরী করছে ইন্ডিয়া বেঙ্গলী ফোর্স, টাইগার, এন এল এফ টি ইত্যাদি বিদেশী মদত পুষ্ট এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের মধ্যে এই ধরণের একটা সাম্প্রদায়িক উষ্কানী দিচ্ছে। এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিকে বিপদজনক করার চেষ্টা করছে। মারাত্মক যার অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের গদী দখলের স্বার্থের জন্য, এই সংকীর্ণ রাজনীতি। আমরা জানি ১৯৫৭ সালে ৫0 দশকের শেষে কেরালায় ই. এম, এস, এর নেতৃত্বে সেই সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সেই দিনকার আমেরিকানদের যে চক্রান্ত সেই পররাষ্ট্র সেখানে উনি সচিব ছিলেন। ভারতবর্ষের দায়িত্বে যিনি ছিলেন সেই তথ্য থেকে বেড়িয়ে আসছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, জওহরলাল নেহেরু প্রাইমিনিষ্টার সেই দিন কেরালার সরকার ভাঙ্গার চক্রান্ত চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সেই পুরুলিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করছে, ত্রিপুরার জায়গায় জায়গায় আনন্দমার্গীরা, খৃষ্টান মিশনারীরা সেখানে বিদেশী শক্তির

পথ করে দিচ্ছে। ত্রিপুরা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আই, এস, আই এর যে চক্রান্ত করছে এবং এর সঙ্গে এখানকার কিছু কিছু রাজনৈতিকরাও যুক্ত হয়েছে। এই ঘটনা উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং আমাদের ত্রিপুরার পরিস্থিতিটাকে মারাত্মক চেহারার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অবরত। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি থেকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা। আমরা রাজ্যে দেখছি কিছুক্ষণ আগেও মাননীয় মন্ত্রীর তথ্য থেকে বেড়িয়েছে ভাবতে পারি না একটা সামরিক বাহিনী সেখানে মোকাবেলা করার জন্য আধা সামরিক বাহিনী তাদেরকে দেওয়া হয়েছে আসাম রাইফেলস্, সি, আর, পি, এফ। প্রতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময়ে দেখছি একটা দেশদ্রোহী সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট অস্ত্র হাতে নিয়ে হুমকী দিল। আর তার পেছনে অনেকেই সাহায্য করবে। আমি এ, ডি, সি এলাকায় এবং এ, ডি, সি এলাকার বাইরে নির্বাচনের কাজ করার সময় দেখছি জঘন্য ভূমিকা তাদের। এইভাবে কাজগুলি করছেন। কিন্তু সেখানে দেখছি নীরব। কোথাও হাটছেন কোথাও ছাপ্পা ভোট দিচ্ছেন। এই যে ভূমিকা এটা কোন দিন কোন একটা গণতান্ত্রিক দেশে আধা সামরিক বাহিনী, সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে আশা করা যায় না। একটা জঘন্য রাজনৈতিক নোংরা খেলা বামফ্রন্ট এর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার জন্য ত্রিপুরাকে নিয়ে খেলা করছে। স্বাধীনতার পর এই ৫২-৫৩ বছরের ইতিহাসে কোথাও এমন জিনিস নেই। সেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা রাজ্যে কংগ্রেস (আই) দলকে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় জেতানোর জন্য একটা প্রচেষ্টা চলেছিল এবং সেই জায়গায় কংগ্রেস বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় বেশ কিছুটা আসনে জিতে ছিল। একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েছিল। কেন্দ্র বন্ধের হুমকী দিয়ে ছিলেন কংগ্রেস যারা নমিনেশান সাবমিট করতে পারেনি এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে কেন্দ্র বন্ধের বেনামী ধরিয়ে দেওয়ার মত অবস্থা এন, এল, এফ টি। বেনামী ধরিয়ে দেওয়ার মত আই, পি, এফ-টি নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে দেখলাম যাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা অনেকেই দায়িত্ব নিলেন না। কেউ সরে দাঁড়ালেন, কেউ সাহায্য করলেন। আজকে ত্রিপুরার বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে কোন দেশপ্রেমী ত্রিপুরাবাসীদের কাছে আতঙ্কের কারণে কোন অবস্থায়, কোন বিপদের মুখে আমরা আছি। ভাবতে আশ্চায্য লাগে শুধু এখানে পারিবারিক ভূমিকা না এই যে সরকারটা সেখানে তারা মিটিং করছে কার্গিল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বি জে পি সরকারের মিটিং সেখানে সেনা প্রধানের বিরাট একটা অংশকে তাদের মিটিং-এ নোটিশ দিয়ে হাজির করতে হয়েছে। বিজেপির মিটিং এ বক্তব্য রাখবেন

ভারতবর্ষের স্ব-রাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা যারা দায়িত্বে আছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বক্তৃতা করছে। মূল জায়গায় প্যারা ম্যালিটারী একটা রাজনীতির খেলায় পরিনত হচ্ছে। এই জায়গায় বিজেপি সরকারকে এই সরকার দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এই যে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদী সমস্যায় মোকাবেলার প্রচেষ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি এখানকার সরকার ইতিমধ্যে তাদের কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আমরা গ্রামাঞ্চলে কাজ করছি সেখানে আমরা কোন না কোন জায়গায় কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের চাহিদা অনেক। এই ব্যাপক আক্রমনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের নিরাপত্তার জন্য যেমন চেষ্টা করছি এবং সরকারের কাছে দাবী করছি। আমরা দাবী করছি যে এ, ডি, সি, নির্বাচনের জন্য আরো কিছু ক্যাম্প চাই। আমরা চেয়েছি খোয়াই-এর বাচাইবাড়ী গোপালনগরে একটা ক্যাম্প। সেটা করে দেওয়া যায় নি। সীমাবদ্ধতা আছে আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করার বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প দেওয়া হবে। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি এবং যারা এখানে আছেন তাদের কি ভূমিকা সেখানে। বিশৃংখলা লাগানোর ভূমিকা। এই জিনিসগুলি সাধারণ মানুষের চোখ খোলে দিচ্ছে। তারা বুঝতে পারছেন যে জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষের কাছে শুধু রাজনৈতিক নয় সাধারণ মানুষের দল পদ জিনিসগুলি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যেন একটা ভাল ভূমিকা নিতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্য সরকার পুরনো ৬টা ব্যাটেলিয়ানের সাথে টি, এস, আরের আরো ২টা ব্যাটে-লিয়ান গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যে জনপ্রতিনিধি হিসাবে বলব এই যে উদ্যোগ এই উদ্যোগ অবিলম্বে হবে। আমরা আশা করছি এই যে ২টা নতুন ব্যাটেলিয়ান এইগুলি আরো বেশী এফেকটিভ। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি কেন্দ্র থেকে কিছু অর্থ সাহায্য এবং রাজ্য নিজের বাজেট থেকে কেন্দ্র থেকে পেয়েছেন ১০.৩৫ কোটি টাকা রাজ্য বাজেট থেকে ৪.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করে একটা আধুনিকীকরণ অস্ত্র এবং বুলেটপ্রুফ সরঞ্জাম ইত্যাদি কেনার জন্য অর্থাৎ রাজ্য পুলিশকে আধুনিক করার জন্য চেষ্টা নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কেউ সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলায় সেখানে আরো বেশী সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করছি। টি, এস, আরের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানের যে গেপ সেখানে পূরণ করা হয়েছে ৫৯১ জন রাইফেল ম্যান, ৯৬ জন হ্যান্ডলোম ফরোয়ার্ড, ৪৬ জন নাইট স বেদার, ২৪০ জন হাবিলদার নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

রামচন্দ্র ঘাট এবং কাঞ্চনপুরে নতুন ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার তৈরীর কাজ করা হবে। সেখানে ঘোষনা করা হয়েছে যে রামচন্দ্র ঘাটে সিক্স ব্যাটেলিয়ান টি, এস, আর হেড কোয়াটার তৈরী করা হবে। সেখানে কিছু টি, এস, আর কর্মী আছে। কিন্তু ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার তৈরী করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী এখানে সীমানাগুলির ব্যাপার নিয়ে বলার সময়ে বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাফেকটেড এরিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে সদরের মোহনপুর, খোয়াই এবং কমলপুর জায়গাগুলিতে। এখানে আমরা আশা করব এই সিক্স ব্যাটেলিয়ানকে ওই সমস্ত জায়গাগুলিতে হেড কোয়াটার বা ক্যাম্প করে দিতে পারলে তাহলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে বা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহায়ক হবে এই রাজ্যের মানুষের কাছে. শুধু এটাই না ওই সমস্ত জায়গাগুলিতে পুলিশ ফাঁড়ি বা থানা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই সেখানে যে সমস্ত ফাঁড়ি স্থাপন করতে গেলে যে সাহায্যের দরকার সেই সাহায্য এলাকার মানুষের কাছে পেতে হবে। এটা স্থাপন করতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় মানুষ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রতিবাদ করা হচ্ছে। কোন আসামী ধরতে গেলে মহিলাদের দিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু ট্রাইবেল এলাকায় নয়, নন্ ট্রাইবেলদের এলাকায় এই ধরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রথম দিক থেকেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাসা আইন চালুর জন্য দাবী করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে সংবিধান মোতাবেক সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা এবং আইন শৃংখলার পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য সরকার থেকে যদি কিছু কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই রাজ্য সরকার ভাল প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। কিছু দিন আগে গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কনক্লোড্ করুন।

শ্রী *নগেন্দ্র সরকার* :— স্যার শেষ করছি। আলোচনার পরে সর্বদলীয় কমিটি বহিরাজ্য সফরে গেছেন। আবার সর্বদলীয় কমিটি আলোচনা করে বোঝা গেছে রাজ্যের পুলিশ আইন মোতাবেক কিছু করা যাবে। যদি এই ধরণের প্রস্তাব আরও থাকে অবশ্যই সেই প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখব। এই দিক থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল এখানে যারা আছেন, তারা এখানে সন্ত্রাসবাদী তথাকথিত কথা বলেন তাদের কাছে আমি সাহায্য পাব আমার আশাবাদী। ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যেটুকু সময় আছে এতটুকুই বলবেন। আর বাকী লিষ্টে যারা আছেন তারা আগামীকালকে বলবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :-- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার। আমাদের দেশে যেটা রিফর্ম সেটা চালু করেছিলেন ডাঃ মনমোহন সিং। এটা ওয়াকিবহাল এপ্রিসিয়েট করেছে। যদিও এটা বামপন্থীরা বিরোধিতা করেন বিশ্বায়ন বলে। তিনি আমাদের তপশিলী লিডার। এটা বিরোধীতা করে না। নিজের দলীয় নীতিতে এটা থেকে বিচ্যুতি হলেন কিনা। এটা শুনে আমি খুবই বিস্মিত। যাইহোক এটা তাদের ব্যাপার। এই বাজেটে বাদল-বাবু তো উদ্দেশ্যহীন প্রতারনামূলক বাজেট তৈরী করেছেন।

প্রথমতঃ গত বছরের বাজেটে বলা হয়েছিল, দেড়শ কোটি টাকার মত ডেফিসিট হবে। এইবার দেখালেন, ডেফিসিট হয়নি। ব্যালেন্স বেশী হয়েছে, টোটাল ২২৭৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার কাজ হয়নি। ওপেনিং ব্যালেন্স রয়েছে, ৮৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আমি মনে করি, রাজ্যবাসীর সঙ্গে বাদলবাবু বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। যে সব ডিপার্টমেন্ট এলোকেশন করার কথা তা তিনি করেন নি। এমন কি নিজের দপ্তর ওয়াটার রিসোর্সে আমি দেখেছি, কথা মত টাকা দেন নি। ফলে অনেক কাজ আটকে আছে। এই ভাবে সেভিংস দেখাতে গিয়ে তিনি রাজ্যবাসীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন সে কারণে তাঁকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসাবে এখানে দাঁড় করাচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ ফাইন্যান্স কমিশন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আমি মনে করি, এখন পর্যন্ত যত ফিনান্স কমিশন হয়েছে সবচেয়ে বেষ্ট কমিশন হচ্ছে, ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশন। এই কমিশন সংবিধানে ৮৯টি অ্যামেন্ডমেন্ট করে টুয়েন্টি নাইনথ পার্সেন্ট টাকা ফ্লো করার ব্যবস্থা করেছেন। বাদলবাবুও আশা করেছেন, আরো পাবেন। হ্যাঁ, তা পাবেন। কিন্তু সে টাকা খরচ করুন। অপচয় করবেন না। স্যার, উনার দপ্তর পি. ডব্লিউ. ডি সম্পর্কে বলছি। তিনি বলেছেন, দুর্গম উপজাতি এলাকাগুলিতে প্রচুর সংখ্যক নতুন রাস্তা নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু এটা অর্ধ সত্য বলা যায়। এইখানে বিলোনীয়া এবং সোনামুড়াতে সজারু পথ তৈরী হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সাব-ডিভিশানে কোথায় হয়েছে? আমার বেলায় অবশ্য হয়েছে। একটি রাস্তা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ছিল। এখন শেষ হবার পথে। তার কোথায় হয়েছে? তার ও অবশ্য কারণ আছে। সেখানকার লোকরা রাস্তার জন্য কমলার দাম পাচ্ছিল না। এই রাস্তা হলে আগামী সীজনে তারা লাভবান হবে। থালাছড়াতে একটি গো-ডাউন আছে। কিন্তু সেখানে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা আর হচ্ছে না। বাদলবাবু বলুন তো কেন, খাদ্যমন্ত্রীকে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

স্যার এরপর কৃষি। কৃষির ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেটে বলেছেন, রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ঘাটতি মিটিয়ে রাজ্যকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষি দপ্তর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সেই পরিকল্পনা কি? অবশ্য উনি টাকা এলোকেশন করে থাকেন। কিন্তু পরিকল্পনাতো কৃষি দপ্তরের করা উচিত? আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত? আজকে এখানে মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ৮৭ সালের সেনসাস অনুযায়ী রাজ্যে ৫৫ হাজার জুমিয়া আছে। জুমিয়াদের বাদ দিয়ে তো কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। জুম এখনও কৃষি হিসাবে অ্যাকসেপটেড হয়নি। ভেরি শ্লো প্ল্যান। মিজোরামে, অরুনাচলে টেরেজ ইত্যাদি সিস্টেমের মাধ্যমে জুমের উন্নতি ঘটানো হচ্ছে, জুম সীডের উন্নতি করা হচ্ছে। আর আমাদের রাজ্যে আই, সি, এ, আর, এর হাতে জুমের রিচার্সের কোন দায়িত্বই তুলে দেওয়া হয়নি। তাই তারা জানে না, জুম কি? জুমিয়াদের উন্নতি করতে না পারলে খাদ্যে কখনোই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব নয়। জুম মানে এই নয়, জঙ্গল কাটা, আগুন দেওয়া। সেখানে কি কি চাষ করা সম্ভব এটা দেখা উচিৎ। সিরিয়াসলি দেখা উচিত।

তারপরে আছে মাশরুম চাষ। মাশরুম চাষে পশ্চিমবাংলা অনেক এগিয়ে গেছে। কলকাতায় প্রতিদিন টন টন মাশরুম বিক্রি হচ্ছে। এখানে এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাংগের ছাতা। এই নামটাই বিশ্রী। মাশরুম আসলে ব্যাঙের ছাতা নয়। এটা একটা প্রোটিন-যুক্ত খাবার। সুতরাং এটার জন্য আরও বেশী করে প্রচার করতে হবে যাতে আরও বেশী করে প্রডাকশান করা যায়। এতে বেকাররা এবং ছোট কৃষকরা এর মাধ্যমে একটা ইনকামের পথ পেয়ে যাবে। এখানে রাষ্ট্র চালিত সংস্থা সমূহের জন্য বাদলবাবু কিছুটা আক্ষেপ করছেন। এবং সমীর দেব সরকার মহোদয় তো একেবারে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ভাষণ রেখেছেন। বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীনে এখন গ্লোবেলাইজেশানের হাওয়াতে একেবারে ভরপুর। সাংহাই এখন দ্বিতীয় টোকিও। সাংহাই এখন আর চীনের মধ্যে নেই। হংকং এবং সাংহাই-এর মধ্যে খুব বেশী বেশকম নেই। দুই বছর আগে ফিদেল কাস্ত্রো চীন সফরে গিয়েছিলেন। সাংহাইয়ের অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় করে উঠলেন এবং বললেন এই জন্যই কি আমি চীন দেখতে এসেছি? হো চিমিনের

দেশ সেখানে কিভাবে সমাজতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে সেটা সেখানে গিয়ে তিনি দেখবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি ফ্রাস্ট্রেটেড হলেন। যে ভিয়েৎনামীজরা ২০ বছর ধরে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। আজকে সেখানে সমস্ত কিছুই ওয়েস্টার্ন স্টাইলে চলছে। আমেরিকান ডলার ছাড়া ভিয়েৎনামে অন্য অর্থ চলে না। সেখানকার ব্যাবসা বানিজ্য আজকে আমেরিকানদের হাতে। চীনাদের হাতে নেই, জাপানীজদের হাতেও নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি তো কিছু হয় নি আজকে এখানে বলা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের মতো ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসকে চালানো হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ কোটি টাকা রাস্ট্রায়ত্ব পরিচালিত সংস্থায় নিয়োজিত। সেগুলি থেকে প্রতি বছর ৩ লক্ষ টাকাও আসে না। কাজেই এই সমস্ত সিক ইন্ডাষ্ট্রিগুলিকে বন্ধ করে না দিলে ঋনের বোঝায় ভারতবর্ষ জর্জরিত হয়ে যাবে। এই কারণেই বিদেশী পুঁজি এ দেশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এগুলির স্বাস্থ্য ফেরানো হবে এখন মডার্নাইজেশান না হলে কিছু প্রডাকশান হবে না। তার জন্যই ভারত সরকার ৫১ পার্সেন্ট শেয়ার বিক্রী করে দেবার কথা চিন্তা করছে। এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এটাকে বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের হিতকে বিরোধীতা করা। দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রবনতা এটাকে রোধ করাই হচ্ছে বামফ্রন্টের একটা রোগ। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পশ্চিমবঙ্গে অটোমেশানের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যাতে অটোমেটিক করা না হয়। তারপর রাজীব গান্ধী আনলেন কম্পিউটার। এর বিরুদ্ধেও বামফ্রন্ট প্রচন্ডভাবে বিরোধীতা করে ভারত বন্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন তারা সেদিন করেন। কিন্তু তাতে কি লাভটা হলো? এখন ভারত বর্ষ টেকনোলজীতে পৃথিবীর মধ্যে একজন লীডার। ৭০ হাজার ইঞ্জিনীয়ার ভারতবর্ষ প্রডিউস করছে। জার্মানিরা ২০ হাজার ইঞ্জিনীয়ার যাতে নিতে পারে তার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে।

জাপানেও ৩০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারের জন্য তাঁরা অলরেডি প্রস্তাব দিয়ে রেখেছেন। এটা তো বিরাট ডেভলাপমেন্ট কিন্তু এই সব অটোমেশনে বাধা দিয়ে তখন বামপন্থীদের বক্তব্য কি ছিল? তাদের বক্তব্য ছিল তাহলে সব বেকার হয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষের কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে যাবে, দুরদর্শিতা নেই, অর্থনৈতিক চিন্তা ধারা নেই সুতরাং এটা পলিসি নয়। আমি আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বলে আর সময় নষ্ট করতে চাইছি না। আমি এখন মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর উত্থাপিত বাজেটের ১২৮ প্যারাতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে

উনি বলেছেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ২০০০ সালের ৩০শে এপ্রিল এবং ৩ মে নতুন নির্বাচিত জেলা পরিষদ সরকারিভাবে কার্যভার গ্রহণ করে ২০০০ সালের ১২ মে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল সংশোধন করে জেলা পরিষদের হাতে অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাব পাঠানোর দরকার কি? রাজ্য সরকার ইজ কম্পিটেন্ট অল পাওয়ার টু এ, ডি সি, আজ এ্যান্ড হোয়েন নেসেসারি। যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি আসামের। আসামের ১৯৯৫ সালে সংবিধান সংশোধন করে কার্বিয়াংলং এবং এন. সি, হিলকে অধিক পাওয়ার দিয়ে দিল। এর আগে থেকেই আসাম সরকার এই কার্বিআংলং এর হাতে উচ্চ শিক্ষা মানে হায়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং হোম গার্ডদের ট্রেন্সফার করেছিলেন এ, ডি, সির হাতে, কেউ তো বাধা দেয় নি? কাজেই আপনাদের যদি সত্যিকারের মানসিকতা থাকে করুন না, নই একটা ক্ষমতাও তো আপনারা হস্তান্তর করেন নি। এমন কি এই যে আর, ডি. ব্লকগুলি যেগুলি এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে আছে সেগুলিকেও আপনারা হস্তান্তর করেন নি ফলে সেখানে ডেপেশ এড মিনিস্ট্রেশান চলছে একজন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আর একজন এ. ডি, সির পঞ্চায়েত সেক্রেটারী একজন আছেন এগ্রি অ্যাসিসট্যেন্ট রাজ্য সরকারের। তাদের আছে এ, ডি সি অ্যাসিসট্যেন্ট এই রকম ইচ এ্যান্ড এভরি স্ফিয়ারে নি ডুয়েল এডমিনিস্ট্রেশান চলছে ফলেও বলছে আমি করব, সে বলছে আমি করব কেন এখানকার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, এগ্রি অ্যাসিসট্যেন্ট হোয়াট এভার দেয়ার তাদের ট্রান্সফার করে দাও, তাহলে তো হয়ে যায় যদি সত্যিকারের দিতে হয় এখন আমি আর বলব না কারণ এ. ডি, সিতে এখন নতুন দল এসেছে আই. পি. এফ, টি নামে। আগে যখন সি, পি, এম সরকার ছিল তখন তো আপনারা করেন নি। এমন কি মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে বার বার প্রশ্ন করেছিলেন এ, ডি. সিতে রিক্রুটমেন্ট রুলস ছাড়া চাকুরী দিচ্ছে, প্রমোশন দিচ্ছে বে আইনীভাবে তাদের রিক্রুটমেন্টস রুলস কেন এপ্রুভড হবে না, এটা কেন দীর্ঘদিন ধরে মন্ত্রীসভায় পড়ে আছে? এটা তো মন্ত্রীসভার কোন কাজই নয়। এটা মাননীয় গভর্নরের ডিসক্রিসশনারী

পাওয়ার। স্যার, এখানে গভর্ণর এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক বছর যাবার সময় ১০ বস্তা চিড়া, ২০ বস্তা মুড়ি নিয়ে যান। এখন আর এই ভদ্রলোক নেই তিনি চলে গেছেন। এমন কি গভর্নর হাউসের যত কাঁঠাল, কলা, আম ছিল সব রস করে নিয়ে গেছেন এবং উনার সর্বমোট ২২৮টি লাগেজ হয়েছে। আমি মাননীয় গভর্নরকে ডিসক্রিপশনারী পাওয়ারের কথা বলেছিলাম কিন্তু তিনি বললেন হোয়াট ইজ ডিসক্রিপশনারী পাওয়ার? ইয়ে তো মুঝে নেহি আতা হ্যায়। সরকার হ্যায় সরকার করেগা। কাগজ লে আয়েগা হাম তো সিগনেচার দিয়ে দেয়েঙ্গে। আর কিয়া, হামারা কিয়া কাম হ্যায়। ব্যাস এই কারণে এ, ডি, সি বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, রাজ্যপাল সম্পর্কে বিধানসভায় আলোচনা করা যায় না। মাননীয় সদস্য ভালভাবেই জানেন। রাজ্যপাল সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলি এক্সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা রাজ্যপাল সম্পর্কে প্রস্তাব আনা যায় না, রিজলিউশান আনা যায় না কিন্তু আলোচনা করা যায়।

শ্রীসমীর দেব সরকার (চেয়ারম্যান) :— যদি আপত্তিজনক হয় পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে। আপনি বক্তব্য রাখুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমি বলছিলাম, যদি এ, ডি, সির হাতে হস্তান্তর করতেই হয় কেউত আপনাদের আটকে রাখেনি, আমরা বরঞ্চ সহযোগিতা করব। হোম ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে এখানে ২-১টা কথা বলে আমি শেষ করব। ত্রিপুরা রাজ্য জ্বলছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচন্ড হুমকির মুখে। দাঙ্গা হয়নি, কিন্তু প্রতিদিন মিনি দাঙ্গা হচ্ছে। এলাহাবাদে একজন মারা গেলে দাঙ্গা বলে ঘোষণা করা হয়, কার্ফিউ জারী করা হয়। এখানে প্রতিদিন হয় বাঙ্গালী মরছে, নয় পাহাড়ী মরছে। এখানে, যে থেকে প্রতিদিনই ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কোন কথা নাই। স্যার, সিকিউরিটি ফোর্সেস তাদের মধ্যেও নাকি ভাগাভাগি করে দিয়েছে। কোন জায়গায় টি, এস, আরকে পাঠানোর কথা বললে, বলে না, আসাম রাইফেল অমুক জায়গায়,

টি, এস, আর, অমুক জায়গায় সি, আর পির জায়গায় ওখানে টি, এস, আর যাবেনা। এটাও ভাগাভাগি করা মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবুও গিয়েছেন, আমি গিয়েছি আসাম গভর্ণমেন্টের সাথে কথা হয়েছে, পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের সংগে কথা হয়েছে। তারা বলেছে না, আমাদের এখানে এইরকম করতে পারে না। আরমি পিওপিল দে হ্যান্ড টু কনডাক্ট অপারেশন আন্ডার দি গাইডেন্স অফ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট। আর এখানে এই রকম-ত নাই ই। এখানে যে সমস্ত প্যারা মিলিটারীত কেন্দ্রের পুলিশ মাত্র, তারাই বলে কথা শোনেনা। আমাদের রাজ্যের ১০ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে ৭ হাজার বর্গমাইলই হচ্ছে পাহাড়, এ, ডি, সি এলাকা অরক্ষিত অবস্থায় আছে। এখানে উগ্রপন্থীদের অবাধ বিচরণ। আপনারা পাহাড়ে ডিপ্লয়মেন্ট করুন বর্ডার সীল করুন। প্রতিটি উপজাতি গ্রামে সিকিউরিটি ফোর্সেস ডিপ্লয় করুন। দেখি, কিভাবে উগ্রপন্থীরা সমতলে নেমে অপারেশন করে আবার ফিরে যায়। অসম্ভব, এটা হতেই পারেনা। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেই এখানে এটা কোন ব্যাপারই না এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত আইন-শৃংখলা, শান্তি, সুস্থিতি স্থাপন করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে আগের যে সুসম্পর্ক ছিল সেটা যদি ফিরিয়ে না আনা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না। কাজেই আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে করা দরকার। দরকার হলে আরও বেশী টাকা খরচ করে, আরও বেশী ডিপ্লয়মেন্ট করে জনগণের ধন সম্পদ প্রানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করুন, তাহলে আপনাদের বুক খুলে সমর্থন করব। ধন্যবাদ।

শ্রী সমীর দেব সরকার (চেয়ার ম্যান) :— এই সভা আগামী ১৪ই জুলাই, ২০০০ ইং বেলা ১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE ANNEXURE—A
(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No —4

Name of the Member :-- Sri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বাজারের সংখ্যা কত ?

২। ঐ সব বাজারে কি চাদিয়ানা তোলা হয় ?

৩। যদি তোলা হয় তবে চাদিয়ানার হার কত করে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বাজারের সংখ্যা মোট ৫৫৫টি।

২। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ২১টি বাজারের চাদিয়ানা তোলা হয়।

৩। কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রিত মোট ২১টি বাজারের চাদিয়ানার হার প্রতি ১০০ (একশত) টাকা মূল্যের পন্যের উপর ২ (দুই) টাকা হারে ধার্য্য করা আছে।

Admitted Starred Question No. —14

Name of the Member :— Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-In-Chearge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পশু চিকিৎসার জন্য মোট কতটি ডিসপেন্সারী রয়েছে ?

২। পেচারথল ব্লকের অধীনে ডিসপেন্সারী খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ৫২ টি (বাহান্ন) ডিসপেন্সারী আছে।

২। পেচারথল ব্লকের অধীনে নূতন ডিসপেন্সারী খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No.—29

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Employment Services &

Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত বেকারদের চাকুরী না হওয়া সাপেক্ষে 'বেকার ভাতা" দেওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করতে ইচ্ছুক কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ১,১৭,৮৭৯ জন, এবং অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ২,০৪,০২১ জন,

২। উক্ত বেকারদের চাকুরী না হওয়া সাপেক্ষে ' বেকার ভাতা' দেওয়ার বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনায় নেই।

Admitted Starred Question No.—44

Name of the Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলা এগ্রিকালচার এবং হর্টিকালচার অফিসের জন্য ভাড়া করা মারুতি গাড়ীটি, তাহা সরকারী আইন অনুযায়ী অনুমোদিত কিনা ?

২। উক্ত অফিসের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পর দর পত্রের মাধ্যমে সরকারী অনুমোদিত কমিটির দ্বারা অনুমোদন ক্রমে স্বল্প সময়ের জন্য গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

Admittd Statrred Question No.—54

Name of the Member :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, দামছড়া ও কামারমারা, মনু ছৈলেংটা, আনন্দবাজার সংরক্ষিত বনাঞ্চল

(P. F) থেকে মূল্যবান গাছ অবৈধভাবে কেটে চুরাই পথে পাচার হচ্ছে।

২। পাচার হয়ে থাকলে এই পাচার ব্যবসা রোধে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন?

উত্তর

১। দামছড়া, কামারমারা, মনুছৈলেংটা ও আনন্দবাজার সংরক্ষিত বানঞ্চলে (P.F) থেকে অবৈধভাবে গাছ পাচার ঘটনা সরকারের তথ্য নেই।

২। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. —179

Name of the Member :— Sri Ashok Kr. Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ব্যয় সংকোচন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী পদ অবলুপ্তি করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আছে কি?

২) ঐ নির্দেশ অবজ্ঞা করে কোন সরকারী দপ্তর নতুন পদ সৃষ্টি করছে?

৩) কোনও সরকারী দপ্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী আছে কি?

৪) যদি থাকে তা হলে তাহাদের কে অন্য কোথাও নিযুক্ত করা হবে কি?

উত্তর

১) ব্যয় সংকোচন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী পদ অবলুপ্তি করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ জারি করা হয়নি।

২) প্রশ্নই উঠেনা।

৩) না।

৪) প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No.—183

Name of the Member :— Sri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গনের ফলে কল্যানপুর ব্লকের গৃহহীন তথা ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য

প্রদানের বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ।

২। দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে চৌদ্দটি গরীব হিন্দুস্থানী তাঁতী সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার গত দুই বৎসরে ভূমিহীন ও গৃহহীন হয়েছেন তাদেরকে গৃহ নির্মান করে দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি আর, ডি, দপ্তরের বিশদ জানা নেই তবে আই, এ, ওয়াই স্কীমের মাধ্যমে তাদেরকে ঘর তৈরী করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সীমিত বলে এক সাথে সবাইকে এর আওতায় আনা যাচ্ছে না।

২। এখন পর্যান্ত দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের দুইটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—191

Name of the Member :— Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ২০১০ সালের মধ্যে কৃষি শষ্য ফলনে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার চাড়িপাড়া ও দক্ষিণ বাধারঘাট সহ বিভিন্ন অঞ্চলে রবি শষ্য ফলনের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে কৃষি শষ্য ফলনের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হচ্ছে সেটা দূরীকরনে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ? এবং

২। নেওয়া না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ২০১০ সালের মধ্যে কৃষি শষ্য ফলনে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার চারিপাড়া ও দক্ষিণ বাধারঘাট সহ বিভিন্ন অঞ্চলে রবিশষ্যের অধিক ফলনের লক্ষ্যে মোট ৬টি (ছয়টি) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু রয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—193

Name of the Member :— Sri Ashok Kr, Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development

pleased to state —

Question

1. Is if fact that in Tripura the numbers of family below porerty line has been estimited ?
2. In so, the tolal nos. of B.P.L. families ?
3. Have there any subsidy binefit is given to those families ?
4. Is there any exention of political pressure to exten the subsidy benefit undesring families ?

Answer

1) yes.
2) 350476 families.
3) In all poverty alleviation programmes of Rural Developnent Department B. P. L families are the main target group,
4) Does not arise.

Admitted Starred Question No.—219
Name of the Member :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি গাঁও পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র থেকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরাসরি অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

২। সত্য হলে এ রাজ্যে এ পর্য্যন্ত (৩০ শে মে, ২০০০) কয়টি পঞ্চায়েত, কত টাকা অনুদান পেয়েছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার জন্য প্রদত্ত অর্থ ডি, আর, ডি, এর মাধ্যমে সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

২। মে মাসের শেষের দিকে পাওয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার জন্য প্রদত্ত অর্থ সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করার জন্য জেলা শাসকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং, কয়টি পঞ্চায়েত কত টাকা পেয়েছে তা আপাততঃ বলা যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No.—225

Name of the Member :— Sri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সন্ত্রাসজনিত কারণে কৃষি যোগ্য জমির সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে এতে ত্রিপুরাতে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে কিনা ?

২। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে ধান ও গমের উৎপাদন কতটুকু ছিল ?

উত্তর

১। রাজ্যে কৃষিযোগ্য জমি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কোন তথ্য আমাদের জানা নেই।

২। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে ধান ও গমের মধ্যে ধান উৎপাদন হয় ৩৮,১৪,৯৯ মেট্রিক টন এবং গম ১৮,৪৪০ মেট্রিক টন।

Admitted Starred Question No. — 262

Name of the Member :— Sri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর আর, ডি, ব্লককে বিভক্ত করে জনস্বার্থে গান্ধীগ্রামে নূতন ব্লক স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকলে, কবে নাগাদ ব্লক নির্মানের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। পরিকল্পনা না থাকলে জনস্বার্থে গান্ধী গ্রামে নতুন ব্লক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। গান্ধীগ্রামে নুতন ব্লক স্থাপন করার পরিকল্পনা আপাতত: নাই।

২। প্রয়োজন নাই।

৩। প্রয়োজনীয়তার উপর পদক্ষেপ নেওয়া নির্ভর করবে।

Admitted Staered Question No.—264

Name of the Member :— Sri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল ত্রিপুরায় এমন শ্রমিকের সংখ্যা কত, এবং তাদের মধ্যে কত জনের লেবার কার্ড রয়েছে ?

উত্তর

১। গ্রামীন এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারনের মধ্যে দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল শ্রমিকরা সাধারনতঃ পঞ্চায়েত থেকে লেবার কার্ড সংগ্রহ করে থাকেন। পঞ্চায়েত রেজিষ্ট্রিভুক্ত লেবার কার্ডের বর্তমান সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল :—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা — ১,১৩,৬০০ জন
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা — ১,০০,০০০ জন
৩। উত্তর ত্রিপুরা — ৮৮,৬০০ জন
৪। ধলাই — ৩৭,৯০০ জন

মোট :— ৩,৪০,১০০ জন

Admitted Starred Question No.—275

Name of the Member :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleassed to state :—

প্রশ্ন

১। এ,ডি,সি, এলাকায় অবস্থিত আর,ডি, ব্লকগুলি এ,ডি,সি র হাতে হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা আছে কি।

২। থাকিলে কবে নাগাদ হস্তান্তরিত হবে ? এবং

৩। না থাকিলে, হস্তান্তর না হওয়ার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

৩। যেহেতু ব্লকগুলির মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপুরায় তথা এডিসি-র ভিতরে ও এডিসি-র বাইরের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ জনকল্যানার্থে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে ও হস্তান্তরের কোন প্রস্তাব আসে নাই।

Admittd Statrred Question No.—279

Name of the Member :— Sri Prakash Chadra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সদর উত্তরের শালবাগানস্থিত বনদপ্তরের উদ্যোগে পার্ক ও চিড়িয়াখানা নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে কি ?

২। থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হচ্ছে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের উত্তরে অবস্থিত শালবাগানে (হাতীপাড়া রিজার্ভ ফরেস্ট) একটি Jubilee Park করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ত্রিপুরা মহারাজার সক্রিয় চেষ্টায় হাতী পাড়ায় ১৯৩২ সনে শালবাগান সৃষ্টি করা হয়। নাগরিক জীবনে বনের প্রয়োজনীয়তা এবং বনধ্বংসের পরিনাম ও ব্যাপকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যেই এখানে Jubilee Park করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২। পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পর অর্থ সংস্থান হলে কাজ শুরু করা যাবে।

Admitted Starred Question No. —283

Name of the Member :— Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন আই, এ, এস, অফিসার কর্মরত রয়েছেন ? এবং তাদের বেতন ভাতাদি প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য কোষাগার থেকে গত অর্থবছরে কত টাকা ব্যয় হ য়ছে ?

২। বেতন ছাড়াও আই, এ, এস-দের ক্ষেত্রে কি কি ভাতা এবং কি হারে রাজ্য কোষাগার থেকে প্রদান করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বর্তমানে ৫১ (একান্ন) জন আই, এ, এস, অফিসার আছেন। বেতন ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। বেতন ছাড়া আই, এ, এস, অফিসাররা নিম্নলিখিত ভাতা পেয়ে থাকেন :—

ক) স্পেশাল ডিউটি এলাউন্স (S.D.A.),

খ) স্পেশাল কম্পেনসেটারী এলাউন্স (S.C.A.)

গ) হাউসরেন্ট এলাউন্স (H.R.A.),

ঘ) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা (D.A.)

ঙ) চিলড্রেন এডুকেশান এলাউন্স (Children education allowance)

উক্ত ভাতাদি নিম্নলিখিত হারে প্রদান করা হয় :—

অ) স্পেশাল ডিউটি এলাউন্স মূল বেতনের ১২২% ।

আ) স্পেশাল কম্পেনসেটারী এলাউন্স ৭৫০ টাকা।

ই) হাউস রেন্ট এলাউন্স মূল বেতনের ৭২% ।

ঈ) মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের ৩৮% হারে।

উ) চিলড্রেন্স এডুকেশান এলাউন্স প্রতিমাসে ৫০টাকা এবং টিউশন ফি মাসিক ২০ টাকা হারে।

Admitted Starred Question No.— 293

Name of the Members :— Sri Kajal Chandra Das
Sir Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের General Administration দপ্তরের Notification No. F 35 (27) GA / 83, 25-3-2000 ইং সনে প্রয়াত সদরের এস, ডি, ও, সুখরাম দেববর্মার পরিবারকে চারটি বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

২। ইহা ও কি সত্য যে এই সুবিধাগুলি প্রচলিত নিয়ম নীতি লংঘন করিয়া দেওয়া হয়েছে ?

৩। উক্ত Notification এ উল্লিখিত ৪টি সুবিধাগুলির মধ্যে প্রয়াত এস, ডি, ও, এর দেহরক্ষী প্রয়াত রতন ঘোষের পরিবারকে উল্লিখিত দ্বিতীয় নম্বরের সুবিধাগুলি দেওয়া হচ্ছেনা ?

৪। সত্য হলে তার কারণ ?

৫। সরকারী কর্তব্যরত অবস্থায় কর্মস্থলে যে সমস্ত কর্মচারী প্রয়াত হয়েছেন বা হবেন তাদের ক্ষেত্রে ও উপরিউক্ত Notification এর ভিত্তিতে সমভাবে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপার বিবেচনা করা হবে কিনা ?

৬। যদি না করা হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না, সরকার সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে সরকারী প্রচলিত বিধি অনুসারে মন্ত্রীসভার

অনুমোদন ক্রমে ৪টি Special benefit প্রদান করা হয়েছে।

৩। না। তৃতীয় নং বিশেষ সুবিধা অর্থাৎ শেষ বেতন হিসাবে যাহা প্রয়াত রতন ঘোষ পেতেন সম পরিমান অর্থ পারিবারিক পেনসান হিসাবে প্রয়াত রতন ঘোষের স্বাভাবিক অবসরের দিন পর্য্যন্ত (যদি বেচেঁ থাকতেন) উনার স্ত্রীও পাবেন।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৫। সরকারী প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় সরকারী কর্মচারী মৃত্যু হলে সরকার সহানুভূতির সহিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করে থাকেন।

৬। ৫ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—309

Name of the Member :— Sri Kajal Chadra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কল্যাণপুর ব্লক থেকে নির্দ্দিষ্টভাবে লক্ষ্য মাত্রা দেওয়া সত্বেও কল্যাণপুর ব্লকের পূর্ব কুঞ্জবন গাঁওসভা ও পূর্ব কল্যাণপুর গাঁওসভার বেনিফিসিয়ারীরা ব্যাংক থেকে আই, আর, ডি, স্কীমে ঋন পাচ্ছে না ?

২। ইহা কি সত্য যে, উক্ত দুইটি গাঁওসভাকে আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিফল্টার ঘোষণা করা হয়েছে (আই, আর, ডি, স্কীমে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে) ?

৩। সত্য হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। হ্যাঁ, সত্য।

৩। ১৯৯৬ ইং সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর Block Level Bankers Committee ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে "ঋণ আদায় বা ঋণ ফেরত" বিষয় বস্তুর উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, দুইটি করে পঞ্চায়েতকে Good Gaon Pancheyet এবং দুইটি করে Bad Gaon Pancheyet হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১) পূর্ব কল্যাণপুর ও ২) পূর্ব কুঞ্জবন গাঁও সভাকে Bad Caon Pancheyet হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত গাঁও সভাগুলিকে লক্ষ্য মাত্রা না দেওয়ার জন্য ও নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—310

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ - ৯৯, ৯৯-২০০০ইং সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত রাজ্যের কয়টি পঞ্চায়েত ও ব্লকে অডিট (হিসাব পরীক্ষা) এর কাজ শেষ হয়েছে ?

২। শেষ হয়ে থাকলে সেটা বর্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে ?

উত্তর

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ব্লকগুলির ২২১টি গাঁও পঞ্চায়েতে ১৯৯৮ - ৯৯ সালের অডিট কাজ শেষ হয়েছে। ১৯৯৯ - ২০০০ সালের অডিট কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। ধলাই জেলার ব্লক গুলির গাঁও পঞ্চায়েতের অডিট কাজও শেষ হয়েছে। ১৯৯৯ - ২০০০ সালের অডিট কাজ বাকী রয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—311

Name of the Member :— Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Department Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ ডি সি এলকাধীন আর, ডি, ব্লক সমূহের ব্লক এডভাইজারি কমিটি (বি এ সি) পুর্ণগঠন করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে, কবে পর্য্যন্ত আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকিলে, কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রয়োজন নেই।

৩। যেহেতু পুর্ণগঠনের কোন প্রস্তাব নেই।

Admitted Starred Question No. — 337

Name of the Member :— Sri Rrtan Lal Nath

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত এস, সি, / এস, টি, / ও, বি, সি, সহ প্রতিটি শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বেকারদের মধ্যে মহিলা বেকারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত মোট এস, সি, / এস, টি, / ও, বি, সি বেকারদের মধ্যে মহিলা বেকারের সংখ্যা হল ৩৬,৫৫১ জন।

Admitted Starred Question No.—339

Name of the Member :— Sri Umesh Charan Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agricultuer Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলায় নামে মাত্র SA অফিস ও হর্টি'ক্যালচার অফিস চালু করা হয়েছে ?

২। ইহাও কি সত্য এখানে প্রয়োজনীয় ষ্টাফ ও সরকারী গাড়ী স্থায়ী ভাবে না থাকার ফলে অফিসারদের কাজ কর্মের গতি খুবই শিথিল হয়ে পড়েছে ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলায় নুতন একটি SA অফিস ও হর্টিক্যালচার অফিস খোলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অফিসের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অফিসার ও কিছু ষ্টাফের ইতি মধ্যেই সংস্থান করা হয়েছে। হর্টিক্যালচারের কাজ কর্ম দেখাশুনা করার জন্য যে অফিসার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন তিনি বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য বহিঃ রাজ্যে আছেন। হর্টি'ক্যালচারের দায়িত্বও বর্তমানে কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কাছে ন্যাস্ত আছে।

২। কদমতলা কৃষিমহকুমার জন্য কৃষি তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন মোতাবেক সরকারী গাড়ীর বদলে গাড়ী ভাড়া করার অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে। কৃষি তত্ত্বাবধায়কের দৈনন্দিন কাজ কর্ম চালনার জন্য নূতন নিয়োগ সাপেক্ষে অন্যান্য অফিসগুলো থেকে কিছু কর্মচারীকে উক্ত অফিসে দেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Staered Question No.—386

Name of the Member :— Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে কত টাকা বনসম্পদ দুস্কৃতিকারীরা বে আইনী ভাবে গাছ কেটে পাচার করে বন ধ্বংস করেছে, তার কোন সরকারী তদন্ত হয়েছে কিনা ?

২। তদন্ত হয়ে থাকলে, ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকা ভিত্তিক ক্ষতির পরিমান কত ?

৩। এটা কি সত্য যে, এই বন ধ্বংসের কাজে বৃহৎ কাঠ ব্যবসায়ীরা যুক্ত রয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-starred Question No.—4

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিস থেকে পূর্বকুঞ্জবন মাদার টেরেসা কমিউনিটি সেন্টারটি (বর্তমান কল্যাণপুর অফিস) নির্মানের জন্য কত টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ?

২। তন্মধ্যে উক্ত কাজের জন্য কত টাকা, কি বাবদ ব্যয় হয়েছিল ?

৩। অব্যয়িত অর্থের পরিমান কত ?

৪। অব্যয়িত টাকা ব্লক অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১। মোট ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৮ শত ৯৯ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।

২। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭ শত ৮২ টাকার দ্রব্য সামগ্রী ও ২৭ হাজার ১ শত ৯ টাকা লেবার খর বাবত ব্যয় হয়েছে।

৩। অব্যয়িত অর্থের পরিমান মোট ৫০ হাজার টাকা।

৪। উক্ত অব্যয়িত টাকা ব্লকে জমা দেওয়া হয়নি। কারণ জেলা শাসকের নির্দ্দেশ মতে উক্ত অব্যয়িত ৫০ হাজার টাকা তেলিয়ামুড়া ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিম্নরূপ :—

১।	খালখনন — লসতরাম পাড়া থেকে রামকুমার পাড়া (চুসকী গাঁও পঞ্চায়েত)	— ১৬, ০০০ টাকা
২।	খালখনন — রমি মানিক দেববর্মার ভূমি হইতে কেনারাই দেববর্মার ভূমি পর্যন্ত (খামার বাড়ী পঞ্চায়েত)	— ২৮, ০০০ টাকা
৩।	চাবাগানের জন্য চারা তৈরী (দ্বারিকাপুর গাঁওসভা)	— ৪, ০০০ টাকা
৪।	৫টি কাঁচাকূপ নির্মান (রূপাছড়া গাঁও পঞ্চায়েত)	— ২, ০০ টাকা
		৫০, ০০০ টাকা

Admittd Un-statrred Question No.- 6

Name of the Member :— Sri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাষের উপযোগী জমির পরিমান কত ?

২। এই সমস্ত জমিতে কত পরিমান সারের প্রয়োজন হয় ?

৩। এই সমস্ত সার কোন্ কোন্ কোম্পানী থেকে কি পরিমান আনা হয় ?

৪। এই সমস্ত সারে ত্রিপুরার সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে দেওয়ার জন্য বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে সংকুলান হয় কিনা ? এবং

৫। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এই সারে সংকুলান কি ভাবে সমাধান করা হয় ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাষের উপযোগী জমির পরিমান ২, ৮২, ৩৫০ হেক্টর।

২। এই সমস্ত জমিতে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহারের জন্য ১৯৯৯-২০০০ইং সনে রাজ্যে সার বন্টনের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয় এইরূপ :—

ইউরিয়া	— ১৬২৭৫ মে: টন
সিঙ্গল সুপার ফসফেট	— ৯৩৭৫ মে: টন
রক ফসফেট	— ৭৫০০ মে: টন
মিউরিয়েট অব পটাশ	— ৩৭৫০ মে: টন

৩। ১৯৯৯-২০০০ ইং সনে এই সমস্ত সার যে সব কোম্পানী থেকে আনা হয় তার পরিমান নিম্নরূপ :—

সারের নাম	সরবরাহকারী সংস্থার নাম	সারের পরিমান
ইউরিয়া	হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড্	১২, ৪৫৩ মে: টন
সিঙ্গেল সুপার ফসফেট্	পাইরাইটস ফসফেট এণ্ড কেমিকেল লিমিটেড্	৬, ৪৩৪ মে: টন
রক্ ফসফেট	রাজস্থান ষ্টেট মাইনস্ এণ্ড মিনারেলস লি:	৪, ০২৫ মে: টন
মিউরেট অব পটাশ	ইণ্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড্	১, ২৭৯ মে: টন

৪। ১৯৯৯-২০০০ ইং সনে যে পরিমান সার ক্রয় করা হয়েছে তা ব্যতিরেকেও রাজ্যের মজুত ভাণ্ডারে বিভিন্ন সারের বিশেষতঃ ইউরিয়া এবং রক ফসফেট সারের পর্যাপ্ত মজুত থাকায় এই সমস্ত সার বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলনা। তবে মিউরেট অব পটাস সারের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি ছিল।

৫। মিউরেট অব পটাশ সার আমাদের দেশে উৎপাদিত না হওয়ার দরুন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে সারা দেশেই এই সারের জোগানে ঘাটতি ছিল।

Admitted Un-starred Question No. —8

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Raral Development Department

be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকে মোট কতটি পিক্ আপওয়ার তৈরীর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছিল ও তন্মধ্যে কতটির কাজ হয়েছে ?

২। উপরোক্ত অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকের পূর্ব কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতেখা গ্রামের পিক্ আপওয়ার নির্মানের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছিল কি ? হয়ে থাকলে তার কাজ না হবার কারণ কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে, ১৯৯৮ - ৯৯ইং অর্থবর্ষে পূর্ব কৃষ্ণবন কুঁচপাড়াতে একটি ডাগ ওয়েল নির্মানের কাজ শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে কাজ করানো হয়নি, এবং সত্য হলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। গত ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৫ (পাঁচ) টি পিক্ আপওয়ার তৈরীর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ৪ (চার) টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২। বাতেখা গ্রামে পিক্ আপওয়ার নির্মানের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে তার কাজও চলছে।

৩। তাহা সত্য, পরবর্তী সময়ে ইহার নির্মান কাজও চলছে।

Admitted Un-starred Question No —10

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৮ ৯৯ইং অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকে মোট কতটি রিংওয়েল এর কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছিল। তন্মধ্যে কতটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ?

২। উক্ত অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকের নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের রিংওয়েলের কাজ না হবার কারণ কি ?

১। দূর্গাপুর, ২। দঃ দূর্গাপুর, ৩। প্রমোদ নগর, ৪। উঃ ঘিলাতলী, ৫। শান্তিনগর, ৬। রামদয়াল, ৭। রূপরাই, ৮। পঃ কৃষ্ণবন ৯। পঃ দ্বারিকাপুর ?

উত্তর

১। গত ১৯৯৮ - ৯৯ইং অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়া ব্লকে মোট ৪৫ টি রিংওয়েলের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছিল। তন্মধ্যে ৪৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

২। নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের মধ্যে মাত্র ২টি গাঁও পঞ্চায়েতে কাজ করানো যায়নি বিভিন্ন অসুবিধার দরুন :—

১। দ. দুর্গাপুর, ২। রামদয়াল।

Admitted Un-starred Question No.—12

Name of the Member :— Sri SudhanDas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাজার গুলিতে বিক্রেতাদের জন্য পৃথক বাজার শেড নির্মান করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে গত ৯৪ইং সাল থেকে ২০০০ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কোন কোন বাজারে কতগুলি সেড্ নির্মান করে দেওয়া হয়েছে ? (জায়গা ও বাজারের নাম সহ তার হিসাব)

৩। আরো কোন বাজার শেড নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকলে কোথায় কোথায় হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গত ১৯৯৪ইং থেকে ২০০০ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৯৮টি (আটানব্বইটি) শেড্ কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্মান করে দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

জেলা	বাজারের নাম	
উত্তর ত্রিপুরা	১। ফুলবাড়ী	২। রামনগর
	৩। শনিছড়া	৪। কুর্তি
	৫। উপত্তাখালি	৬। তারকপুর
	৭। নোওয়াগাঁও	৮। তিলথৈ
	৯। চুরাইবাড়ী	১০। খেরেনজুরি
	১১। ব্রজেন্দ্রনগর	১২। জয়শ্রী
	১৩। লালজুরী	১৪। মাছমারা
	১৫। কাঞ্চনপুর	১৬। দামছড়া
	১৭। ডাইনছড়া	১৮। রাজকান্দি

জেলা	বাজেরের নাম	
	১৯। জলাই	২০। পানিসাগর
	২১। মিশনটিলা	২২। সাতসঙ্গম
	২৩। প্রেমটিলা	২৪। পানিসাগর
	২৫। পূর্ব রাতাছড়া	২৬। পেচারথল গেইট নং-১
	২৭। ডুলুগাঁও	২৮। রাংগুটি
	২৯। শান্তিপুর	৩০। কটিকরায়
	৩১। কালাগংগের পার	৩২। জগন্নাথপুর
	৩৩। মিঞ্র'র বাজার	৩৪। পাবিয়াছড়া
	৩৫। পেঁচারথল	৩৬। বটতলা
ধলাই জেলা	৩৭। ছৈলেংটা	৩৮। মনু বাজার
	৩৯। ধুমাছড়া	৪০। করমছড়া
	৪১। মাছলি	৪২। নেপাল টিলা
	৪৩। গঙ্গানগর	৪৪। মরাছড়া
	৪৫। মানিক ভাণ্ডার	৪৬। আমবাসা
	৪৭। কচু ছড়া	৪৮। সালেমা
	৪৯। রামনগর	৫০। রতন নগর।
	৫১। পঞ্চ রতন	৫২। জগবন্ধু পাড়া
	৫৩। কুলাই	৫৪। ছাওমনু
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫৫। ছোটখিল	৫৬। সোনাই
	৫৭। ডিমাতলি	৫৮। চেলাগাঙ্গ
	৫৯। জাম জুরি	৬০। শান্তির বাজার
	৬১। বাগমা	৬২। হোলাকেত
	৬৩। তেপানিয়া	৬৪। হরিনা
পশ্চিম ত্রিপুরা	৬৫। আনন্দ নগর	৬৬। নিদয়া
	৬৭। শুকছা পাড়া	৬৮। মোহনপুর
	৬৯। ভেলুয়ারচর	৭০। বাগমারা
	৭১। বাসপুকুর	৭২। কলমছড়া
	৭৩। তৈবান্দাল	৭৪। খৈলিবাড়ী

জেলা	বাজারের নাম	
	৭৫। পাণ্ডবপুর	৭৬। কৈয়াডেপা
	৭৭। দেবীপুর	৭৮। লালসিংমুড়া
	৭৯। চেবরী	৮০। রতনপুর
	৮১। বেহালাবাড়ী	৮২। কাকরাইছড়া
	৮৩। গোলাঘাটি	৮৪। চাইরপাড়া
	৮৫। জম্পইজলা	৮৬। খয়েরপুর
	৮৭ রাণীরবাজার	৮৮। বাচাইবাড়ী
	৮৯। কল্যানপুর	৯০। ব্রজপুর
	৯১। মোনাইপাথর	৯২। মোহনপুর
	৯৩। বিশালগড়	৯৪। ছেছুড়িয়া
	৯৫। শরৎচৌধুরী পাড়া	৯৬। তুলাশিখর
	৯৭ প্রমোদনগর	৯৮। গান্ধীগ্রাম

৩। এখানো পরিকল্পনা কর্মসূচি গৃহীত হয় নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No.—27

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারী উদ্যোগে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে উৎপাদিত পোলট্রির ডিম ও ব্রয়লার মোরগের ছানার সংখ্যা কত ?

২। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে উন্নত প্রজাতির শূকরছানা উৎপাদনের সংখ্যা কত ?

৩। তা থেকে কত আয় হয়েছিল ?

উত্তর

১। সরকারী উদ্যোগে ১৯৯৯ ২০০০ইং অর্থবর্ষে উৎপাদিত পোলট্রির ডিম ও ব্রয়লার মোরগের ছানার সংখ্যা যথাক্রমে ২,৯৯,২২৭ টি এবং ২৮,৩৮৯টি।

২। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে উন্নত প্রজাতির শূকরছানা উৎপাদনের সংখ্যা মোট ৪. ৩৪৮ টি।

৩। তা থেকে আয় হয়েছিল মোট ২১,৫১,২৪৩·০০ (একুশ লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত তেতাল্লিশ) টাকা।

Admitted Un-starred Question No.—33

Name of the Member :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ইং সালে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের উন্নয়নে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

২। কোন স্কীমে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

৩। এর মধ্যে কোন রেঞ্জের মধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? (রেঞ্জ ও স্কীম ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং সালে তৃষ্ণা অভয়ারন্যের উন্নয়নে মোট ৩৭. ৫৯, ৩০৭ ০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২। রাজ্য সরকারের যোজনা প্রকল্প রূপায়নে ১১, ৪০, ৩০৭, ০০ টাকা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়নে ২৬, ১৯, ০০০, ০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। অভয়া রেঞ্জে মোট ব্যয় হয়েছে ১৪,৭০, ৪৫৭'০০ টাকা এর মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রকল্প থেকে ৪, ২৬, ০৫৭·০০ টাকা ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে ১০, ৪৪, ৪০০·০০ টাকা। রাজনগর রেঞ্জে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬, ১৫, ৯৭১·০০ টাকা এর মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রকল্প থেকে ৪, ৫৪,- ২১৯'০০ টাকা ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে ১১, ৬১, ৭৫২·০০ টাকা। রাঙ্গামুড়া রেঞ্জে মোট ব্যয় হয়েছে ৬, ৭২, ৮৭৯'০০ টাকা এর মধ্যে রাজ্য সরকারের প্রকল্প থেকে ২, ৬০, ০৩১'০০ টাকা ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে ৪, ১২, ৮৪৮'০০ টাকা।

Admitted Un-starred Question No.—37

Name of the Member :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agri Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কৃষি জমির পরিমান কত ? (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। মোট কৃষি জমির কত পরিমান জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। আগামী ২০০০-২০০১ইং সালে কত পরিমান জমি জল সেচের আওতায় ব্যবস্থা করা হবে?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে কৃষি জমির পরিমান মোট ২,৮২,৩৫০ হেক্টর।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	পানিসাগর	—	১৫,১৫৩'০ হেক্টর
২।	কাঞ্চনপুর	—	১২,২০৫ ০ ”
৩।	কুমারঘাট	—	২১,১০৭'০ ”
৪।	ছামনু	—	৬,৪৬২ ০ ”
৫।	সালেমা	—	১১,৫১২'০ ”
৬।	গণ্ডাছড়া	—	৩,৪০৯'০ ”
৭।	খোয়াই	—	১১,৫৩০'০ ”
৮।	তেলিয়ামুড়া	—	১৪,৪২৮ ০ ”
৯।	জিরানিয়া	—	১৭,৬১০'০ ”
১০।	মোহনপুর	—	২০,৯৮৩ ০ ”
১১।	বিশালগড়	—	৩০,০২৪'০ ”
১২।	মেলাঘর	—	৪৪,৫২৩ ০ ”
১৩।	মাতাবাড়ী	—	২১,৮১৩ ০ ”
১৪।	অমরপুর	—	১৪,২৪২'০ ”
১৫।	বগাফা	—	১১,২৯৮'০ ”
১৬।	রাজনগর	—	১৩,০৭৪ ০ ”
১৭।	সাতচাঁন্দ	—	১২,৮৬৬'০ ”
	মোট :	—	২,৮২,৩৫০'০ হেক্টর

১। রাজ্যে মোট ৪৪,০৯১ হেক্টর জমিতে জল সেচর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	পানিসাগর	—	১,৬২৬'০ হেক্টর
২।	কাঞ্চনপুর	—	২৬৩ ০ ”

৩। কুমারঘাট	—	২,১৫৫'০ "
৪। ছাওমনু	—	৬৭৫ ০ "
৫। সালেমা	—	৯৬৯'০ "
৬। গণ্ডাছড়া	—	৩৪২'০ "
৭। খোয়াই	—	২,৫৮০'০ "
৮। তেলিয়ামুড়া	—	২,১৭৫'০ "
৯। জিরানিয়া	—	২,১৩০'০ "
১০। মোহনপুর	—	২,৪৩০'০ "
১১। বিশালগড়	—	৯,১৯৪'০ "
১২। মেলাঘর	—	৪,১৬২'০০ "
১৩। মাতাবাড়ী	—	৬,৪৩৩'০ "
১৪। অমরপুর	—	১,৯৮৮'০ "
১৫। বগাফা	—	৩.২৮৭ ০ "
১৬। রাজনগর	—	১,১১৩'০ "
১৭। সাতচাঁদ	—	২,৭১৮'০ "

মোট জল সেচের আওতায় জমির পরিমান ৪৪,০৯২'০ হেক্টর

৩। সমগ্র ত্রিপুরায় মোট ৫,৬৮৩'০ হেক্টর জমি ২০০০-২০০১ইং সালে নূতন ভাবে জল সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No.—46

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar
Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Genearl Administration (P&T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত শূন্য পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে ?

১। ৯টি দপ্তরের তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরেশূন্য পদের সংখ্যা ৮০৯১টি।

২। উক্ত শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য রাজ্য সরকার যথা সম্ভব চেষ্টা করছে। ৯টি দপ্তরের তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No.—47

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Departmentbe pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইংরেজী অর্থবর্ষে কৃষি দপ্তর কতটি Water Harvesting Structuer (জলাধার) তৈরী করেছে ও এতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উপরোক্ত জলাধারগুলি থেকে কি পরিমান জমি সেচের আওতায় আনা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ ইংরেজী অর্থ বর্ষে কৃষি দপ্তরে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ NWDPRA (National Watershod Dovelopment Projcet for Rainfed Areas) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোট ৩২৬ (তিনশত ছাব্বিশ) টি জলাধার তৈরী করেছে এবং এতে মোট ব্যয় হয় ৩১,২৮,০০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার টাকা) যথা :—

ক্রমিক নং	কৃষি মহকুমার নাম	মোট জলাধারের সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকায়)	মন্তব্য যদি থাকে
১	২	৩	৪	৫
১।	সাতচান্দ	১৮	১,৬৬,000	
২।	রাজনগর	৬০	৬,৫৮,000	
৩।	অমরপুর	১৬	১,৯২,000	
৪।	বগাফা	৫০	৩,৭০,000	
৫।	মাতাবাড়ী	৬	৬৯,000	
৬।	মেলাঘর	১৬	১,২৮,000	
৭।	বিশালগড়	২৫	২,৭0,000	
৮।	মোহনপুর	১২	১,৫৯,000	
৯।	জিরাণীয়া	১৭	১,৭0,000	
১0।	খোয়াই	২১	১,0৫,000	
১১।	তেলিয়ামুড়া	৬	১,00,000	

১২।	সালেমা	৫	৫০,০০০
১৩।	গণ্ডাছড়া	৩৮	৩,৮০,০০০
১৪।	ছামনু	—	—
১৫।	কাঞ্চণপুর	১২	১,২০,০০০
১৬।	কুমারঘাট	১৬	১,৬০,০০০
১৭।	পানিসাগর	৮	৮০,০০০
	সর্বমোট	৩১৬	৩১,১৮,০০০ টাকা

২। উপরোক্ত জলাধারগুলি থেকে মোট ২৯১'৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে।

Admitted Un-Staered Question No—64

Name of the Member :— Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P&T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Re-Employment নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন সরকারী কর্মচারী (অফিসার সহ) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন।

২। বেকারদের চাকুরী সুযোগ যাতে সংকুচন না হয় সে জন্য ত্রিপুরা সরকার চাকুরী ক্ষেত্রে Re-Employment প্রথা একেবারেই বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ?

৩। না থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ৯টি দপ্তরের তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Re-Employment নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ জন সরকারী কর্মচারী (অফিসার সহ) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন।

২। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

৩। বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বার্থে এরূপ পুণ নিযুক্তি করা হয়। যে সকল ক্ষেত্র এরূপ নিযুক্তি করা হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বেকারদের চাকুরীর সুযোগ যাতে সংকুচন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণে এরূপ পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

৯টি দপ্তরের তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-statrred Question No.- 67

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower planning to be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাকুরীরত অবস্থায় যে সব কর্মচারী মারা গেছেন নিয়ম অনুসারে ঐ সব কর্মচারী পরিবারের একজনকে চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে পেন্ডিং কেইস্ (আবেদন পত্র) এর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক নাম ঠিকানা সহ তালিকা) ?

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাকুরীরত অবস্থায় যে সব কর্মচারী মারা গেছেন নিয়ম অনুসারে ঐ সব কর্মচারী পরিবারের একজনকে চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে পেন্ডিং কেইস্ (আবেদন পত্র) এর সংখ্যা ৫০৭।

দপ্তর ভিত্তিক নাম, ঠিকানাসহ তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল।

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1. Shri Sanjoy Chaudhuri, S/O. Lt. Sajal Chaudhuri Ramnagar Road No. 5, Agartala, West Tripura.
2. Smt. Bela Sharma (Chaudhuri), W/O. Lt Pranan Chaudhuri, C/O, Nanigopal Deb, P O. Battala, Agartala.
3. Smt. Sikha Dey, W/O. Lt. Narayan Ch. Dey, Municpity Road, Agartala.
4. Smt. Sabita Shil (Sharma), W/o, Lt. Nanigopal Sharma, Ex A / I, Vill. Durjoynagar, Mahatma Gandhi Sarani, P.O, Durjoy-nagar, Airport Road, West Tripura.
5. Shri Sidhartha Chakraborti, S/o. Lt. Bhupendranath Chakra-borti, Ex-H/C. P O, Agartala College, Collegetilla, Agartala, West-Tripura.
6. Smt. Mayarani Tripura (Debnath), W/o. Lt. Harendra Tripura, Ex. H/C, Chatakchari, Sonaichari, Sabroom, South Tripura.

7. Sri Kunal Roy, S/o. Lt. Dilip Rn. Roy, Joynagar, Agartala, West Tripura.
8. Shri Subrata Sharma, S/o. Lt. Sudhir Sarma, Ex-Chowikider, Vill. & P.O. Gandhigram West Tripura.
9 Smt. Kalpana Dey, W/o, Lt. Jatindra Ch. Dey, Ambasa, Dhalai, Dist.
10. Shri Rajib Saha, S/o. Lt. Manju Saha. Town Pratapgarh, Agartala, West Tripura.
11. Smt. Sikha Chakraborty, W/o. Lt, Haralal Chakrabortyt, Vill. Belabar, S. D. Mission, West Tripura.
·12. Shri Pradut Sarkar S/o. Lt. Umesh Ch. Sarkar, West Durjaynagar, Gakulpur, Udaipur, South Tripura
13, Mrs. Mithu Debbarma, D/o. Lt Monoj Kr, Debbarma, C/o. Shri Nitai Singh, Krishnanagar, Agartala, Thakurpalli, west Tripura
14, Smt, Sreeta Dhar (Roy), W/o, Lt, Basanta Roy, Vill, Purba Dhajanagar, P, O, Gakulpur R, K, Pur, Udaipur, South Tripura
15. Smt. Najarnati Reang. W/o. Lt. Karda Reang, Raibahadurpara, Sarbong, Birganj, Amarpur, South Tripura.
16. Sri Subrata Nath, D/o, Lt. Upendra Kr. Nath, Kadamtala, Dharmanagar, North Tripura
17. Sri Debashish Majumder, S/o. Lt. Rakhal Ch. Majumder, Julaibari, Baikhora, Belonia, South Tripura
18. Shri Manik Das, S/o Lt. Manoranjan Das, Bhattapukur, (Kalitala), Arundhatinagar, West Tripura
19. Smt. Prajabala Debnath, W/o, Lt. Gopal Ch.Debnath, West Pratapgarh, A. D. Nagar, West Tripura.
20. Md. Aklash Ali, S/o. Lt. Jubefa Khatun, Ex. P. L, Vill & P. O. Churaibari, Dharmanagar, North Tripura.

21. Shri Sambhu Debbarma, S/o. Lt. Rajendra Debbarma, Ex. P. L, Vill. Dusanta Narayan Para, P. O. T. E. College, Jirania, Tripura (W)

22. Shri Sankar Debnath, C/o. Lt. Sibapada Debnath, Vill. Birganj, Amarpur, South Tripura

23. Smt. Dipali Debnath, W/o. Lt. Anil Debnath, Ex, P, L, Vill Bhati Avoynagar, W, Tripura

24. Shri Nandadulal Sarkar, S/o, Lt, Haridhan Sarkar, Vill, Durgabari, Airport

25, Smt, Jamuna Das, W/o Lt, Santi Das, Vill, Bhadra Misip Para, P, O, T, E, College, Jirania,

26. Smt. Mira Misra (Das), W/o, Lt. Tapan Das, Ex-P.L. Vill & P. O. Uttar Ramchanaranagar, Bagafa, Santir Bazar, Tripura (S).

27. Shri Suisatra Mog, Lt, Rparngsnu Mog, Ex-P.L., Vill & P, O, Rupai Chari. Sabroom, S. Tripura.

28. Shri Ratan Baidya, S/o Lt. Suresh Baidya, Ex-PL. Vill. Anandapara, P O, Kalashi Bilonia S. Tripura,

29. Smt. Kantalaxmi Tripura, W/o, Lt. Rabindra Tripura, Vill Manu Bazar, Sabroom, South Tripura.

30. Smt, Chinu Rani Debnath, W/o. Lt. Maniklal Debnath, Vill, Kaladhepa, P. O. Manu Bazar, Sabroom, South Tripura

31. Smt Anjali Das, W/o Lt. Nepal Ch. Das, Vill, Ghantachara, Ambassa Dhalai, Tripnra

32. Smt Ratna Barman, W/o. Lt. Harish Barman. Vill Kalsi (Bagma) Sonamura

33, Smt Bhakti Acharjee, W/o Lt. Kalipada Acharjee, Ex-PL. Vill & P, O Lembucherra, Tripura (W)

34 Shri Billamangal Das, S/o Lt, Rajmohan Das, Ex-PL, Viil North Gakulnagar, Teliamura, W, Tripura

35 Shri Mangal Tantubai, S O, Lt. Tanulata Tantubai, Ex-PL Vill Churaibari, Dharmanagar, North Tripura

36 Smt Paituma Mog, W/o Lt, Rekhu Mog, Ex-PL, Vill North Hicha-chara, Bagafa South Tripura

37 Smt Bishu Laxmi Debbarma, W/o Lt, Bishu Kr, Debbarma, Vill Bajiavo Sarder para, Jirania, Tripura (W)

38. Sanjit Paul, S/o Lt. Sunil Ch. Paul, Ex-PL. Vill Yukubnagar, P. O. Bhagyapur, Dharmanagar, Tripura (N)

39. Smt Suriya Laxmi Debbarma, W/o Lt. Hiran Debbarma, Ex-PL Vill Padmanagar, Bishalgarh, Tripura (W)

40. Smt Chayarani Dey, W/o Lt. Babul Ch, Dey, Ex-PL. Vill West Bhubanban, Tripura (West)

41. Smt Ranorani Das; W/o Lt. Prafulla Das, Vill Rajnagar, Churai-bari, North Tripura

42. Smt Baibaki Chakma, W/o Lt. Sukrasen Chakma, Vill Gainama, Manu, Dhalai

43. Smt Kalyani Chakraborti, W/o Lt; Ratan Chakraborti, Vill & P. O. Jumerdhepa, Sonamura, West Tripura

44. Smt Patali Sinha, W/o Lt. Pupalsaw Sinha, Ex-PL Vill & P O. Avanga, Salema, Kamalpur, Dhalai, Tripura.

45. Smt Gita Debnath, W/o Lt. Promod Debnath, Ex-PL Vill Kala-cherra, P O. Santi Bazar, South Tripura

46 Smt Rina Das, W/o Lt. Rasamoy Das, Ex-PL. Vill Dabichara, Fatikroy, North Tripura

47 Smt Gita Dey (Roy), W/o Lt. Kajal Kr. Dey, Vill. & P O. Amtali, Tripura West

48 Smt Suku Laxmi Debbarma, W/o Lt. Abhin Debbarma, Vill Narayanbari, P O, T. E Callege, Jirania Tripura West

49 Shri Aupurba Kanchan Datta, S/o. Bhuban Mn. Datta, Vill A. D. Nagar, P O. Amtali, Tripuaa (West)

50 Smt Uma Chakraborti, W/o Lt. Prahallad Chakraborti. Vill Ramnagar Road No, 4, Agartala

51 Smt Niraja Debbarma. D/o Lt. Rabikanya Debbarma. Ex-PL, Vill South Taidu, P.O, Taidu, Ompi, Amarpur

52 Smt Shipra Nath, D/o Lt. Ananda Charan Nath, Ex-PL, Vill & P O, Digalbag, Netajipara, Dharmanagar, North Tripura

53 Smt Sabita Saha, W/o Lt. Dilip Kr, Saha, Ex-PL, Vill Nagicherra, Agartala, Tripura (W)

54 Smt Gita Marak, W/o Lt. Kutila Marak, Vill & P O, Nagicherra. Agartala, Tripura (W)

55 Smt Gouri Deb, W/o Lt Amarendra Deb, Ex-Pl. Vill Gakulnagar, Kailashahar

56 Shri Shymal Deb, S o Lt. Lalit Das, Ex-Pl. Vill Tuisama, Kanchan-Pur

57 Laxmi Sutradhar, W/o Lt. Dulal Sutradhar. Vill Basania, Tripura (S)

58 Shri Rakesh Sarkar, S/o Lt. Jogesh Sarkar, Vill Brahmacherra Teliamura

59 Shri Dilip Bardhan, S/o Lt. Dulal Bardhan Vill Nalchar, Sonamura

60 Smt Gita Rani Das, W/o Lt. Pranballav Das, Vill Melaghar. Sonamura

61 Shri Pradip Debnath, S/o Lt. Sadhan Debnath, Vill Gakulnagar, Bishalgarh

62. Smt Sachirani Sen, W/o Lt. Arabinda Sen, Vill Chaitachari Manu Bazar, Sabroom

63 Smt Binodini Singha, D/o Bhanumati Singha, Vill Avonga, Salema, Dhalai

64 Smt Pungrima Mog, D/o Lt. Rengha Mog, Ex-Pl, Vill Baikhora, Belonia, South Tripura

65 Smt Sanka Laxmi Tripura, W/o Hari Kr. Tripura, Vill Manu Bazar, Sabroom

66 Md. Goutam Mia, S/o Lt, Abdul Mia, Ex-Pl, Vill Bhati Avoynagar, Agartala

67 Smt Sandhyarani Debnath, W/o Lt, Hantu Debnath, Vill Taidu Bari, Amarpur, South Tripura

LAND RECORDS & SETTLEMENT

— Nil —

RELIEF AND REHABILITATION

— Nil —

DEPARTMENT OF FISHERIES

68 Smt Nandita Majumder, W/o Lt. Sukan Majumder, Vill Gobindapur, P O. Kailashahar, North Tripura

69 Shri Uttam Saha, S/o Ratan Saha, Vill Town Sonamura, P O, R, K, Pur, South Tripura

70 Smt Mitali Das (Nag), W/o Lt, Monohar Das, Vill & P O, Melaghar, Sonamura, W, Tripura

TRIPURA STATE TRIBAL CULTURE RESEARCH

— Nil —

WELFARE OF SCH, CASTES & OBCs

— Nil —

WELFARE OF SCH. TRIBES

71 Smt Charu Bala Kar, W/o Lt, Chittaranjan Kar, Vill Block Chaumohani, P, O, Bramarpur, Birganj, Tripura W

EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING

Nil

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

72 Smt Susmita Chakrabroti, W/o Lt. Bimal Chakraborti, Vill & P O, Jogendranagar. East Kotwali

73 Shri Pradip Saha, D/o Lt. Nagendra Saha, Vill Jirania, Tripura (W)

74 Smt Swapna Debnath, W/o Lt, Anil Ch. Saha, Vill Jambura, P O, Khowai

75 Shri Subir Acharjee, S/o Lt, Bipin Behari Acharjee, Vill East Pratapgarh, P S East Agartala,

76 Smt Rinku Nama Sudra (Malakar), W/o Lt, Mantu Malakar, Vill South Nayapara, Dharmanagar,

SOCIAL WELFARE AND SOCIAL EDUCATION

77 Shri Saroj Banerjee, S/o, Lt. Ramabrata Banerjee, Vill A. D. Nagar, P O. A D' Nagar Road No, 13, Agartala

78 Shri Pannalal Shyam, S/o Lt. Sabita Shyam, Vill Nayapara, P O. Dharmanagar, North Tripura

79 Shri Ratan Datta, M/o Lt. Kiranbala Datta, Vill & P O, Bhabanipur, Sonamura, W. Tripura

80 Shri Tanan Goyala, S/o. Lt. Narayan Goyala, Vill Madhya Banamalipur, P O. Agartala

81 Shri Uttam Kr. Saha, M/o Lt. Dipali Rani Saha, Vill Raghunathpur, P O. Bishalgarh, Tripura W.

82 Shri Samarendra, Sarkar, S/o Lt, Jitendra Ch. Sarkar, Vill Ballavpur, P O, Amtali, Tripuaa W

ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT

83 Shri Sadhan Ch. Das, S/o Lt. Satish Ch. Das, Vill Berimura, P O. Bamutia, West Tripura

84 Shri Manik Ch. Nath, S/o Lt. Birajmohan Nath, Vill Fanindra-nagar, P O. Vivekandanagar Palli, Sabroom, South Tripura

85 Shri Goutam Banik, S/o Lt. Matilal Banik, Vill & P O Chitta-mara, Belonia, Tripura S.

T, R, T, C

86 Smt Bharat Kanya Debbarma, W/o Kapindra Debbarma, Ambassa, Dhali Tripura

87 Shri Ashim Dey, S/o Lt. Amar Krishna Dey, Krishnanagar, Agartala

88 Shri Tapan Kr. Datta, S/o Sambhu Behari Datta, A, D. Nagar, Agartala

89 Shri Ashish Datta, S/o Prabodh Ch, Datta, Dharmanagar, North Tripura

90 Shri Shymal Deb, S/o, Sankar Deb

91 Smt Mina Deb, W/o Lt. Bishnupada Deb, Gandhigram Tripura W.

92 Shri Sankar Debnath, S, o Lt. Satindra Behari Debnath, Agartala. Tripura

93 Smt Sachi Rani Debnath, W/o Anil Kr. Debnath, Agartala, Tripura

94 Shri Ujjal Das, S/o Lt. Kshitish Ch. Das, Dhaleswar, Agartala

95 Smt Gita Das, W/o Lt, Ranjit Kr, Das, Dharmanagar, North Tripura

96 Shri Kanta Singha, S/o Lt, Bir Singh, Dhaleswar, Agartala

97 Shri Tushar Kanti Dhar, S/o Lt. Rebati Mohan Dhar. Dhaleswar, Agartala

98 Smt. Sipra Rani Nag, W/o Nilu Nag, Tools Asstt.

99 Shri Gopal Gurung S/o Lt. Lal Bahadur Gurung, Agartala

100 Smt Jyostna Debnath, S/o Chinta Haran Debnath, Dhaleswar Agartala

101 Shri Biswajit Chowhan, S/o *Lt.* Sitaram Chowhan, Agartala, Tripura

102 *S*mt Manju Debbarma, W/o Lt. Balai Debbarma, Banamalipur. Agartala

103 Shri Somen Biswas, S/o. Lt. Sunil Ranjan Biswas, Dheleswar, Agartala

104 Shri Pankaj Dey, Makhan Ch. Dey, Dharmanagar, North Tripura

105 *S*mt *S*ipra Dey, W/o Lt. Chandan Dey, A D. Nagar, Agartala, Tripura

106 Shri Pijush Kanti Dey, S/o, Kamalkanti Datta, A. D. Nagar, Agartala, Tripura

107 Smt Sikha Rani Deb, W/o Babul Ch. Deb, Dharmanagar, North Tripura

108 Shri *S*abira Tripati, *S*/o Sushil Ranjan Tripati. Dharmanagar, North Tripura

109 Smt Ranu Orang, W/o Amulyan Orang, Agartala, Tripura

110 Smt Dipti Deb, W/o Lt. Sushil Chandra Deb, Bamutia, Agartala, Tripura

111 Smt Lamam bala Sarkar, W/o Abani Hazari, Agartala, Tripura

112 Shri Arup Debbarma, S/o Lt. *S*hyamal Debbarma, Krishnanagar Agartala

113 Shri Nirmal *S*arkar, *S*/o Lt, Chandan Sarkar, A. D. Nagar, Agartala

114 Smt Sambhu Laxmi Debbarma, W/o Lt, Khilong Debbarma, Agartala

115 Shri. Pradip Mallik, S/o Lt. Sachindra Mallik, Dharmanagar, North Tripura

116 Shri Presenjit Majumder, S/o Ranjit Majumder, Krishnanagar, Agartala

117 Smt Anjali Das, C/o. Niranjan Das, Dharmanagar, North Tripura

118 Shri Chiranjib Goswami, S/o Lt. Churamani Goswami, Dharmanagar, North Tripura

119 Smt. Sikha Datta, W/o, Lt. Bhulendu Bn. Das Kanango, Dharmanagar North Tripura

120 Shri Biplab Biswas, S/o Lt, Babul Biswas, Khowai, Tripura. W.

221 Smt Maya Chakraborti, W/o Lt. Prithish Chakraborti, Agartala, Tripura.

222 Shri Raju Chakraborti, S/o Lt, Gopal Chakraborti, Dasamighat, Agartala

223 Shri Soumen Nath, S/o Lt. Bhanu Bala Nath, Dharmanagar. North Tripura

224 Smt Smita Taran, W/o, Chunilal Taran, Avoynagar, Agartala

225 Smt Sibani Chaudhuri, W/o Lt. Sushanta Bhattacharjee. Kamalpur, North Tripura

226 Shri Sankarlal Singh, S/o Lt. Kshitishlal Singha, A. D, Nagar, Agartala

227 Smt Sinduri Sarkar, W/o Brajendra Sabdha Kar, Dharmanagar, North Tripura

228 Shri Debojut Saha, S/o Sukumar Saha, Avoynagar, Agartala

229 Smt Megha Debbarma, W/o Ashish Debbarma, Krishnanagar, Agartala

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE TRIPURA AGARTALA

230 Smt Basanti Das, W/o Late Const. Pradip Kumar Das, Vill Durlabnarayan, P O & P S Sonamura, West Tripura

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

131 Smti Maya Rani Das, (Biswas), W/o Late H/C Surjya Kr. Das, C/o. Subrata Das, Vill-South Ramnagar (Border Gol Chakkar) P.O. Agartala, West Tripura

132 Smti Jumuna Bhattacharjee, (Chakraborty) W/o. Late Const. Bhulanath Chakraborty, Vill-West Pratapgarh (Dayal Bhaban), P O. A. D. Nagar, P S, West Agaatala, West Tripura.

133 Smti Ratna Das, (Datta), W/o Lt. Const. Parimal Ch. Das, Vill North Brajapur, P O. Brajapur, P S Bishalgarh, W. Tripura

134 Smti Bilashini Jamatia, W/o Lt. Const Jatindra Kr Jamatia, Vill Daria Bagma, P O. Bagan Bari, P S RK. Pur, Udaipur, South Tripura

135 Smti Dipali Das (Choudury), W/o Lt. H/C (Driver) Sajal Choudhury. C/O, Sri Sudhakar Das, P O. & Vill South Chandrapur, PS. R. K. Pur, Udaipur, South Tripura

136 Shri Debasish Dey, S/o Lt. H/C (Driver) Rabindra Ch. Dey, P O. & Vill Fulkumari, PS. R.K. Pur Udaipur, South Tripura

137 Smti Kalpana Debbarma, W/o Lt, Const. Sarat Debbarma, Vill Ramnarayan Sarder para, P O, Dinabandhu Kubra para, P S. Jirania, West Tripura,

138 Shri Biswajit Saha, S/o Lt, Const, Ganesh Ch, Saha, Vill-Bhattapukur, P O, A. D. Nagar, P S. West Agartala, West Tripura

139 Smti Manik Shwari Debbarma, W/o Lt, Const. Nagendra Debbarma, Vill Kantamani Thakur para, P O. Dinabandhu Kubra para, P S. Jirania West Tripura

140 Smti Jhuma Rani Saha, D/o Lt. Chowkinder Madhusudhan Saha, Vill Bipin Nagar Colony, Hospital Road, P O. Kakraban, Udaipur, South Tripura District

141 Smti Mamata Debbarma, W/o Lt, Const. Suren Kr. Debbarma, Vill Jogal Kishore Nagar, P O. Kanchanmala, P S Takatjala, Tripura West

142 Shri Sudham Debnath, Father of Late Rfn. Laxman Debnath, P O. & Vill Durganagar, P S. Jirania, West Tripura

143 Shri Parikshit Shil, Father of Late Rfn. Rajeswar Shil, Vill-Matai, P S, Belonia, South Tripura.

144 Basanta Sadhan Jamatia, S/o Late Const. Rupa Mohan Jamatia, Vill Jalema, P O. Manikya, P S :- Killa, South Tripura District

145 Smti Dipali Rani Das, W/o Late H/C Shiba pada Das, Vill-Jumerdhepa, P O. & P S.- Melaghar, West Tripura

146 Shri Sanjoy Dhar, S/o Late Const. Chitta Rn. Dhar, P O. & Vill Rajnagar, P S- P. R. Bari, Belonia, South Tripura

147 Shri Dipak Bhowmik, Brother of Late Rfn. Swapan Bhowmik, P O. & Vill- Laxmichara, South Tripura

148 Shri Sunil Kr, Gusain, S/o Late Const. Bharat Singh Gusain, of A. D. Nagar Old Police Quarter Line, P O. A. D. Nagar, P O. & Vill Ganganagar, Dhalai District

AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL

1. Chedi Harijipn, Barjala.
2 Makhan Lal Das, Hatipara, Shalbagan.
3, Bimal Kanti Dam,
4, Santajit Singha, Ujan Abhoynagar.
5, Bidhu Bhusan Sarkar, Bidurkarta Chowmohani
6, Hasen Ali, Bhati Abhoynagar
7, Gopal Das, North Badharghat
8. Hasen Ali,
9, Raimohan Das, North Charilam
10 Kalu Jasohara, Banamalipur

11 Haradhan Ghosh
12 Chanu Miah, Bhati Abhoynagar,
13 Makhu Miah, South Ramnagar
14 Jatindra Nandy.
15 Anil Sarkar.
16 Dinesh Das, Bhati Abhoynagar,
17 Ganga Chouhan, Banamalipur
18 Tarani Kanta Das, No- 1, Jogendranagar.
19 Shyama Charan Debbarma
20 Jahar Miah,
21 Minati Barman, Bhati Abhoynagar.
22 Nantu Sarkar,
23 Anil Hrishi Das, West Dukli,
24 Talab Ali, Bhati Abhoynagar.
25 Fariz Miah, Bhati Abhoynagar.
26 Lalit Mohan Saha,
27 Ranjit Deb, Old Melarmath.
28 Laxmi Singha, Durga Choumohani.
29 Manik Lal Dey, Krishnanagar.
30 Sunil Das, Ujan Abhoynagar.
31 Bidhu Bhusan Debnath, Belabar, A. D. Nagar
32 Parimal Sutradhar, Dhaleswar, Road No-14
33 Nitai Laskar. Valuerchar, Kalamchera.
34 Ramesh Dhanuk.
35 Sankar Datta (Majumder), Collegetilla.
36 Narayan Acharjee, Jogendranagar.
37 Dil Bahadur, Matabari
38 Amar Krishana Das, Town Bardowali
39 Prabhat Sarkar, Nandannagar

40 Swadesh Majumder, Pragati Road, Krishnanagar
41 Mairam Bibi, Bhati Abhoynagar
42 Gour Gopal Bhattacharjee, Radhanagar
43 Gopal Deb, College Tilla
44 Mono Ranjan Paul, Gurkhabasti, Nutan Colony
45 Anil Das, Town Pratapgarh,
46 Hemanta Debbarma, Krishna Mohan Kabra Para, Lembuchara
47 Anu Guhai, Krishnanagar.
48 Sankar Gupta, Abhoynagar
49 Kamal Kanta Chanda, Chandinamura
50 Budhua Harijan, Barjala, Harijan Colony.
51 Dinesh Ch Datta, West Joynagar, Nag Mata Bhawan
52 Abdul Hamid, Bhati Abhoynagar.
53 Kanai Lal Dhanuk, Bhagar Sing Colony, Kalikapur.
54 Abinesh Hrishi Das, Aralia

PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS

1 Smt. Chaitali Chakraborti. D/o. Lt. Usha Rn, Chakraborti, A. D. Nagar
2 Shri Rajesh Debbarma, S/o Lt. Suku Ch. Debbarma, Vill Gunamani Thakurpara, Jirania, West Tripura
3 Smt. Papri Barman (Das), W/o, Lt. Alok Das, Payari Master Bagan, Agartala, West Tripura.
4 Smt Dibyendu Biswas, S/o, Lt. Dilip Kr. Biswas, Belonia, Tripura (S)
W/o Lt. Kshetra Mohan Das, Kailashahar, North Tripura
W/o Lt. Dhirendra Ch. Das, Jogendranagar, Agartala, Tripura (W)
5 Smt, Gitarani Malakar, W/o Lt, Subal Ch, Malakar, Vill & P O, Gangacherra, Udaipur, South Tripura
6 Shri Rajesh Barman, S/o Lt, Swapan Kr, Barman, Vill Rahumcherra, Piplacherra, North Tripura

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

7 Shri Jayanta Goswami, S/o Lt, Ramkrishna Goswami, Sekerkote, Agartala, W/o Lt, Nandadulal Das, Brahmacheria, Teliamura, West Tripura

8 Smt Sharmila Debbarma, W/o Lt. Sumbhu Kr. Debbarma, Gakulnagar, Khasiamangal, Tripura West

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NIL

DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SOUTH. TRIPURA

Shri Mohan Jamatia, S/o Gahin Jamatia, Vili Bagma, R. K. Pur

DISTRICT REGISTRAR, DHALAI

NIL

DISTRICT REGISTRAR, NORTH TRIPURA

NIL

DISTRICT REGISTRAR, SOUTH TRIPURA

NIL

DISTRICT REGISTRAR, WEST TRIPURA

NIL

DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR DHALAI

NIL

D. M. & COLLECTOR, NORTH TRIPURA

1. Smti Kakali Chakraborty, W/o Lt. Rfn. Bishnu Chakraborty, C/o. Sri Himangshu Chakraborty, P O. & Vill Nalchar, West Tripura
2. Smt Rinku Roy, D/o Lt. Const. Satyendra Roy, Vill-Harina Khala, P O. Fatik Chera, PS. Sidhai, West Tripura
3. Shri Avik Chakraborty, S/o Lt Const. Arun Chakraborty, Vill-West Pratapgarh, P O A. D. Nagar, PS :- West Agartala, West Tripura
4. Smti Sukantala Singha, D/o Lt. Group-D Malati Singha, C/o. Sri Dhiraj Laskar, A, D. Nagar Dropgate, Agartala, Tripura (W)

5 Sri Sajal Debbarma, S/o Lt, Rfn. Subhash Debbarma, C/o. Sri Samendra Debbarma, Vill-Ujan Larma, P O. Naha Santi Ganja, Bazar. P S :- Takatjala, West Tripura

6 Sri Suman Ghosh, S/o Lt. H/C (Driver) Nilmohan Ghosh, P O. & Vill- Aralia (Via-M. B. B. College), West Tripura

7 Smti Sukremani Orang, W/o Lt NK, Rathindra Orang, Vill-Bedlabari, (Binnan Hazari para), P O, Rajnagar, (Beltali) PS :- Kalyanpur, West Tripura

8 Smti Sandhya Laxmi Debbarma, W/o Lt, Const. Bishu Debbarma, Vill- Dinanath Choudhury para, P O, Birendranagar, P S, Jirania, West Tripura.

9 Smti Sabirt Das (Datta) W/o Lt, Const. Sudhan Chandra Datta, Vill-Bishalgarh, P O. & P S. Bishalgarh, West Tripura

10 Smti Prativa Ghosh, W/o Lt. Const. Jaharlal Ghosh, Vill- Sepahi-jala, P O. & P,S. Bishalgarh, West Tripura

11 Smti. Radha Debnath, W/o Lt, Const. Bhuban Chandra Debnath, P O & Vill- Dorjoynagar, PS. Amtali, West Tripura

12 Shri Rajesh Sarkar, S/o Lt. Const. Ranjit Mn, Sarkar, Vill Sekerkote (Daragubari), P O. Sekerkote, PS. Amtali, West Tripura-

13 Smt, Purnima Hrishidas, W/o Lt. V / Chowkider Gopal Chandra Hrishidas, Vill Thana Road, P O. & P S :- Dharmanagar, North Tripura.

14 Sri Sujit Chandra Das, S/o Lt. Follower Bhajan Chandra Das Vill- Narsingarh, P O Bimangarh, P S. Airport, West Tripura

15 Smti Rina Debbarma, W/o Lt. Rfn. Kartik Debbarma, Vill- Mukta Sarder para, P O. Belbari, P S, Jirania, West Tripura

16 Smti. Renu Bala Kalai (Debbarma), W/o Lt, Const. Khagendra Debbarma, P O. & Vill Latia Charra, P S. Bishalgarh, West Tripura.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

17 Smti Hassina Begam, W/o Lt. Const. Hanif Miah, Vill- Dudhpus-kanini P O. Mogpuskarini PS : R. K. Pur, Udaipur, South Tripura

18 Smti Gita Debnath, (Bhowmik) W/o Lt, Hav, Pravat Ch, Debnath. Vill-Jagatpur, P O. Abhoynagar, P S, West Agartala, West Tripura

19 Smti Mani mala Debbarma, W/o. Lt. Const. Swadesh Debbarma, Vill-Krishnanagar, (Bijoy Kumar Chowmohani) P O. Agaatala, P S, West Agartala,

20 Smti Anju Nandi, W/o Lt. Const. Anupam Nandi, Vill Bardowali (Kiran Bhavan) P.O. A. D. Nagar, P S West Agartala, West Tripura

21 Shri Ranjit Reang, S/o Lt. V/Chowkidar Ganesh Reang, P O. & Vill Rahumchara, P S Damchara, North Tripura

22 Shri Kunjiri Reang, S/o Lt, Chowkidhar Ganesh Reang, Vill :- S. Durgaram Para, Chalagang, P S. Nutanbazar, Amarpur, South Tripura,

23 Smti Sumitra Debbarma, W/o Lt. H / Const, Kartik Debbarma, Vill :- Bardoman Thakurpara, P O. Radhamohanpur, P S. Jirania, West Tripura

24 Shri Hiron Debbarma, S/o Lt. Const Abani Debbarma, P O. & Vill Madhu ban (Ranir Bazar) P S. Amtali, West Tripura

25 Smti Swapna Deb (De) Das W/o Lt, Subhadar Atal bindu Das, Vill West Pratapghar, PS. West Agartala, P O. A. D. Nagar,

26 Shri Khokan Singh, S/o, Lt, Const. Babul Singh, Vill :- Gakulnagar, P O, Harish para, P S. Bishalgarh, West Tripura

27 Smti Jharna Bhownik (Debnath) W/o Lt. Const. Manik Debnath Vill :- Dajanagar, P O, Gakulpur, Udaipur, South Tripura

28 Smti Eti Bhowmik (Debnath) W/o Lt, Const. Pradip Debnath, Vill :- Dhajanagar, P O, Gakulpur, PS. R. K. Pur, Udaipur,

29 Smti Radha Rani Debbarma, W/o Lt. Const. Gouranga Debbarma, Puskarbari, Bishramganja, P S, Bishalgarh, West Tripura

30 Shri Uttam Banik, S/o Lt. Const, Upendra Sankha Banik, P O. & Vill :- Reshambagan, Agartala, West Tripura,

31 Shri Nandu Dulal Ghosh, S/o Lt, Rfn. Prabir Ghosh, C/o Smit, Anjana Chowdhury, Vill :- Jatrabari. P O. Khayerpur, West Tripura

32 Smti, Maya Rani Singha, W/o Lt. Const. Radha kanta Singha, Vill Debichara, .P O. & P S Salama, Kamalpur, Dhalai

33 Smti. Padma Baraily, W/o Lt. S I. Jitman Baraily, A. D. Nagar West Tripura.

34 Shri Bijan Das, S/o Lt. O/S Hara Lal Das, Vill :- Subhas Nagar, P O, Birendranagar, West Tripura

35 Shri Dulal Datta, B/o Lt Const. Gupal Dutta, Vill-East Badharghat, P O. Madhuban, P S Amtali, West Tripura

36 Shri Dulal Malakar, S o Lt Const, (Driver) Sankar Malakar, P O. & Vill, Rajnagar, P S. P. R. Bari, Belonia, South Tripura

37 Shri Susanta Das, S/o Lt. S. I. Sudhangshu Sekhar Das, Vill Santipur, P O. & P S Pecharthal, Kanchanpur, North Tripura

38 Shri Kamal Nandi, S/o Lt Const. Makhan Lal Nandi, Vill Nachir Nagar P O. Rajnagar, P S. P, R, Bari, Belonia, South Tripura

39 Shri Dilip Kumar Majumder, S/o Lt. Const, Ruhini Kumar Majumder P O, & Vill Shalgarah, P S R, K, Pur, Udaipur, South Tripura

40 Smti Chhana Ghosh, W/o Lt, Const Birendra Ch. Ghosh, Vill North Badharghat, P O, A, D, Nagar, Agartala, West Tripura

41 Smti Dipali Rani Malakar, W/o Lt, H G, Ratan Malakar, Vill Sukumar Colony, P O, & P S, Birganj, Amarpur, South Tripura

42 Shri Bakul Ghosh, S/o Lt, H G Benu Ghosh, P O & Vill Ishanpur, P S Sidhai, West Tripura

43: Shri Panthi Roy Reang, S/O, Lt. Raghurem Reang, Vill. Raghuram para, P.O. Ganganagar, Dhalai District.

Department of Panchayets

1. Smt. Archana Sinha, S/O. Rajendra Singha, Vill. Ranirbazar, W. Tripura.
2. Smt. Sruna Debbarma, W/O, Dulal Debbarma, Kalacherra, Sidhai.
3. Smt. Suchitra Debbarma, W/O, Lalmohan Debbarma, Vill, Maichang-cherra, P.O, Maharani, Kamalpur, Dhalai.
4. Smt. Sukhalata Reang, W/O, Mangal Debbarma, Vill, & P.O. Satnala, Dhalai
5. Smt, Rekha Bhattacharjee, W/O, Lt, Jatish Bhattacharjee, Ramnagar Road No-7, Agartala
6. Shri Rajesh Debnath, S/O, Lt, Parimal Debnath, Vill, & P,O,
7. Shri Ratan Nath, S/O, Lt, Sachindra Kr. Nath, Haripur, Belonia, S. Tripura
8. Smt. Mamata Das, W/O, Kishor Das, Thakur Palli, Krishnanagar, Agartala.
9. Shri Manmohan Das, S/O, Rakesh Ch. Das, Jatanbari, P.O. Gumti Project, South Tripura.
10. Sri Prakash Goswami, S/O, Lt, Bireswar Goswami Vill. Chataria, P.O. R.K. Nagar, Udaipur, South Tripura.
11. Shri Sumanta Debbarma, S/O, Lt, Chandi Charan Debbarma, Vill. & P.O. Pecharthal, North Tripura.

D.M. & Collector, South Tripura.

NIL

Office of the Chief Engineer (Electrical)

Agartala : : Tripura.

1. Sri Gopendra Ch. Banik, S/O Lt, Gouranga Ch. Banik, Vill-Kunjaban colony, P.O, Abhoynagar, Agartala.

2. Sri Rupchand Singh, S/O Sur Shing, Ex. Sr, Helper, Vill-79 tilla. P.O. Kunjaban, Agartala.

3. Sri Joyanta Kr. Deb, S/O Lt, Ranjit Kr. Deb, Driver Gr. I, West Tripura A.D. Nagar.

4. Sri Sankar Paul, S/O Lt, Manmohan Paul, Ex. Lineman, South Radhanagar, Belonia, Tripura South.

5. Sri Rajkumar Halam, (ST), S/O Lt, Raja Ram Halam, Ex. Jr. Lideman, Agnipara P.O. Dolubari, Panisagar.

6. Smt Pramila Thangla, W/O Lt, Karna Thangla, Ex. Jr. Lineman, Maya Chari, Kamalpur, P.O. Ram Durlav pur, Dhalai.

7. Sri Bir Kumar Debbarma (ST), S/O Lt, Bishnu Debbarma. Ex. Jr. Fitter, Bishrambari, P.O. Tripura Engineering College, Jirania.

8. Sri Ashish Karmakar. S/O Lt: Shefal Karmakar, Ex. Sr. Lineman Ramnagar Rd. No, 6. Agartala, Tripura (W

9. Sri Partha Sharma, S/O Lt, Ramkrishna Sharma, Ex. Meter Inspector. Dharmanagar, R.K. Mission Rd. Dharmanagar.

10. Sri Sanjib Das, S/O Lt, Jagadish Das, Ex, Mistry (Power House) Gautam Nagar No. 2 (New block), Bishalgarh,

11. Smt Sabitri Ruhidas, W/O Lt, Joy Ruhidash, Ex. Jr, Lineman, C/O Sri Phanibhusan Datta, Vill-Barasurma, Marachara Kamalpur,

12. Sri Keshab Sarkar, S/O Lt, Dijendra Sarker, Ex. Sr. Lineman, Pecharthal, Santipur, P.O. Pecharthal, North Tripura.

13. Sri Sumanta Sarkar, S/O Lt. Rashik Lal Sarkar, Ex. Sr. Helper, Bazal Ghat, Chachuria, Kamalghat.

14. Sri Sankar Debbarma, S/O, Laxmikanta Debbarma, Ex. Guard, C/O, Sri Bidyajoy Rupini, P.O. & Vill-Chandra Sadhupara, Champaknagar,

15. Sri Shibu Ch. Das, S/O Lt, Krishna Ch. Das, Ex. Chowkider, Vill-Kalshimura Boxanagar. P.S. Kalamchowra, Tripura West.
16. Sri Kaberi Mallik, W/O, Lt, Biresh Ch. Malakar, Ex. Lineman, Vill-Shingibu P.O. Fultali, Kailasahar, Tripura Wast.
17. Smt. Kusum Debbarma (ST), W/O, Lt, Tapan Kr. Debbarma, Ex. Lineman, Sankarpally P.S. Birgong, Amarpur,
18. Sri Madhab Sharma, S/O, Lt, Jitendra Sharma, Ex. Sr. Helper, Purba Dhajanagar P.O. Gakulpur, Udaipur.

Government of Tripura
Office of the Superintending Engineer
Water Resource Planing Circle
Kunjaban : Agartala,

Nill

Office of the Register of Co-Operative Societies

Sri Dhiman Sarma, S/O, Lt, Dhirendra Ch, Sarma, Vill-Kajiranga, P.O. Kajiranga North Tripura,

Office of The Commissioner of Excies

Nill

Public Works Department

1. Sri Pantha Bowmik, S/O. Lt. Kalipada Bhowmik, Ex-Sr. P.O. Vivakanada Nagar, Kanchannuo P.O. Ambasha, Dhalai,
2. Sri Kaushik Das, S/O. Lt. Dilan Ch. Das, Badharghat, Matripalli, P.O. Siddhi Ashram, Agartala.
3. Sri Dipak Sinha, S/O. Lt. Puna Ch. Sinha, Vill-R.K. Pur, P.O. Narendranagar, P.O. Damcherra, North Tripura.
4. Sri Babul Nath, S/O. Lt. Upendra Nath, Vill P.O. Baruakandi, P. S. Dharmanagar, North Tripura,

5. Sri Sankar Debnath, S/O. Lt. Abnal Kr. Debnath, Purba Dukli Housing Complex, P.C. East Pratapgarh, Bishalgarh, Tripura West.

6. Sri Ashis Chakorborty, S/O. Lt Santosh Chakorborty, Vill-Kalyani, Dhaleswar, P. O. Agartala College, Tripura West.

7. Sri Sankar Debnath, S/O. Lt. Rajandra Debnath, Vill.Chowdhuri Bazar, P.C. Suryjamaninagar, Tripura West Tripura,

8, Sri Samir Neogi, S/O. Lt. Jonmajoy Neogi, Vill-Santinalli, P.C. R.K. Pur, Unipur, Tripura South.

9, Smti Sankari Roy, D/O. Lt. Swapan Kr. Roy. Vill-Arabinda Colony, P.O. & P.S Natunbazar, Amarpur, South Tripura.

10, Miss Kasturi Ghosh Barman, D/O. Lt. Bholanath Ghosh Barman, P.O. Rajbari, Vill. Satangar, Chuaribari, Dharmanagar, North Tripura

11, Smti Moumita Chakraborty, D/O, Lt, Manik Lal Chakraborty, 24/1 Ramnagar Road No-1, P,O, Ramnagar, Agartala,

12, Smti Purnima Sinha, D/O, Lt, Kahablal Sinha, P,O, Rajbari, Dharmanagar, North Tripura,

13, Sri Kishana Bhattacharjee, S/O, LT, Kalidas Bhattacharjee, Banalan, P,O, R,K Pur, Tripura South,

14, Sri Nrimal Roy, S/O, Lt, Manindra Kr, Roy, Satchand P,S. Manu Bazar, Bhuratali, Sabarum, Tripura South,

15, Smti, Janyanti Rani Das, D/O Lt, Naresh Ch, Das, Vill-Ratanlal, Borman P,O, Boxnagar, Kalamchara, Sonamura, Tripura West

16. Smti Krishna Deb (Nag), W/O, Lt, Moloy Nag, North Badhargat. P,O, A,D, Nagar, Agartala, West Tripura,

17. Sri Partha Sarathi Chakraborty, S/O, Lt, Chandan Chakraborty, Bhati Abhoynagar, Agartala, West Tripura,

18 Sri Nirmal Karmakar, S/o Lt. Nirode Ch. Karmakar, Rabindranagar Renthas Colony, P O. East Agartala, Tripura West

19 Sri Samir Dey, S/o Lt. Kala Chand Dey, Vill Pathaliaghat, Bisramganj, Tripura West

20 Smti Anindita Roy, D/o Lt. Dilip Kr. Roy, C/o the E. E Rig, Divn, Agartala

21 Sri Saubhik Debnath, S/o Lt, Murari Mn Debnath, Office of the S. E. 4th Circle, Agartala

22 Smti Malati Kalai, W/o Lt. Chikan Rai Kalai, Office of the E E M I Divn. II, Udaipur, South Tripura

23 Smti Sujata Sarkar, D/o Lt. Samir Rn. Sarkar, Office of the E. E Stores Divn. A. D. Nagar, Agartala, West Tripura

24 Smti Gandhini Tripura, W/o Lt. North Mohan Tripura, Office of the E. E. PHE Divn.-II, Kumarghat

25 Sri Binoy Marak, S/o Lt. Ganindra Marak, Office of the E, E. Elec. Divn,-IV, Udaipur, Tripura South

26 Smti Silpi Roy, D/o Lt. Kalipada Roy, Office of the E. E. I, E Divn, Agartala

27 Sri Bholanath Paul, S/o, Lt, Hari Mohan Paul, Office of E, E, Ambassa Divn, Dhalai

28 Smti Suradhani Jamatia, W/o Lt Sakti Hari Jamatia, Office of the E, E, Gumti Electrical Divn, Jatanbari

29 Smti Renu Bala Das (Majumder) W/o Lt Ranjit Majumder, Office of the E, E, Elect, Divn-IV, Udaipur, South Tripura

30 Sri Rabindra Ghosh, S/o Lt, Amrit Lal Ghosh, Office of the E, E, PHE Rig Divn, Agartala, Tripura West

31 Smti Sefali Debbarma, W/o Lt, Nani Gopal Debbarma, Office of the E E Rig Divin, Agartala

32 Sri Krishnadhan Chakraborty, S/o Lt. Promode Rn, Chakraborty, Office of the E E, Agartala Divin, No-I, Agartala

33 Sri Priyatosh Das, S/o Lt. Harish Ch. Das, Office of the E E R & B, Divin-Sabroom, Tripura South

34 Sri Swadesh Debbarma W/o Lt Parendra Debbarma Office of the E E Teliamura, Division, Tripura West

35 Sri Mongchanai Mog, S/o Lt. Bali Mog, Office of the E E PHE Divn-III Udaipur, Tripura South

36 Smti Khela Rani Das, D/o Lt. Ganada Ch. Das, Office of the E E Teliamura, Division, Tripura West

37. Sri Chandra Sekhar Debbarma, B/o Lt Manash Debbarma, Office of the E E Teliamura, Division, Tripura West

38 Sri Rakesh Das, S/o Lt, Rakhal Ch, Das, Office of the E E, PHE Divn-I. Agartala, Tripura West

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

1 Smti Sati Banik, W/o Lt. Monoranjan Banik, Bordowali, Milan Sangha, Agartala, West Tripura

DIRECTORATE OF INFORMATION CULTURAL AFFAIRS & TORISM

NIL

DIRECTORATE OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

1 Sri Rabindra Kr, Paul, Vill South Radhanagar, P. R Bari, Belonia, South Tripura

2 Sri Krishna Debbarma, Taichamabari, P. O. Bishramganja Bishalgarh, West Tripura

DIRECTOR OF FIRE SERVICE

1 Smti Sikha Biawas, Fire Services Quarter No.-11/2, Agartala

2 Smti Sefali Das (Kar), West Pratapgarh, Agartala, West Tirpura

3 Hara Das, Kailashahar, North Tripura

DIRECTERATE OF PLANNING & COORDINATION

NIL

OFFICE OF THE DIRECTOR OF CIVIL DEFENCE

Sri Samir Laskar, S/o, Lt, J. C. Saskar, Vill- Krishnanagar, Supari Bagan, P O. Agartala.

DIRECTORATE OF SMALL SAVINGS, GROUP INSURANCE & INSTITUTIONAL FINANCE

NIL

DIRECTORATE OF ECONOMICES STATISTICS

Sri Sital Roy Choudhury, Pragati Road. Krishnanagar, Agartala.

DIRECTORATE OF TRE & PGP, AGARTALA

NIL

LABOUR DIRECTORATE

NIL

CONTROLLER WEIGHTS & MEASURES TRIPURA

NIL

COMMISSIONER OF TEXES TRIPURA

NIL

FACTORY & BOILERS ORGANISATION TRIPURA

NIL

STATE LEVEL MONITORING CELL OF IRDP

NIL

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NIL

TRIPURA REHABILITATION PLANTATION COFPN LTD

Smti Archana Nath Choudhury, W/o Lt. Paritosh Debnath, Ex-Accountant Vill & P O. Purba Noagaon, District West Tripura

Smti Giti Rani Mitra (Paul), W/o Lt. Bhaba Rn. Paul, Ex- F A Vill & P O. Nutan Matai, South Tripura

D. M. & COLLECTOR. TRIPURA WEST
R, D, ORGANISATION

1 Shri Biplab Kr. Dey, S/o Lt. Sunil Kr. Dey, Ex-Peon. Teliamura Block, Gouranga Tilla, P O. Teliamura, Tripura (W)

2 Shri Tapan Kr Das, S/o Lt. Haranath Das, Ex-Peon, Bishalgarh Block, Sekerkote, Tripura West

3 Shri Prajesh Kr. Bhattacharjee, S/o, Lt. Pranab Kr. Bhattacharjee, Ex-Head Clerk, Office of the Suptd. Engineer, R D Circle North Banamalipur, Agartala

DISTRICT ORGANISATION

1 Smti Sabita Saha, W/o Lt Manoranjan Saha, Ex-Peon D, M 's Office, Dhaleswar (Old Malipra) C/o Anil Ch, Saha, Agartala, West Tripura

2 Shri Jayanta Roy Choudhury, S/o Lt. Jaharlal Roy Choudhury, Ex-UDC, D. M.'s Office, West Tripura, Vill Dhaleswar (Behind Dhaleswar H/S School, P, O. Agartala College

YOUTH AFFAIRS & SPORTS

1 Smti Sabita Choudhury (Sarkar), W/o Lt, Sajal Kanti Sarkar, Jirania, West Tripura District

DISTRICT SESSION & JUDGE, WEST TRIPURA

1 Late Habibur Rahaman, Process Server, S/o. Lt. Sayad Ali Rahaman, Vill. Gajaria, P O. S. D. Mission, Colony, A. D. Nagar, Agartala, Tripura West

WEST TRIPURA DISTRICT RURAL DEV, AGENCY

1 Smti, Kalpana Ghosh, W/o. St. Hiralal Ghose, Vill Madhya Bhubanban, Agartala, Tripura

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

INSPECTOR GENERAL OF PRISIONS, TRIPURA

1 Smti Parbati Deb Barma, W/o Lt. Nabindra Deb Barma, Ex- Head Warder, Khowai, Sub-jail, Khowai

2 Sri Gopal Dhanuk. S/o Lt. Shanti Dhanuk, Sweeper, Kalikapur, Agartala

DIRECTOR OF HEALTH
GOVT OF TRIPURA

1 Shri Ganesh Choudhury, S/o Lt, Swama Kamal Choudhury, Ex- O. T Asst. Vill Fulkumari No. II, Udaipur, South Tripura

2 Shri Subash Ch. Paul, C/o Smti Parul Bala Paul, Ex-Jr. Midwife, Madhya Pratapgarh, P O, East Pratapgarh,

3 Md, Ibrahim Ali, S/o Lt, Maharam Ali, Ex-G, D, A, Bankurami, West Noagaon, Agartala

4 Smti Sikha Nandi, W/o Lt. Biswanath Nandi, Ex-S C A. Vill & P O, Gandhigram, Tripura

TRIPURA FOREST DEVELOPMENT & PLANTATION CORPN LTD

1 Lt. Narayan Biswas, Project Guard

2 Lt. Rakhal Biswas, Project Guard, T. F. D. P. C Ltd Agartala

3 Lt, Narayan Das, T. F. D. C Ltd

4 Lt, Hari Kishore Tripura, Project Guard, T, F, D, C, Ltd

DIRECTORATE OF INDUSTRIES

1 Smti Pratima Roy Choudhury, W/o Lt Chitta Rn, Roy Choudhury, Gakulpur, West Tripura

2 Sri Gopesh Sharma, S/o Lt, Gopal Ch, Sharma, Vill Pandabpur, P O Gokulnagar, West Tripura

3 Shri Sajal Chakraborty, S/o A, Chakraborty, Vill Ashram Tilla, Shantirbazar

4 Smti Usha Rani Das, C/o Lt Sailesh Ch, Das, Vill & P O, Jogendranagar Tripura West

5 Smti Subhalaxmi Debbarma, W/o Lt. Prashana Debbarma, Vill, Amtali Para, Bishalgarh, West Tripura

6 Shri Swapan Debnath, S/o Lt. Anil Debnath, Khagendra Choudhury Para, P O, Shantirbazar, South Tripura

7 Shri Parimal Debnath, S/o. Lt Surjya Kanta Debnath, Purba Aralia, P O. Aralia, Tripura West

8 Smti Rakhia Begam, W/o, Lt. Saheb Ali, Rangkang, Birganja, Amarpur, South Tripura

9 Smti, Nilima Rani Deb, W/o Lt. Haridhan Deb, Vill Bardowali, Tripura West

.10 Smti Rama Chakraborty, W/o Lt Gopal Chakraborty, Purba Nalchar, Sonamura, Tripura West

11 Sri Badal Debnath, S/o, Lt. Lalit Mohan Debnath, Uttar Charilam, Bishalgarh, Tripura West

12 Sri Krishna Bhowmik, S/o Lt. Madhab Ch. Bhowmik, Vill Kaliakapur, P O. Rajnagar, Dharmanagar, North Tripura

13 Smti Shipra Debnath, D/o Lt. Manindra Debnath, Vill Karailong, P O. Teliamura, Tripura West

14 Smti Manju Acherjee, W/o, Lt. Dipbandhu Acherjee, Uttar Banamalipur P O. Agartala

15 Smti Fulan Kumari Rabidas, W/o Lt. Kamal Rabidas, Bhattapukur, Agartala, Tripura

16 Smti Alo Rani Saha. W/o Lt. Mantu Kr. Saha, Vill Chat Chari, P O. Sonai, Sabroom, South Tripura

17 Smti Mangalaxi Debbarma, W/o Lt, Hari Charan Debbarma, Sutarmura, Bishalgarh, Tripura West

18 Smti Kajal Bala Debnath, W/o Lt. Nepal Debnath, Vill Dwajanagar, South Tripura

19 Shri Banti Chakraborty, S/o, Lt. Babul Chakraborty, Vill & P O. Old Agartala

DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION
GOVT OF TRIPURA

1 Juddha Mohan Jamatia, S/o Lt. Charan Prasad Jamatia, Vill- Dariya Bagma, P O. Bagma, Udaipur
2 Smti Biraniswari Jamatia (ST), W/o Lt. Sahadeb Jamatia, Vill- Chalitabari, P O- Pitra, Udaipur
3 Sri Golok Sadhan Jamatia, S/o Lt. Sakti Pada Jamatia, Vill- Kalam khmi Bari, P O. Killa, Udaipur, Tripura South
4 Sri Mantosh Sinha, S/o Lt. Nilmani Sinha, Vill & P O. Chankap, Kamalpur, Dhalai,
5 Sri Bireswar Debbarma, S o Lt, Bangshiraj Debbarma, Vill Kanta mani Thakurpara
6 Smti Aparna Roy, D/o Lt. Dipak Roy, P O. Agartala, Kashari Patti
7 Smti Sushanma Deb, W/o Lt. Arun Ch. Deb, Vill- Katlamara, P O. Simna, Sadar, West Tripura
8 Sri Mangal Debbarma S/o Lt, Rabindra Debbarma, Vill Rabindra-para, P O. Ghilatali Bazar, Khowai, West Tripura
9 Smti Kalyani Das, W/o Lt. Nilesh Ch. Das, C/O Sri Bikash Das, Vill & P O. Ranir Bazar, Sadar, West Tripura
10 Smti Tandra Load (Sarkar), W/o Lt Ratan Kr. Sarkar, Vill & P O. Kalikrishnagar, P O Jatrapur, Sonamura, West Tripura
11 Smti Radha Rani Debbarma, W/o Lt, Kumodh Bandhu Debbarma, Vill Matai, P O. Sundar Tila, P S Simna, Sadar, West Tripura
12 Smti Bishu Laxmi Jamatia (Debbarma) W/o Lt. Barendra Kr. Jamatia, Vill & P O. Belbari, P S. Jirania, Sadar West Tripura

13 Sri Subrata Deb, S/o Lt Chuni Lal Deb, Vill Laltila, P O. Ramchandranagar, P S Khowai, West Tripura

14 Smti Chikanswari Debbarma, W/o Lt. Mangal Debbarma, Vill-Golak Thakur para, P O, Madhab Bari, P S Jirania, Sadar, West Tripura

15 Sri Dibas Ch Dey, S/o Lt. Makhan Ch. Dey, Vill & P O. Indranagar, Agartala

16 Sri Subrata Paul, S/o Lt. Gopal Ch. Paul, Vill North Santinagar, P O. Dhanpur, Sonamura, West Tripura

17 Smti Sova Rani Debnath, W/o Lt. Swapan Kr. Debnath, Town Bardowali, Agartala

18 Smti Nazma Bagam, D/o Lt. Ajbar Ali Khadim, Vill & P O Rangauti Kailasahar, North Tripura

19 Sri Subrata Hazar, S/o Lt. Sudhir Hazra, Vill East Nalichara, P O. Kalai Bazar, Ambassa, Dhalai

20 Smti Chan Laxmi Debbarma, W/o Lt. Hrishikesh Debbarma, Vill Nagartilla, P O. Sundartilla, P S. Sidhai, Sadar, West Tripura

21 Sri Bipad Baran Bhattacharjee, S/o Lt, Madhusudan Bhattacharjee, P O. Dhaleswar Nutan Palli, Agartala

22 Sri Kirtiman Sarkar, S/o Lt, Haladhar Sarkar, Vill Kashinagar, P O. Ishanchandranagar, Sadar, West Tripura

23 Smti Mausumi Ghosh, D/o Lt. Sunil Ch. Ghosh, Vill Kalachari, No. 3 P O. Manikbhandar, P S Kamalpur, Dhalai

24 Smti Bandana Saha, W/o Lt Sushil Kr. Saha, Vill Subhash Road, (Paper Centre) P O, R K. Pur, Udaipur, South Tripura

25 Sri Priya Ranjan Debbarma, S/o, Lt. Usha Ranjan Debbarma, S/o Sri Monoranjan Debbarma, Vill, Ramdas Thakurpara, P O Sonaram Bazar, P S. Sidhai Mohanpur, Sadar, West Tripura

26 Smti Saraswati Debbarma, W/o Lt. Rabindra Debbarma, Vill Chakmapara, P O. Patni, Jirania, Sadar

27 Smti Anita Rani Deb (Ghosh) W/o Lt. Haradhan Ghosh, Vill & P O. Jogendranagar, Bishalgarh, West Tripura

28 Smti Manika Sinha, W/o Lt Nilkanta Singha, Vill & P O. Kalkalia, Bishalgarh

29 Smti Anjali Das, (Debnath) (SC) W/o Lt Binode Bihari Debnath, Jorapukurpar, Banamalipur, Agartala

30 Priyara Khanam, W/o Lt Faruk Ahmed, Vill East Barasi, P O. East Kameswar, Kameswar, Dharmanagar

31 Sri Babul Malakar (S. C.) S/o Lt. Mati Lal Malakar, Vill Kumari Tilla, P O. Abhoynagar, Agartala

32 Sri Susanta Sen, S/o Lt. Santi Ranjan Sen, Vill & P O. Kasari, Belonia

33 Smti Kanya Laxmi Debbarma, (ST) W/o Lt Sukumani Debbarma, P O Mohan Kabrapara, P, O. G. P. Coloney, P S Jirania, Sadar

34 Smti Najma Bagam, D/o Lt. Biraja Khatun, Vill Durganagar, P O, K. K. Nagar, Bishalgarh,

35 Smti Sikta Bhattacharjee, W/o Lt Ranjit Kr. Bhattacharjee, Vill Barabil, P O. Sinhgchiara, Khowai

36 Sir Keshab Debnath, S/o Lt. Laxmi Charan Debnath, Vill & P O. Jogendranagar, Mahasakti Madhya Para, Bishalgarh

37 Sri Priyatosh Debbarma, (ST) S/o Lt Birmani Debbarma, Vill Uddabdas Baisanab Para, P O. Baijal bari, Khowai

38 Smti Padma Rani Shil, W/o Lt. Sunil Kr. Shil, Vill Kalachari, P O. Garat Tila, Kamalpur, Dhalai

39 Sri Arjun Shil, S/o Lt Narayan Ch. Shil, Vill Santi Coloney, P O. Kanchannagar, Belonia, South Tripura

40 Smti Shila Debbarma, (ST) W/o Lt Surendra Debbarma, Vill Dainmara, P O. Digalia, P S Sidhai, Sadar

41 Sri Jayanta Sarkar, (SC) S.o Lt Nepal Ch. Sarkar, Vill & P O. Kalsimura Sonamura

42 Sri Dhilan Debbarma, (ST) Brother of Lt. Binoy Debbarma, S/o Sri Bikram Debbarma, Vill & P O. Nalichara, PS Ambassa, Dhalai

43 Smti Taru Bala Debbarma, (ST) W o Lt. Sachindra Debbarma, Vill Nutan Malka Bari, P O Champa Hour, Khowai

44 Smti Sajati Reang (ST) W/o Lt. Parendra Reang, Vill East Manu, P O. Manpathar, P S Santirbazar, Belonia

45 Sri Shyamal Das (SC) W/o Lt. Sudhir Ch. Das, Vill Nehal Ch. Nagar, Bishalgarh, West Tripura

46 Smti Aparna Das (Bhowmik) (SC) W/o Lt Haradhan Bhowmik, P O. Udaipur Court, South Tripura

47 Smti Kamala Debnath, W/o Lt Mati Lal Debnath, Vill Bardesh, P O Rajnagar, Belonia, South Tripura

48 Smti Namita Majumdar, W/o Lt. Manik Lal Majumdar, Jail Ashram Road (Manipuri para) P O. Dhaleswar, Agartala

49 Sri Bibekanada Das (SC) S/o Lt. Archana Das (Malakar) Shyamali Bazar, P O. Kunjaban, Agartala

50 Sri Subodh Debbarma, (ST) S/o, Lt Birpada Debbarma, P O. & Vill Shamukchara, Udaipur, South Tripura

51 Sri Kamalesh Debbarma, S/o Lt. Ganesh Ch. Debbarma Vill Padrai, Celosm para, P O Kanakrai para, Takarjala, Bishalgarh, Tripura West

52 Sri Bikash Das S/o, Lt, Bishu Ch. Das, Vill & P O. Veluachar, Sonamura

53 Smti Chhaya Rani Debbarma, (ST) W/o Lt. Barada Debbarma, Vill Shibdurga Choudhurypara, P O. Gamchakobra, Sadar

54 Smti Sainya Laxmi Kalai, W/o Lt Birmanta Kalai, Vill Uttarbarmura, P O. Killa Bazar, Udaipur

55 Smti Jaymati Debbarma W/o Lt Rabi Kr Debbarma, P O Raima, Vill Raishyabari (B K Para) Gandachara, Dhalai

56 Smti Menaka Bhattacharjee, D/o Lt. Shikha Rani Dey (Bhattacharjee) Vill Jagatpur, P O Abhoynagar

57 Smti Suradhani Debbarma (ST) W/o Lt. Nani Gopal Debbarma, Vill Santi tilla (West chebri) P O. Chebri Khowai

58 Smti Namita Sarkar (Biswas), (SC) W/o Lt Sudhir Biswas, Vill & P O South Charilam, Bishalgarh, West Tripura

59 Sri Ajit Paul, S o. Lt Haradhan Ch. Paul, Vill & P O Khash Madhupur, P O Amtali Bishalgarh, West Tripura

60 Smti Jharana Namasudra (Das), W/o Lt, Subal Namasudra, P O. Dhaleswar, Dhaleswar Road No. 16, Agartala

61 Smti Lalita Debbarma, W/o Lt. Binode Kr. Debbarma, Vill Nakshatrabari, P O Bharatradarpara, Khowai

62 Smti Namita Roy, W/o Lt Kali Narayan Roy, Vill & P O Panisagar, Dharmanagar

63 Smti Sabita Ghosh (Das) (SC) W/o Lt. Nilcharan Das, Vill Bridhhannagar, P O. Ranirbazar, Jirania, Sadar, West Tripura

64 Smti Sushila Singha, W/o Lt, Manindra Kr. Singha, Vill Durganagar, P O. Khowai

65 Sri Mina Rani Das, (SC) W/o Lt Bachachu Ch. Das, Vill Khattapukur (Kalitila) P O. A D Nagar, Bishalgarh

66 Smti Rita Ghosh W/o Lt. Jagadish Ghosh, Vill & P O. Manikbhandar, Kamalpur

67 Sri Achintya Paul, S/o Lt. Adhir Ranjan Paul, Rajbari, Dharmanagar

68 Smti Sourabhi Debbarma, W/o Lt. Parsuram Debbarma, North Banamalipur, Near Young's Corner Club, Agartala

69 Sri Sanjib Baidya, S/o Lt Sunil Baran Baidya, Vill & P O Debipur, Belonia, South Tripura

70 Smti Sabita Rani Jamatia, W/o Lt. Bipur Kanti Jamatia, Vill Hadra, P O. Gogendra Mura, P S R. K. Pur, Udaipur, South Tripura

71 Smti Sova Singh, W/o Lt Laxmi Singh, C/o Sri Ranjit Kuri, Vill Shyamaprasad Colony, P O Anandanagar, Sadar

72 Smti Maitree Chakraborty, D/o Lt Shyamapada Chakraborty, C/o Juthika Banerjee, Vill & P O Chebri, Khowai, West Tripura

73 Smti Shikha Saha, (Roy) W/o Lt. Biswajit Roy, C/o Santosh Saha, Vill Assampara, P O Ranirbazar, Sadar

74 Smti Shipra Rani Saha, D/o Lt. Hare Krishna Saha, C/o Sri Sunil Ch. Saha, Vill Reghunathpur, P O Bishalgarh, West Tripura

75 Smti Saurabhi Chakraborty (Ghosh), W/o Lt Ashoke Ghosh, C/o Jogesh Bhaban, Joynagar, P O Agartala

76 Sri Mrinal Kanti Biswas, S/o Lt. Gopal Krishna Biswas, Vill Durgapur, P O Birchandranagar, Kailasahar

77 Smti Debasree Das, D/o Lt. Anjali Das, C/o Sri Barun Ch. Das Nabadiganta Lane, Joynagar, Agartala

78 Sri Mrinal Debnath, S/o Lt. Tapan Debnath, S/o Sri Tarani Kanta Debnath Vill Ambagan (Jangalia) P O Bishalgarh, West Tripura

79 Sri Usha Ranjan Das, S/o Lt Rash Mohan Das, P O Champaknagar Jirania, Sadar

80 Sri Abhojit Majumder, S/o Lt Ranjit Majumder, Vill & P O Kalyanpur, Khowai

81 Smti. Panchali Acharjee, D / O Lt Dilip Kr. Acharjee, C/O Sri Hira Lal Saha, Banamalipur, Lalchara, Agartala.

82 Sri Pankaj Majumder, D / O Lt. Jaharlal Majumder, Vill & P.O. Rajarbag, Udaipur.

83 Sri Saptarshi Deb, S/O Lt. Swadesh Ranjan Deb, Ramnagar Rd. No. 5 P O. Ramnagar, Agartala.

84 Smti. Biswa Rani Deb Barma, Sister of Lt. Pradip Deb Barma, Vill. West Dalachara, P.O. Jayanti Bazar, Salama, Dhalai.

85 Sri Obaidur Rahaman, S / O Lt. Moynel Hossain, Vill & P. O. Rahimpur, Sonamura.

86 Sri Rajesh Basper, S / O. Lt. Sankar Lal Basper, Vill. Baulapasa (Near Cinema Hall), P.O. Kailashahar, North Tripura.

87 Smti Anjana Deb Barma, W/o Lt. Jogesh Deb Barma, Vill. Lalcharra P.O. B K. L. Para, Longtharai Velly, Dhalai, Tripura.

88 Smti. Sushila Sinha, W/o Lt. Arun Kr. Sinha, P.O & Vill. Mashauli, Fatikroy, Kailashahar.

89 Smti. Rupashi Majumder (Bhowmik), W/o Lt. Tapan Kr. Bhowmik. Vill. Sonapur, P.O. Barpathari, Belonia.

90 Sri Saruj Deb Barma, S/o. Lt. Brajendra Deb Darma, Vill. Hitimara, P O Champahour, Khowai.

91 Sri Biranjoy Reang (ST), Lt. Meltonjoy Reang, Vill. Nabajoy para, P O. Karbook, P S. Nutan Bazar, Amarpur.

92 Smti Malati Das, W/o Lt. Mati Das, Vill. & P.O. Battali, Sonamur West Tripura.

93 Smti. Kanyapati Deb Barma, W/o Lt. Satya Rn. Deb Barma, Vill. Dinadayal sardar para, P.O. Pagla Bazar, P.S. Kalyanpur.

94 Smti Padmabati Reang, W/o Lt. Ranadhir Reang, Vill. Tuichakma, Brikashapur, P.O. Dasda, Kanchanpur.

95 Smti. Archita De, D / o Lt. Ashutosh De, C / o Sri Pranab Kanti Biswas, Vill. & P.O. Paiturbazar, Kailasahar.

96 Sri Sibabrata Chakraborty, Brother of Lt. Satyabrata Chakraborty, P.O. Dharmanagar, Thana Road, North Tripura.

97 Sri Nirmal Ch. Deb, Brother of Lt. Arjun Deb, Vill & P.O. Rabindranagar, P.S. Sonamura

98 Smti. Dipali Chakraborty (Bhattacharjee). W / o. Lt. Manik Lal Chakraborty, C / o Sri Jadav Bhattacharjee, Pragati Road, Lake Chowmohani, Agartala.

99 Sri Ramchandra Ghosh, D / o Lt. Sushanta Kr. Ghosh, S / o Lt. Ramesh Ch. Ghosh, Vill. Subhashnagar, P. O. East Pratapgarh, Bishalgarh.

100 Dulal Ch Roy, S / o Lt. Niranjan Ch. Roy, Vill. Matai, P. O. Sundhartilla, P.S Sidhai, Sadar.

101 Sri Subrata Nath, W / o Lt. Subodh Ch, Nath, Vill, Netaji para, P,O, Dharmanagar, North Tripur,

102 Smti, Sutapa De, W/o Lt, Manik Datta, Vill, Lalchari, P, O, Kulai, Ambassa, Dhalai,

103 Sri Supriya Deb Nath, S/o Lt Suresh Ch Deb Nath, Vill & P O Sekerkote, PS Amtali, Bishalgarh

104 Sri Tahash Ch Nath, Brother of Lt Partha Sarathi Nath, S/o Manindra Ch Nath, Vill Bhati Abhoynagar, PO Agartala

105 Sri Chayan Sarkar, S/o Lt. Binod Bihari Sarkar, Vill & PO Nidya, Sonamura

106 Smti Monomita Das, D/o Lt. Ashis Kr Das, 97 Akhaura Road, Ramnagar, Agartala

107 Sri Dharmajit Datta, S/o Lt. Dhabal Datta, Vill Sonatala, PO Bamutia, PS Sidhai, Sadar

108 Sri Subhash Ch Dey, S/o Lt. Chinta Haran Dey, Vill Netaji para, PO Rajnagar, Belonia

109 Sri Pradip Kr. Deb, H/O Lt. Swaraswati Majumder (Deb) (Wife)

110 Sri Arunendra Nath Acharjee, S / o Lt Gopinath Acharjee, Vill Krishnanagar, Nazir pukurpar (west side) Agartala

111 Sri Saroj Banerjee, S/o Lt. Ramabrata Banerjee, Vill A D Nagar, Road No 13, PO A D Nagar, Bishalgarh

112 Smti Soubhagya Das, W/o Lt. Balai Das, Vill/PO Chechuria, PS Mohanpur, Tripura West

113 Smti Rajaki Reang, W/o Lt Mathurjoy Reang, Vill Kathal Chara, PO Nepal tilla, PS Manu, Dhalai, Tripura

114 Sri Jamini Mohan Tripura, S/o Lt. Lalit Mohan Tripura, Vill & PO Sakbari

115 Sri Hemlata Deb Barma, W/o Lt. Pravat Deb Barma, Vill & PO Latiachara, P S Bishalgarh,

116 Sri Debasish Jamatia, S/o Lt Rampada Jamatia, Vill Ataibola, PO Manikya, P.S Killa, Udaipur, South Tripura

117 Smti Puspa Rani Deb Nath (NATH), W/o Kiran Sankar Nath, Vill Singhicharra, PO Singhicharra, Khowai, Dist. Tripura West

118 Smti Laxmi Deb Barma, W/o Lt. Dhani Ram Deb Barma, Vill Bhutangbari, PO. Ishanpur, Tripura.

119 Smti Sufia Begam, W/o Lt Nuruddin, Vill & PO. Sanichara, Dharmanagar, Tripura North

120 Sri Kousik Sarkar, S/o Lt Bimal Kanti Sarkar, Vill Jyotirmoy Colony 79 tilla, PO. Kunjaban, Agartala

121 Smti Sunia Begam, Lt. Noor Uddin, Vill & PO, Sanicharra, Tripura North, Dharmnagar.

122 Sri Nanda Gopal Singha, Lt Surajit Singha, Math Chowmohani, PO Agartala

123 Smti Anowra Begam, W/o Lt. Manir Ali, Vill & P O. Gournagar, Kailashar, North Tripura

124 Smti Sabita Sutradhar, W o Lt Sukumar Sutradhar, C/o Santosh Sutradhar, P O. S N Coloney, Vill Bankimnagar, Jirania, West Tripura

125 Smti Bijali Bhowmik (Das), W/o Lt Ashutosh Das, P O. & Vill Maichara, Belonia

126 Sri Ashis Kanti Dey, S/o Lt Hemendra Ch Dey, Vill & P O. Saiderpar, Kailashar, North Tripura

127 Smti Anjana Singha, W/o Lt. Mrinal Kanti Singha, Vill Nabinpur para

128 Sri Maniram Reang, S/o Lt. Ganagajoy Reang, Vill Karnamanipara, P O. Ganganagar, Amarpur

Un-Starred Question No. 105

Name of M.L.A. :—Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সদর মহকুমা শাসক প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার পরিবারকে রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কি কি সাহায্য এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন ?

২। ভবিষ্যতে উনার পরিবারকে আরও কি কি সাহায্য দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন তার বিবরন ?

৩। সুখরাম দেববর্মার পরিবারকে যে সমস্ত সাহায্য বা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা কি Extremist Violence Scheme অনুযায়ী, নাকি কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত ?

৪। প্রয়াত সুখরাম বাবুর হত্যার ঘটনার তদন্ত বর্তমানে কি পর্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১ নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রয়াত সুখরাম দেববর্মা পূর্বতন এস, ডি, ও সদরের স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে :—

ক) প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার পরিবারের সদস্যদের কলিকাতা যাতায়াত খরচ সহ উনার আগরতলা ও কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য যাবতীয় খরচ।

খ) প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার খরচ ;

গ) শেষ বেতন হিসাবে যাহা প্রয়াত সুখরাম দেববর্মা পেয়েছিলেন সমপরিমান অর্থ। উনার পারিবারিক পেনশন হিসাবে প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ যদি বেঁচে থাকতেন) উনার স্ত্রীকে Special Case হিসাবে দেওয়া হবে।

ঘ সরকারী আবাসনে প্রযোজ্য ভাড়া দিয়ে প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের দিন পর্য্যন্ত (যদি বেঁচে থাকতেন) উনার স্ত্রী রাখতে পারবেন।

২। ভবিষ্যতে উনার পরিবারকে আর কোন সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখন নেই।

৩। মানবিক কারণে সরকার প্রয়াত সুখরাম দেববর্মার পরিবারের জন্য এই Special benefit-গুলি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে Ex remist Violence Scheme-এর অনুসরণে নহে।

৪ প্রয়াত সুখরাম দেববর্মা হত্যার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তুতি চলছে। ইতিমধ্যে পাবলিক নোটিশ দেওয়া হয়েছে ও এ ব্যাপারে কাহারও কোন বক্তব্য থাকলে তা আহ্বান করা হয়েছে যারা এ ব্যাপারে সাড়া দেবেন তাদের খুব শীঘ্রই শুনানী আরম্ভ হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 111

Name of M L.A. :— Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের দপ্তর ভিত্তিক অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং এই সকল অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার ব্যাপারে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১ ১৩টি দপ্তরের তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের দপ্তর ভিত্তিক অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ৮৬৬৭ জন। ১৩টি দপ্তরের তথ্য সংগ্রহাধীন। সরকারের নিয়োগনীতি

অনুসারে সরকারী নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত অনিয়মিত কর্মচারীগণ নিয়মিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

Admitted Un-Starred Question No 112

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employmeat Service & Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩০শে জুন ২০০০ ইং সাল পর্যান্ত সরকারী চাকুরীতে যে সমস্ত নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে এস, টি এবং এস, সির সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩০শে জুন ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত সরকারী চাকুরীতে মোট ১৯৮৩ জন এস, টি, এবং ৯৪৫ জন এস, সি,-কে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে।
বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এনেক্সার-''এ'' তে দেওয়া হল।

এনেক্সার—''এ''

দপ্তরের নাম	এস, টি,	এস, সি,
১	২	৩
১। এগ্রিকালচার	৬৪	৪১
২। ভূমি ও জরিপ দপ্তর	১০	—
৩। স্বাস্থ্য দপ্তর	২১৯	৫৫
৪। মৎস্য দপ্তর	২৭	—
৫। রিসার্স	১	—
৬। এস, টি ওয়েল ফেয়ার	২৯	১০
৭। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর	০৬	২১
৮। সমাজ শিক্ষা	১১৮	১০৩
৯। স্কুল এডুকেশন	৩৫	২৭
১০। শিল্প দপ্তর	৯	৬
১১। প্রাণী সম্পদ দপ্তর	৪৬	৯
১২। পঞ্চায়েত দপ্তর	৩৭	১৩

দপ্তরের নাম	এস, টি	এস, সি, ও
১৩। প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী	৪	২
১৪। পাব্লিসিটি	৯	৪
১৫। খাদ্য দপ্তর	৫০	৩০
১৬। ফায়ার সার্ভিস	১৭	—
১৭। প্লেনিং	১	—
১৮। পরিসংখ্যান	১	১
১৯। স্বল্প সেভিংস	৩	১
২০। টি, আর. পি, এণ্ড পি. জি, পি	২	—
২১। শ্রম দপ্তর	১	১
২২। কো-অপারেটিভ	২৬	১৫
২৩। এক্সসাইজ	১	১
২৪। পি. ডব্লিউ. ডি	৩৩০	৭১
২৫। ইলেকট্রিকেলস	৩৮	২৪
২৬। ওয়াটার রিসোর্স	—	২
২৭। ডি, এম (পশ্চিম)	৪	৫
২৮। " (দক্ষিণ)	৬	৭
২৯। " (উত্তর)	১	২
৩০। " (ধলাই)	৭৯	৩৭
৩১। সেসান জাজ (পশ্চিম)	১	—
৩২। " (দক্ষিণ)	২	১
৩৩। " (উত্তর)	৫	৫
৩৪। এপয়েন্টমেন্ট সার্ভিসেস	৬৫	১৮
৩৫। বন দপ্তর	২৪	১৬
৩৬। আরক্ষা দপ্তর	৬৪২	৩৯৪
৩৭। টেক্সেস	১	—
৩৮। ওজন ও পরিমাপ	১	২
৩৯। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১	১

দপ্তরের নাম	এস, টি,	এস, সি,
১	২	৩
৪০। এস, এ, ডিপার্টমেন্ট	১	২
৪১। আইন দপ্তর	১	২
৪২। ইভালিউয়েশন	১	—
৪৩। প্রিজন ডিপার্টমেন্ট	২৯	১৫
৪৪। ইয়থ প্রোগ্রাম	৫	—
	মোট = ১৯৮৩	৯৪৫

Admitted Un-starred Question No.113

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং এবং ২০০০ ইং সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত কোন ব্লকে কয়টি করে বৈদ্যুতিক স্যালো টিউব দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

২। সবগুলো স্যালোতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩। দেওয়া না হলে, কবে নাগাদ বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	ব্লকের নাম	স্যালোর সংখ্যা
১। উত্তর ত্রিপুরা	১। পানিসাগর	৮০টি
	২। পেঁচারথল	৫ ,,
	৩ কদমতলা	১২ ,,
	৪। গৌরনগর	১ ,,
		মোট— ৯৮টি
২. দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। করবুক	১টি
	২। রাজনগর	৩

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

		৩।	বগাফা	৩"
		৪।	কিল্লা	১"
		৫।	ঋষ্যমুখ	৩"
		৬	রুপাইছড়ি	১"
		৭	মাতাবাড়ী	৭"
				মোট— ১৯টি
৩	পশ্চিম ত্রিপুরা	১।	তেলিয়ামুড়া	১১৮ টি
		২।	মোহনপুর	২৭২ টি
		৩।	ডুকলী	২৬৪ টি
		৪।	মান্দাই	৪ টি
		৫।	মেলাঘর	৭২ টি
		৬।	বিশালগড়	১৫২ টি
				মোট— ৮৮২টি

৪। ধলাই এ ধরনের প্রকল্প ধলাই জেলায় নাই।

সর্ব্বমোট—৯৯৯টি স্যালো আছে।

২। সবগুলো স্যালোতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩। অতি শীঘ্রই বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে।

Admitted Un-starred Question No. 114

Name of M.L.A.— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত শূন্যপদ রয়েছে সেগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

২। ঐ শূন্যপদগুলির মধ্যে কয়টি তপশীলিভুক্ত উপজাতি, কয়টি তপশীলিভুক্ত জাতি, কয়টি অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায় এবং সাধারণ কয়টি ?

উত্তর

১। শূন্যপদ সমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। ৬৫টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে ৫১টি দপ্তর / সংস্থা বাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শূন্য পদের সংখ্যা (তপশীলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ এবং সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত) নিম্নরূপ :—

(১) তপশীলি জাতি—৬৩৫টি

(২) তপশীলি উপজাতি—১৬৪২টি

(৩) সাধারণ শ্রেণী—১২১৫টি

অবশিষ্ট ৫১ (একান্ন)টি দপ্তরের সংস্থার তথ্য সংগ্রহাধীন

Un-Starred Question No. 125

Name of M.L.A. :—Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ কোন দপ্তরে কতজন অর্থাৎ পশ্চাদপদ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছেন (দপ্তর এবং গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ২৯টি দপ্তরের তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে মোট ২৭৭৬ জন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছেন।

দপ্তর ও গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

দপ্তর	গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ-সি	গ্রুপ-ডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১) ডাইরেক্টর হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্র্যাফট	—	—	—	—	—
২) ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জাজ, দঃ ত্রিপুরা।	—	—	—	—	—
৩) ডিষ্ট্রিক্ট রেজিস্টার, দঃ ত্রিপুরা।	—	—	৬	৪	১০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

দপ্তর	গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ-সি	গ্রুপ-ডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
৪) এস.ই ; ওয়াটার রিসোর্স, প্ল্যানিং সার্কেল।	—	—	—	—	—
৫) ডি এম দক্ষিণ ত্রিপুরা।	—	—	১২	১১	২৩
৬) ডি. এম. উত্তর ত্রিপুরা।	—	—	৮৪	১২৬	২১০
৭) কন্ট্রোলার, ওয়েট এণ্ড মেজারস।	—	—	১৪	৩	১৭
৮) ডাইরেক্টর, ফুড	—	২	৪৭	৫২	১০১
৯) ডাইরেক্টর, প্ল্যানিং	—	—	৪	৩	৭
১০) নির্বাচন বিভাগ	—	—	১২	—	১২
১১) ডিষ্ট্রিক এণ্ড সেসন জাজ	—	—	—	—	—
১২) লেবার ডিরেক্টরেট	—	—	২০	১৬	৩৬
১৩) কালেক্টর অব এক্সাইস, পঃ	—	—	২	—	২
১৪) ডাইরেক্টর, আই সি এ.টি	—	২	৭২	৫০	১২৪
১৫) এস.পি.সাউথ	১২	৭	৪৯৪	৫৩	৫৬৬
১৬) রাজ্য সৈনিক বোর্ড	—	—	—	—	—
১৭) ডি.এ. (পি এণ্ড এস)	—	—	৪৮	৮	৫৬
১৮) সি এম. সেক্ট	—	—	—	৬	৬
১৯) স্টেট লেভেল মনিটরিং সেল।	১	১	১৪	৫	২১

দপ্তর	গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ-সি	গ্রুপ-ডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২০) ডাইরেক্টর টি আর.পি. এণ্ড পি.জি.পি.	—	—	১৪	২০	৩৪
২১) ডাইরেক্টর, ফিসারিস্।	—	—	—	—	—
২২) এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আর ডি. দঃ ত্রিপুরা।	—	১	—	১	২
২৩) জি.এ. (পি এণ্ড টি)	২৫	৪৩	৩৭	—	১০৫
২৪) সি ই. ইলেকট্রিকেল	—	—	—	—	—
২৫) প্রিজনস্ ডিরেক্টরেট	—	—	৫৪	৬	৬০
২৬) এ্যানিম্যাল রিসোর্সেস' ডেভেঃ ডিরেক্টরেট	৩৫	২০৮	৬৬	৮৯	৩৯৭
২৭) ডাইরেক্টর, হায়ার এডুকেশন	—	—	—	—	—
২৮) ডাইরেক্টর, হেলথ	৭৬	১৬	—	—	৯২
২৯) ডিষ্ট্রিক্ট জাজ, উঃ ত্রিপুরা।	—	—	—	—	—
৩০) ডি.এম. ধলাই	—	—	৩১	১২	৪৩
৩১) ডাইরেকটর, সিভিল ডিফেন্স	—	—	—	—	—
৩২) ট্রাইবেল রিসার্চ	—	—	১	১	২
৩৩) ডাইরেকটর এগ্রি.	—	—	৬৫৩	১৩৬	৭৮৯
৩৪) এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আ.ডি. উঃ ত্রিপুরা	—	২	—	—	২

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

দপ্তর	গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ-সি	গ্রুপ-ডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫) জি.এ (এস এ)	—	—	--	—	—
৩৬) ডাইরেক্টর, ষ্ট্যাটিষ্টিকস্	—	—	৮	--	৮
৩৭) এস.পি ধলাই	—	—	১২	৩০	৪২
৩৮) ডাইরেক্টর, স্কুল এডুকেশন	—	—	—	—	—
৩৯) ফ্যাক্টরিস এণ্ড বয়লার্স	১	—	৫	৩	৯

Admitted Un-starred Question No. 126

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture and soil conservation) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৃষি দপ্তর হইতে জুমিয়া পুনঃর্বাসন দেওয়া হয় ?

২। সত্য হলে এ যাবৎ কত পরিবারকে পুনঃর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এবং ইহাতে কত টা কা ব্যায় হয়েছে ?

উত্তর

১। না। কৃষি দপ্তর হইতে কোন জুমিয়ার পুনঃর্বাসন দেওয়া হয় না।

২। যেহেতু জুমিয়া পুনঃর্বাসন দেওয়া হয় না, তাই পরিবারের সংখ্যা ও ব্যয়িত টাকার পরিমান এর কোন প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Unstarted Question No.— 139

Name of Member :— Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কতগুলো মার্ক টু টিউবওয়েল, কতগুলো মার্ক-থ্রী টিউবওয়েল, কতগুলো রিংওয়েল এবং কতগুলো স্যানীটারী ওয়েল আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

২। এরমধ্যে সচল কয়টি অচল কয়টি (পৃথক পৃথক হিসাব এবং ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১ ও ২ নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল :—

ব্লকের নাম	মার্ক-টু মার্ক-থ্রী			রিংওয়েল			স্যানীটারী		
	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১। সালেমা	৬৮১	৫৩	৭৩৪	১৯০	৬	১৯৬	৮৬৩	১০	৮৭৩
২। ছামনু	২৪	০	২৪	৪০	১৪	৫৪	১৯৫	৪	১৯৯
৩। মনু	৪১৩	১৫	৪২৮	২৩২	৯	২৪১	৪৮৫	১৭	৫০২
৪। ডম্বুর নগর	১৩৩	৩০	২৬৩	৪০	১২	৫২	৯৮	২৪	১২২
৫। আমবাসা	২৪৬	২৯	২৬৫	৫৪	৪৬	১০০	১১৪	৫২	১৬৬
মোট :—	১৬০৭	১১৭	১৭২৪	৫৫৬	৮৭	৬৪৩	১৭৫৫	১০৫	১৮৬২
১। কুমারঘাট	৩৫৬	৩৯	৩৯৫	১৭৫	২৬	২০১	৩৪৮	৫৪	৪০২
২। কদমতলা	৩১৬	১৬	৩৩২	৩২	৫	৩৭	৩০৯	৮১	৩৯০
৩। পানিসাগর	৪০০	২১	৪২১	২৬৫	—	২৬৫	৩৫০	১৮৫	৫৩৫
৪। পেঁচারথল	৮৭	৪০	১২৭	৯২	১২	১০৪	—	—	—
৫। দশদা	১০৮	৭	১১৫	১২৪	২৬	১৫০	—	—	—
৬। জম্পুইহীল	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৭। দামছড়া	২৬	১৪	৪০	৫৪	৩১	৮৫	—	—	—
৮। গঙ্গানগর	৩৮০	২৪	৪০৪	১৯৫	২৮	২২৩	৩১২	১৭৯	৪৮১
মোট :—	১৬৭৩	১৬১	১৮৩৪	৯৩৭	১২৮	১০৬৫	১০১৯	৪৮৯	১৮০৮
১। রাজনগর	৩২৩	৩০	৩৫৩	—	—	—	২৬৩	—	২৬৩
২। করবুক	২২৫	১১	২৩৭	—	—	—	১৯১	১২	২০৩
৩। রুপাইছড়ি	২২১	২৯	২৫০	—	—	—	১৯৮	২৮	২২৬

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ব্লকের নাম	মার্ক-টু/মার্ক থ্রী			রিংওয়েল			স্যানীটারী		
	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪। মাছাবাড়ী	৩২০	৬৮	৩৮৮	—	—	—	২২৫	১৮	২৫৩
৫। সাতচাঁন্দ	৩৮০	৩৩	৪১৩	—	—	—	৩৯৩	১১	৪০৪
৬। ঋষ্যমুখ	১৫০	৩৯	১৮৯	—	—	—	১৪৭	৪৬	১৯৩
৭। কাকড়াবন	২০৬	১০	২১৬	—	—	—	১০২	১	১০৩
৮। অমরপুর	৩৯৩	৬৬	৪৫৯	—	—	—	৪০১	৪২	৪৪৩
৯ বগাফা	৫২০	৭৬	৫৯৬	—	—	—	৩৬৪	৬০	৪২৪
১০। কিল্লা	১৪৩	৮	১৫১	—	—	—	১১৮	৩	১২১
মোট :—	২৮৮১	৩৭১	৩২৫২	—	—	—	২৪০২	১৩১	২৬৩৩
১। মেলাঘর	৩১০	১৮	৩২৮	—	—	—	২৫০	৩	২৫৩
২ বক্সনগর	১৪৪	২০	১৬৪	—	—	—	১০২	১৩	১১৫
৩ কাঁঠালীয়া	১২০	২৫	১৪৫	—	—	—	১১৬	১৪	১৩০
৪। বিশালগড়	৬০৩	৭৩	৬৭৬	—	—	—	৩০৩	৬২	৩৬৫
৫। জম্পুইজলা	২৫৫	৪৮	৩০৭	—	—	—	২২৪	৪৫	২৬৯
৬ ডুকলী	৩৬৯	১৩	৩৮২	—	—	—	১৬৯	১০	১৭৯
৭ মোহনপুর	৪৩৫	৭৭	৫১১	—	—	—	২৮০	৩২	৩১২
৮। হেজামারা	২১০	১৯	১২৯	—	—	—	১২২	৪০	১৬২
৯। জীরানিয়া	৪৫৬	৪৪	৫০০	—	—	—	২৮০	১৯	২৯৯
১০ মান্দাই	২৩২	১৮	২৫০	—	—	—	১৭৫	৯৩	২৬৮
১১। তেলিয়ামুড়া	২৬৬	২৯	২৯৫	—	—	—	১৩১	—	১৩১
১২। কল্যাণপুর	১৩৯	২	১৪১	—	—	—	৮২	১৩	৯৫
১৩। খোয়াই	৩১৫	১৭	৩৩১	—	—	—	১৬৬	২	১৬৮
১৪। পদ্মবিল	১১৪	৬৬	১৮০	—	—	—	১৪৮	—	১৪৮

ব্লকের নাম	মার্ক টু মার্ক থ্রী			রিংওয়েল			স্যানীটারী		
	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট	সচল	অচল	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৫। তুলাশিখর	২০১	২৪	২২৫	—	—	—	১৫৫	৬৬	৩২১
মোট :—	৪০৭১	৪০৩	৪৫৬৪	—	—	—	২৮১৫	৪০১	৩২১৫

		সচল	অচল	মোট
সবমোট :—	১। মার্ক টু মার্ক থ্রী	১০২৩২	১১৪২	১১৩৭৪
	২। রিংওয়েল	১৪৯৩	২১৫	১৭০৮
	৩। স্যানীটারী	৮২৯১	১২২৫	৯৫১৬

Admitted Un-starred Question No. 144

Name of M L.A.— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে লেবার কার্ড পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২। নূতন করে লেবার কার্ড দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা? এবং

৩। যে যে পঞ্চায়েতের অধীনে সমস্ত লেবার কার্ড হোল্ডার আছেন তারা সকলে নিয়মিত কাজ পান কিনা?

Name of the Minister :— Sri Jitendra Chowdhury

উত্তর

১। রাজ্যে লেবার কার্ড পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ২.৭৮,১৩৪টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	মহকুমার নাম	লেবার কার্ড প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১। দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। উদয়পুর	২৪,২৮১টি
	২। অমরপুর	২২,০৩৮টি
	৩। বিলোনীয়া	২৭,৭৬৪টি
	৪। সাব্রুম	২২,৮৬৮টি
	মোট :—	৯৬,৯৪৮টি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

জেলার নাম	মহকুমার নাম	লেবার কার্ড প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
২। উত্তর ত্রিপুরা	১। কৈলাসহর	১৮,০৮৮টি
	২। ধর্মনগর	১১,৮২৫টি
	৩। কাঞ্চনপুর	২৫,৫৩৩টি
	মোট :—	৫৫,৪৬৬টি
৩। ধলাই	১। কমলপুর	১১,৫৭১টি
	২। আমবাসা	৬,১০৭টি
	৩। লংতরাইভেলী	৬,১১৭টি
	৪। গণ্ডাছড়া	৬,৪৪০টি
	মোট :—	৩০,২৩৫টি
৪। পশ্চিম ত্রিপুরা	১। সদর	৪০,৩৮৫টি
	২। বিশালগড়	৩৬,৪৭১টি
	৩। খোয়াই	৩৫,৪১৯টি
	৪। সোনামুড়া	২৩,৬১৫টি
	মোট :—	৯৫,৫০৫টি

সবমোট :— ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১শত ৩৪টি পরিবার।

। না।

। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ীই নিয়মিত কর্মসংস্থান করা হয়।

Un-Starred Question No. 150

Name of M.L.A. :— Sri Ratan Lal Nath and
Sri Narayan Ch. Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময় কালে খরায় এবং বন্যায় রাজ্যে কৃষি ফসলের কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। এই ক্ষতি পূরণের জন্য কোন অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করছেন কি না ?

৩। থাকিলে এই অর্থের পরিমান কত ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৪। এই প্রাপ্য অর্থ থেকে কৃষকদের ক্ষতি পূরনের জন্য কোন ব্লককে কত অর্থ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে খরায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের ক্ষতির পরিমান ৬১'৬৪৩ মেট্রিক টন যার আর্থিক মূল্য ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৮ হাজার ১ শত ৮০ টাকা। বন্যায় ১১'১০২ মেট্রিক টন উৎপাদন হানি হয় যার আর্থিক মূল্য ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮শত টাকা।

১৯৯৯-২০০০ ইং সনে খরায় জুম ধান ও পাট উৎপাদনের ক্ষতির পরিমান ৭০'৫০ মেট্রিক টন ও আর্থিক ক্ষতির মূল্য ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

বন্যায় ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হয় ১০,৮৯৭'২৫ মেট্রিক টন যার আর্থিক মূল্য ১০ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।

২০০০-২০০১ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত বন্যায় ফসল উৎপাদন ক্ষতির পরিমান ১৪'৫৭৬ মেট্রিক টন যার আর্থিক মূল্য ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৩শত টাকা।

২। এই ক্ষতি পূরনের জন্য 'প্রাকৃতিক' দুর্যোগ ত্রান তহবিল থেকে কিছু পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩ ১৯৯৮— ৯৯ ইং সনে ৪৪ লক্ষ টাকা,

১৯৯৯—২০০০ ইং সনে ১৮০ লক্ষ টাকা,

মোট— ২২৪ লক্ষ টাকা

৩ কৃষকদের ক্ষতি পূরনের জন্য বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় যে পরিমান অর্থ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

	কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব	১৯৯৮-৯৯ ইং সনে বরাদ্দ টাকার পরিমান	১৯৯৯-২০০০ ইং সনে বরাদ্দ টাকার পরিমান	মোট বরাদ্দ
১।	খোয়াই	৬৬,৫০০	১.৯৭,৬৪৭	২,৬৪,১৪৭
২।	তেলিয়ামুড়া	৩৭,৫০০	১,৯৭ ৬৭৭	২ ৩৫,১৪৭
৩।	জিরানীয়া	১,৩৭.৫০০	৪,৭১,৬৪৭	৬,০৯,১৪৭
৪।	মোহনপুর	১,৩৬,২৫০	৬,৮৩,৬৪৭	৮,১৯,৮৯৭
৫।	বিশালগড	৭৭,৫০০	১৩,১১,৬৪৮	১৩,৯১,১৪৮
৬।	মেলাগড়	১,২৪,৭৫০	৫৫,১৭,১৪৭	৫৬ ৪১,৯৯৭

৭। মাতাবাড়ী	২,৭৩,০০০	১৯,৬৭,৬৪৭	১১,৪০.৬৪৭
৮। অমরপুর	৩,৯৭,০০০	৯,০৭,৬৪৭	১৩,০৪ ৬৪৭
৯। বগাফা	২ ৫৯,৫০০	১৯,১৪,০৪৭	২১,৭৩,৫৪৭
১০। রাজনগর	৯ ০৯ ০০০	১৫,৩৭ ৬৪৭	২৪,৪৬,৬৪৭
১১। সাতচাঁন্দ	৩.৪৫.৫০০	১১,৪৭,৬৪৭	১৪,৯৩,১৪৭
১২ কাঞ্চনপুর	৪.৮৩,৫০০	৩,৪৭,৬৪৭	৮,৩১,১৪৭
১৩ কুমারঘাট	৬ ১৭,৫০০	৪.১৭.৬৪৭	১০.৩৫,১৪৭
১৪। পানিসাগর	—	৩,৭৭,৬৪৭	৩,৭৭,৬৪৭
১৫ ছামনু	২,৯৭,৫০০	৩,০৭.৬৪৭	৬,০৫.১৪৭
১৬ সালেমা	১,৩৭ ৫০০	৪,৪৭,৬৪৭	৬,৮৫.১৪৭
১৭ গণ্ডাছড়া		২,৩৭.৬৪৭	২.৩৭,৬৪৭
মোট-	৪৪.০০.০	১৮০,০০,০০০	২২৪.

Admitted Un-Starred Question No. 155

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ ১৯০৮ সালের মার্চ মাস হইতে ২০০০ সালের ৩০শে মে পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে মোট কতটি বনজ সম্পদ পাচার বা অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ?

২। এর মধ্যে কত পরিমান গাছ বাঁশ ছন বা অন্যান্য বনজ সম্পদ রয়েছে, ঐগুলির অর্থ মূল্য কত ?

এবং

৩। পাচারকারী অপহরণকারীদের কয়জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বন আইন লঙ্ঘন করার জন্য ২০৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 14th July, 2000 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar. Speaker in the Chair. The Deputy Speaker. 16 Ministers and 38 Members

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহা : (সীরণপ্পা) মিঃ স্পীকার স্যার, গত কালকে গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট এবং আশাপাশ বাড়ীতে সেখানকার ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেলদের ৪০০ বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন লোক এখনও সেখানে নিখোঁজ এবং সেখানে একটা বীভৎস, ভয়াবহ অবস্থা চলছে। সুতরাং এই মুহূর্তে হাউজের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হোক। স্যার, বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া ও তার পাশ্ববর্তী এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সেখানকার জাতি উপজাতির জনগণের নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ভূমিকা নিয়েছেন এবং কি কি কার্যাকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই ব্যাপারে আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে এখনই উনি যেন ওনার বিবৃতি ও তথ্য পেশ করেন।

শ্রী অখিল সরকার(ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী)***:***— মিঃ স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই ঘটনাটা উদ্বেগজনক এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই এই সব ঘটনাগুলি ঘটছে। তবে আমাদের বিধানসভা চলছে, কাজেই তার যে একটা নিয়ম আছে অন্তত প্রশ্ন পর্বটা প্রথমে চলে। তাই আমি বলছি আগে প্রশ্ন পর্বটা শেষ হোক, তারপর কি ঘটনা ঘটেছে সেই ব্যাপারে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল মহোদয়।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল(কুলাই) ***:***—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০

শ্রী অখিল সরকার (মন্ত্রী) ***:***— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০

QUESTION

1. Is it fact that the surrounding wall of the Madhab Killa J. B. School under the Bishalgarh Block has been broken down ?

2. If so, when it is likely to be re-construeted and repaired ?

Answer

1. It is a fact that mud wall of the building of Madhab killa J. B. School under Bishalgarh Block has been damaged partly. (The actual name of the school is Mandab Killa J. B.)

2. The damaged wall of the school building is expected to be repaired by Nov, 2000.

১) ইহা সত্য যে বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন মাধবকিল্লা জে বি স্কুল গৃহের মাটির দেওয়ার অংশত নষ্ট হয়ে গেছে। (বিদ্যালয়টির প্রকৃত নাম মাণ্ডবকিল্লা জে বি)।

২) বিদ্যালয় গৃহের নষ্ট হওয়ায়/মাটির দেওয়াল ২০০০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে মহিলা কমিশন অসহায় গরীব মহিলাদের পক্ষে মামলা করে থাকেন।

২) নিষ্পত্তিকৃত মামলা গুলোর মধ্যে কতটি ঐ মহিলাদের পক্ষে এবং কতটি বিপক্ষে গিয়েছে।

(৩১-৫-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত হিসাব)।

উত্তর

১) না, মহিলা কমিশন অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের হয়ে সাধারনত সরাসরি কোর্টে মামলা দায়ের করে না। তবে কমিশনের মাধ্যমে অনেক মামলা কোর্টে যায়। সেখানে সংশ্লিষ্ট আইনজীবিরা ন্যুনতম খরচে মামলা গুলি করার জন্য কমিশনের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকেন।

২) নিষ্পত্তিকৃত মামলা গুলোর মধ্যে ঐ মহিলাদের পক্ষে কোর্টের রায় হইয়াছে ১০৩টি। বিপক্ষে কোন রায় হয় নাই।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, যে মামলা গুলি হয়েছে তার সংখ্যাটা কত এবং তার মধ্যে কতটাতে মহিলাদের পক্ষে রায় হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মহিলারা সরাসরি কোর্টে যায় না। মহিলা কমিশনের মাধ্যমে ১২৪টি মামলা কোর্টে গেছে এবং সবগুলি মামলার রায় মহিলাদের পক্ষে এসেছে। এই ১২৪টা মামলার মধ্যে ৭টা মামলায় কোর্টে উভয়পক্ষকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার নিষ্পত্তি হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 14th July, 2000 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar. Speaker in the Chair. The Deputy Speaker.

16 Ministers and 38 Members

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যা সূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহা : (বীরগঞ্জ) মিঃ স্পীকার স্যার, গত কালকে গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট এবং আশারাম বাড়ীতে সেখানকার ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেলদের ৪০০ বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন লোক এখনও সেখানে নিখোঁজ এবং সেখানে একটা বীভৎস, ভয়াবহ অবস্থা চলছে। সুতরাং এই মুহূর্তে হাউজের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হোক। স্যার, বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া ও তার পাশ্ববর্তী এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সেখানকার জাতি উপজাতির জনগণের নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ভূমিকা নিয়েছেন এবং কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই ব্যাপারে আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে এখনই উনি যেন ওনার বিবৃতি ও তথ্য পেশ করেন।

শ্রী অনিল সরকার(ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই ঘটনাটা উদ্বেগজনক এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই এই সব ঘটনাগুলি ঘটছে। তবে আমাদের বিধানসভা চলছে, কাজেই তার যে একটা নিয়ম আছে অন্তত প্রশ্ন পর্বটা প্রথমে চলে। তাই আমি বলছি আগে প্রশ্ন পর্বটা শেষ হোক, তারপর কি ঘটনা ঘটেছে সেই ব্যাপারে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল মহোদয়।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল(কুলাই) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০

QUESTION

1. Is it fact that the surrounding wall of the Madhab Killa J. B. School under the Bishalgarh Block has been broken down ?

2. If so, when it is likely to be re-construeted and repaired ?

Answer

1. It is a fact that mud wall of the building of Madhab killa J. B. School under Bishalgarh Block has been damaged partly. (The actual name of the school is Mandab Killa J. B.)

2. The damaged wall of the school building is expected to be repaired by Nov. 2000.

১) ইহা সত্য যে বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন মাধবকিল্লা জে বি স্কুল গৃহের মাটির দেওয়ার অংশত নষ্ট হয়ে গেছে। (বিদ্যালয়টির প্রকৃত নাম মাণ্ডবকিল্লা জে বি)।

২) বিদ্যালয় গৃহের নষ্ট হওয়ায়/মাটির দেওয়াল ২০০০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৫

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে মহিলা কমিশন অসহায় গরীব মহিলাদের পক্ষে মামলা করে থাকেন।

২) নিষ্পত্তিকৃত মামলা গুলোর মধ্যে কতটি ঐ মহিলাদের পক্ষে এবং কতটি বিপক্ষে গিয়েছে।

(৩১-৩-২০০০ ইং তারিখ পর্যান্ত হিসাব)।

উত্তর

১) না, মহিলা কমিশন অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের হয়ে সাধারনত সরাসরি কোর্টে মামলা দায়ের করে না। তবে কমিশনের মাধ্যমে অনেক মামলা কোর্টে যায়। সেখানে সংশ্লিষ্ট আইনজীবিরা ন্যূনতম খরচে মামলা গুলি করার জন্য কমিশনের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকেন।

২) নিষ্পত্তিকৃত মামলা গুলোর মধ্যে ঐ মহিলাদের পক্ষে কোর্টের রায় হইয়াছে ১৩৩টি। বিপক্ষে কোন রায় হয় নাই।

শ্রী অনিল চাকমা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে মামলা গুলি হয়েছে তার সংখ্যাটা কত এবং তার মধ্যে কতটাতে মহিলাদের পক্ষে রায় হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মহিলারা সরাসরি কোর্টে যায় না। মহিলা কমিশনের মাধ্যমে ১২৪টি মামলা কোর্টে গেছে এবং সবগুলি মামলার রায় মহিলাদের পক্ষে এসেছে। এই ১২৪টা মামলার মধ্যে ৭টা মামলায় কোর্টে উভয়পক্ষকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার নিষ্পত্তি হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মহিলা কমিশনের জুডিশিয়েল পাওয়ার না থাকার কারণে কমিশনকে সবসময়ই আদালতে যেতে হয়। অথচ এস. সি, এবং এস, টি, কমিশনেরও জুডিশিয়েল পাওয়ার আছে তারা বিচার করে রায় পর্য্যন্ত দিতে পারেন। কাজেই মহিলা কমিশনের পাওয়ার যে হারে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ বা অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং তার সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা প্রতিহত করার জন্য মহিলা কমিশনের হাতে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া যায় কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আমি এক্ষণি সঠিক উত্তর দিতে পারছিনা পরবর্তী সময়ে সেটা দেব। তবে যে ব্যবস্থাটা আগে ছিল সেটা হলো বাদীপক্ষ মানে অত্যাচারিত মহিলাকে আগে সাক্ষীর ব্যবস্থা করতে হতো. কিন্তু এখন এই বিষয়ে কিছুটা রিলাক্সেশন মহিলা কমিশন তার সাক্ষীর পক্ষে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। আর বাদবাকী যেটা বলেছেন সেটা পরবর্তী সময়ে জানাবার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০

প্রশ্ন

প্রশ্ন :—১) হিমাচল প্রদেশের সরকারের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতাদের ভরণ-পোষণের জন্য কর্মচারীদের বেতন থেকে কিছু টাকা কর্তন করে তাদের দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিবেন কি না ?

প্রশ্ন নং (২) : থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর : —১) এই ধরনের কোন পরিকল্পনা আমাদের রাজ্য সরকারের নেই। তবে আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হলো-ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ নং ধারায় সহায় সম্বলহীন মাতা পিতারা তাদের ভরণপোষণের জন্য তার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়েল মেজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালে-সেই ছেলেমেয়ে যদি চকুরীজীবি হন তাবে তার বেতন থেকে তার মা-বাবার ভরণপোষণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কেটে রাখারা নির্দেশ দিতে পারেন। এরপর আর কোন আইন আমাদের রাজ্যে চালু নেই বা আমরাও চালু করার কোন উদ্যোগ নিইনি।

উত্তর : —২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেছেনা। তবে এখানে ভারত সরকার ওল্ড অ্যাজ পলিসি করার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন। যদি তারা সে পলিসি করে থাকেন তাহলে তখন

সে অনুসারে আমাদের রাজ্যে ওল্ড অ্যাজদের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনুযায়ী ফার্স্টক্লাস মেজিস্ট্রেট রায় দেবেন কিন্তু আইনের প্যাঁচকলে সেখানে বৃদ্ধ মা-বাবারা হয়তো সে সব ঝামেলায় যেতে চাইবেন না সে কারনে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের রাজ্যে আইন চালু করা হবে কি না?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বিষয়টি সামাজিকভাবে আংশিক সত্য। সাধারত: আমাদের সামাজ জীবনে মা-বাবারা তাদের ছেলে মেয়েরা দোষ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য আদালতে যেতে চান না। সেজন্য এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না সেটা আমরা চিন্তাভাবনা করে দেখছি। এবং সেন্টাল গভার্ণমেন্ট যে ওল্ডএ্যাজ পলিসি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা চালু হলে সে অনুসারে আমাদের রাজ্যও সেটা চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি কি না সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বিধানসভায় বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয়ের একটি প্রশ্ন ছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিমাচল প্রদেশের মত আমাদের রাজ্যেও নিজস্ব কায়দায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা চলছে। তখন অবশ্য তিনি মিনিস্টার ছিলেন না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে মন্ত্রী মহোদয় নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবেন কিনা?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : স্যার, এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আইন দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলা হতে পারে।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি সম্পর্কে আমি আর একটু পরিস্কার করে বলছি, আমি দপ্তরের তখন মন্ত্রী ছিলাম। হাঁা, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমরা বিষয়টা নিয়ে হিমাচল প্রদেশ সরকারের চিঠি পত্র চলাচল করেছি। দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে আমি যতদিন ছিলাম ততদিন আমি হিমাচল প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে বিষয়টি দুই দুইবারই আমাদের মন্ত্রীসভার বৈঠকে উঠেছিল। এই ব্যাপারে একটি খসড়াও তৈরী করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমি আরোও বলতে চাই যে, এই সম্পর্কে একটি কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন মাননীয় সমাজ কল্যান দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই। বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা সকলেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনছি। আমরা চাই, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার শীঘ্রই কার্যকরীভাবে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

***শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা* (ছাওমনু) :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মহিলা কমিশনের জুডিশিয়েল পাওয়ার না থাকার কারণে কমিশনকে সবসময়ই আদালতে যেতে হয়। অথচ এস, সি, এবং এস, টি, কমিশনেরও জুডিশিয়েল পাওয়ার আছে তারা বিচার করে রায় পর্য্যন্ত দিতে পারেন। কাজেই মহিলা কমিশনের পাওয়ার যে হারে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ বা অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং তার সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা প্রতিহত করার জন্য মহিলা কমিশনের হাতে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া যায় কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

***শ্রী বিধুভূষণ মালাকার* (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আমি এক্ষণি সঠিক উত্তর দিতে পারছিনা পরবর্তী সময়ে সেটা দেব। তবে যে ব্যবস্থাটা আগে ছিল সেটা হলো বাদীপক্ষ মানে অত্যাচারিত মহিলাকে আগে সাক্ষীর ব্যবস্থা করতে হতো, কিন্তু এখন এই বিষয়ে কিছুটা রিলাক্সেশন মহিলা কমিশন তার সাক্ষীর পক্ষে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। আর বাদবাকী যেটা বলেছেন সেটা পরবর্তী সময়ে জানাবার চেষ্টা করব।

***মিঃ স্পীকার* :—** মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

***শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া* (কৃষ্ণপুর) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০

***শ্রী বিধুভূষণ মালাকার* (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০

প্রশ্ন

প্রশ্ন :—১) হিমাচল প্রদেশের সরকারের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতাদের ভরণ-পোষণের জন্য কর্মচারীদের বেতন থেকে কিছু টাকা কর্তন করে তাদের দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিবেন কি না ?

প্রশ্ন নং (২) : থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর : —১) এই ধরনের কোন পরিকল্পনা আমাদের রাজ্য সরকারের নেই। তবে আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হলো-ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ নং ধারায় সহায় সম্বলহীন মাতা পিতারা তাদের ভরণপোষণের জন্য তার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়েল মেজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালে-সেই ছেলেমেয়ে যদি চকুরীজীবি হন তাবে তার বেতন থেকে তার মা-বাবার ভরণপোষণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কেটে রাখারা নির্দেশ দিতে পারেন। এরপর আর কোন আইন আমাদের রাজ্যে চালু নেই বা আমরাও চালু করার কোন উদ্যোগ নিইনি।

উত্তর : —২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেছেনা। তবে এখানে ভারত সরকার ওল্ড অ্যাজ পলিসি করার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন। যদি তারা সে পলিসি করে থাকেন তাহলে তখন

সে অনুসারে আমাদের রাজ্যে ওল্ড অ্যাজদের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ফৌজদারী দণ্ডবিধির অনুযায়ী ফাস্টক্লাস মেজিষ্ট্রেট রায় দেবেন কিন্তু আইনের প্যাঁচকলে সেখানে বৃদ্ধ মা-বাবারা হয়তো সে সব ঝামেলায় যেতে চাইবেন না সে কারনে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের রাজ্যে আইন চালু করা হবে কি না?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বিষয়টি সামাজিকভাবে আংশিক সত্য। সাধারত: আমাদের সামাজ জীবনে মা-বাবারা তাদের ছেলে মেয়েরা দোষ করলে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য আদালতে যেতে চান না। সেজন্য এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না সেটা আমরা চিন্তাভাবনা করে দেখছি। এবং সেন্টাল গভার্ণমেন্ট যে ওল্ডঅ্যাজ পলিসি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা চালু হলে সে অনুসারে আমাদের রাজ্যও সেটা চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি কি না সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বিধানসভায় বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয়ের একটি প্রশ্ন ছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিমাচল প্রদেশের মত আমাদের রাজ্যেও নিজস্ব কায়দায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা চলছে। তখন অবশ্য তিনি মিনিস্টার ছিলেন না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে মন্ত্রী মহোদয় নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবেন কিনা?

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : স্যার, এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আইন দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলা হতে পারে।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি সম্পর্কে আমি আর একটু পরিস্কার করে বলছি, আমি দপ্তরের তখন মন্ত্রী ছিলাম। হাঁা, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমরা বিষয়টা নিয়ে হিমাচল প্রদেশ সরকারের চিঠি পত্র চলাচল করেছি। দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে আমি যতদিন ছিলাম ততদিন আমি হিমাচল প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে বিষয়টি দুই দুইবারই আমাদের মন্ত্রীসভার বৈঠকে উঠেছিল। এই ব্যাপারে একটি খসড়াও তৈরী করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমি আরোও বলতে চাই যে, এই সম্পর্কে একটি কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন মাননীয় সমাজ কল্যান দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই। বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা সকলেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনছি। আমরা চাই, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার শীঘ্রই কার্যকরীভাবে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মিঃ স্পীকার :— এটা সম্পর্কে মাননীয় আই, সি, এ, টি মিনিস্টার ক্লীয়ার করে দিয়েছেন। এই নিয়ে কেবিনেট সাব-কমিটিও হয়েছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— এটা স্যার, আগামী বিধানসভা অধিবেশনের আগেই দিতে পারব বলে আশা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়শ্চান নাম্বার-৫৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতগুলি বিদ্যালয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত।

২। ডনবস্‌কো বিদ্যালয়গুলি কি খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত,

৩। এই বিদ্যালয়গুলির উপর রাজ্য সরকারের তদারকির কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং

৪। থাকিলে কি কি ?

উত্তর

সবগুলি প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দিচ্ছি। রাজ্য শিক্ষা বিভাগে ধর্মীয় সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়-এর হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারী অনুমোদন নেবার সময় বেসরকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি বিদ্যালয়কেই কতগুলি সরকারী নীতি নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়। আমি সবটা মিলে পড়ে দিচ্ছি সুবিধা হবে, এটা ইনকমপ্লিট। রাজ্যে বেসরকারী সংস্থা অনুমোদিত বিভিন্ন স্তরের মোট ৬১টি বিদ্যালয় আছে। উল্লেখ্য এই বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে কোন কোন রকম অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এই ৬১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় ৪টি, মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ১৫টি, অষ্টম মান বিদ্যালয় ১২টি এবং প্রিপ্রাইমারিসহ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের বিদ্যালয় ৩০টি। উল্লেখ এই জাতীয় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই সরকারী অনুমোদন পাবার সময় সরকারের নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক সমস্ত শর্ত পূরণ করতে হয়। সরকারী নীতি নির্দেশিকা এবং সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধা কিশোরপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যদি কোন সরকারী তদারকির ব্যবস্থা না থাকে, শুনা গেছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পড়ে তাদের কাছ থেকে যে চার্জ ধার্য্য করা হচ্ছে এটা অনেক ক্ষেত্রে বেশী। দ্বিতীয়তঃ এই মিশনারী স্কুলগুলিতে নাকি উগ্রপন্থীদের আখড়া এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী অখিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া খুবই কঠিন। কারণ কংক্রিট কোন প্রশ্ন এবং তার বিষয়বস্তু থাকলে আমার পক্ষে চেস্টা করতে পারি উত্তর দিনে পারি কিনা। আর সেই গুলিতে সেই উগ্রপন্থীর ঘাটি আছে না

আছে,সেগুলি সেই হোম ডিপার্টমেন্ট দেখতে পারে। কিন্তু এটা পত্রিকায় উঠেছে দেখা যায়, শুনা যায়, আমরাও মনে করি যে সেই প্রত্যেকটি ধর্মীয় গোষ্ঠী যখন নাকি অভার রিলিজিয়াস হয়ে উঠে অর্থাৎ ধর্মান্ধ হয়ে উঠে তখনই তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হবার একটাপথ আসে তাদের রিলিজিয়াসটা যখন ট্রেডে পরিণত হয়ে যায় অথবা তাদের ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্য একজন কনর্ভার্ট করতে পারলে তার পুরুষের তিন জনস্বর্গে যাবে ইত্যাদি এই ভাবে হয়ে যায়। তখন তারা এই ধরনের প্রচার-এর দিকে যেতে পারে বা তখন তারা এই উগ্রপন্থী মতবাদকে প্রচারও করতে পারে। এইসব নিয়ে কোন কংক্রিট উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি যতটুকু জানি এই যে স্কুলগুলির নাম বললাম তারা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তারা তাদের শিক্ষা বিস্তার করবার জন্য চেস্টা করছে। তাদের যত স্কুল আছে তার চাইতে অনেক অনেক বেশী আমাদের স্কুল আছে। এখানে কেউ যদি পড়তে চায় আপত্তি নেই। যাদের পয়সা বেশী আছে, যারা এডুকেশন লাইক টু পারসেস্ দি এডুকেশন উইথফুল বক্ষ এণ্ড বেটার এডুকেশন। যেতেই পারে আমাদের কিছু করার নেই। আর এইসব মিশনারীদের এই সমস্ত ধর্ম প্রচার করার যেমন অধিকার আছে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলারও তাদের অধিকার আছে। কিন্তু সেটা কোনদেশদ্রোহীতা মূলক কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব সেই হোম ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের।

শ্রী সমীরদেব সরকার (খোয়াই):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, সরকারের অনুমতি নিতে হয় সেইসমস্ত স্কুলগুলির। অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্তগুলি থাকে পরবর্তী সময় সেই শর্ত না মানলে তা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মত কোন বিধান আছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী অখিল সরকার (মন্ত্রী):— প্রথমত ওরা নিজেরা স্কুল চালায়, শিক্ষকদের বেতন তাদের দিতে হয়! তাছাড়া মূলত সেই প্রতিষ্ঠানগুলি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সেখানে যারা পড়তে যায় আমাদের সরকারী স্কুল পড়লে তুলসীবতী কিংবা শিশু বিহারে পড়লে তার কোন বেতনই লাগে না, কিন্তু সেই হোলিক্রস অথবা অন্য একটা স্কুলে পড়তে গেলে তাকে কম পক্ষে একটা ছাত্রের জন্য মাসে ৫শত টাকা খরচ করতে হয়। ওরা মনে করে যে ৫শত টাকা খরচ করলেও আমার লাভ বেশী। কাজেই, এই সম্পর্কে তারা যদি ভাবত যে অল্প পয়সায় পড়া দরকার সরকারী ব্যবস্থা আছে সেখানে পড়তে পারে শিশু বিহার থেকেও দশটা আসনের মধ্যে ৫,৬ জন স্থান করে নেয় প্রতি বছর। আরও আছে আর নেতাজী স্কুলের মত স্কুল। অন্য স্কুলে পড়েও তো নাম করতে পারতো। সেই দিকে যাদের লক্ষ্য নেই যারা মনেও করে আমরা টাকা দিয়ে বিদ্যা কিনে নেব এবং ভবিষ্যতে আমি দাঁড়াবেন তাদের বিরুদ্ধে আমি কি শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর):— মি: স্পীকার স্যার, এই সব স্কুল করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন রকম অনুমতি নিতে হয় কি না? দ্বিতীয়ত: রাজ্যের ছেলেমেয়েদের উন্নতি দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের আছে সেই দিন থেকে যে সমস্ত খ্রীস্টান মিশনারী স্কুল আছে সেই সমস্ত স্কুল

গুলিতে কি ধরনের লেখা পড়া হচ্ছে ভাল না খারাপ এই সমস্ত ব্যাপারে তদারকি করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা বা বিধি আছে কি না? এবং যদি না থাকে তবে সেই ধরনের কোন ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):— শুধু খ্রীষ্টান মিশনারী না মুসলিম মিশনারীও আছে যারা গোড়া মাদ্রাসা পন্থী। সেই অনুসারেই শিক্ষা চালাতে চাই। কিছু কিছু হিন্দু মিশনারীও আছে যারা বেদ বেদান্তকে শেষ কথা বলে এডুকেশন চালাতে চাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, যেখানে একটা সরকারী ব্যবস্থা থাকা সত্বেও এন, জি, ও হচ্ছে। বলা হচ্ছে বাজেটের সমস্ত টাকা পয়সা এন, জি, ওর মাধ্যমে খরচ করা হবে। এখন সহস্র এন, জি, ও হচ্ছে। যখন থেকে শুরু করে তখন এমন কোন ব্যাপার থাকে না। সে যে রাষ্ট্রদ্রোহীতা কাজ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করছে। কিন্তু করতে করতে একটা সময় দেখা গেছে কোন নষ্টামী ধরা পরলে তখন এমন অবস্থা থাকে এত সংখ্যাক ছাত্র ইনভলভ হয়ে যায় এত সংখ্যাক অভিভাবক ইনবলভ হয়ে যায় এটাকে বেআইনি ঘোষণা করার মত সুবিধা থাকে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা নিয়ম বিধি করা হয়েছে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষাটাকে সিকিউলার করা যায়। যাহাতে সেখানে আমাদের জাতীয় সংহতি বা জাতীয়বোধকে তুলে দেওয়ার কোন স্কপ না থাকে। কারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করছে। সেখানে তারা আমাদের সিলিবাসের সঙ্গে তাদের প্রাইভেট একটা সিলিবাস থাকবে। যে যিশুকে স্মরণ কর বা লর্ড কৃষ্ণকে স্মরণ কর বা হজরত ছাড়া আর কোন নবি পৃথিবীতে আসেনি। কাজেই, এই জাগাটা থেকে যাবে এডিশন্যাল। আমরা চাই সমস্ত ধর্মগোষ্টি তাদের এই ধর্মান্ততার কাজ বাদ দিয়ে শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজ করুক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ এবং সমীর দেব সরকার মহাশয়।

শ্রী সমীরদেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রি) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৩০

প্রশ্ন ১। খোয়াই শহরে লালছড়া গার্লস হইস্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্র সংখ্যা কতজন,

প্রশ্ন :—২ স্কুলটিতে বর্তমানে কতটি ক্লাস রুম আছে,

উত্তর :— খোয়াই শহরে লালছড়া গার্লস হাইস্কুলটিতে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৬৮ জন।

উত্তর :— স্কুলটিতে বর্তমানে ক্লাসরুমের সংখ্যা ৫টি

প্রশ্ন ৩। ইহা কি সত্য যে, ক্লাসরুম গুলির বেড়া দরজা, জানালা অনেকাংশে না থাকায় পঠন-পাঠনের কাজ ব্যহত হচ্ছে এবং,

প্রশ্ন ৪। সত্য হলে, প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

উত্তর :— ইহা সত্য যে ক্লাসরুম গুলির বেরা, দরজা, জানালা না থাকায় পঠন পাঠনের কাজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।

উত্তর :— হ্যাঁ, মাননীয় সদস্যের দাবী তিনি বিধানসভার মাধ্যমে আদায় করে নিলেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যুগ্মভাবে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ১০০।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

প্রশ্ন

১ঃ— রাজ্যে কয়টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে, এই কলেজ গুলিতে কতজন নিয়মিত এবং কতজন পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন,

২ :— প্রতিটি ক্লাশের জন্য পার্ট-টাইম শিক্ষক শিক্ষিকা কত টাকা করে পাচ্ছেন,

৩ঃ— পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিতকরন এবং প্রতিটি ক্লাশের জন্য নির্ধারিত টাকা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

৪ :— না থাকলে, কারণ কি ?

উত্তর

রাজ্যে মোট ১৯টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এই কলেজগুলিতে নিয়মিত এবং পার্ট-টাইম শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯০ এবং ৪৪১ জন। রেগুলার হলেন ৩৯০ জন এবং পার্ট-টাইম হলেন ৪৪১ জন।

পার্ট টাইম শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিটি ক্লাশের জন্য ৬০ টাকা করে পেয়ে থাকেন।

ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই। প্রশ্নের উত্তর তো অনেক আগে লেখা হয়েছে কিন্তু এর পরে আমরা অনেকটা পরিবর্তন করেছি,। পার্ট-টাইম শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতি ক্লাশে ১০০ টাকা করে মাসে কমপক্ষে ৩ হাজার টাকা পায়, আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি।

উত্তর :— প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায় : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা প্রশংসনীয় যে পার্ট-টাইম শিক্ষক, শিক্ষিকারা প্রতি ক্লাশে ১০০ টাকা করা হয়েছে। আর মাসে করা হয়েছে ৩ হাজার টাকা। কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পরিস্থিতি এবং টাকার অবমূল্যায়ন এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই ৩ হাজার টাকা একটা পরিবারের পক্ষে চলা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই কারনে তাদের ৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করার চেষ্টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আগে ৬০ টাকা ছিল, আমরা সেটা বাড়িয়ে ১০০

টাকা করেছি। ক্লাশ করে কেউ ১৮০০ টাকা পেতেন কেউ ৮০০ টাকা পেতেন, আবার কেউ পেতেন না। এই জায়গায় এবার একটা জায়গায় করা গেছে যে তারা ৩ হাজার টাকা করে পাবেনই। তাছাড়া পরবর্ত্তী সময়ে বিষয়টা নির্ভর করছে তারা কি রকম পড়াচ্ছেন। তাছাড়া ছাত্র, ছাত্রীরা তাদের পড়ায় কি রকম খুশি হচ্ছে এবং আমরা তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছি কিনা, সময়ই তা ঠিক করে দেবে। আমার এখন কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পার্ট-টাইম শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নিয়মিতি করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য পদ খালি আছে কিনা এবং তাদেরকে নীয়মিত করা হবে কিনা?

শ্রীঅখিল সরকার:-(মন্ত্রী) তিন বছর যাবৎ এটার উপর অনবরত নানা রকম সিদ্ধান্ত, নানা রকম আলো চনা নানা রকম চেষ্টা নানা রকম উদ্যোগ হচ্ছে অবশেষে আমরা ঠিক করেছি অর্ধেক পোষ্ট আসতে আগামী হয়তো ৫বছর,সাত বছর বা দশ বছর লাগবে। কাজেই ইমিডিটেলি আমরা ৪৯ টা পোষ্ট কে ডি রিজার্ভ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার আগে আমরা ১০০টি পদেই ওপেনলি এডভারটাইজ করছি, প্রসেস চলছে তাতে আমরা দেখব যদি ট্রাইবেল না পাওয়া যায় এস, সি যাবে। এস, সি, যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা ৪৯টি পদ সাধারণ প্রার্থীদের কাছ থেকে নিয়ে নেব। এবং এই পোষ্ট গুলো পরবর্তী সময়ে যারা আসবে ততদিন পর্য্যন্ত ব্যাকলগ হয়ে থাকবে। এই ভাবে আমরা নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করছি। বাকি আরো ৫০ এর উপর রয়ে গেলা এস সি এবং এস টি যদি পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে যে সাবজেক্ট টিচার পাই তাদেরকে আমরা নিয়ে নেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা:—স্যার ৬০টাকা১০০ টাকা একজন কলেজ শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অপমান জনক এবং ২০০০ বা ৩০০০ টাকা। কাজেই একজন ক্লাস ফোর থেকেও বেতন কম অথচ তার পরিচিতি কলেজ শিক্ষক এটা সামাজিক মুল্যায়নের প্রেক্ষিতেই আরেকটু বৃদ্ধি করা দরকার। তাছাড়া আমি পাবলিক কমিটির মেম্বার হিসাবে দেখেছি যে অনেক কলেজ শিক্ষক যে সিডিউল আসছে ক্লাস করার জন্য তারাও কিন্তু রীতিমত ক্লাস না করেও বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। আর পার্ট টাইম টিচার শুধু পার্ট টাইম হওয়ার অপরাধে কঠোর পরিশ্রম করেও তারা দুমুঠো ভাত জুড়বে না এটা তো অমানবিক। কাজেই, এটাতো ১০০ টাকা না এটাকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা যায় কিনা? আর যে ৪৯ টি পোষ্ট ডি রিজার্ভ হবে এটা, তো ভাল কারন দীর্ঘদীন এই রকম ফেলে রাখা উচিৎ না। সেখানে যাতে যাদের বয়সসীমা অতিক্রান্তের পথে তাদেরকেই নিয়োগের বিবেচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— মুলত এটা সাবজেক্ট টিচার এটা টি, পি, এস সি বা ইউ, জি, সি তাদের কতকগুলো নিদিষ্ট ধারা থাকে। সেখনে ৫০ শতাংশ, ৫৫ শতাংশ মার্কাস পেতে হয় বা ডকটরেট থাকতে হয়। নানা অভিজ্ঞতা থাকতে হয়, মেরিট থাকতে হয় সেগুলো না থাকলে

কিছুতেই অন্তঃত পক্ষ কলেজ শিক্ষকদের কমপ্রোমাইজ করা যায় না। এর মধ্যে নেট পরীক্ষা, সিলেকট, পরীক্ষা দিতে হয় এবং যারা পাশ করে তারাই পাবে।

আমাদের এখানে নেট পরীক্ষা দিয়ে ১৮ জন টিকেছে। আমাদের দরকার হলো একশজনেরও বেশী সেখানে মাত্র ১৮ জন টিকেছে। এবং তা যে সাবজেকট দরকার সেই সাবজেক্ট নয় এগুলো আমরা দেখছি। তবে হ্যা এটা ঠিকই তো যে সে একজন পার্ট টাইম লেকচারার অর্থাৎ সে অধ্যাপক, শিক্ষক কিন্তু তাকে এতো দিচ্ছি কিন্তু এতে তো লজ্জা করে যে স্টেট বা রাষ্ট্র বা কানট্রি তা সে মেনেইজ করতে পারছে না। এঁরা তো নিয়েছে যে কর্মচারী আরোও কমানো হোক, আরোও ১০ শতাংশ কেটে দেওয়া হোক, আর নতুন নিয়োগ করা যাবে না। কাজেই সিলেকশান বলে কি আছে। কাজেই এটা স্বাভাবিক সোসেল স্টেগুথেকে এটা লজ্জা মনে হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের যে রিয়ালিটি থেকে এবং লজ্জাটা যেন আমাদের ভুষন হয়ে দাড়িয়েছে। কাজেই শ্যামবাবু বক্তবাটার যে স্পিরিট সেটা আমি গ্রহন করলাম কিন্তু অর্থকরী দিকটাকে দেবার মত আমার সাধ্য নেই বলে আমি ঘোষনা করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) **:** — এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান্ নং ১৪৬।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) **:**— এড্মিটে্ কোয়েশ্চান নং ১৪৬

প্রশ্ন :— ১) ত্রিপুরা রাজ্যে ২০০১ ইং সনের জনগণনার ক্ষেত্রে ও, বি, সি সম্প্রদায় ভুক্তদের পৃথক ভাবে চিহ্নিত করনের মাধ্যমে জনগণনা করানোর জন্য রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

উত্তর :— ১) বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারাধীন। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লীমেন্টারী স্যার, এখানে ১১-০২-২০০০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য নারায়ন চৌধুরী এক প্রশ্নের উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন ৯৫-৯৬ সালের রাজ্য সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য ও, বি, সি জনসংখ্যা ০৬,৭৪,২৯২ জন। কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে ২৪.৫ পার্সেন্ট রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী। ও, বি, সি সম্প্রদায়ের লোকেরা তা মানতে নারাজ। এবং বলছিলেন জনগননা যে হচ্ছে এটাতে আসল চিত্র বেরিয়ে এসেছে আসলে জনগননা, এই ব্যাপারটা এই বারও সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট ও, বি, সি কে আলাদা ভাবে কোন চিহ্নিত করার কোন পদ্ধতি রাখেননি। কালকে আমি বলেছিলাম, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ০২-০৭-১৯৯৯ই অনারেবল্ মিনিষ্টার অব ষ্টেট ওয়েলফেয়ার অব, ইন্ডিয়া উইদ্ দ্যা রিকুয়েষ্ট টু টেক্ আপ, দ্যা মেটার অব্ দ্যা সেন্ট্রাল সেনসাস্ ডিপার্টমেন্ট অব দ্যা অরগেনাইজেশান্ ফর দেয়ার গাইডেন্স্ ডিউরিং দ্যা নেক্সট্ জেনারেশন্ স্যার এই সময় যাতে যাতে কার্ড সেনসাস করা হয় এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ আমি জানিয়েছি এবং এটার

কপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও দিয়েছি। দেওয়ার পরে রাজ্য সরকার এর তরফ থেকে কার্ডগুলি সেননাস্ করার জন্য সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের সাথে কোন টেক্ আপ করা হয়েছে কি না ?

শ্রী অখিল সরকার (মন্ত্রী) :— ত্রিপুরা রাজ্যে যে সেনসাস্ এর জন্য চিঠি পাঠিয়েছি এবং অনুরোধ করেছি ও, বি, সি, তালিকা অনুসারে যাতে রাজ্যে তালিকা তৈরী করা হয়। ন্যাশনাল কমিশান্ অব্ ফর দ্যা বেক্ওয়ার্ড ক্লাসেস্ তরফ থেকেও সুপারিশ করা হয়েছিল। যাতে ও, বি সি জনগনের স্বার্থে সম্প্রদায় জাতি ভিত্তিক গননা করা হয়। আমি নিজেই সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের কাছে একটা চিঠি দিয়েছি। ত্রিপুরায় জনসংখ্যাটা যাতে জাতি ভিত্তিক করা হয়। এই পর্যন্ত বলতে পারি আমি।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকার বহু টাকা খরচ করে নন্দী কমিশন গঠন করেছিলেন, নন্দী কমিশন ৯৪ এ গেজেট্ নটিফিকেশান দিয়ে ৪৬টা জাতি গোষ্টিকে ও, বি, সি এর জন্য চিহ্নিত করেছেন এবং তার রিপোর্ট এ ৩৫০৫ পার্সেন্ট ও, বি, সি সংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন। যদি শ্যামাচরন কমিটি আগে ৪০ পার্সেন্ট বলেছিলেন, রাজ্য সরকার ২৪'৫ পার্সেন্ট বাল্ছেন, এখন যেহেতু বিতর্ক নন্দী কমিশন সরকারই টাকা খরচ করে গঠন করেছেন এবং যেটা বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী লিখেছেন, লিখে থাকলে কবে এটা দিয়েছিলেন ? এটা জানালে বাধিত হব।

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই চিঠির ডেট্ আমার কাছে নেই, পরে জানিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—(বড়দোয়ালী) স্যার আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরি :—(মন্ত্রী) স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

Question

1. Nos of campaigns designed by the information Cultural Affairs Department to combat the present crisis of the State due to insurgency since 1998.
2. If so, the exenditure incurred for the conduct of such campaigns ?

ANSWER

No. 1. During the period question Information, Cultural Affairs & Tourism Department has organised 22 Nos. of Special Publicity Campaign to strengthen emotional and cultural integration including peace and barmaoy throughout the State.

ANS. No—2 · Rs, 11,37, 88/-(Rupees lakhs thirtyseven thousand eight hundred eighty two)

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :—(বামুটিয়া) স্যার, আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

প্রশ্ন :—১) ইহা কি সত্য যে, সদর উত্তরের লেম্বুছড়াস্থিত রবি কুমার হাই স্কুলে দিলীপ দেববর্মা নামে জনৈক ব্যক্তি কে, বি, টি পদে গত ৮,১,১৯৯৩ ইং জয়েন করে ছিলেন এবং ২৭ মাস উক্ত পদে বিনা বেতনে শিক্ষতা করানোর পর অন্য আরোও কয়েকজন কে, বি. টি-এর সঙ্গে উক্ত দিলীপ দেববর্মাকে ও চাকুরীচ্যুত করা হয়, এবং

২) সত্য হলে কেন এরূপ হয়, এবং

৩) উক্ত ২৭ মাসের বেতন প্রদান সহ শীঘ্রই দিলীপ দেববর্মা সহ একই সঙ্গে চাকুরী চ্যুত অন্যান্য কে,বি,টি দের পুর্ণ নিয়োগ করা হবে কিনা ?

১নং, ২নং, ও ৩নং, প্রশ্নের উত্তর

ইহা সত্য যে, শ্রীদিলীপ দেববর্মা অবৈধ ভাবে নিজের পছন্দমত বিদ্যালয় রবিকুমার হাইস্কুলে কক-বরক শিক্ষক পদে গত ৮-১-১৯৯০ ইং তারিখে যোগদান করেন, আর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অনুরূপভাবে নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কক-বরক শিক্ষক পদে যোগদান করার ফলে পরবর্তী সময়ে তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ার জন্য ২৪-৩-১৯৯৫ ইং তারিখে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁদের ব্যাপারটা উপযুক্ত তদন্তের জন্য ভিজিলেন্স সংস্থার গোচরে নেওয়া হয়। ভিজিলেন্স সংস্থা থেকে এখনও এ ব্যাপারে কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। ভিজিলেন্স রিপোর্ট পাওয়ার পর ঐ সব ব্যক্তি দের তাঁদের অবৈধভাবে ককবরক শিক্ষক পদে কাজের জন্য কোন কিছু দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস :— স্যার, যেহেতু বিষয়টা ভিজিলেন্স তদন্তাধীন রয়েছে, সেই জন্য আমি অনুরোধ করব কবে নাগাদ ভিজিলেন্স এর কাজ শেষ করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার এখন এই শিক্ষকরা নিজেরাই নিজেরাই নিজেদের পোষ্টিং কোথায় হবে এবং অফারটাও নিজেরা তৈরী করে, এটা একটা ডাউটফুল ব্যাপার। কাজেই, সবটা মিলে যদি ভিজিলেন্সটা ক্লেয়ার করে দেয় যে না এভ্রিথিং ইজ ওকে, তাহলে তাদের প্রাপ্য তাদের জায়গায় দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভিজিলেন্স এর ব্যাপারটা কোন তদারকি করা চলে না, বলবে যে আমি তাহলে ইন্টারেসটেড। কিন্তু ভিজিল্যান্স ব্যাপারটা এটা তদন্তের ব্যাপার। এটা করাপশন, এটা ভুল, এটা ভ্রান্তি এবং অনেক কিছুই থাকে, যাতে এটা নিরপেক্ষ ভাবে হয় সেই জন্যই ভিজিল্যান্স যায়। এখন যদি আমাদের তরফ থেকে যদি তাড়াতাড়ি করি তাহলে একটা সন্দেহের সীমায় চলে আসবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলছেন যে, নিয়োগ করার ২৭ মাস

পরে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। যদি এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম থাকে তাহলে ২৭ মাস ধরে সে কি করে ঐ স্কুলে কাজ করল এত দিন তাকে কেন শাস্তি দেওয়া হলো না।

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— ২৭ মাস পরে ধরা পড়লে তে তাদের পোষ্টিং এর প্লেইসটা একটা জাল। এখন তো রেগুলার ধরা পরেছে ২০ বছর চাকুরী করেছে এস.সি সার্টিফিকেট দিয়ে। আমাদের বলতে হয়েছে যে তুমি সারেণ্ডার কর তোমার চাকুরীর সমস্ত বেনিফিট থাকবে। ২০ বছর পরেও তো জাল সার্টিফিকেট ধরা পরে। যারা নাকি এই সব করে তারা রাষ্ট্রশক্তির চাইতে চালাক পুলিশের চাইতেও অনেক বেশী চালাক। সেই জন্য আপনি কাকে সমর্থন করছেন আর আমি কাকে সমর্থন করছি। এইগুলি ধরা পড়লে তো এর জন্য আমি দায়ী না। কিভাবে ২৭ মাস পরে ধরা পড়ল এখানে অনেক কর্মচারী থাকতে। অনেকে কি করে দেখা যায় নকল নাম দিয়ে বেতন ড্র করে ২০, ১০ লক্ষ টাকা ধরা পরে। ক্রেই, নিঃসন্দেহ দুর্বলতা আমরা যে সমস্ত সেটআপ ইত্যাদি আমাদের সেইগুলো নাই। কিন্তু ধরা পরলে তো সেটার বিচারটা ঠিকমত হবে। অন্তঃত সে যাতে অপরাধী কিনা অপরাধী নয় সেটা সঠিক ভাবে হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি কয়টা কেইস দেখেছি তার অফার রেগুলার ছিল এবং তার পোষ্টিংও ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় সাসপেন করা হয় ২৭ মাস পরে যে তোমার পোষ্টিং ঠিক হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা যদি দেখা যায় তাদের পোষ্টিং রীতিমত ছিল, অফারও রীতিমত ছিল তাহলে তারা দায় দায়িত্ব কিভাবে ক্ষতিপূরণ করা হবে

শ্রী অখিল সরকার (মন্ত্রী) :— না না যদি সম্মানিত হয়েছে স্যার কোন অপরাধ নাই এই ব্যাপারে সে সমস্ত বেতন প্রথম দিক থেকে পাবে। কোন অসুবিধা নাই তো। কিন্তু যেটা ধরা হয়েছে সেটা যদি ক্লিয়ার না করা হয় কারণ আমি তো এই ব্যাপারে এক্সপার্ট নই আমি পলিটিক্যাল এক্সপার্ট। এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্টের তারা দেখবে। তদন্ত করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটার মূল কথা হচ্ছে রাজনীতি। আমাদের জোট আমলে যেগুলি অফার দেওয়া হয়েছিল এপয়েমেন্ট দেওয়া হয়েছিল এই গুলিকে যেভাবে হোক ডিজ এলাউ করা যায় কিনা ?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :—জোট আমলে স্যার, কম করে ২০ হাজার এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এখানে তো কন্টিজেনসি পাওয়া গেছে। তাহলে এটা কি প্রতিশোধ মূলক কোন ব্যাপার হয় ? এই সমস্ত শিক্ষকদের কি বামফ্রন্টের কোন মন্ত্রী বা বামফ্রন্টের সমস্ত কেডাররা আমাদের সঙ্গে তো এদের কোন সম্পর্কই নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : তাদের অফার রেগুলার ছিল পোষ্টিও ছিল। কিন্তু বলা হয়েছে সেই পোষ্টিগুলো ই-রে লার। প্রায় ৫০০ এর মত পোষ্টিং দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ২৫০ এর মত

বাদ পরে। দেখা গেছে যারা বাদ পরেছে তারা নাকি টাকা দিয়ে পেয়েছে। এই প্রশ্ন গুলি তদন্তের মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :-- এই সব রেকর্ড আমি তদন্ত করছি না। যারা চাকুরী পেয়েছে তাদের পেটের ভাত মেরে লাভ নাই। যারা এই সমস্ত করে, ঘুষের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তার পরে এমন কোন লোক নাই পুলিশ, মিলিটারী, সি, আর, পি, এফ এবং রাষ্ট্রপতিও ঘুষের জন্য কোন একাউন্টস্ পান না।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস :— মি স্পীকার স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ভিজিল্যান্স এনকোয়ারী চলছে। এবং এনকোয়ারী রিপোর্ট পাওয়ার পরে বিষয়টা জানা যাবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে চাকুরী পাওয়ার পর-(১৯৯২সাল থেকে) ২৭ই মাস পর্যন্ত একটি নোটিশ দেওয়ার পর তাকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ছাঁটাই হওয়ার পরে সেই এনকোয়ারী শুরু হয়েছে। বিষয়টা এই রকম কিছু না যে, সে চাকুরী করতে এসে মাস্টার বাবুরা আর রিপোর্ট সমন্ধে জানেন। কাজেই এই বিষয়টা পাঁচ বছর থেকে সামগ্রিকভাবে ভিজিল্যান্স এনকুয়ারী সমাধান করতে পারেনা, সেটা তো আশ্চার্য্যের বিষয়। গাফিলতি কোন প্রকার থেকে থাকলে তদন্ত খুব শীঘ্রই সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, এই সম্বন্ধে জানতে চাই।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই কেইস্‌টাকে এত ছোট করে দেখা যেখানে ডির্পাটমেন্ট তাকে পোষ্টিং দেয়নি। ব্যাপারটা অতি ছোট। কারণ সে মাসে মাসে ৪ হাজার টাকা পাবে। আর সেই তুলনায় তার চেয়ে বড় ব্যাপার হতে পারে না। পাঁচ হাজার টাকা তুলে নেয়। কিন্তু এটা ভয়ংকর অপরাধ। সেইটা ডিফেণ্ড করে কোন অর্থ হয় না। নৈতিকতার ব্যাপার আছে। প্রকাশবাবু যে কথা বলেছেন সেটা যেন দ্রুত সমাধান হয়। আপনি রিকোয়েষ্ট করেছেন, আমিও রিকোয়েষ্ট করছি। বিধানসভা থেকে যে ভিজিল্যান্সের কাজ সেটা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়। আমরা এই দুইটি পেশ করছি ভিজিল্যান্সকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কাজলচন্দ্রদাস (কল্যাণপুর) : - এডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২৪৮।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৪৮।

প্রশ্ন(এক), গত বছর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ (বাংলা)-এর ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ধরণের অনিয়ম হয়েছিল বলে অভিযোগ এসেছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য তথা মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় উক্ত ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মের ব্যাপার-এ যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন সেই তদন্ত কমিটির রির্পোট কাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এবং

প্রশ্ন(দুই), দোষীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর(এক), মহামান্য রাজ্যপাল তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বাংলা বিভাগের এই সময়ের প্রধানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

উত্তর(দুই), উপরোক্ত তদন্ত কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী ইউনিভারসিটি এই সিণ্ডিকেট উক্ত প্রধানকে দুই বছরের জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে যুক্ত না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন এটাতে আমরা সন্তুষ্ট। এই ব্যাপারে স্যার, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে ধরনের খবর দেখতে পেয়েছি বাংলা এম, এ ফল প্রকাশের পরে একজন তরুন ছেলেকে হারিয়ে দিয়েছি। এটা সত্য কি মিথ্যা আমি জানিনা।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস(মন্ত্রী):—স্যার,আমরা এই ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় দেখেছি ত্রিপুরার একটি তরুণ কৃতি ছেলে নিখোঁজ হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে একজন অধ্যাপক জড়িত। নিখোঁজ ছেলেটির নাম রাজর্ষি সাহা। এই বিষয়ে জানতে চাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— রাজর্ষি সাহার সঙ্গে কারো যুক্ত থাকার বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার।

শ্রীদীলিপ সরকার (বাধারঘাট) : — মিঃ স্পীকার,স্যার,অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান—২৭৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়,

২। ইহাও কি সত্য যে, উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকদের ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু মাত্র চাকুরীতে ২ (দুই) বৎসরের একস্টেনশান প্রথা চালু করেছেন।

৩। রাজ্য সরকার অবগত আছে কিনা যে অন্যান্য রাজ্যে সে ক্ষেত্রে দুটো করে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি এবং তাদের ছেলে মেয়েদের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা তথা চাকুরী দেবার প্রথাও চালু আছে,

৪। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এই ধরনের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। না।

৪। না।

শ্রী দিলীপ সরকার :— মাননীয়, অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে; ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কত? তারমধ্যে কতজন জীবিত এবং কর্মরত আছেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবারগুলিতে সরকারী চাকুরীর সুযোগ সুবিধা আছে কিনা। যদি না থাকে, তাহলে দেবার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, জাতীয় পুরস্কার শিক্ষকদের মধ্যে অনেক দিন থেকে দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কাজেই এর সংখ্যা ভালই হবে। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা খুবই ভাল। হাউস জানতে পারবেন কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এ ধরনের প্রশ্ন আসবে। তাই বর্তমানে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। আমি অবশ্যই পরবর্ত্তী সময়ে হাউসকে জানাব। স্যার, আমাদের এখানে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা দু বৎসর চাকুরীতে এক্সটেনশন পান এটাও কম নয়। অন্যান্য সুযোগ কে কোথায় কি রকম দিচ্ছে সেটা আমরা জানি না। অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ করব। স্যার, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকরা আমাদের শিক্ষার জগতে ফাদার। তাদের গাইড, ফিলস ফি শিক্ষার জগতে নিশ্চয়ই দরকার। যদি আরো কিছু বেনিফিট দিতে পারা যায় তাহলে আমাদের ভালই লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— যে সকল তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

OBITUARY REFERENCE ANNEXURE—'A' and 'B'

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসুচী হলো, "স্মৃতি চারণ পর্ব"। আজকের কার্যসূচীতে একটি স্মৃতি চারণ রয়েছে। স্মৃতিচারণটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের প্রাক্তন সাংসদ বেগম আকবর জেঁহা-র মৃত্যুতে আনা হয়েছে। আমি এখন এটি পাঠ করব। পাঠের শেষে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব দুমিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করতে।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার মা, ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম আকবর জেঁহা গত ১১ই জুলাই, মঙ্গলবার, ২০০০ ইং তারিখ সকাল ১০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। প্রয়াতা বেগম আকবর জেঁহা কাশ্মীরের মানুষের কাছে "মাদার-ই-মেহেরবা" নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উনার বলিষ্ঠ অবদান ছিল। উনি দুইবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন সাংসদের মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের

প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে। আমি সদস্য মাননীয় সদস্যাগণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা বেগম আকবরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(মাননীয় সদস্য ও সদস্যা মহোদয়গন দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালন করেন)

শ্রীজওহর সাহা: মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নোত্তরের আগে যেটা বলেছিলাম যে, তেলিয়ামূড়ার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাসমূহের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনি প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর এ ব্যাপারে জবাব দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন বলেছেন তো।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER IN-CHARGE.

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:** -মি: স্পীকার স্যার, ওভার টেলিফোন আমি যতটুকু তথ্য পেয়েছি সেটা হচ্ছে, তেলিয়ামুড়া থানার পূর্ব দিকে রাত্ত সাড়ে এগারটার সময় হঠাৎ একটা বোমার শব্দ শুনা যায়। তখন এস, আই শ্রীরতন মজুমদার তার স্টাফ নিয়ে সেই দিকে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন কিছু কিছু বাড়ীর মধ্যে ক্যারুইলং এলাকায় উত্তর ব্রহ্মছড়া, কলইপাড়া, চাকমাঘাট এলাকায় এই সব এলাকায় আগুন জ্বলছে। প্রায় এক সঙ্গে অরগেনাইসড ওয়েতে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল বাড়ীঘরে আগুণ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এস, আই রতন মজুমদার এডিশ্যনাল এস, পি, প্রদীপ পাল, এস, ডি, পি,ও. তেলিয়ামুড়া শ্রীবি, কে, নাথ এস, আই, শ্রীতপন লস্কর এবং চাকমাঘাটে সি, আর, পি নর্থ ব্রহ্মছড়া এবং ইন্দ্রপল্লীপাড়ায় ভাগাভাগি করে পুলিশ একশান নেয়। তারা চেষ্টা করে আগুন যাতে না ছড়ায়। আগুনে যে সমস্ত বাড়ীঘর পুড়ে গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্যারিলং-এ ৬০টা বাড়ী পুড়ে গেছে এইগুলি ট্রাইবেল বাড়ী, উত্তর ব্রহ্মছড়ায় ২৫টি ঘর পুড়ে গেছে, এইগুলি ট্রাইবেলদের বাড়ী,কলুই পাড়ায় ২২টি পুড়েছে এই ঘরগুলিও ট্রাইবেলদের এবং চাকমাঘাটে ২২টি বাড়ী পুড়েছে এই পাড়া ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেলদের বাড়ী। এই জন্য সেখানে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিন জন হাসপাতালে আছে এবং এখন পর্য্যন্ত কোন প্রাণ হানি হয়নি। সেখানে ডি, এম, এস, ডি, ও, এবং এডিশন্যাল এস, পি, তাঁর ছুটে গেছেন স্পটে । সেখানে কার্ফুজারী করা হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। আজকে বাজার বার ট্রাইবেলরা ঢুকতে পারে না এগুলো সেখানে উত্তেজনা হতে পারে টুওয়ার্ডস্ ইনসিডেন্ট অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। এই পর্য্যন্ত এই রিপোর্টটা আপনাদের কাছ উপস্থিত করলাম ।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী যে তালিকা উনি পড়ছেন এবং যে তথ্য উনি টেলিফোনের মাধ্যমে পেয়েছেন, এতে আধা ডজনের মত পুলিশ অফিসারের কথা বলেছেন এই সব ঘটনার পর তারা সেই জায়গায় ছুটে গেছেন। স্যার, গতকাল রাত্রি ১১টা থেকে ঘটনা শুরু হয়েছে এবং যে তথ্য মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সংগ্রহ করেছেন এবং যে

তথ্য উনি দিলেন সংখ্যাটা প্রায় ১০০-র কাছাকাছি, কিন্তু স্যার, আমি যে টুকু জানতে পেরেছি সেটা হল, এখানে শুধু ১০০ নয়। সেটা আপনি নিজেও জানেন কারণ আপনার নিজের বিধানসভার কেন্দ্রের পাশে। এখানে টোট্যাল প্রায় তিন শতর উপরে ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেলের বাড়ী পুড়ানো হয়েছে। প্রথম যখন এই দিকে রাত্রিবেলা আগুন লাগানো হয়, দুস্কৃতকারী আগুন লাগিয়ে দেয় চাকমা ঘাটের আশপাশ এলাকাগুলিতে ঠিক নদীর ঐ পাড়ে ট্রাইবেল বস্তিতে যারা বসবাস করত নিরাপত্তার অভাবে তারাই আবার নদীর ঐ পাড় চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসতে পারেনি। এখন এই এলাকার কিছু লোক উত্তেজিত এটা স্বাভাবিক তারা ব্রহ্মছড়া এবং তার আশপাশ এলাকাগুলিতে গিয়ে কিছু বাড়ীতে সেখানে আগুন লাগিয়েছে ফলে স্যার, সেখানকার পরিস্থিতি শুধু অগ্নিগর্ভ বললে শেষ হবে না, পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, জটিল সেটা উনি মাননীয় ভার প্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোনে জানালেন। তাহলে স্যার, আরক্ষা দপ্তর কি করছে, আরক্ষা দপ্তরের কর্তব্য কি? যখন রাজ্যের কোন প্রান্তে কোন একটা ঘটনা ঘটে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং যদি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও থাকেন উনাকে জানাবেন। স্যার, পুলিশের এতবড় অডাসিটি যে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে জানতে হল টেলিফোনে। তেলিয়ামুড়ার ঘটনা কি হয়েছে স্যার, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আসলে যে তথ্য উনি দিয়েছেন সেই তথ্য সঠিক নয়, পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক বেশী জটিল, অনেক বেশী ঘুরালো এবং সেখানে এখন পর্য্যন্ত কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা বলা হয়েছে সেখানে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্যার, ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে কিছু যুবককে এনে লক আপে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে পুলিশ তার কাজ করেছে। স্যার এইগুলি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করবে। দুস্কৃতিকারী যারা মানুষের ঘরে আগুন লাগায় তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। কিন্তু নিরীহ মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে পুলিশে চামড়া বাঁচানোর জন্য নিরীহ মানুষকে এই ভাব ধরে নিয়ে যাবে এটা হতে পারে না। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জানবেন কি ঐ এলাকার জাতি উপজাতি মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? কেন এতগুলি বাড়ি আগুনে জ্বলল। কেন এতগুলি পুলিশ অফিসার, এতগুলি আরক্ষা দপ্তরের কর্মী থাকা সত্বেও প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই কেন?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্তমুখ্যমন্ত্রী) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, বাড়ী ঘরের তো কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই যে সেখানে আগুন লাগলে জ্বলছে না কাজেই সেখানে কেউ আগুন লাগিয়েছে। সেখানে ডি, এম গেছেন এস,পি,গেছেন উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসাররা গেছেন সেখানে লাঠি চার্জ হয়েছে,ফায়ারিং হয়েছে, এইটুকু বলতে পারি যে সেখানে প্রাণহানি হয়নি। কাউকে যদি ধরা হয় তারপর বলা হয় সে নিরপরাধী, এটা কি কারও গায়ে লেখা থাকে যে তিনি ঘর পুড়িয়েছেন, তিনি ঘর পুড়াননি। কাজেই, এই অবস্থার মধ্যে সেই পলিটিশিয়ান থেকে শুরু করে সাধু-সন্ত, গোঁসাই, দুষ্ট, হারমাদ সবাই এক সঙ্গে ধরা পড়বে এটা আমি বলতে চাইছি। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, মরে যাব তাতে আমার দুঃখ নেই।

এটা সত্য। কাজেই কেউ অন্ততঃপক্ষে গাড়ীর মধ্যে নাম্বার লাগিয়ে দাঙ্গা করতে যায় না। দাঙ্গা-বাজদের কোন নাম্বর থাকে না। কাজেই টেলিফোনে কথা হয়েছে মানে কি? প্রথমত টেলি-ফোনেই কথা বলবে। তারপর-ত রির্পোট আছেই, তারপর আর একটা লিখিত রির্পোট আছে, আমাকে সব বলতে হবে। এর থেকে আপনি প্রমান করতে পারেন না যে আরক্ষা দপ্তর, অযোগ্য। তাদেরকে সাসপেণ্ড করা হোক। সব যুধিষ্ঠিরদের থানায় আনায় হয়েছে। ঘটনা যখন ঘটে তখন যুধিষ্ঠিরও যায়, দুর্যোধন, কৌরবরাও যায় থানার লক-আপে থাকে।

শ্রীজওহর সাহা :- (বিরোধী দলনেতা),— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জামাইকে অবৈধভাবে পুলিশ দপ্তরে এনে বসিয়ে দেওয়া হবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। স্যার, তেলিয়ামুড়াতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি চলছে। খোয়াই মহকুমার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি চলছে। এগুলি কারো অজানা নয়। জাতি, উপজাতির মানুষ সবস্বান্ত হচ্ছে। মুখে বলা হচ্ছে সরকার থেকে তাদেরকে প্রটেকশান দেওয়া হবে। যারা শরনার্থী হিসাবে রইলেন তাদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হল।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, এই মুহুর্ত্তে আমার মনে হয়, সবাই মিলে একটা প্রস্তাব নেওয়া উচিত, যার যাতে এটা বাড়তে না পারে আর যাতে না হয়।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, উনার বলার অধিকার আছে। উনি পরে বলতে পারবেন। স্যার সারা ত্রিপুরার পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। স্যার, বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল বিভিন্ন জায়গায়। ফায়ার সার্ভিস যখন তেলিয়ামুড়া দিয়ে যায় তাকে বলে দেওয়া হল যাওয়ার সময় যাতে সাইরেন বাজানো না হয়। পরিস্থিতি কি ধরনের খারাপ হলে পরে ফায়ার সার্ভিসকে বলা হয় সাইরেন না বাজিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর বলছে তারা মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে স্যার, আমরা চাই যারা দুস্কৃতকারী, যারা এট ঘটনার সংগে জড়িত তাদেরকে যাতে রেহাই না দেওয়া হয়। আমার কথা হল, এই অবস্থার মধ্যে কি ওরা বাড়ীতে ঘুমিয়ে থাকে।

(রুলিং পার্টির থেকে হাসির শব্দ)

শ্রীজওহর সাহা :— এটা কি চলছে স্যার, এ কি তাদের ভূমিকা রাজ্য সরকারর ভূমিকা কি ধরনের। চারিদিকে মানুষ খুন হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপক কুমার রায় :— আমরা এখানে রং করার জন্য আসিনি। বাড়ীঘর জ্বলছে, আর ওরা বসে বসে হাসছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিকট চীৎকার আর মৃদু হাসিতে কোনপার্থক্য নেই। আমার বক্তব্য হল, ত্রিপুরার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করা হয়েছে বা হচ্ছে।

এখন অন্ততঃপক্ষে দলমত নির্বিশেষে যাতে বন্ধ হয় সেদিকে চেষ্টা করা দরকার। আমরা সাধ্যমত সহযোগীতা করতে রাজী আছি। যেহেতু উই আর দি রুলিং ক্লাস আমাদের দায়িত্ব নিশ্চয়ই একটু বেশী আছে। কারণ ষ্টেট অ্যাপ্যারেটাস আমাদের হাতে, আমাদের হাতে পুলিশ আছে। কাজেই আমরা সেইদিকে যাচ্ছি। কিন্তু এর সঙ্গে সহযোগীতা একটা বিশাল ব্যাপার আছে? আর আপনি বলছেন ঘুমিয়ে আছে। এই সময় ঘুমায় কি করে? এটা কি ঘুমানোর সময়? তেলিয়ামুড়ার চতুর্দিকে আগুন জ্বলছে, আর সবাই ঘুমাচ্ছে। এটা কি জাষ্টিফিকেশান দিলেন? এটাই হাসির কারন। আপনি অ্যাজাণ্ডাটিতে ঘুমন্ত অবস্থার দিকে নিয়ে গেলেন। সেজন্য হাসি পেয়েছে। আমি দুঃখিত যদি হাসির ইস্যুটাকে লাইট করার ব্যাপারে ক্ষতিকারক হয়। আপনি অ্যাজেণ্ডাটকে মূলত একজন যে ঘুমন্ত লোক আছে তার দিকে নিয়ে গেলেন, সেজন্য হাসির কারণ। যাইহোক, আই অ্যাম সরী, হাসিটা যদি এটাকে লাইট করার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তো, আই অ্যাম সরী। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিটাকে বা অবস্থাটাকে যদি আমরা বিস্ফোরণ হতে দেই অর্থাৎ আগুন যদি জ্বালতো তাতে রাবন, হনুমান, রামচন্দ্র এই তিন জনেরই মুখ পোড়া যাবে। কাজেই আসুন এটা বন্ধ করি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই উদ্বেগজনক, কারণ কিছু দিন আগে উত্তর মহারাণী, দক্ষিণ মহারাণী, কল্যাণপুর ইত্যাদি অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটে গেছে তার মাত্র কয়েক দিন পর গত কালকে যে ঘটনা ঘটল তাতে গভর্ণমেন্টের অপরিনামদর্শিতার দিকটা কি প্রমানিত হয় না। স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছে যে ১১ টা নাগাদ আগুন লেগেছে কিন্তু পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যা ৬টা কি ৭টা থেকেই শুরু হয়েছিল, আর পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে প্রায় দুই কি এক ঘণ্টা পর। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমোশন্যাল ইন্‌টিপ্রেশন্‌ এর জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশকে আরও সক্রিয় করার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন কিনা জানাবেন কি না। তারপর গত কাল মাননীয় সদস্য কাজলবাবু যে প্রশ্নটা তুলেছিলেন যে, এই সমস্ত দুর্গত এলাকাতে শাসকদল ও বিরোধী মিলে সকলের কাছে শান্তি ও সম্প্রতি রক্ষা জন্য আবেদন জানানোর ব্যবস্থাটা সরকার থেকে করবেন কি না জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমরা এই হাউসে থেকে সারা রাজ্যের মানুষের কাছে বিশেষত তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর ও খোয়াই এলাকাগুলি এত বেশী সেন্‌সিটিভ্‌ হয়ে গেছে যে ওখানে প্রায় দিন প্রতিনিয়ত এমন কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এটা কারও নিয়ন্ত্রনে নেই। এই অবস্থায় আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং এই হাউস থেকে আমরা সমস্ত দলমত নির্বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষ শুধু নয়, সারা রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন রাখছি যে, এই সমস্ত কাজকর্ম থেকে আপনারা দূরে থাকুন, এগুলিকে বন্ধ করুন, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তা না হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই এই ব্যাপারে আমরা আমাদের চেষ্টা করছি, নিশ্চয়ই আমরা ক্রিটিসিজ্‌মে্‌র উর্ধে নই। আপনারা

আপনারা চেষ্টা করছেন, তবে আপনারাও আমাদের ক্রিটিসিজমের উর্ধে নন। তবে আজকের এই পরিস্থিতির মধ্যে ক্রিটিসিজ্ম্, পারস্পরিক দোষারোপ বড় কথা নয়। সকলে এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং বলতে হবে এগুলি বন্ধ কর এর দ্বারা এই ত্রিপুরার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শ্রী রতন লাল নাথ :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন, মাননীয় শ্যামাবাবুও বলেছেন এবং তারপর উনিও মানে সকলেই আবেদন রাখলেন এই হাউস থেকে ওদের কানে পৌঁছানোর জন্য, ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, যেহেতু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে প্রায় এগার শত পরিবার যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এমতাবস্থায় কি হাউস থেকে কোন দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে সেই এলাকা ভিজিট করে যাতে ফারদার এই ধরনের কোন ঘটনার এক্স্‌টেন্‌শন্ না হয় সেই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ নয় ?

মিঃ স্পীকার : - অলরেডী উনি বলেছেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— না, স্যার. আমার কথা হল, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই কোন এক জন দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী সবাইকেতো আর বক্তব্য রাখতে হয় না, যাদের আজকে চার্জ নেই দপ্তরের তাদের মধ্যে কেউ একজনকে পাঠানো উচিৎ। প্রয়োজন বোধে বিরোধী দলের তরফ থেকে দুই এক জন যাবে। এটা তো আপনার এলাকা, একজন মন্ত্রী গিয়ে সেখানে অবস্থাটা দেখে এসে বিকেলের মধ্যে আমাদের হাউসে জানাক সেখানে এখন কি অবস্থায় রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা শুধু আমার এলাকা নয়, এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এলাকা।

শ্রীঅনিল সরকার **(ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার শুধু একজন মন্ত্রী কেন বিধানসভার বিভিন্নদলের সকল নেতারা মিলে সেখানে যান এবং অবস্থাটা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে আসুন। একজন মিনিষ্টার বা হোম মিনিষ্টার তো সেখানে যে কোন সময়েই যেতে পারবেন। কাজেই, অন্যন্ত দলের নেতৃবৃন্দ আছেন তারা সকলেই সেখানে যেতে পারেন এবং সরজমিনে দেখে আসতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দাবী হলো এক্ষণি একজন মন্ত্রী সেখানে গিয়ে অবস্থাটা সরজমিনে দেখে এসে বিকেলের মধ্যে আমাদের কাছে মানে এই হাউসে রিপোর্ট দিন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমি বলছি আপনারা আগামী কালকে সকলে মিলে দুইজন মন্ত্রী, বিরোধীদলনেতা, শ্যামাচরনবাবু এবং নির্দল যে দুইজন বিধায়ক আছেন আপনারা সেখানে গিয়ে সরজমিনে সেটা দেখে আসুন। (ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে টেবিল চাপড়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুলিং সমর্থন জানান)

শ্রী জওহর সাহা :— কিন্তু স্যার, আমাদের দাবী হলো আগে আজকে একজন মন্ত্রী গিয়ে

সেখানে দেখে এসে এই হাউসে রির্পোট দিন তারপর আগামী কালকে আমরা যাব।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন দুইজন মন্ত্রী যাবেন তাদের নাম আমাদের জানান।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— রির্পোট আপনারা চান রির্পোট আমি যতটুকু পেয়েছি সেটা হলো কয়েকটি বাড়ী ঘর উভয় সম্প্রদায়ের পুড়েছে। কিছু আহত হয়েছেন, তবে মৃত্যুর কোন খবর নেই। তবে অবস্থাটা এখন নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য যে যে মেজারস নেওয়া দরকার সরকার সেটা নিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে যে ফাড়াক সৃষ্টি হয়েছে, সরকার গিয়ে কি হবে ? এই ফাড়াকটাকে মিনিমাইজ করতে হবে। সব দলমতে নেতা-কর্মী নির্বিশেষে একত্রে কাজ করতে হবে। আর যারা বিভেদপন্থী তারা কখনই পার পাবে না। তাদের কিন্তু পায়ের নীচে আর জমি থাকবে না। সবাই যখন শান্তি চায়, কাজেই তাদের আর কোন ক্ষমতাই থাকবে না। এই আবেদনটাই আজ আমরা সবাই মিলে রাখছি।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে

মি: স্পীকার :— কাজলবাবু, এই নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই। আর দরকার নেই। আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— স্যার, আমি এখানে তর্কে যাচ্ছি না। আমি বলছি সেখানকার মানুষ অনেকেই অনাহারে রয়েছেন। তাদের জন্যতো এক্ষুনি কিছু একটা করা দরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— স্যার, আপনি এবং শ্যামাবাবু বলেছেন যে এই হাউসে থেকে শান্তির আহবান রাখার জন্য! এটা ভাল কথা। একটা টিম সেখানে গিয়ে পরিদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা থাকবেন, শ্যামাবাবু থাকবেন, নির্দলদের মধ্যে একজন থাকবেন। তেলিয়ামূড়াতে যেহেতু ঘটনা এবং আপনি নিজেও তেলিয়ামূড়ারই একজন সেহেতু টিমে আপনি থাকুন এবং একই সাব-ডিভিসনের বলে আমাকে থাকতে বলা হলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমরা সবাই বিধানসভার টিমে যাব।

শ্রীজহর সাহা :— স্যার, কথাটা হয়েছে, আপনার নেতৃত্বে টিম যাবে এবং বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কারা কারা যাবেন সেটাও আপনিই বলেছেন। তেমনি আপনিই বলে দিলে ভাল হয় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কারা যাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, ঠিকই আছে, আপনার বক্তব্যটা হচ্ছে রবিবারে যাওয়া সম্পর্কে। আমাদের এখান থেকে মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কেশববাবু থাকতে পারেন। আর থাকবেন মাননীয় মন্ত্রী গোপাল দাস এবং বলরাম রিয়াং মহোদয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— কে কে যাবেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখান থেকে বুঝা যায় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্পীকার সাহেব বলেছেন রবিবারের কথা।

শ্রীজওহর সাহা :— না, না শনিবার বলেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, রবিবারে করেন।

মিঃ স্পীকার :— রবিবারে করলে এতে কি আপত্তি ?

(গোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনেন, এত সমস্যার সমাধান হয় এটা করতে পারেন না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন আপনারা সবাই বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমরা বলছি আজকের কথা আপনি বলছেন কালকে। যদি আরও দেরী করা হয় তাহলে যাওয়ার দরকার কি ?

মিঃ স্পীকার :— আজকেও যাওয়ার প্রশ্ন নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার আর দেরী হলে যাওয়ার দরকার কি ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার সভার মতামত নিয়ে করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ সবাইকে নিয়েই করতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, আমার অসুবিধা হবে আর একজনের সুবিধা হবে। কাজেই, যাতে সবার সুবিধা হয়, সবার মতামত নিয়ে করলে ভাল হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ -(মন্ত্রী) স্যার, আমি যেটা বলছি পরিস্থিতি আমরা সবাই স্বীকার করছি। পরিস্থিতি খুবই খারাপ কার্ফু জারী করতে হয়েছে সেখানে পুলিশের উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ আছেন। কয়েকশ মানুষ এরমধ্যে যারা বাড়ীঘর ছাড়া হয়েছেন তাদের রিলিফ অন্যান্য বিষয়ে প্রশাসন এত ব্যস্ত এই ধরনের একটা টিম সেখানে যাবে একটা প্রস্তুতিতো নিতে হবে। সেইজন্য সমস্ত দিক বিবেচনা করে রবিবার হলে প্রশাসনের তারাও মাঝখানে কালকের দিনটা সময় পাবেন। এখান থেকে যে টিম যাবে তাদের যাতে ঠিকমত রিসিভ করতে পারেন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিয়ে যেতে পারেন আমরা তো তাদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। তাদের দিকটাও দেখতে হবে। অন্তত তাদের হাতে একদিন সময় দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ - আচ্ছা শ্যামাবাবু, বাদলবাবু যেটা বলেছেন ………।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অনিল সরকার :— (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) কালকে না হয় পরশু এটা পর্য্যন্ত সমাধান হয় না, তাহলে কি করা যাবে।

শ্রী জওহর সাহা :—আমরা এই হাউস সম্পূর্ণ ভাবে উদ্বিগ্ন। আমাদের বিরোধী বেঞ্চ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল আজকে কোন একজন মন্ত্রীকে পাঠানোর জন্য। স্যার, আপনি নিজে রোলিং দিলেন আপনার রোলিংয়ের সাথে আমরা একমত। আমরা অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে, আপনি কোন মন্ত্রী বা কারো কোন অসুবিধা প্রোগ্রাম থাকতেই পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার রিসেস্‌য়ের সময় স্পীকার সাহেবের চেম্বারে কেশববাবু, জওহরবাবু, আপনারা বসেন, বসে ঠিক করুন কবে যাবেন কয়টার সময় যাবেন। এখানে শুধু শুধু তর্ক করে কি লাভ ?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে এটাই করব এটাই ভাল। আমি ডাকব আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট হইতে একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধন দাস :—মিঃ স্পিকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে"

"গণ্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী ও কাঞ্চনপুরে সাবট্রেজারী চালু করা সম্পর্কে "।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিত প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—(মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৮-৭-২০০০ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষার নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশ পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী মানিক দে :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আগরতলা পৌরসভা সহ সবকয়টি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহ করা সম্পর্কে" ।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা আমাকে অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী বাদল চৌধুরি :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯.৭.২০০০ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া এবং কাজল দাস মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো, "গত ১৮ই মে ২০০০ ইং তারিখ উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন কিল্লা বাজারের ব্যবসায়ী ননীগোপাল সাহা কতিপয় উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হয়ে ২৯শে জুন ২০০০ ইং তারিখে তার শব দেহ বা কংকাল উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পরবেন তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী অনিল সরকার :— (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯-৭-২০০০ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি নোটিশের উপর উনার বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "মন্ত্রীর পর যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়াল সি পি এম এর প্রাক্তন বিধায়ক পরিবার" "এই শিরোনামে গত ১৬ জুন তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জ ।

শ্রী অনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশের বিষয় বস্তুটি হল "মন্ত্রীর

পরে যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়ালো প্রাক্তন বিধায়ক পরিবার," এই শিরোনামে গত ১৬ই জুন তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

গত ১৪-৪-২০০০ইং রাত্রি অনুমানিক ৮-১৩মিঃ সময় সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৪ ধারায় ৩৮/২০০০ইং মামলা নথিভুক্ত হয়। উক্ত মামলার বাদী আমিদ মিঞা এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে গত প্রায় ৬ বছর পূর্বে তার ১৬ বছর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী আমিনা খাতুনকে জনৈকা মমতাজ বেগম নামক মহিলার মাধ্যমে প্রাক্তন বিধায়ক শহীদ চৌধুরীর আগরতলা নিবাসে গৃহস্থালীর কাজ করার জন্য নিযুক্ত করে। সেখানে কিছু দিন কাজ করার পরে শহীদ চৌধুরী উক্ত আমিনা খাতুনকে উনার নিজ স্থায়ী বাড়ীতে নিয়ে যান। সেই সময় জনৈক ফারুক চৌধুরী নানাভাবে তার মেয়েকে ধর্ষনের চেষ্টা করেন: কিন্তু ব্যর্থ হয়। প্রায় এক বছর পূর্বে উক্ত ফারুক চৌধুরী আমিনা খাতুনকে বিয়ে করবে বলে এক সঙ্গে সহবাস করে। পরে আমিনা খাতুন গর্ভবতী হয়। তখন আমিনাখাতুন ফারুক চৌধুরীকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু সে রাজী হয় নি। গত ১১-৬-২০০০ইং আমিনা খাতুনের পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। উপরিউক্ত অভিযোগ মূলে সোনামুড়ার থানার ও সি সাব-ইন্সপেক্টার অশোক পাল মামলার তদন্ত করেন। তদন্ত কাজ হাতে নিয়ে তিনি প্রথম ঘটনাস্থল পরিদর্শন বিভিন্ন সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক পদক্ষেপ নেন। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের লক্ষ্য উক্ত আমিখা খাতুনকে বিচারকের নিকট বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য আদালতে আনা হয়েছে। উক্ত মহিলার মেডিক্যাল টেস্ট এবং বয়স নির্ধারণকারী টেষ্ট করা হয়। আদালতে বিচারকের সামনে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে আমিনা খাতুন বলে যে, সে আগরতলাতে প্রাক্তন বিধায়ক সহীদ চৌধুরী বাসাতে কাজ করার পরে নিজ গ্রাম কুলোবাড়ীতে আসে। সেই সময় ঐ বাড়ীতে নবী নামে এক ব্যক্তি শ্রমিকের কাজে যোগ দেয় এবং ঐ বাড়ীতেই থাকত। এইভাবে নবীর সঙ্গে মেলামেশা শুরু হয়। নবী আমিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু নবীর মা বাবা বিয়েতে রাজী হয় নি। তাহা সত্বেও নবী আমিনা খাতুনের সঙ্গে সহবাস চালিয়ে যায়। এর ফলে সে গর্ভবতী হয়। ঘটনা জানতে পেরে নবীর বাবা নবীকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। আমিনাও বাংলাদেশে চলে যায়। উচাতলা হাসপাতালে তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা হয়। সেখানে আমিনা নবীকে বিয়ের জন্য চাপ দিলে নবী অস্বীকার করে তখন আমিনা আবার ভারতে সহিদ চৌধুরীর বাড়ীতে ফিরে আসে এবং কাজ করতে থাকে। গত ফাল্গুন মাসে আমিনার মা বাবা এসে তাকে বক্সনগরে নিয়ে যায় এবং সেখানে ১ -৬-২০০০ইং তারিখে আমিনার একটি ছেলে হয়। ছেলেটির স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় প্রথমে সোনামুড়া হাসপাতালে পরে মেলাঘর গ্রামীণ হাসপাতালে অবশেষে আই জি এম হাস-পাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ১৮ই জুন তারিখে সকাল ৬টায় আমিনার ছেলে সন্তানটি মারা যায়। এই মর্মে আমিনা সোনামুড়া এস, ডি, এম, এর কাছে বিবৃতি দিয়েছেন। এখন পর্য্যন্ত

তদন্তে জানা যায় যে, ঘটনার জন্য দায়ী উক্ত নবী আসলে বাংলাদেশের লোক। সে ঘটনা করে বাংলাদেশে চলে যায়। উক্ত নবীর পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি জানা যায়নি এখনো। এফ, আই, আর,এ অভিযুক্ত ফারুক চৌধুরীর সঙ্গে উক্ত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তদন্তকারী অফিসার উক্ত নবীকে গ্রেপ্তার করার জন্য সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই ব্যাপারে বি, এস. এফ, আর বি, ডি, আর, থেকেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন **:—** পায়ন্ট অব ক্লাসিফিকেশ্যান স্যার, আমরা জানি এই কেইসটাকে অন্য দিকে টান' নেওয়া হবে। এটা জানি বলেই আমাদের কাছে কেসেট্ আছে। এতে মেয়ের জবান বন্দী রেকর্ড করা আছে। সেটা আমি আপনাকে দেবে সেটা আপনি শুনবেন। সমস্ত স্টেট-মেণ্ট শুনার পরে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, এর মধ্যে মহিলা কমিশনের কোন ভুমিকা ছিলনা। এবং না থাকার দরুন এই মেয়েটাকে প্রথমে মেয়ের বাবা এবং মেয়েও এফ, আই, আর, করেছে। মেয়ে এফ, আই, আর করেছে কলমচৌরা পি, এস, এ। আর মেয়ের বাবা এফ, আই আর, করেছে সোনামুড়া পি, এস,এ। এখানে বলা আছে যে প্রাক্তন বিধায়ক সহিদ চৌধুরী ভাই তাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে সত্যকথা বললে পরে তাকে এবং তার বাচ্চাকে মেরে ফেলা হবে। এই বাচ্চাটাকে ১১ তারিখ জন্ম দেওয়ার পর ১৩ তারিখ তাকে বক্সনগর হাসপাতালে ভর্তি হয়, ১৫ তারিখে বক্সনগর হাসপাতাল থেকে সোনামুড়া এনেছেন থানার ও, সি। তারপর মেলাঘরে রাত্রে রাখা হয়েছে। তারপর ১৭ তারিখ এই বাচ্চাটাকে ভি এম এ নেওয়া হয়েছে। ১৮ তারিখ বাচ্চাটা মারা গেছে। এই ১৩ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্য্যন্ত সোনামুড়া সাব-ডিভিশানের বিভিন্ন হাসপাতালে এবং পি, এস, এ ঘুরেছে। এই মেয়েটাকে এবং বাচ্চাটাকে যে খুন করা হবে এর থেকে পরিষ্কার। আমাদের কাছে তথ্য আছে এই ঘটনার পর এবং কেইসের পর প্রাক্তন বিধায়ক সহিদ চৌধুরী নিজে ময়দানে নেমেছেন এবং মেয়েটাকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়েছেন। নবী নামে যে লোক যার কোন পরিচিতি নেই যার কোন ঠিকানা নেই যার ঠিকানা বাংলাদেশ, এই তথ্য ঘটনাকে আড়ালে করার এটা একটা চক্রান্ত এবং মহিলা কমিশনের হস্তক্ষেপ নেই। এটাই প্রমান করছে যে, সমস্ত বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সুন্দরভাবে পুলিশ ও সাহায্য করেছে। এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? এখানে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই বাকী সমস্ত ঘটনা স্বীকার না করলেও একটা জিনিস স্বীকার করেছেন মন্ত্রীর পর যৌন কেলেংকারীতে জড়াল সি, পি. এমের প্রাক্তন বিধায়ক পরিবার। মন্ত্রী যে যৌন কেলেংকারীতে জড়িয়েছেন এটা আজকে হাউজের মধ্যে স্বীকার করেছেন কারন এটাকে উনি প্রতিবাদ করেন নাই। ধন্যবাদ।

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, যৌন কেলেংকারীতে জড়ানোর ব্যাপারটা এটা সুদীপ বাবুই কোড করেছেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকা থেকে। সুতরাং আমি স্বীকার করা না

করার ব্যাপার না। কাজেই এটাকে রিজনস্ হিসাবে ডিফেন্স দেওয়া যায়না। যাই হোক এখানে সুদীপ বাবু বলতে চাইছেন যে প্রকৃত ঘটনাটাকে আড়াল করার জন্য একটা চক্রান্ত হয়েছে, তারই ফল এটা। ফারুক চৌধুরী ক্লাশ নাইনে পড়ে তার বয়স ১৫ বৎসর এবং সে শহিদ চৌধুরীর ছোট ভাই। এর সম্পর্কে এই রেফারেন্সই যথেষ্ট। আর মেয়েটি মেজিষ্ট্রেটের কাছেও স্টেটমেন্ট করেছে, সেটা পড়া কঠিন ব্যাপার। সেখানে যে মোটামুটি রিপোর্ট রয়েছে "গত ৭ বৎসর ধরিয়া আমি ফুলবাড়ীর সহিদ চৌধুরীর বাড়ীতে চাকরানীর কাজ করিতাম। শ্রীশহিদ চৌধুরীর বাড়ীতে অন্য একটি লোক বাংলাদেশ থেকে আসে। যে সহিদ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কামলার কাজ করত, ঐ লোকটিও সহিদ চৌধুরীর বাড়ীতে থাকত। ঐ লোকটির নাম নবী। যাহার সহিত আমার মেলামেশা হত। বুঝতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। সাবজেক্ট টু কারেকশান। ঐ নবী তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় কিন্তু নবীর বাবা ও মা আমার বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হয় নাই। নবী বিভিন্ন সময় আমার সঙ্গে সহবাস করিত। দুই মাস আমার সহিত নবী সহবাস করছে এবং একটি সন্তান জন্ম নেয় এর ফলেই আমি নবীকে সব কথা এই ঘটনার কথা তাহার বাবা ও মাকে বলি এবং তার বাবা ও মা আসিয়া আমাকে বাংলাদেশে লইয়া যায় অর্থাৎ তাদের যে প্রেগনেন-সিটার কথা বলা হয়, এবং তখন তার মা বাবা এসে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে হাসপাতালে-নিয়ে যায়, সেখানে আমাকে জিজ্ঞস করেনি এই সময় আমার ভীষন ভাবে বমি শুরু হয় এবং মা বাবা আমার বাচ্চাটাকে নষ্ট করার জন্য হাসপাতালে নিয়েছিল কিন্তু সে তাতে রাজি হইনি। সে সময় আমি প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলাম সেই নবীকে বলি যে সে যেন আমাকে বিবাহ করে সন্তান প্রসব করার পরেও সে রাজি হয় নি। তারপর শহিদ চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে তাকে ফুলবাড়ীতে নিয়ে আসে এবং আমাকে চাকরানীর কাজ শুরু করার জন্য নিয়ে আসার পর ১১ দিন, এটা বুঝতে পারছি না, সেই কথা বলতে চাইছে যে নবী আমার কোন খোঁজ খবর নেয়নি। আমাকে গর্ববতী করার জন্য নবী সেখানে দায়ী।

শ্রীরতন লাল নাথঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, দেখা গেল মেয়েটার বাচ্চাটাও মারা গেছে। বর্তমানে মেয়েটা কোথায় আছে তার নিরাপত্তা মুলক ব্যবস্থা আছে কিনা দ্বিতীয়ত নবী বাংলাদেশের লোক হওয়া সত্বেও কি ভাবে দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়ীতে রইল, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা? তৃতীয়ত: এই যে নবী এখনও বাংলাদেশে আছে এবং এই ঘটনার সাথে যুক্ত যেটা এই কেইসটাকে টোটাল তদন্ত করে বের করার জন্য নবী আসলে তথ্য বের হবে ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত। সে জন্য নবীকে আনার জন্য ইন্টার পোল নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) মেজিষ্ট্রেটের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাকে বলেছে যে নবীর দ্বারাই সে ধর্ষিতা হয়েছিল। তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব করছে তাতে রাজি হয়

নি সেই সন্তান প্রসব করছে এটা বলছে। তারপর নবীকে ধরার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এখন ইন্টারপোল এর সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারটা আমার পক্ষে বলা এখন সম্ভব না।

শ্রীমানিক দে ঃ – মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি যে মহিলা। সন্তান জন্ম দিয়েছেন সেই মহিলা এবং তার বাবাকে অনেক নেতার বাড়িতে আটকে রেখে শহিদ চৌধুরী এবং তার পরিবারকে যুক্ত করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ধর্ষিতা মহিলা তিনি স্পষ্ট ভাবে আদালতে উনার বক্তব্যের মধ্যে বলে দিয়েছে এটা কার সন্তান। এই সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে সহিদ চৌধুরী এবং তার পরিবারকে জড়ানোর ক্ষেত্রে এবং মিথ্যা ষ্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত সরকার থেকে করা হয়েছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরনের তথ্য আমাদের কাছে নেই। নিশ্চয়ই এইগুলি তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান।

মিঃ স্পীকার :—বসুন, পরে।

শ্রীসুবল দাস :—এই মেয়েটির আসল বাড়ি বীরচন্দ্র মনু (বিলোনীয়া), মেয়ের বাবার নাম আমিন মিঞা, ১২ তারিখ বক্সনগর থেকে বিল্লাল মিঞা সাহেবের গাড়িতে করে সোনামুড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিন দিন এই আমিন মিঞাকে বিল্লাল মিঞার বাড়িতে রেখে ১৪ তারিখ সোনামুড়া মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবং এই মেয়ের বাবাকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ৩ দিন পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে তার পরে স্বীকার করানো হয়েছে তুমি সহিদ চৌধুরীর ভাই ফারুক যে নবম শ্রেণীতে পড়ে।

শ্রী বিল্লাল মিঞা ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার। স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—বসুন, বসুন।

শ্রীসুবল দাস :—স্যার, আমাকে শেষ করতে দিন। তারপরে উনার ভাইয়ের নামে মামলা দায়ের করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে বাধ্য করানো হয়েছিল যে, শহীদ চৌধুরীর নামে মামলা দায়ের করে এই মেয়ের সারা জীবন চলার জন্য টাকা পয়সা আদায় করে দেবেন, এই বলে চাপ সৃষ্টি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেই জন্য মাননীয় বিল্লাল মিঞা সাহেবের গাড়িতে করে নেন এবং সেটা অনেকে জানেন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— স্যার. এখানে আমার নামে অসত্য বলা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুবল দাস :— এই বিল্লাল মিঞা মিথ্যা বলছেন, উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ এনে এখন পর্যন্ত উত্তর দিতে পারেননি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন, আপনারা বসুন।

শ্রীসুখেন দাস :— এই মিথ্যা অভিযোগ বিধানসভায় ছড়াবেন না। এটা অসত্য অভিযোগ নিয়ে আসছেন বিল্লাল মিঞা। এই ধরনের অনেক অভিয়োগ করেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। উনি সমস্ত ঘটনাকে সাজিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখেন দাস :— এই মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য এই ষড়যন্ত্র করছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা জায়গায় যান না, জবাব দেবে তো।

শ্রীসুখেন দাস :— স্যার, বিল্লাল মিঞা মিথ্যা অভিযোগ করে পালিয়ে গেছে। এখন উত্তর দিচ্ছে না। এই সব মিথ্যা অভিযোগ ছড়াবেন না। বড় গলা করে লাভ নেই। আপনারা মিথ্যা অভিযোগ করে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না।

শ্রীঅখিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয়, স্পীকার স্যার, কথা বলতে দিচ্ছে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সবাই বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সদস্যরা যা খুশী তা বলে যাবে তা তো হয় না। কোন সদস্য বলতে পারবে না বাধা দিবে এটা তো হয় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— যার যার জায়গায় বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅখিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এটার পরে আমাদের স্টেটমেন্টটা আমরা রাখছি। এখন বিরোধী দল তাদের বক্তব্যটা রাখছেন,। কাজেই দেখা গেছে দুইটা বক্তব্য মিলছে না। আমার মনে হয় যার যার তথ্য আছে তদন্তকারীদের কাছে সাবমিট করুন। বিল্লাল মিঞার গাড়ীতে করে গিয়ে এসেছে. এই গুলি আমাদের কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার:— আপনারা বসুন, প্লিজ আপনারা বসুন।

শ্রীঅখিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখন কথাটা উঠছে বিল্লাল মিঞার গাড়ীতে করে আসছে এবং উভয় দিক থেকে অভিযোগ উঠছে যে সম্ভবত একটা ব্যাপার হয়েছে। সেটা তদন্তকারী অফিসারদের কাছে দিন। সেখানে প্রমান হবে।

মিঃ স্পীকার :— বিরতির আগে আমি অনুরোধ করব আমি যাদের নাম বলছি, তারা আমার চেম্বারে আসবেন। তাঁরা হলেন, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, শ্রী অশোক

ভাট্টাচার্য, শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীবাদল চৌধুরী এবং ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার। এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECES AT 2·00 PM

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— আপনি আমাকে বলেছিলেন একটা জেনারেল ডিশকাশান দেওয়ার জন্য বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— না না এটা বাতিল হয়েছে। এই ইস্যুটা শেষ। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন গাড়ীর ব্যাপারে উনার কাছে কোন তথ্য নাই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আপনি একস্‌পান্সের করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— কিসের একস্‌পান্স এটা কি এক্সপান্স ব্যাপার নাকি। যেটা একনপান্সের প্রয়োজন সেটা বলছি তো।

শ্রীরতন লাল নাথ :— উইথআউট এ্যনি রেকর্ড কোন সদস্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রশ্ন রাখা যায় না।

মিঃ স্পীকার :— যতটুকু করা যায় করব। এটাতে কি আছে। এটা তো জানার দরকার নাই। ও গাড়ি করে নিয়ে গেছে ওর বাড়িতে দুই দিন ছিল থাকার পরে সেখানে কেইস হয়েছে। এই রকম কাজের যাবতীয় তথ্য আছে। এটা আমি নিশ্চিত করে বলিনি তো। মাননীয় সদস্য এই ভাবে হাউস চললে পরে হাউসে আপনি কি করে আলোচনা করবেন। আর এটাতো বলেছেন হাউসে। প্লীজ বসুন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নিম্ন লিখিত সদস্য হলেন শ্রীবিজয়কুমার রাংখল। নোটিশের বিষয়বস্তুটি হল।— "Problem arised out of Non-holding of Panchyat Election at Bhati Fatikcherra G. P under Mohanpur R, D Block, excluded from the A D C area on the recommen dation of the one man Commission." আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরাংখল কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে ওই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাঁহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ১৯.০৭.২০০০ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নিম্নলিখিত সদস্যগণ হলেন :—শ্রীদিলীপ সরকার, শ্রীসুরজিৎ দত্ত, শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীরতন লাল নাথ, শ্রী বিল্লাল মিঞা, শ্রীদীপক কুমার রায়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—"আমতলি পি,এল, ক্যাম্পে গত ১লা এপ্রিল ২০০০ইং থেকে শরনার্থী শিবিরে রেশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়ার ফলে শরনার্থীদের প্রচণ্ড দুর্ভোগ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার, দত্ত, দাস, নাথ, মিঞা, ও রায় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী অখিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯ তারিখে উত্তর দেব।

মি স্পিকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নিম্নলিখিত সদস্য হলেন শ্রীসমীর দেবসরকার।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যের খোয়াই, বিলোনিয়া, সাব্রুম, গণ্ডছড়া সহ কয়েকটি মহকুমা শহরে পেট্রোল ডিজেল পাম্প না থাকার জন দুর্ভোগ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবসরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টিআকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ : - (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৮-০৭-২০০০ ইং তারিখে উত্তর দেব।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, কমিটি অন্ পিটিশন এর সাতাশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, (চেয়ারম্যান, কমিটি অন্ পিটিশন) মহোদয়কে কমিটির সাতাশতম প্রতিবেদন এর প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিটি অন্ পিটিশন এর সাতাশতম (২৭) প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ। আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রির্পোট এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়-এর নিকট থেকে "শর্ট ডিস্কাশান্ অন্ মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স" এর উপর একটি

নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, সেটির অনুমোদন দিয়েছি। উক্ত নোটিশটির বিষয় বস্তুর উপর আগামী ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, ২০০০ইং তারিখ এই সভায় আলোচনা হবে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"রোমান হরফে ককবরক প্রসঙ্গে"

(ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৬৩ নং ধারা মোতাবেক উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর আলোচনার জন্য ১ (এক) ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

এখন আমি জেনারেল বাজেটে যাওয়ার আগে বিসনেস্ নিয়ে শুরু করি। তারপরেই রেজোলেশন নিয়ে আলোচনা হবে। আমি মনে করি রেজোলেশন আগে আলোচনা করি। তারপরেই আমারা ডিসকাশন আলোচনা করি। এতে উভয় দলের পক্ষে সুবিধা হবে। সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো ২০০০ এবং ২০০১ সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারন আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব আলোচনা কালে নীরব থাকার জন্য। আলোচনা শুরু হওয়ার পুর্বে আপনাদের প্রত্যেকের তালিকাটা দিন। আর আপনাদের যে প্রাপ্য সময় এটার মধ্যে থাকবেন আমি আশা করি আপনাদের যে পেসিফিক আইটেম এই আইটেমটা বেশী এক্‌টিভ করা যায়না। অল্প সময় যতটুকু পান এটাতেই সদ্ ব্যবহার করুন। আপনার যে মূল কথাটা এটাকেই বলুন। আজকের আলোচনার সময় (দ্বিতীয়ার্ধ) দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। অপজিশনরা ৫০ মিনিট মাত্র সময় পান।

GENEREL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2000—2001

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আপনি কিভাবে সময় ভাগ করলেন। আইটেমটা বাড়িয়ে দেন বিরোধী বেঞ্চকে। গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি বলতে এই কম সময়ের মধ্যে নাও শেষ হতে পারে স্যার।

মিঃ স্পিকার :— আমি বলছি আপনারা তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ সময় পাবেন, বাকী দুইভাগ হচ্ছে টেজারী বেঞ্চের। ওদের জবাব দিতে হবে না। তাহলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে ট্রেজারীরা পাবেন দুই ভাগ আপনারা এক ভাগ সময় নিন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, সময় বাট-বাট্ করেন। অপজিশনবেঞ্চ সিকস্‌টি করতে হবে। আর ট্রেজারী বেঞ্চকেও ৬০ মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তিন ভাগ করে দুভাগ ট্রেজারী বেঞ্চে দিয়ে এক ভাগ আপনারা নিন।

শ্রীজওহর সাহা :— তা হয় না। আপনি রুলিং পার্টিকে সিকসটি পারসেণ্ট এবং আমাদের ফর্‌টি পারসেণ্ট দিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— এটা হয় নাকি? এটা হয় না। এখানে মান মর্য্যাদার প্রশ্ন আছে। কি সব বলছেন আপনারা? আমি আপনাদের বলছি, আপনারা শুনুন। আপনারা ষাট মিনিট নিন আর ওদের ১০০ মিনিট দেন। আপনারা পাবেন ৫০ মিনিট। আমি আরো ১০ মিনিট বাড়িয়ে দিলাম। ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস বলুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর):— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১০ই জুলাই, ২০০০ইং সালে এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ সালের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে দেখান হয়েছে, ২২৩৯,৬৫ কোটি টাকা। ওপেনিং ব্যালেন্স দেখান হয়েছে, ৮৯'৫০ লক্ষ টাকা। ঘাটতি দেখান হয়েছে, ১২৪ কোটি টাকা। স্যার, আমি সাধারণ একজন গ্রামের ছেলে। গ্রামের কথাই বলতে চাই, আমি দেখেছি, এই বাজেটে গ্রামের কথা নেই। তাই এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। স্যার, এর আগেও আমিও দেখেছি, ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাজেটও কিভাবে টাকা ধরা ছিল, কিভাবে খরচ হয়েছে, কিংবা কত টাকা রয়েছে সে কথার কোন উল্লেখ ছিল না। এবারের বাজেটেও ১২৪ কোটি টাকার ঘাটতি দেখান হয়েছে। কিন্তু স্যার, এই ঘাটতি থাকবে না। উদ্বৃত্ত হয়ে যাবে। এই সরকার সব সময়ই পেশায়েত কমিশন, পেশায়েত কমিশন বলে চিৎকার করতেন। এই পেশায়েত কমিশন কি বলেছে? বলেছেন, তোমরা টেক্সের টাকা বসাও। বাদলবাবু এখানে টেক্সের ব্যাপারে বিল এনেছেন। বিধানসভায় পাশও হয়েছে। কিন্তু, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বিশেষ করে অসীমবাবু এর বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু বাদলবাবু সেটা সমর্থন করছেন। গত ৮ তারিখ কমিশন যে রির্পোট পেশ করেছেন সেখানে বলা হয়েছে, ১১০০০ (এগার হাজার) কোটি টাকার শেয়ার আসবে। তা বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। ত্রিপুরাও তার থেকে কিছু পাবে। কাজেই আর ঘাটতি থাকবে না। স্যার, এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারতাম, যদি ত্রিপুরায় যে টাকা আসবে সেই টাকা আমরা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারতাম। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেটে গরীব চাষী কিংবা মেহনতী মানুষের কোন কথা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েতে টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি ৪র্থ বামফ্রন্টের আমলে সে টাকা ক্যাডার পকেট ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ডে চলে যাবে। সাধারণ মানুষ কাজ পাবে না। এখানে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মেনডেজ দেখান হয়েছে। আসলে ২ হাজার (দুই হাজার) মেনডেজ ও হবে না। স্যার, এখানে কৃষি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজ্যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ঘাটতি মিটিয়ে রাজ্যকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে স্বয়ংম্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষি দপ্তর একটি পরিকল্পনা করেছে।' মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষকদের নাকি উন্নতি হয়ে যাবে? ভাল বীজ দেওয়া হবে, ভাল সার দেওয়া হবে। কানি প্রতি নাকি ৫০ মন ধান ফলন হবে। কিন্তু আমরা কি দেখছি এই সব এলাকাতে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রতি বছর ফলন কমছে। ১৯৯৬-৯৭ ইং

সালে আমরা দেখছি ত্রিপুরা সরকার বাজেটে ভাষণে বলেছিলেন ৫৫৬ হাজার মেট্রিক টন। এটা ৯৭-৯৮ ইং সনে সেটা কমে দাঁড়ায় ৫০০ হাজার মেট্রিক টন। এবার বলা হয়েছে ৪৭০ হাজার মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রেজুয়েলী ফসল উৎপাদন ত্রিপুরা রাজ্যে কমছে। এবার স্যার আরও ফসল উৎপাদন আরও কম হবে। কারন যারা মাঠে কাজ করতেন তারা আজকে উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখে নিরাপত্তার কারণে বাড়িঘর জমিজমা ফেলে আজকে উদ্বাস্তু হয়ে আছেন। তারা আজকে শিবিরবাসী। তারা আজকে মাঠে কাজ করতে যেতে পারছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২৫ পারসেন্ট কৃষক আজকে নিরাপত্তার কারণে জমিজমা ফেলে আজকে শিবিরবাসী। সুতরাং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় উনার বাজেট ভাষণে তাদের জন্য যে অর্থ রাখার কথা বলছেন সে অর্থ তাদের কাজে লাগবে না স্যার। কৃষকরা আজকে উদ্বাস্তু হয়ে শিবিরবাসী। কৃষির অবস্থা আজকে করুণ। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরে কি হচ্ছে? স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার, ফেমিলি প্ল্যানিং এর ওয়ার্কার তারা আজকে ভিতরে যেতে পারছে না নিরাপত্তার কারণে। মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা কোন খোঁজ নিতে পারে না। স্যার, বাজেটে অনেক কথাই বলা হয়েছে যে মানুষের স্বাস্থ্য পরিসেবায় উন্নতি ঘটানো হবে। কিন্তু এটা স্যার, কাগজে পত্রেই রয়ে গেছে। বাস্তবে কোন দিন সম্ভব হবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের বোকা ভেবে অনেক কথাই বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক রাস্তাঘাট করা হয়েছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা? স্যার, আমার এলাকায় ৯৯-২০০০ ইং সনে একটা রাস্তাও হয় নি। এমনকি মেরামতিরও কোন কাজ নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে ভাঙ্গা রাস্তা-গুলি মেরামতির জন্য দেখা করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন স্টেপ নাই। অনেক রাস্তা ঘাটেরই আজকে কোন চিহ্ন নেই মেরামতির অভাবে। স্যার, তেলিয়ামুড়া এলাকায় খোয়াই নদীর ভাঙ্গনের ফলে হাজার হাজার মানুষ শরনার্থী হয়েছে। বহু পরিবার আছেন যারা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ল্যাণ্ডলেসে পরিনত হয়েছেন। আজকে তাদের বাঁচার মত কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই বাজেটেও তাদের জন্য কোন টাকাও ধরা নেই। এই নদীর ভাঙ্গনের ফলে রাস্তার ও কোন চিহ্ন নেই। অথচ নদীটাকে কোন প্রেটেকশানও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তেলিয়ামুড়ার জায়গা গেছে কৃষ্ণপুরে, আর কৃষ্ণপুরের জায়গা গেছে তেলিয়ামুড়ায়। এই অবস্থা আজকে চলছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে সত্যি সত্যিই যদি ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলাপমেন্ট করতে হয় তাহলে পাহাড়ের ভিতরে যেতে হবে। কিন্তু আজকে আইন শৃংখলার অবনতির কারণে ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না। আজকে কিছুক্ষণ আগেও স্যার, তেলিয়ামুড়ার ঘটনা নিয়ে এই সভাতে আলোচনা হয়েছে। মানুষ আজকাল বাড়ীঘরে থাকতে পারে পারে না। সরকারী কর্মচারীরা যারা ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্ট করত তারা আজকে সাইট গুলিতে যেতে পারছে না। সুতরাং ত্রিপুরার উন্নতি কি করে হবে? বাজেটের টাকা কিভাবে ব্যয় করা হবে? বজেটের টাকা ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কি?

সেইজন্যই আমি বলছি যতদিন পর্য্যন্ত না শিবিরবাসী মানুষ বাড়ী ঘরে যেতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে, যতদিন পর্য্যন্ত কর্মচারীরা ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কগুলি করতে না পারছে ততদিন পর্য্যন্ত এই রাজ্যের কোন উন্নতি হবে না। বরং ত্রিপুরা রাজ্য আরও পিছিয়ে যাবে, তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি যদি না আসে তাহলে এই বাজেটের টাকা তাদের কোন কাজে লাগবে ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় আপনার সময় প্রায় শেষ। আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :--স্যার, আমরা কি এখানে রাজ্যের জনগণের জন্যও কথা বলতে পারব না ?

মিঃ স্পীকার ।— আপনাকে ১২ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। আর শাসক দলকে ১১ মিনিট করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আপনার যা বলার এই ১২ মিনিটের মধ্যেই বলতে হবে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— স্যার, বাজেটকে আমরা কি ভাবে সমর্থন করবো ? কারণ বাজেটের টাকা মানুষের কল্যাণে ব্যায়িত হবে না। আমি স্যার আমার এলাকার, কথাই বলছি। করিৎ কর্মা স্বাস্থ্য দপ্তর কল্যানপুর হাসপাতালের জন্য কোন কাজ করছে না। আমি স্যার, ৯৮সাল থেকে এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই কল্যাণপুর হাসপাতালের লেবার রুমের অবস্থা খুবই করুণ। কারণ লেবার রুমে একটা ভাল ট্র্যাচারও পর্যন্ত নেই, যে কারণে এই ভাঙ্গা ট্র্যাচারে জন্ম নেওয়ার পর বাচ্চাদের ইনফেকশান হয়ে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমানে ডাক্তারও নেই, নার্সও নেই, কারণ সেখানে ৫ জন ডাক্তারের প্রয়োজন সেখানে তিন জন ডাক্তার দেওয়া হয়। এই হাসপাতালের পানীয় জলের অবস্থা খুবই করুন। কাজেই খুবই করুণ অবস্থার মধ্যে এই হাসপাতালের সবাইকে থাকতে হচ্ছে। রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্যই বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয় কিন্তু সেই বাজেটের টাকাই রাজ্যবাসী ভোগ করতে পারবে না। তাই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়। আপনি ১১ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী গত ১০ই জুলাই এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। কোন সরকার যে বাজেট পেশের মধ্য দিয়ে সেই সরকার জনমুখী কিনা, জন বিরোধী কিনা সেটা প্রমানিত হয়। তাই বলছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা জনমুখী বাজেটই হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করব যে, একটু ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য কি ভাবে বিভিন্ন দপ্তরগুলির উন্নয়নমুখী কর্মসূচী সফল করার জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর বাজেট বরাদ্দ করেছেন, জোর দিয়েছেন কৃষির উপর, সেচের উপর, গ্রামোন্নয়নের উপর, জাতি, উপজাতি তাদের

উন্নয়নের উপর সর্ব্বপরি শিক্ষার উপর। গত কালকে বাজেট আলোচনার সময় মাননীয় বিরোধী দলনেতা (তিনি অবশ্য এখন হাউসে উপস্থিত নেই) বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থনীতি সেটাকে তিনি বহু দিন পরে হলেও এই অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন কারণ আগে তো তিনি এই কথা বলেননি। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী গত ১০ তারিখ এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে গত বারের বাজেটের তুলনায় বিভিন্ন দপ্তরে বিশেষ করে ওয়াটার রিসোর্স, 'পাবলিক হেলথ', পাওয়ার, পুলিশ, এগ্রিকালচার এই দপ্তরগুলিতে উনি যে বরাদ্দ করেছেন তাতে দেখা যায় হায়ার এডুকেশানে গত বছর বাজেটে ২৭১'৫৬ কোটি টাকা ছিল, কিন্তু এ বছর সেটা বেড়ে ৩৭০'২৪ কোটি টাকা হয়েছে। তার মানে আমাদের সরকারের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার সম্প্রসারণ করা সেটা আমাদের দেশের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে এটা প্রয়োজন কারণ শিক্ষা ছাড়া মানুষের ভিতরের যে অন্ধকার সেটা দূরীভূত হতে পারে না। মানুষ, দেশ, রাজ্য সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলব আপনাদের দল দিল্লীতে ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেছে, আমাদের রাজ্যে ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা ছিল এবং এই রাজ্যেও, আপনারা সরকার চালিয়েছেন শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য সেইভাবে আপনারা নজর দেননি। কারণ, এটা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। আজকে সেই জায়গায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট পেশের মধ্য দিয়ে কৃষি এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। কারণ, আমাদের রাজ্যের ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষি অর্থনীতির সংগে যুক্ত। কৃষি ছাড়া মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়। সেই কারণে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য, কৃষকদের বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। সেই কারণে সেচ ব্যবস্থার উপর সরকার প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন, রাজ্যকে স্বয়ংম্ভর করার জন্য। ৯৯-২০০০ সনের ১০৫টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প এবং ৮টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলব স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসার জন্য সেগুলি সচল আছে নাকি বিকল। ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরে উত্তোলক সেচ প্রকল্প ১৬২টি এবং ৪টি গভীর নলকূপ বসানো হবে এবং আগামী আর্থিক বৎসরে প্রায় ৩৬- হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। আমাদের রাজ্যে ২'৮ লক্ষ হেকটর জমি চাষযোগ্য তার মধ্যে ১০'৭ পারসেন্ট জমিতে নিশ্চিত জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মাঝারী সেচ প্রকল্প ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের মধ্যে বড় এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তার পাশাপাশি পানীয় জলের যে সমস্যা, যেটা না হলে মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে যায়, সেই পানীয় জলের সমস্যা দূরীভূত করার জন্য সরকার বিভিন্ন মহকুমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বসানোর যে কাজ সেই কাজ করে চলেছেন ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, কুমারঘাট এইসমস্ত জায়গায় এবং আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটি এলাকায় ৪০ লক্ষ গ্যালনের যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সেটা শেষ হয়ে গেছে। এইভাবে সরকারে যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। গত বৎসর ৫২টি গ্রামীন ক্ষেত্রে

নলকূপ খনন করা হয়েছে। ৩৬৭.৭২ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানো হয়েছে এবং ৪৯টি আরও গভীর নলকূপ বসানো হবে ২০০০-২০০১ এর মধ্যে। আগরতলা মিনিউসিপ্যালিটির কথা যখন আসল, এই মিনিউসিপ্যালিটিতে আপনাদের লোকেরাই আছে, পৌরসভা চালাচ্ছে। এই পৌরসভার কাজ হয় বলে মনে হয়না। কারণ, আমরা যখন দক্ষিন ত্রিপুরার লোকেরা আগরতলা শহরে ঢুকি, ঢোকার মুখে অস্বাস্থ্যকর, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঢুকতে হয়। এখানে পৌরসভার কোন কাজ হয় বলে মনে হয়না। এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজকে আমাদের রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ, এস, সি, ও, বি, সি, এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মানুষদের স্বার্থে এই সরকার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

উপজাতি কল্যান দপ্তরকে গত বছর দেওয়া হয়েছিল ৭৭.১৯ কোটি টাকা, এবার এটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮০.১৪ কোটি টাকা এবং দপ্তরের ৮০ শতাংশ টাকা ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশীপ, পাঠ্য-পুস্তক, তাদের কোচিং-এর ব্যবস্থা, বিভিন্ন জায়গায় উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোথায়ও তিনশত কোথাও পাঁচশত আসন বিশিষ্ট হোষ্টেল ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার জন্য খরচ করা হচ্ছে। কৃষ্ণ-নগরে ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের কাজ সরকার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে। সরকারের এই যে কাজ এগুলি কি জনকল্যাণে নয়? আজকে আমাদের এটা চিন্তা করতে হবে যে, এই সরকার একটা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে চলছে এবং রাজ্যের লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার বেকারদের স্বার্থে গ্যাসকে কেন্দ্র করে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কল কারখানা গড়ে তোলার জন্য সরকারের একটা বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্যার, রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসনীয় এবং বাজেটের মধ্য দিয়ে সেই জিনিষটা এখানে ফুটে উঠেছে। আজকে বাজেটের এই ভাল দিকগুলি মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ অন্ধের সামনে আয়না ধরলে যেমন সে কিছুই বুঝতে পারে না, আজকে তাদেরও সেই অবস্থাটাই হয়েছে। গত কালকে মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু সেন্ট্রালের বি জে পি জোট সরকারের যে নয়া অর্থনীতি বিশ্বায়ন নীতি তাকে উনি খুব বাহবা দিচ্ছিলেন। কারণ আমরা না কি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে বিশ্বাস করি না। প্রযুক্তিতে আমাদের বিশ্বাস আছে এবং আস্থা আছে কিন্তু যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিগত কংগ্রেস সরকারের যে নীতি সেই নীতিকে বাস্তবায়িত করছে। উদারীকরনের নামে বিশ্বায়নের নামে সেটা আমাদের দেশের জনগণের পক্ষে সত্যিই বড় দুর্বিসহ এবং ভয়ংকর হয়ে আসছে। তাদের এই উদারীকরন নীতির ফলে তাদের এই বিশ্বায়ন নীতির ফলে আজকে আমাদের দেশে বহুজাতীক সংস্থাগুলি আসছে। আমাদের দেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ, আজকে বহুজাতীক সংস্থাগুলি যাদের কোটি কোটি টাকার মুনাফা আছে, মূলধন আছে, যাদের উন্নত প্রযুক্তি আছে। সেই উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, সেই উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে আজকে আমাদের দেশ যে পাল্লা দিচ্ছে এটা

কোন মতেই সম্ভব নয়। স্যার, আমার একটা গল্প মনে পরে যে, একটা শিশুর সঙ্গে যদি একজন যুবকের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়তো শ্যামাবাবু বলবেন, ঐ শিশুটাই ফাষ্ট হবে। কারণ তাদের চোখ থেকেও তারা দেখতে পাচ্ছেন না। আজকে জার্মান, জাপান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তারা যেভাবে উন্নত প্রযুক্তি এবং বিরাট মূলধন নিয়ে আমাদের দেশে ব্যাবসা বানিজ্য করতে আসছে এবং আমাদের দেশের অল্প দামের শ্রমিককে ব্যবহার করে তারা এই দেশটাকে লুণ্ঠন করার চেষ্টা করছে এটা সত্যিই দুঃখজনক এবং ভয়াবহ। আর মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ মাছের মায়ের পুত্র শোকের মত শ্রমিকের দরদে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। ৪৬ বৎসর ধরেতো আপনারাই দেশটাকে পরিচালনা করেছেন। এই ৪৬ বছরে আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেছে। সেদিকে আপনাদের কোন লক্ষ্য ছিলনা। আর আজকেও আপনারা সরকারে না থেকেও পার্লামেন্টে আপনাদের দল সেই বি, জে, পি, দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষক মরার যে প্যাটেন্ট আইন সেই আইনকে আপনারা সমর্থন করেছেন। এটা আমাদের কাছে দুঃখের এবং লজ্জার। যারা মুখে বড় বড় কথা বলে, কাজে তার বিপরীত কথা বলে। এটাই তারা করছে স্বাধীনতার ৫৩ বছর ধরে। তারা দেশের মানুষকে ভাওতা দিয়েছে। কখনো বলেছে মিশ্র অর্থনীতি, কখনো বলছে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন, আপনি অনেক বেশী সময় নিয়েছেন।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়:— আমি আর বেশী বলবনা স্যার, আমি কনক্লুশন করে দিচ্ছি। এই অবস্থার মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এটাকে আমি মাননীয় সদস্যদের বিশেষ করে বিরোধীদলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে, তারা যেন এই বাজেটকে সমর্থন করে রাজ্যের উন্নয়নের যে গতি সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আজকে উন্নয়নমূলক কাজকে স্তব্ধ করার জন্য উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ গোটা রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে দলমত নির্বিশেষে শুধু বামফ্রন্ট আছে বলে বামফ্রন্টকে দোষারূপ করলে চলবে না, বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য উগ্রপন্থীদের উস্কানী দেওয়া নয়, সেখানে দলমত নির্বিশেষে আমরা যদি এই কাজটা করতে পারি তারজন্য পুলিশ প্রশাসনকে এবং রাজ্য সরকারকে সহযোগীতা করতে পারি তাহলে আমরা আগামীদিনে সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলতে পারব। এই কথা বলে এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (মাক্রম) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ জুলাই, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ২০০০-২০০১ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি। এবং এই বাজেটের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক্ যেগুলি যখন আমরা দেখছি কেন্দ্রিয় সরকার যেখানে

উদারীকরণের নামে, বিশ্বায়নের নামে, দেশে ব্যয় সংকোচনের নামে সেখানে পরিসেবামূলক ব্যবস্থা গুলির ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমিয়ে দিচ্ছেন। যখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে সাধারন গরীব মানুষের খাদ্য বি, পি, এল, কার্ডধারীদের খাদ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমিয়ে দিচ্ছে, কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সেই ক্ষেত্রে এই রাজ্যে যে একটা কর বিহীন বাজেট যেখানে পরিসেবামূলক কাজে আরো অধিক বরাদ্দ করেছেন। এবং যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে, যে সমস্ত অনুৎপাদক খাত আছে সেগুলিতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার জন্য, সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার এবং বিদ্যালয় শিক্ষার এবং সোস্যাল এডুকেশন সবটা মিলিয়ে প্রায় মূল বাজেটের প্রায় ১৯ শতাংশ সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং কৃষির উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই রাজ্যের আর্থ সামাজিক কাঠামো এই ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নয়ন, বা আমাদের এখানে মূলত কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে এই রাজ্যের উন্নয়ন এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে কৃষির সাথে যুক্ত সেচ সেটা উত্তোলক হোক বা গভীর কুপের মাধ্যমে হোক, সেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন। সেজন্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটের ফলেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গরীব কৃষক, মাঝারী কৃষক, তারা উপকৃত হবেন। সেখানে সেচের ক্ষেত্রে যেখানে অন্যান্য রাজ্যে ভাল ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে নিজস্ব সেচের ব্যবস্থা যা আছে এটাকে আরো অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, এই বাজেটের মধ্যে সেখানে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রের মাশুল কমিয়ে দিয়েছেন। যারফলে রাজ্যে তার যে বরাদ্দ সেটা কমে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে যদিও এই বছরের অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার এখনো তার বাজেট চূড়ান্ত করতে পারেননি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই রাজ্যের মধ্যে যেখানে নিজস্ব কোন আয় নেই, এটা একটা পশ্চাৎপদ রাজ্য, কেন্দ্রের অনুদানের উপর নির্ভরশীল, সেখানে বরাদ্দ চূড়ান্ত না হওয়ার সাপেক্ষ এই ধরনের ঝুকিপূর্ণ বাজেট সেখানে নেওয়া হয়েছে এটা একটা অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাগুলির সঙ্গে গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সেভাবে গড়ে উঠেনি। এই রাজ্যের সামগ্রীক বিকাশের স্বার্থে তথা শিল্প, কল কারখানা স্থাপন করার স্বার্থে ইত্যাদি কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রথমবারের মত ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সীমাবদ্ধ আর্থিক অবস্থার মধ্যে থেকেই কাজ করে চলেছেন। আগামী দিনেও বামফ্রন্ট সরকারের এই লক্ষ্যে বহাল থাকবে বলেই এই বাজেটে সেই চিত্রটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। পূর্তদপ্তর রাজ্যে কাজের প্রসার বৃদ্ধি করতে এবং পূর্তদপ্তরের কাজের সুফল সকলস্তরের জনগন তথা সর্বত্র পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু ডিভিশন এবং সাব-ডিভিশন নতুন করে করা

হয়েছে। এগুলি করা হয়েছে পূর্ত্তদপ্তরের কাজ পরিচালনার স্বার্থে। নাবার্ড.হাডকো ইত্যাদি সংস্থা থেকে টাকা নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্য বহু সরকারী আবাসন তৈরী করার কাজ চলছে। সুপ্রীম কোর্টের এক আদেশ বলে কাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে,সে অনুসারে রাজ্য পূর্ত্তদপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন কাঠের সেতুগুলিকে এক এক করে পাকা করার পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যেই এখন ১০টি পাকা সেতু নির্মানের প্রক্রিয়া আছে। আরোও ১৬টি সেতুকে পাকা সেতু করা হচ্ছে। এটা পূর্ত্তদপ্তরের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই জনাই বাজেটটি সমর্থনযোগ্যও গ্রহনযোগ্য। রাজ্যে পূর্ত্তদপ্তরের কাজ-কর্ম এখন যা চলছে তা উল্লেখযোগ্য হলেও আমি এটুকু মাননীয় মন্ত্রীর নজরে আনতে চাই যে দপ্তরের কর্মচারীদের একটি অংশ সরকারী কাজ সময় মত সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আরোও যদি কিছুটা আন্তরিক ও যত্নবান হন তাহলে কাজের অগ্রগতির সুফল রাজ্যবাসী আরোও ভালভাবে ভোগ করতে পারবেন। কাজেই, বিষয়টির প্রতি মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয়ই যথার্থ ব্যবস্থা নিবেন, এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারি। রাজ্যের যে সমস্ত ব্লক বা মহকুমার সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে উঠেনি তার মধ্যে রয়েছে সাব্রুমের শিলাছড়ি-সাব্রুম রাস্তাটি। যে রাস্তাটি আমলিঘাটের সঙ্গে সংযোগ। অভিযোগ রয়েছে দপ্তরের কর্মচারীদের একটি অংশে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক নন। বরং তারা নিস্ক্রিয়। ফলে এই রাস্তাটির কাজও শেষ হচ্ছে না। এটা দেখার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি: কতগুলি বিষয় সেখানে,যে দপ্তরের মন্ত্রী বিভিন্ন এই যে লাল ফিতার ফাশ যেটা সেখানে চীফ ইঞ্জিনিয়ার অনুমোদন নিতে হবে, নিশ্চয়ই নিতে হবে। কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে দীর্ঘদিন যাবত এগুলি যখন পড়ে থাকে তখন কোন কোন জায়গার মধ্যে সমস্যা হয়। সেখানে সঠিক সময় সঠিক কাজ না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জনগনের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। এই জায়গাগুলিও সেখানে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি। আজকে এখানে বাজেটের মধ্যে সেচের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে যেমন রাস্তাঘাট এই উন্নয়নের জন্য আমাদের এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ এই বাঘমারার রাস্তাটা এটা অনেকদিন আগে হাতে নেওয়া হলেও এখন এই বাজেটে গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছেনা। সেই রকম বিভিন্ন ভাবে সেচের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্কীম যেটা মঞ্জুরী হয়ে আছে বা যেগুলি মঞ্জুর করা হয়েছে এটা নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যাতে সঠিক সময়ে এই কাজগুলি করা যায়.সেই দিকেও দপ্তরের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কাজেই সার্বিকভাবে যে উদ্যোগ এটা সত্যিই প্রশংসার। তারপর কৃষি, কৃষিতে অগ্রাধিকার দিয়ে এই রাজ্যের কৃষি উন্নয়ণের সাথে জন গণের যে সম্পর্ক এটাকে মাথায় রেখে বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন সেই কর্মসূচীকে সামনে রেখে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সেখানে সেচের ক্ষেত্রে যে

গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তাকেও আমি সমর্থন করছি। তাকে সমর্থন করেই এখানে যে বাজেট এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল। আপনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমি প্রথম নাম দিয়েছিলাম, আমার একটু কাজ আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি রাংখলবাবুকে বলেছি বলার জন্য, উনি বলুক।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বাজেটের উপর আলোচনার করতে গিয়ে আমি একটি বিষয়ের উপর বলতে চাই। সেটা হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর। এখানে যে এলোকেশন অব্ ফাণ্ড টু এ, ডি, সি। এখানে গত ১২ তারিখ মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এক প্রশ্নের উত্তরে পরিস্কার বলা আছে যে, ১৯৯৯ইং-২০০০ইং সালে ৫৩৪৩'২১ লক্ষ টাকা এবং ২০০০ইং-এর মার্চ পর্য্যন্ত তাদেরকে মানে ২নং-এ ৭৪৫৯ ৫১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। এবার এই বাজেট আমরা দেখলাম যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৬'৬৭ পারসেণ্ট বৃদ্ধি করলেন। কাজেই আমাদের আশা ছিল এ, ডি, সি-র যে ফাণ্ড ফ্লো আছে এটাও এখানে বাজেট সুযোগ পাবে। কিন্তু স্টেটমেণ্টে ফ্লো অব্ ফাণ্ড টু টি, টি, এ, এ, ডি, সি-তে এবার কম হল ১০৮'১৯ লাখ। এখানে আমরা দেখি পি ডাব্লিউ, ডি-টা নেই। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে এই সেরিকালচার, ফিসারী, রুরাল ডেভেলাপমেণ্ট, স্কুল এডুকেশন সোসাল এডুকেশন এগুলির মধ্যে পি,ডাব্লিউ, ডি জিরো। এখন আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার উনি আবার এ, ডি, সির মিনিষ্টার। কাজেই, উনার দপ্তরে এক পয়সা কম হবে আর উনি এটা মানবেন এবং সমর্থন করলেন এটা আমি বুঝলাম না। কিন্তু উনি বাধাও দিলেন না। কাজেই এই বাজেট আমি সমর্থন করতে পারি না। রাজ্য সরকারের প্রায় ৫৬টা দপ্তর আছে। প্রত্যেক দপ্তরে দেখলাম এ, ডি, সি-র এলোকেশন অব্ ফাণ্ড অনেক দপ্তরের চেয়ে অনেক কম। কাজেই, এখানে আমরা যে শান্তি সম্প্রীতির কথা বলি এটা কনট্রাডিকশন হচ্ছে যেহেতু ডেভেলাপমেণ্টের কিছুরই কোন উল্লেখ নেই। এবং টেক্সেস অব্ শেয়ারে আপনারা ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ইং পর্যন্ত শেয়ার ৫০ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ হাজার প্লাস ৩০০,৬৬ প্লাস। এখানে এ, ডি, সি-তে ২৫ শতাংশ দেওয়া হয়। এবং এই হিসাবে ২০২'৩৯ কোটি টাকা এ, ডি, সি-কে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ, ডি, সি আজ পর্যান্ত আমরা হিসাব দেখলাম মাত্র ৩৭'২৪ কোটি টাকা এ, ডি, সি-এর হাতে দেওয়া হল। কাজেই এই গুলিতে আমার মনে হয় এ, ডি, সিকে গুটিয়ে আনার পরিকল্পনা নয় কি? আমাদের মনে এখন এই প্রশ্নটা আসছে। সেটা একটা বিরাট হুমকী। এ, ডি, সি-তে সেখানে মোট অউন স্টাফ আছে ৯৬৪০ জন এবং ডেপুটেশান স্টাফ আছে ৩২৭৯ জন মোট স্টাফ হচ্ছে ৭৯১৯ জন এবং সংশোধন এ, ডি, সি-র মোট পোস্ট

হচ্ছে ১০,৭০৮ জন। আমার মনে হয় অনেক রাজ্য সরকারের ডিপার্ট.মেন্ট থেকে এই সংখ্যা বেশী। যেহেতু এটা ভৌগলিক ভাবে তিন ভাগের দুই ভাগ রিজার্ভ ফরেস্ট এবং পি, এফ, এই সব নিয়ে এলাকাটা বড় আছে। এবং এস. টি, জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ এ, ডি. সিতে আছে। সুতরাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যদি এ ডি সি-কে অর্থনৈতিক ভাবে যদি এটাকে বঞ্চনা করে তা হলেএই কাজ হবেনা। কাজেই স্টাফের ক্ষেত্রেও দেখি ২৭৮৯ টা পোস্ট এখনো ভেকেন্ট আছে, এটা ক্লাস থ্রি এবং ক্লাশ ফোর হতে পারে। গত বৎসর পর্য্যন্ত এ, ডি, সি-কে ৭৪৫৯.৫১ লক্ষ টাকা দেওয়া হল অর্থাৎ ২০০০ই পর্য্যন্ত এখন কোন চিন্তায় এবারের এলোকেশান কম করা হল। এটা আমরা বুঝতে পারছিনা। বাজেট নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করি যদি আধুনিক ভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয়তা যদি ঠিক মত এখানে ব্যবহার করতে না পারি তা হলে এখানে উন্নয়নের কাজ ব্যহত হবে। আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে টি এস আর এর ব্যাপারে। এই টি, এস, আর, এর ব্যাপারে আমরা দেখি যে, ৬টা ব্যাটেলিয়ান আছে আমাদের রাজ্যে। এই ৬টা ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে আমরা দেখি এস টি, এস সি, ও বি সি, জেনারেল এবং এমপ্লয়মেন্টারীদের ছেলে অনেক আছে কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে পার্টিকুলারলি এখানে একটা কমিউনিটিকে বেশী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কারণ যারা আসাম থেকে, নর্থ বেঙ্গল থেকে বা বিহার থেকে যারা আসে তাদের আসল ঠিকানা তাদের মা বাবা কোন এক সময় ত্রিপুরাতে ছিল। কিন্তু ঠিকানা বাইরে থাকলেও তারা কাজেই, রিক্রুমেন্ট টি, এস, আর-এর ব্যাপারে, আমার একটা প্রস্তাব হল যে ট্রাইবেল ছেলে কেটাগরিকেলি থাকবে ঠিক আছে, কিন্তু বাইরে থেকে আসবে তখন পার্টিকুলার একটা কমিউনিটিকে সুযোগ দেওয়া এটা যাতে না হয়, এটা চাই। আমার আরেকটা সাজেশান হল-এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট বা এ, ডি, সি-র ফিনান্সই হউক এই সব ব্যাপারে দিল্লীতে সময় সময় কমিশন বসে এবং এন, ই, সি, তে এই সব ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয় তখন যাতে এ; ডি, সি-র কর্তৃপক্ষকেও সুযোগ দেওয়া হয় এবং ইনভাইট করা হয়, তাদের যে সমস্যা সেটা যাতে তারা সেখানে রিফ্লেক্ট করবে চেষ্টা করুক। এটা হচ্ছে আমার সাজেশান।

রাজ্য সরকার যখন দিল্লীতে বাজেট নিয়ে ফাইন্যান্স কমিশনের সঙ্গে কথা বলে তখন যদি এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ কে ইনভাইট করে সেখানে সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ সেখানে তাদের যে সমস্যা আছে সেগুলি রিফ্লে করতে পারে। রাজ্য সরকার যদি সেই ব্যবস্থা করতে না পারেনা তাহলে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থেকে যাবে। কাজেই, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে। ত্রিপুরাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে আমাদের অনেক টাকা পয়সা দরকার আছে, এটা ঠিক। আমাদেরকে দুর্বল করার জন্য

এ স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে এটাকে যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও বেশী অন্ধকার হবে। কাজেই, এ, ডি, সিকে সেই সুযোগ দেওয়া হউক। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত সোমবার এখানে যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন সেই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলছি। বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতা রেখেছেন। উনি এখানে যে সমস্ত ভাল ভালকথা বলার চেস্টা করেছেন। এবং যে সমস্ত সমস্যার কথা উনি উল্লেখ করে গেছেন, তার কোন সমাধানের কথা এখানে উল্লেখ নেই। এমন কি তার দলের ইস্তেহারের কথা এবং সরকারের গুচ্ছ প্রস্তাবের যে ব্যয় বা খরচ এই বাজেটের সঙ্গে কোন মিল নেই। তারমধ্যে শুধু রয়েছে অসামঞ্জস্য। কি করে এমন বাজেট করলেন আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, একটা বাজেট যখন তৈরী হয়, তখন দুইটা জিনিষ সেখানে বিচার করতে হবে। এটা হচ্ছে, বাজেট তৈরীর যে প্রকৌশল যাহাতে সঠিক হয় সেটি পড়ে সহজে বুঝতে পারে তবেই আমরা বলব বাজেট রচনাটা সফল হয়েছে। কিন্তু এই রচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ন্যাচারেল ক্যালিমিটিতে রিয়াং রিফোজী। কিন্তু দুইটা করে থেকে গেল,ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ও আগে রাখা হতো এখন সেখানে খুঁজেও পাওয়া যায় না। লাষ্ট ২২ নম্বর ডিমাণ্ড-এ উল্লেখ করা আছে, সেখানে রিয়াং রিফোজি। আমি তো ভাবলাম অর্থ সংস্থান বন্ধ করে দিয়েছে। ওখানে দেখা গেছে ১০ কোটি টাকা আবার রাখছে। এগুলো খুঁজে পাওয়াই মুশকিল এই রকম বহু আইটেম আছে নেচারেল কেলামিটি না, যেমন ঐ এডিসি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিমাণ্ড যেটা ১৯,এখানে আগে এডিসি সমস্ত বরাদ্দ দেওয়া থাকত এই বার দেখছি ডিমাণ্ড ২০ নিয়ে গেছে। সেখানে পঞ্চায়েতের সংস্থান এডিসি ঐখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এই রকম অনেক আছে যেগুলো খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, আমাদের জোটের আমলে মাননীয় শ্যামাচরন ত্রিপুরা যখন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তখন যে বাজেটগুলো তৈরী হয়েছে সেগুলো শিক্ষা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার,একটি রাজ্য যখন বাজেট তৈরী করে তখন সেই বাজেটের একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই বাজেটের টারগেট কত হবে,কোন ক্ষেত্রে কত হবে,এগুলো একটি বাছাই করা থাকে কিন্তু দেখলাম এর মধ্যে কিছুই নেই। একটি নতুন আইটেম এনেছেন, ন্যাশানেল হাইওয়ে পেট্রোলিয়াম। এটা নতুন। তারপর যা যা গরিব মানুষের সংস্থানে রাজ্যে একটি ও সুন্দর প্রকল্প আনতে পারেনি। কৃষকদের ক্ষেত্রে ওয়াটার মেনেজমেন্ট প্রোগ্রাম ইন ৫০ হাজার কিন্তু জুম তো এক বছর শেষ হলো। কিন্তু এইবার দেখা গেছে টাকা আরোও বাড়ানো হয়েছে। দেড় কোটি টাকা। মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে যে সমস্যাগুলো যেমন খাদ্য সমস্যা, কাজের সমস্যা, এগুলো এই গর্ভমেন্টের দৃষ্টিতে আসে না কেন আমি জানি না। এতো জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কি কারন। মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, এখন কেন খাদ্য সমস্যা চলছে, তার একটি রিফ্লেকশান এখানেও আছে। যেমন পঞ্চায়েত এ, ডি, সিতে কি

বরাদ্দ করা হয়েছে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ড। ১৪ কোটি ৮২ লক্ষ্য আগে ছিল,আর ১৯৯৮-৯৯ সালে এটা ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ করা হয়েছে। এই বার আরোও কমিয়ে ১৪ কোটি ৮২ লক্ষ করা হয়েছে। কাজেই এই যে গ্রামিন পঞ্চায়েতর কাজকর্ম বা গ্রামিন মানুষের কর্মসংস্থান সেখানেও কমানো হয়েছে। ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ্য ছিল, এখন ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ্য করা হয়েছে। তারপর কনজিউমার কো-অপারেটিভ সেখানে কমানো হয়েছে। সেন্ট্রাল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন কমানো হয়েছে ইনড্রাসট্রিয়্যাল ডেভল্যাপমেন্ট কো-অপামেটিভ সেখানে কমানো হয়েছে। এ, ডি, সিতে কমানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে বহু জায়গাতে ধীরে ধীরে কমছে। সিফটিং কাল্টিভেশান্ গত বার ৬৪লক্ষ ছিল। আবার ৮০ লক্ষ। কৃষিতে বলা হয়েছে আমরা স্বয়ংভর আনতে চাই, কিভাবে আনবেন ? যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষকরা আছেন এইগুলি আইডেনটিফাই করতে সম্ভব হয়নি। এগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে, এই রাজ্যের একটা কৃষক সমাজ উৎপাদন পদ্ধতিতে পিছিয়ে আছে। সেখানে উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকতা আনতে হবে। এটাই তারা বুঝতে পারেনি। আমরা আমাদের জোটের আমলে ট্রাইবেল অঞ্চলে মর্ডান কাল্টিভেশান এনেছিলাম। এটা আমাদের সময় এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করা হত। এবার ১০ লক্ষ, মানে এটা বিপন্ন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কি করে এখানে উন্নতি আনবে, মানিকপুরের মত জায়গাতে তার পরে রায়পাশা, খেদাছড়া আছে, এখানে তো ট্রাইবেল কৃষকরা রয়েছে, এখানে ধান ঠিকভাবে চাষ করতে শেখেনি, কিভাবে সার দিতে হয়, কিভাবে বীজ বপন করতে হয়, সেটাও শেখেনি। দ্বিতীয়ত,জুমিয়াদের যদি শরিক করা না যায়, তাদের আর্থিক অবস্থা যদি উন্নতি না করা যায়, খাদ্য স্বয়ংভর হতে পারেনা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই জুমিয়াদের কিভাবে পুর্ণবাসন হবে সেই পরিকল্পনা এখনো দেখাতে পারেনি। স্যার, আরেকটা শিল্প এই দিকেই লক্ষ নিয়ে বেকার হয়ে আছে। মাঝে মাঝে আপনারা দেশের কথা বলেন, এখানে রাবার প্রচুর তৈরী হচ্ছে কাজেই এখানে তো রাবার ভিত্তিক কারখানা হতে পারে। এমন কি আমাদের রাজ্যের রাবার এর উপর নির্ভর করে যেতে পারে, উন্নতি হতে পারে, যে তাঁত শিল্প বরাদ্দ আর ও কমছে। সমস্ত কো-অপারেটিভ গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী সামাজিক অর্থনৈতিক পরিসেবায় আমরা যে বিনিয়োগ করি তার কিয়দংশ ও আমরা ফেরত পাই না। ৯৯ পার্সেন্ট সেখানে ভুর্তকি দিয়ে চলেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- প্লীজ, ক্লোজ, ইট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না না। অন্য সময় দেব। এখন কিছু করার নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমাকে এক মিনিট সময় দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ– আচ্ছা, এক মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, এই মনিপুরী তাঁতের কথা, বাঙ্গালীদের বিরাট অংশ তারাই তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করেন, খাদি নিয়েই আছে। এই গুলি দেখা যাচ্ছে যে, ক্রমাগত শুখিয়ে যাচ্ছে। এত খরচ, দেখা গেছে ৫০ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে কিন্তু উৎপাদন নেই। টি, আর, টি, সি লসে চলছে। আমরা ভর্তুকি দিয়ে চালাচ্ছি, অর্থাৎ কি দিচ্ছি বেতন, অথচ আমরা যখন কৃষকদের বেলায় বলি কিছু ভর্তুকি রাখেন, বলে দেওয়া যাবে না। পরিকাঠামো তৈরী করে কি হবে যদি এই গুলি না থাকে। কাজেই, দেখা হচ্ছে পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু নেই, খেটে খাওয়া মানুষ, জুমিয়া এবং কৃষক এবং গ্রামের মানুষ তাদের অর্থনীতি এবং বেকারদের কর্মসংস্থান কিছুটা হলেও বাড়বে। এতে কোন রকম ইঙ্গিত নেয়-ই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি তো আর সময় দিতে পারি না। সময় নষ্ট করবেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে, আমি সবার জন্য সমভাবে সুযোগ দেয়-ই

শ্রীমানিক দে ঃ— স্যার, ২০০০-২০০১ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তাতে ২৬.৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। প্রথমে দেখতে হবে বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি কি, যেখানে গ্লোবাল ইকনমি, লিবারেল এটিচিউড, এবং প্রাইভেটাইজেশন আকৃটিভিটি ক্রমবর্ধমান তার মধ্যে দাড়িয়ে, এখানে বিকল্প একটা মানসিকতা নিয়ে বাজেট করা হয়েছে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাড়িয়ে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এনে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। আমরা দেখছি এই বাজেট কতটা মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। এই বাজেট কর্মচারীদের ভূমিকা রয়েছে। আমাদের রাজ্যে যারা বসবাস করেন, তার বৃহৎ অংশ গ্রামের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই গ্রামের যারা গরীব মানুষ তারা যখন কাজ পায় না, তখন শহরের দিকে যায়। একটা দৃষ্টান্ত যেমন, আগরতলা শহর, একজন রিক্সাশ্রমিকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, ভাই তোমার বাড়ী কোথায়, বলে গ্রামে, একটা দোকানের কর্মচারী তারও বাড়ী বাইরে, একটা সাধারন দিন মুজুর তার বাড়ী ও বাইরে। এখন দেখা যাচ্ছে গ্রামে থেকে শহরে আসার মূল কারণ হল, ভূমিকে কাজে লাগিয়ে, গ্রামের মানুষকে আটকে দেওয়া, যে কাজ সেটা হয়নি। এটা যদি হতো তাহলে সারা দেশের চেহারাটা এই রকম হত না। কিন্তু আমি এই বাজেটের মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে, কিছুটা না হলেও সবটা হয়েছে এটা আমি বলতে পারিনা। কিন্তু, বিরোধী সদস্যরা বলছে হয়নি, তা ঠিক, যেটা হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। আর যা হয়নি তার কথা বলুন। যেটা হয়েছে তার মধ্যে যে কাজগুলি হয়েছে সেটাকেও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এখানে গ্রামের মধ্যে যে জল সেচের ব্যবস্থা রয়েছে, তার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই জায়গাতে যখন জল দেয় সেখানে তো কোন দল বেছে দেওয়া হয়নি। জমিতে যখন জল যায় তখন সবার জন্য জল যায়। এবং সবাই সেই জল ভোগ করে। যদি জমিতে

জল না দেওয়া যায়, কেউ যদি সং ব্যবহার না করে, জল ছাড়া জমির কোন দাম নেই। ভূমির কোন দাম নেই। সেই একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বাজেটকে জল সেচের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে জলের মাধ্যমে জমিকে কাজে লাগিয়েছে। সেই জল সেচের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎতের চেহারাটা কি, ঐ দেখছি অন্ধ্রপ্রদেশে আত্মহত্যা করছে কৃষক তার বক্তব্য কি, আমরা জমিতে জল দিতে গেলে যে মাশুলের দরকার সেটা দিতে পারছিনা।

মানুষের যে সমস্যা এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি নাই। আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আরো বেশী স্বাস্থ্য পরিষদ মন্দায় পরিনত করছে। হাসপাতালে ডাক্তার থাকবে, যদি এক্সরে করা হয় পয়সা দিতে হবে, ইসিজি, করা হলে পয়সা দিতে হবে এবং হাসপাতালে দেখাতে গেলেও পয়সা দিতে হবে। এই হল দেশের পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দাড়িয়েও স্বাস্থ্য পরিষদকে গ্রামে পেঁছে দেবার জন্য চেষ্টা হয়েছে এবং এই যে আজকের চেহারাটা আজকের পত্রিকাতে আমি দেখলাম যে, আমাদের দেশের যে রিপোর্ট বেড়িয়েছে ৩৮ হাজার মানুষ ভারতবর্ষে এইডস্ রোগে মারা গেছে এবং ধনুসটঙ্কারে ২ লক্ষ শিশু মারা যায়। বিশ্বের ২৭টি দেশে গড়ে প্রতি মাসে মারা যায় ৯০ জন আর আমাদের দেশে মরেছে ২ লক্ষ শিশু। এই হল স্বাস্থ্য পরিষেবার চেহারা। সেই জায়গায় দাড়িয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাটাকে আরো বেশী করে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় আর এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এখন ও অব্যাহত রেখেছেন। আমরা দেখছি পানীয় জলের তো, সবার জন্য প্রয়োজন, জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আমরা দেখছি যে, মানুষকে অনেক দূর থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, পানীয় জল আরো বেশী গ্রামে পেঁছে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ঘাটের চেহারা কি ছিল? ১৯৭৮ সালে আমি নিজেও দেখেছি, মাননীয় মন্ত্রী যাবে মেইন রোড ছাড়া কোন রাস্তা নাই, আসাম আগরতলার যে জাতীয় সড়কটা সাব-ডিভিশ্যন্যালগুলির সঙ্গে কিছু যুক্ত রাস্তা ছিল। শচীনবাবু যাবেন ২৫০-৩০০ মানুষ গাড়ি ধাক্কা দিচ্ছেন। উনি বেলবাড়ি যাবেন উনাকে নিয়ে যেতে হবে। ধাক্কা দিতে দিতে আড়াই কিলোমিটার নিয়ে গেলেন। গাড়িতে বসে আছেন। আর এখন একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের বাড়িতে নিমন্ত্রন খেতে এইভাবে যেতে হয় না। আগে আমরা গ্রামে কি দেখতাম জুতোগুলো থাকত হাতে জামাটা কাঁধে, দেখা যেত পুকুরের দক্ষিণ পাড় উঠে তারপরে হাত পা ধুঁয়ে জামা কাপড় পরে যেতে হত। এখন এই সব রাস্তা ঘাট দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে, এবং রিক্সা ঢুকতে পারে এই রকম উন্নত হয়ে গেছে। এটা অস্বীকার করতে পারবেন উনারা, ভোগ করছেন না উনারা! উনারা সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটে সেটা অস্বীকার করছেন। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন

সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। অনেকে বলছে সাইন্স এ্যাণ্ড ট্যাকনলজি কি মানুষের ইন্টারেষ্ট হবে। কারণ, বিজ্ঞান মানুষকে যেমন সৃষ্টি করতে পারে তেমনি ধ্বংসও করতে পারে। এই বিজ্ঞানের হাতে তৈরী হয় পারমানবিক বোমা। তেমনি মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঔষধও তৈরী হয়। সেখানে সাইন্স এ্যাণ্ড ট্যাকনলজি যেহেতু আমার দেশে নাই নিশ্চয়ই সেটা আনতে হবে। আমাদের দেশে আছে সাফিসিয়েন্ট আমার দেশে সেই ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়ে যদি বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় তাহলে আমার সাইন্স এ্যাণ্ড ট্যাকনলজি আমার দেশের যে মেধা সেটা কি পুর্ণাঙ্গ পর্যায় যাবে। আমাদের দেশের মেধা মার খাবে। সেখানে আমার দেশেরমেধাকে পারচিস্ করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে দেশের মেধাকে কাজে লাগিয়ে পেটেন্ট করে সেটাকে তারা আজকে পারচেজ করে নিচ্ছেন। তারা তাদের মত করে ব্যবহার করছেন। অটোমেশানের বিরোদ্ধ আমরা নই। সেই অটোমেশান লেগু পাওয়ারকে শেষ করে দেয়। সেই অটোমেশান আরো বেশী বেকারের জন্ম দেয়। কিন্তু অটোমেশান যেখান থেকে হোক ব্যবহার করলে পরে ক্ষতি হয়। যেমন, আমরা দেখছি অলটারনেটিভ একটা হল চীন দেশ সমাজতন্ত্রী দেশ। ওরা ও তো সেখানে মার্কে ইকোনমিকের কিছু কিছু আমদানী করছেন। কিন্তু তারা কি বলছেন যে, এক্সপিরিমেন্টস আমার দেশে যেটা আছে, এটা আমরা ভোগতে দেব না। আমার দেশে যেটা নাই সেটা যদি আনতে হয় আনব। তারাও সেখানে মার্কে ইকনোমিকের কথা ভাবছে একটা অলটারনেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কিন্তু আমার দেশের দৃষ্টিভঙ্গি কি তার উল্টোটা। ভূমী হস্তান্তর হয়েছে এবং দারিদ্রতার কিছু ছিছু অবসান হয়েছে। তাহলে নিশ্চয় সেই নৈতিক সমর্থন করা যেত। কিন্তু আমরা দেখছি সেই সমস্যা সমাধান হয়নি, বেড়েছে। কাজেই, এখানে গ্রামীন কর্মসংস্থার, গ্রামীন শিল্প, চা শিল্প, রাবার শিল্প যতবেশী কাজে লাগানো যায় তারজন্য করপোরেশন গুলিকে কাজে লাগিয়ে কিছু গ্রামীন মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী ভুমিকা সেখানে নিচ্ছে। এ.টি, এস,সি এবং ও,বি, সিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী চাই। সরকার উপজাতি এলাকায় যে উন্নয়ন করছে এ, ডি, সি এলাকার দুর্গম উপজাতি অঞ্চলেও এই ধরণের উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমানিক দে :—শেষ করছি স্যার, এখানে জাতি-উপজাতি শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য টি, এস, আর কাজ করছে। তারজন্য এই বাহিনীকে ডিমোনাইজ করার চেষ্টা করছে আমাদের রাজ্যে যে সম্পদগুলি আছে এই সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টি করা যায় উন্নয়ন ঘটানো যায় সেই চেষ্টা এখানে চালাচ্ছে সরকার। এটা প্রয়াত রাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রী থাকা কালিন ও বলা হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থ গ্রামীন মানুষের কাছে পৌচ্ছেনা। এটা সঠিক কথা, পৌচ্ছেনা। পৌচ্ছেনা এই কারনে যে, পুরু ব্রেনাস সমস্ত পাওয়ারকে যদি সেন্ট্রালাইজ করে রাখা

হয় তাহলে কি করে পৌছেবে? আর এটা যদি গ্রাম স্তরে নিয়ে যায়, গ্রামীন মানুষের হাতে যদি ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় এবং সেখানে যদি কো-অপার ইউটিলাইজ করতে পারি মানুষের তাহলে কিছুটা সুরাহা হবে আমরা আশাবাদী। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীর করার মধ্যে দিয়েও মানুষের কাছে ক্ষমতা দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে গ্রামগুলিতে কম বেশী কাজ হচ্ছে। ফলে মানুষের মুখে কিছুটা হাসি ফুটে। এতে সমস্যা আছে। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য গ্রামীন মানুষ সেখানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে মানুষ বুঝে নিতে পেরেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী সিনহা। আপনার সময় ৮ মিনিট হলেও আপনাকে ১০ মিনিট সময় দেওয়া হল। আপনি এখন বলুন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিনহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০ই জুলাই আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে এস, সি, এবং ও বি, সি, এর উপর আমি সামান্য কিছু আলোচনা করব। যদিও গতকালকে এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে তথাপি আলোচনা এবং সমালোচনার মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধান হয়। বাজেটে এস. সি, এবং ও বি. সি, এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা তুলনামূলক কম হতে পারে কিন্তু আমরা দেখেছি, এর মাধ্যমেই উন্নয়নের কাজ এবং সরকারী চাকুরী. স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে। কাজেই বাজেটে সামঞ্জস্য আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই বাজেটের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি, কি কি কাজ হয়েচে এবং কি কি কাজ বাকী আছে। বাকী নেই তা নয়। কাজে কাজেই, কিছুই হয়নি এ কথাটা বলা ঠিক নয়। কিছুদিন আগে আমাদের এস. সি, কমিটি বিধানসভার কমিটি রুমে বসে যে আলোচনা করেছে তার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এস. সি, এবং ও বি, সি ছেলে-মেয়েদের স্টাইপেণ্ড ঠিক মত পাচ্ছে না। এটা বাস্তব কথা। কিন্তু এটা আমাদের তাদের প্রতি অসহযোগিতা নয়। আমরা চেষ্টা করছি, আগামী দিনে এস, সি. এবং ও, বি, সি, দের যে সমস্যা আছে তা দূর করার। সেন্ট্রালের কাছে আমরা আরো টাকা চাই, সমস্যা দূর করার জন্য। পশ্চাৎপদ মানুষের উন্নতি হউক এই দৃষ্টি ভঙ্গী আমাদের আছে। আজকে ও, বি, সি এবং এস, সি, দের স্বনির্ভর প্রকল্পে অনেক সাহায্য করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ও, বি, সি এর একটি অংশের লোক তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে, লিখতে পারবে। সেই সুযোগ আমরা করে দিয়েছি। এর মধ্যে বেশ কিছু পশ্চাৎপদ অংশের যোগ্য টিচারদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এরকম বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। কাজেই, সমালোচনা আর বিরোধীতা করে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমি হাউসে

দাঁড়িয়ে বিরোধীপক্ষকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব, যাতে আমরা সবাই মিলে এই পশ্চাদপদ অনুন্নত জাতি গোষ্ঠিকে আগামী দিনে কিভাবে তাদের সহায়তা করা যায় সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কাজ করি। এই আহ্বান জানিয়ে বাজেট সম্পর্কে আমার সামান্য আলোচনা এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুদীপ রায় বর্মন। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাখন দেবনাথ রচিত এবং রাজ্যসরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় প্রস্তাবিত ২০০০-২০০১ ইং সালের যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা ভুলে ভরা, জনস্বার্থ বিরোধী এবং গতানুগতিক। এই বাজেটকে বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, শুরুতেই আমি বলেছি যে এই বাজেট ভুলে ভরা। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট ভাষণের ৪র্থ, পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে বলা হয়েছে "এ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল (এজি) থেকে প্রাপ্ত হিসেবানুসারে ঋন বাবদ রাজ্য সরকারের দেনার পরিমান ১৯৯৪-৯৫ ইং সালের ৮৫২,৩৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ৩১ মার্চ-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৭'২৮ কোটি টাকা"। এটা হবে ৮৫২'২৮ কোটি টাকা। আমি রেফারেন্স দিচ্ছি ৯৮ ইং সালের ক্যাগ রিপোর্টে পেইজ নং ২০ থেকে। এছাড়া ভুলে ভরা এই কারনে বললাম ২০০০-২০০১ সালের বাজেট ভলিউম-১ এবস্ট্রাকট্ একাউন্ট ডিমাণ্ড নং ৪৩, পেইজ নং ১৮৯ থেকে ২০৬ পর্য্যন্ত ভুলে ভরা। ভুলটা হয়েছে বটে এস্টিমেইট এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারটাকে ধরা হয়েছে ৯৯-২০০০। ডিমাণ্ড নং ৪৩ এবং ডিমাণ্ড নং ৪৪ এই দুটোতেই বাজেট এষ্টিমেইট কলামে ফিনাসিয়াল ইয়ার ধরা হয়েছে ১৯৯৯-২০০০। যাইহোক, কি কারনে সেগুলি কারেকশান হয় নি আমি জানিনা। সেগুলি কারেকশান হওয়া উচিৎ ছিল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এই বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পরিকল্পনা খাতে এবং পরিকল্পনা বহির্ভুত খাতে অনুদান, সহায়তা এবং ঋণ বাবদ সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির হিসাব এবং বিভিন্ন খাতে খরচের মন গড়া হিসাব ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এই রাজ্যের শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত এবং প্রতিশ্রুতি এই বাজেটের মধ্যে নেই। সর্ব ভারতীয় বিক্রয় করের বাড়তি হার এ রাজ্যে কার্য্যকরী করার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে রাজ্যের গরীব জনসাধারণ এর উপর বাড়তি করের বোঝার প্রতিফলন এই বাজেটে ঘটেছে। ফলে গ্রাম পাহাড়ে দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস কারী সমস্ত অংশের গরীব মানুষের ক্রয় ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রাম পাহাড়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এতে আর্থিক দুরদশার বিনিময়ে রাজ্যের রাজস্ব আয়ের পরিমান গত আর্থিক বছরের তুলনায় ১৮৮ ৭০ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে অথচ আর্থিক শোষণের বিনিময়ে এই বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এটা দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কোন বাস্তব পদক্ষেপ বাজেটে নেই। স্যার, পেরা ৯-এ-অর্থনৈতিক পর্য্যালোচনা আছে, যে সাবজেকট্ এখানে নাইন্থ, ফিনান্স কমিশন স্টেট গভর্ণমেন্টের ফিনান্স

ডিপার্টমেন্ট থেকে যে মেমোরেনডাম দেওয়া হয়েছিল তাতে রাজ্যের বি, পি, এল-এর পারসেইনটেইজ বলা হয়েছিল ৬০ পারসেন্ট। তারপর টেনথ্ অর্থ কমিশন গেল, রাজ্য সরকার ক্লেইম করে বিলো প্রভারটি লাইনে যারা আছে তাদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থের দাবী করলেন। এলিভেনথ্ ফিনান্স কমিশনে রাজ্য সরকার থেকে যে মেমোরেনডাম দেওয়া হয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাতে ১৪ নং পাতায় এলিভেনথ্ পেরাতে আছে, রাজ্যের বি, পি এল-এর পারসেইনটেজ হচ্ছে ৭৪ পারসেন্ট। নবম অর্থ কমিশনের কাছে বলা হয়েছিল বি, পি, এল-এর পারসেইনটেইজ ৬০ পারসেন্ট। তারপর কি করে ৭৪ পারসেন্ট হলে? যদি উন্নয়নের জোয়ার বইতে তাহলে ৭৪ পারসেন্ট হওয়ার কথা ছিল না। এই মেমোরেনডামে পেইজ নাম্বার ১১ প্যারা ২'০২ তে বলা হয়েছে যে, কিছু ট্রাইবেল এরিয়াতে দি পারসেইনটেইজ অফ্ বি, পি, এল ইজ আজ হাই আজ নাইনটি পারসেন্ট। কিছু কিছু জায়গায় ট্রাইবেল এরিয়াতে অ্যাজ মার্চ অ্যাজ নাইনটি পারসেন্ট আবার এখানে পরকেপিটা ইনকাম হিসাবে বিভিন্ন তথ্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রী পেশ করেছেন মাথাপিছু আর বার্ষিক গড় আয়ের হিসাব জটিল কিছু তথ্য ভাষনে রেখেছেন তাতে রাজ্যের দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিঃসঙ্গ মানুষরা কি বুঝল আমি জানি না। এবারের বাজেট ভাষণে দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী জনগণের হিসাবটা যে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা বুঝা যাচ্ছে। স্যার, গ্রাম পাহাড়ের মানুষের হাতে তো পয়সা নেই। পারকেপিটা ইনকাম দেখাচ্ছে ত্রিপুরাতে ৬ হাজার ৬ শত ৩৭ টাকা। কিন্তু গ্রাম পাহাড়ের মানুষের কাছে তো টাকা নেই, তাদের কাছে তো বাঁশের কুড়ুলও নেই। এখন একমাত্র সম্বল বাশের কুড়ুল এটাও এখন গ্রাম পাহাড়ে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের দ্বিগুন রেশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু ওদের রেশন কার্ড তো ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে এবং রেশনের চাউল কেনার মত পয়সাও ওদের কাছে নেই। বামফ্রন্ট জমানায় লুটপাট বানিজ্যের দরুন কিছু পেটুয়া লোকের হাতে অবশ্যই পয়সা আসছে।

গ্রামে, পাহাড়ে নতুন একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরী হচ্ছে মাত্র। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এর কি সম্পর্ক আছে, স্যার। স্যার, এই বাজেট ভাষনে লেখা আছে আমাদের প্রাপ্ত সহায়-সম্পদ দিয়েই আমাদের আর্থিক অবস্থা সামলাতে পেরেছি টাকা কোথা থেকে আসে? পরিকল্পনা খাতে এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সমস্ত টাকা আসে কেন্দ্রের থেকে। এই যে ভোগ বিলাসিতা সমস্ত টাকা আসে কেন্দ্রের থেকে। কি এমন পরিস্থিতি ঘটল যে উনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন আমাদের প্রাপ্ত সহায়সম্পদ দিয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা আমরা সামলাতে পেরেছি। বাজেট ভাষনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা এবং বক্তব্য রেখেছেন। এটা মনে হয়, উনার পুরানো অভ্যাসের ফলেই উনি এটা করে ফেলেছেন। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয়ের ১৮৮৯'৭৪ কোটি টাকার সবটাই ইন্টারেস্ট পেমেন্ট খরচা করেও রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ৮০ কোটি

টাকার মার্কেট লোন থেকে ৬১'২৬ কোটি টাকা খরচ করতে হবে রাজ্য সরকারের সংগৃহীত প্লান। স্যার, প্যারা নং-১৩ এ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পর থেকে ৫ কোটি টাকা আয় হবে এবং রাজ্য সরকার ডিজেল, রাসায়নিক সার, সুতোর বিক্রয় করের উপর ইউনিফর্ম ফ্লার রেইট্‌স মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়েছে। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, জাতীয় স্তরে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত যদি রাজ্যগুলোকে একশোভাগ মেনে চলতে বাধ্য করা হয় এবং অন্যথায় রাজ্যের স্বাভাবিক যোজনা সাহায্যের ২৫ শতাংশ আটকে রাখার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো কেন্দ্রের পথে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। এই তিনটি বাদ দিয়ে ৫ কোটি টাকা। অটোমেটিক্যালি ডিজেল, সুতো, রাসায়নিক সার যেটা এখন বর্ত্তমান ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ইউনিফর্ম রেইট্‌স মানছে না। এটা যদি কেন্দ্রের কথা মেনে করে তাহলে কত টাকা আয় হবে সেটা কিন্তু লিখেনি। এটাই করতে চলেছে ওরা কিছু দিনের মধ্যে। এখান থেকে একটা ভাল এমাউন্ট বেরিয়ে আসবে। সেটার উল্লেখ এখানে নাই। তারপর ১৪ নং প্যারাতে আছে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাশুলের হার বৃদ্ধি করেছে। এদিকে হেল্থে ৯ পারসেন্ট কমিয়ে দিয়েছে। এবার বোধহয় ৪ পারসেন্ট, গতবার ছিল ৫ পারসেন্ট। স্যার, রাজ্যের মানুষ কি চায়? খাদ্য, স্বাস্থ্য। বাঁচার জন্য এগুলি দরকার। স্বাস্থ্য দপ্তর একটা এত বড় দপ্তর তাতে ১ পারসেন্ট কমিয়ে দিয়েছে। এদিকে রাজ্যে আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছে। নেপকোর কাছে কোটি কোটি টাকা বকেয়া। নেপকো বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে পারছে না। এখানে কোন সারকামস্টেনসেস্ প্রভাইড করছে না যে লোডশেডিং করতে হবে। এটা ইচ্ছা করে, লোডশেডিং করে পয়সা বাঁচানোর জন্য। সারা রাজ্য আমরা অন্ধকারের মধ্যে থাকছি, তারপরেও কেন বিদ্যুতের ৩% বৃদ্ধি করা হল সেটার কোন ব্যাখ্যা আমরা বুঝতে পারছি না। রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ মাশুলের বৃদ্ধির ফলে এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে রাজস্ব আয় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা বুঝতে পারছি না। এই বাজেটে রেভেনিউ ডেফিসিট, প্রাইমারী ডেফিসিট, ফিসক্যাল ডেফিসিট এগুলি দেখানো হলে আমাদের সবার জন্য ভাল হত। এগুলি করেন নাই। এখানে একটা ভাল চালাকামি করেছেন। স্যার পূর্ত্তদপ্তর এখানে লিখেছে ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স্ সম্পর্কে, স্যার, বড় বড় কাজগুলি যখন হয় আমরা দেখি ত্রিপুরা থেকে টাকা বা বাজেট বাহিরের দেশে চলে যায় রাজ্যের রিষ্ট্রীক্‌টেড টেণ্ডারের মাধ্যমে। সিলেক্‌টেড কন্ট্রেকটা কোম্পানী আছে যেমন মেকানভোম বারান নামে একটা কোম্পানী আছে এবং এই রকম আরও অনেক গুলি কোম্পানী আছে এদেরকে দিয়ে রাজ্যের বড় বড় কাজগুলি করানো হচ্ছে। তারা আবার ডিরেক্ট্‌লি কাজগুলি করছে না, ওরা এখানে সাব-কনট্র্যাক্ট দিচ্ছে। যেমন, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই যে, নতুন সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড হচ্ছে জি, বি হসপিট্যালে এটা মেকানভোম বারানের নামে হচ্ছে, বাহিরের কোম্পানী, কিছু বলার উপায় নাই। কে করছে কাজটা কমঃ স্বপন দে নামে একজন ঠিকেদার, উনি সাব-কনট্র্যাক্ট নিয়ে কাজ করছেন। স্যার রিষ্ট্রীকটেড টেণ্ডার

হলে সরকারের প্রচুর টাকা নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি যদি নরম্যাল টেণ্ডার হত তাহলে আমাদের ত্রিপুরার ফাষ্টক্লাস কনট্রাক্টর তাতে পার্টিসিপেইট করতে পারতেন এবং তাতে রেইটটাও এই নূতন সিডিউলের ৪৫ পার্সেন্ট এভাবে যায় না। ফলে সরকারের প্রচুর টাকার সেইভ হত। কিন্তু তা না করে করাপশনে জড়জড়িত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা রেসট্রিকটেড টেণ্ডারের মাধ্যমে কিছু পেটুয়া লোককে পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পথে চলেছে। স্যার মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিছু দিন আগে জানুয়ারী মাসে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় আই, জি, এম হাসপাতালে একটা নূতন পেডিয়েট্রিক ইউনিট খুলবেন বলে বিল্ডিং হবে বলে উনি ওখানে গিয়ে তার শিলান্যাশ করেছিলেন। একডিংলী টেণ্ডার ওয়াজ কোটেড, একজন ঠিকেদার কাজ পেয়েছে এবং কাজ পাওয়ার পর এগজিসটিং যে বিল্ডিং সেটাকে ডিমলিশ করা হয়েছে। তারপরে সরকার বলছে যে, না আমাদের পেডিয়েট্রিক ইউনিটের দরকার নাই, ফলে কাজ ক্যানসেল করা হয়েছে। অথচ মাননীয় মন্ত্রী কিছুদিন আগে ওনার সন্তানকে নিয়ে হাসপাতালে রাত কাটিয়েছেন। উনি দেখতে পেয়েছেন রাজ্যের শ্রমজীবি শিশুরা কিভাবে মাটিতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে এবং তাদের মায়েরা বসে হাত পাখা নিয়ে মশা তাড়াচ্ছেন। এই অবস্থায় নুতন একটা পেডিয়েট্রিক ইউনিটকে বন্ধ করে দেওয়ার কারণটা কি আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, হোম ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে বলেছে এখানে বুলেট প্রুফ জেকেটের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। অথচ সেন্ট্রাল থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৭শে মার্চ যখন উনি এখানে এসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে রাজ্য সরকারকে আমরা আড়াইশত বুলেট প্রুফ জেকেট দিলাম ইনস্যারজেন্টসির জন্য। এই আড়াইশত বুলেট প্রুফ জেকেট দিয়ে মিনিমাম দশ থেকে পনের টা কমাণ্ডো ইউনিট টি, এস, আরকে দিয়ে যে স্পেশ্যাল ট্রেনিং করানো হচ্ছে, মানে যে সমস্ত টি, এস, আর রেনশন করা আছে এদেরকে দিয়ে কমাণ্ডো ইউনিট তৈরী করা যায় এবং ইনস্যারজেন্টসি অপারেশনে তাদেরকে পাঠানো যেত। কিন্তু সরকারের সেই মানষিকতা নাই। কারণ কার জন্য পাঠাবে, যে আর কলিক, যে আর ফ্রেণ্ডস্, এদেরকে রক্ষা করার জন্যইতো এ জিনিষ গুলি দরকার। স্যার, এখানে মূল বাজেটে দেখানো হয়েছে ২৩৭৩.৮৫ কোটি টাকা, আর ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৩৪,২০ কোটি টাকা, মানে দুই কোটি টাকা। এটা কিন্তু স্যার, ঠিক না। কারণ ঘাটতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমান ২৭৪.৪০ কোটি টাকা। এবং মূলধন খাতে ঘাটতির পরিমান ৩৪.৬০ কোটি টাকা।

কাজেই মোট ঘাটতি কিন্তু নেট ১৩৪,২০ কোটি টাকা। ঘাটতি হচ্ছে ৩৮.৭০ কোটি টাকা। কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে ১৩৮.২০ কোটি টাকা এটা ঠিক নয়, স্যার। স্যার, এই বাজেটের বিভিন্ন খাতে বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত কৌশলেই আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে থাকে।

সি, এ, জি. র বাৎসরিক রিপোর্ট পরীক্ষা করলে দেখা যায় ত্রিপুরার রাজস্ব খাতে কখনো ঘাটতি হয় না। বরং বিরাট পরিমান অর্থ উদ্‌বৃত্ত থাকে। ঘাটতি সাধারনতঃ ঘটে মুলধনী খাতে। কাজেই, এবার কেন এত বিপুল পরিমান রাজস্ব ঘাটতি দেখানো হলো? কাজেই, এখানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই বাজেটে পরিকল্পিতভাবে অর্থের সন্নিবেশ ঘটিয়ে কৌশলে রচনা করা হয়েছে এটা যাতে অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রের সঙ্গে দর কষাকষি করা যায়। কাজেই, সংগত কারণেই বলা যায় এই বাজেট এই বৎসরে মোটেই ঘাটতি হবে না। বরং বলা যায় এবার উদ্‌বৃত্ত হবে। এবং তার ইঙ্গিতও এবারের বাজেট ভাষনে রয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু বসুন আর আপনাকে সময় দেব না, আপনি অনেক সময় বলেছেন। আপনি বসুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আমি স্যার, কয়েকটি রেফারেন্স দিয়েই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না। এরপর যায় আপনি বলেন আপনার সবগুলি এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— ঠিক আছে স্যার, রাজ্যের স্বার্থে কথা বলা যাবে না। ঠিক আছে ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— (সিমনা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০, জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এবারের যে বাজেটটা এখানে প্লেস করা হয়েছে ২৩৭৩.৫৮ কোটি টাকা। এই বাজেট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের জনমুখি বাজেট। এই বাজেটে গত বছরের তুলনায় ১৬.৬৭ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং এখানে ১৩৪.২০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এবং এখানে বাজেটে ঘাটতি পুরণের জন্য কি কি খাত থেকে টাকা আসবে সেটা সুন্দরভাবে বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা গরীব রাজ্য। এই রাজ্যের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে বিভিন্ন দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে এখানে জনগণের ব্যাপক কাজ করার জন্য এখানে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

স্যার, এই বাজেটে কৃষির উপরও জোড় দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ৭০ থেকে ৭২ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অনাবাদী জমিগুলির সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কৃষি, জল সেচের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষাবাদও শুরু হয়েছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই রাজ্য যাতে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে সেজন্য

যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা এই ব্যাপারে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। কৃষি কাজে উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েত গুলিও সুনির্দিষ্ট ভাবে পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলছে। জল সেচের জন্য পাম্প সেট, সেলু ইত্যাদি ব্যাপারে বরাদ্দ রাখা হযেছে। ডিপটিওবউয়েল, ইরিগেশান, মাইনর ইরিগেশান, এই সমস্ত ক্ষেত্রে জোড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার দেখছেন কি করে রাজ্যের নদীনালাগুলিকে কৃষি কাজের জন্য জল সেচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

স্যার, আমরা জানি যে পাহাড় থেকে যে জল নীচে নেমে আসে সেটা সারা বছর ধরেই চলে আসছে। এই জলকে কৃষি কাজে সঠিকভাবে লাগানোর জন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

আমরা জানি কৃষি কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার একটা অত্যাবশকীয় বিষয় হিসাবে রয়েছে। এই ব্যাপারে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর বিরাট একটা ভূমিকা পালন করে থাকেন।

কাজেই আগামী দিনে আমাদের এই রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরে যে কয়টি ইউনিট আছে তার থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে চলা সম্ভব না। আমাদের রাজ্যে বিদ্যুতের যে চাহিদা এবং এই চাহিদা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে, কৃষি কাজ থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে এর চাহিদা বাড়ছে। এই বিজ্ঞানের যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। কাজেই এই কৃষি কাজের অগ্রগতির জন্য বিদ্যুৎকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আছে তাকে আরও বেশী কাজে লাগিয়ে এখানে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আধুনিকীকরনের ফলে গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন যেটা গত বছর ৮'৫ ছিল এটা বেড়ে এবার ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের রাজ্যে আগামী দিনে কৃষি খাতে যে কর্মসূচী নিয়েছেন এবং কৃষিকে স্বয়ংম্বর করে তোলার ক্ষেত্রে খাদ্যের যে ঘাটতি এটাকে মেটানোর জন্য বিদ্যুৎতের যে অপরিসীম ভূমিকা এটা আমাদের সকলের জানা। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে পরিস্থিতি চলছে এই পরিস্থিতিতে আরক্ষা দপ্তরের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের আইনশৃংখলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে এখানে পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে বড় ভূমিকা। এখানে আরক্ষা দপ্তরের জন্য ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং উগ্রপন্থী মোকাবেলা করার জন্য এখানে বিভিন্ন কেটাগরীর অফিসার নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে উগ্রপন্থী মোকাবিলার জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে প্রশিক্ষন দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা খরচ হবে সেটা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই, এই কাজ গুলি করতে গিয়ে এখানে বিরাট অংকের টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যে মধ্যে যে পরিস্থিতি তাকে মোকাবিলা করার জন্য বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যে উপক্রুত ঘোষনা

করেছিল এবং তিন ব্যাটেলিয়ন সেনাবাহিনী ছিল। তখন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু কারগিল ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেনা বাহিনী নিয়ে যাওয়ার পরে ঐ ক্যাম্পগুলি পুরণ করার করার জন্য ষষ্ট ব্যাটেলিয়ন পর্য্যন্ত টি, এস, আর গঠন করা হয়েছে। এবং দুই কোম্পানী টি, এস, আরকে এখন স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরী করে আগামীদিনে উগ্রপন্থী মোকাবিলার কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে আধুনিক কায়দায় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— যারজন্য আরক্ষা দপ্তরের যে টাকা এই টাকা এখানে সঠিকভাবে ধরা হয়েছে। কাজেই, এই বাজেট জনমুখী বাজেট এই বাজেট আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজে লাগবে। কাজেই, এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে এই বাজেটের বিরোধীতা করে যেটা এখানে আলোচনা করেছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে এখানে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধীতা করাটাই বড় কথা না। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীনারায়ন চৌধুরী (কমলাসাগর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলব। স্যার, আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরে মানুষের অনেক আশা ছিল মানুষের রোজি রোজগরের ব্যবস্থা হবে মানুষের কাজের ব্যবস্থা হবে, এটা ছিল ভারতবর্ষের মানুষের স্বপ্ন। কিন্তু কংগ্রেসের ভুল শাসনের ফলে কৃষকরা কাজ পাচ্ছে না বেকাররা পথে পথে ঘোরছে কাজের জন্য। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন ভারতবর্ষ থেকে গরীবী হটাও। ভারতবর্ষের যে উর্বর জমি সেটাকে গরীবদের কাছে বণ্টন করে দেবে। আমরা যদি লক্ষ্য করি ১০০ কানি জমির মধ্যে ৯৫ ভাগ জমি দখল করে ভারতবর্ষের পাঁচটি পরিবার। আর আমরা দখল করি ৫ কানি মাত্র। গরীব হটানোর স্লোগান দিয়ে গরীব বাড়িয়ে দিলেন। তারপর আসলেন রাজীব গান্ধী। আমরা তখন বলেছিলাম যে দেশকে সর্বনাশ করে দেবে। তারপর ভারতবর্ষের শাসনভার সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দিলেন। আর আজকে বি জে পি যে নীতি গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ থাকবে কি আমাদের সন্দেহ। ধর্ম বর্ণ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আজকে সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভারতবর্ষকে একবার বিদেশীরা শাসন করেছিল আজকেও আবার বি জে পি বিদেশীদের হাতে দেশকে তুলে দিচ্ছে। বিদেশীদেরকে ভারতবর্ষে অবাধ বানিজ্য করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আর কৃষি নীতি যেটা করছে আগামীতে কৃষিতে সবচেয়ে বেশী আঘাত আসবে। কাজেই, আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা আসুন কিভাবে এই সারা দেশটাকে রক্ষা করা যায়। কংগ্রেসে আমলে আমরা আগরতলাতে এসে পড়াশুনা করেছি, আমাদের কমলাসাগরে একটা

আজকে সেখানে হাইস্কুল হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর শিক্ষার প্রসার হয়েছে এই রাজ্যে। আগে যেখানে বৃষ্টি নির্ভর ছিল সেখানে আজকে ডিপ-টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে। কে করেছে, বামফ্রন্ট সরকার। যারা শ্রমিক ছিল আজ থেকে ১০ বছর আগে, তারা এখন শ্রমিক নিয়োগ করছে এই বামফ্রন্ট আসার ফলে। ১০ বৎসর আগে যারা শ্রমিক ছিল আজকে তারা শ্রমিক খুঁজছে। চলুন আপনারা সমস্ত বিরোধী দলকে আমি নিমন্ত্রন করলাম আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাব। আজকে এই বামফ্রট সরকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পঞ্চায়েতকে অধিক ক্ষমতা দিয়েছে এবং পঞ্চায়েতে যে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে এই পরিকল্পনা যখন আমরা চালিয়ে যাব তখন আর ৫ বৎসর আপনারা গ্রামে আর ঢুকতে পারবেন না। তার জন্যই আপনারা এই বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। যাতে করে আমরা কাজ করতে না পারি। কাজেই, আসুন এই যে বাজেট এটাকে গ্রহন করে কি ভাবে গরীব মানুষের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করুন। এখানে বলেছেন চাকুরীর প্রশ্ন — আজকে যে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা কংগ্রেসের নীতির ফলেই। আজকে আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি একদিন গনতান্ত্রিক আন্দোলের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি নীচে এবং মাটির উপরে এত সম্পদ আছে, যার উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন শিল্প কারখানা খোলা যায়। কেন ৫২ বৎসর ধরেও এই রাজ্যে রেল আসলনা। সেটার কোন উত্তর আপনারা দিতে পারবেন। কেন আসলনা রেল ? আপনারা কেন্দ্রে ৪৬ বৎসর ছিলেন আর রাজ্যে ৩৫ বৎসর ছিলেন। কেন আপনারা রেল আনতে পারলেন না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনার নেতৃত্বে আমরা ২৫০ জন যুবক দিল্লীতে গিয়েছিলাম তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। আমরা উনার সঙ্গে দেখা করেছি এবং রেলের জন্য আমরা উনাকে বলেছি তখন রাজীব গান্ধী আমাদেরকে বলেছিলেন যে রাজ্যে তো শিল্প নেই সুতরাং, রেল দেওয়া যাবেনা। আমরা শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছি যে রাজ্যে শিল্প কারখানা করার জন্য। তখন তিনি আমাদেরকে বলেন যে রাজ্যে তো রেল নেই শিল্প কি করে দেব। এই হচ্ছে অবস্থা। আজ থেকে ২০ বৎসর আগে রাজ্যে রেল আসলে রাজ্যের চেহারাটাই পাল্টে যেত। আজকে বেকার সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়েছে, কারা এর জন্য দায়ী সেটা আজকে মূল্যায়ন করতে হবে। তাই আমি বলছি আপনারা বিরোধীরা এই বাজটকে সমর্থন করবেন এবং আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ·

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস : — মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এই বাজেট নিশ্চিত ভাবে রাজনগর রাজ্যের উন্নতি,

রাজ্যের অগ্রগতি ও সম্প্রীতিকে উন্নত করবে এই জন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছেন তা সামগ্রীক ভাবে জনবিরোধী এবং দেশকে তীব্র সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছেন, কর্মচুত্য হচ্ছেন। তেমনি সাধারন মানুষের যে ব্যবহার্য্য সামগ্রী বিশেষ করে রেশন সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করছে চাউল, চিনি,কেরোসিন,ইত্যাদি যে ভাবে দাম বাড়ানো হয়েছে তা নজির বিহীন। আমাদের দেশে আগে বিভিন্ন সরকার ছিল তারাও দাম বাড়িয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি ছিল যে ক্ষমতায় আসলে পরে দাম কমানো হবে কিন্তু নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় এসে আর দাম কমায়নি। গ্রামীন এলাকা উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ সেটা দিনের পরে দিন কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে গ্রামীন যে বেকার, গ্রামীন ক্ষেত মজুর তাদের কর্ম সংস্থান দিনের পর দিন সংকোচিত হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন এটা রাজ্যের গরীব মানুষ এবং সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখানে বিরোধীরা বলেছেন গ্রামের উন্নয়ন হচ্ছেনা। গ্রামীন উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী কাজ এই সময়ের মধ্যে আমাদের সরকার করছে বিশেষ করে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। আমাদের রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করি, গ্রামের উন্নয়ন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কেউ কেউ বলেছেন গ্রামের উন্নয়ন করছে না কোথায় কি কাজ করছে তারা দেখছেন না। গ্রামীন উন্নয়নে সবচয়ে বেশী কাজ এই সময়ের মধ্যে আমাদের সরকার করছে বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর পঞ্চায়েত দপ্তর এবং পঞ্চায়েতি ব্যাবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের রাজ্যের মানুষের গনতান্ত্রিক ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে এখন গ্রামের প্রতিটি মানুষ রাজ্যের অগ্রগতিতে তারা আজকে শরিক হচ্ছেন সামিল হচ্ছেন। আজকে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীন এলাকা উন্নয়নের যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এটা শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা করেন না, গ্রাম সংসদ করে প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষকে সমবেত করে সেখানে উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কি উন্নয়ন করা হয়েছে বিগত দিনে তার লিখিত হিসাব পেশ করা হয়, সেখানে থেকে ঠিক করা হয় কে লোন পাবে, কে ঘর পাবে দল মত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের গরিব মানুষেরা এই সভাগুলোতে সামিল হচ্ছেন। এই ভাবে উন্নতির অগ্রগতি করার প্রশ্নে রাজ্যের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করা হচ্ছে এই পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার মাধ্যমে। আমাদের অভিজ্ঞতাটা কি, রাজ্যে যদি বামফ্রন্ট সরকার না থাকে অনাহার মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়। ১৯৭৮ সাল বামফ্রন্ট আসার আগেও আমরা দেখছি গ্রাম, পাহাড়ে অনাহার মৃত্যুতে প্রতিদিন খবর আসত। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১০ বছর ছিল। একটি প্রমানও নেই যে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। তেমনি ১৯৮৮-৯৩ সাল এই পাঁচ বছরে কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এস জোট রাজত্ব ছিল, সেখানে আমরা দেখেছি শয়ে শয়ে মানুষ এই কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া, ছৈলেংটা এবং ছামনু

ইত্যাদি জায়গায় উপজাতি শয়ে শয়ে মানুষ অনাহারে ভুগেছেন। সে দিন তারাই ছিলেন মন্ত্রীদের চেয়ারে। কি উপজাতি যুব সমিতি, কি কংগ্রেস দলের যারা ছিলেন সে দিন মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি। বামফ্রন্ট সরকার কৃতিত্ব এখানেই যখন বামফ্রন্ট সরকার আসে তখন রাজ্যের একটি মানুষ ও অনাহারে মৃত্যু হয়নি। এটাই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই সময়ে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কর্ম সংস্থানের প্রশ্নে যে স্কীম গুলো আছে সেগুলো বরাদ্দ, কমিয়ে দিয়েছে। যেমন গত তিন বছর যে হিসাব আমরা লক্ষ্য করেছি ই,এ,এস ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৪৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল, ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে ১৪৪০ লক্ষ, ১৯৯৯ ২০০০ইং সালে মাত্র ৭১১ ৪৬ লক্ষ্য টাকা দিয়েছে। ৫০ শতাংশ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। তেমনি জওহর রোজগার যোজনা বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। যেমন ১৯৯৮-৯৯ইং সালে ১৮২৪'৩৮ লক্ষ টাকা দিয়েছে। ১৯৯০—২০০০ ইং সালে হয়েছে মাত্র ৩২২'২২ লক্ষ টাকা দিয়েছে। এই ভাবে মারাত্মক ভাবে গরিব মানুষের যে ভাবে উন্নয়নের কর্মসূচী আছে সেগুলোর উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে ও আমরা এটা লক্ষ্য করছি আমাদের সরকার কর্ম সংস্থানের বিষয়টা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। গত ১৯৯৭-৯৮ সালে ই,এ,এস ৮৮'৪৯ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪০.২৬ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছেন। এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৮,৮৫ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি জে আর ওয়াই ৭,৩১৩ লক্ষ, তেমনি ১৯৯৮-৯৯ সালে ৩৪'২৭ লক্ষ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৩'২৩ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছে এগুলো এই গ্রামীন উন্নয়নের প্রশ্নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ইন্দিরা আবাস যোজনা গত তিন বছরে প্রায় ৩২ হাজারের মত গরিব মানুষকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়। এছাড়া ৩৮২১ জনকে আপগ্রেডেশান স্কীম ঘরের উন্নতি করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ও ১০ হাজার গরিব মানুষকে ঘর তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুরানো ঘর যাদের আছে তাদের ঘর গুলো মেরামত এবং উন্নতির জন্য ৪৪৯২ জনকে এই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তেমনি পি ডি এফ যে ফাণ্ডের প্রতিটি টাকা জনগণের কাছে যাচ্ছে এবং প্রতিটি টাকার হিসাব গ্রাম সংসদের মধ্যে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন। মেনডেইজ সৃষ্টি হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২১ শ্রম দিবস এর মধ্যে যে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি হয় যেমন পল্ট্রি,ফরেষ্ট প্লেনটেশান ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ইং সালে ২৬০১,০৩ হেক্টর।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা (মান্দাই) :— "স্যার, আমি কক্‌বরক ভাষায় বক্তব্য রাখব"।

মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখ রাজ্যনি স্কুল ছিল না।

অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ খালাইমানি বন আং সমর্থন খালাইঅ। কারন রাজ্যনি বা কেন্দ্রনি বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা অজাগাতা রাজ্যনি অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বরদ্দে পেশ খালাইখা অব খুবই কাহাম আংখা। বিশেষ খালাই কৃষিনি উপরঅ জোর রীজাকখা। কাজেই রাজ্যনি কৃষকরগনি তাবুক যে জায়গাঅ জলসেচনি ব্যবস্থা কীরীই, অজাগাঅ জলসেচনি ব্যবস্থামি সিসিং তাই রাজ্যর-গনি যারা খেত খালাইচানাইরগনি খুবই সুবিধা আংনাই। পাশাপাশি বিশেষ খালাই সন্দুক এলাকাঅ, অরাজ্যনি যে কোন উপজাতি এলাকাঅ উন্নয়নি বাগাই তাবুক পর্য্যন্ত যে ব্যবস্থা নাজাকখা অব সঠিক পদক্ষেপ। চাং নাকখা যে এই রাজ্যঅ যখন কংগ্রেস শাসন খালাইঅ তখন অ রাজ্যনি উপজাতিনি বাগাই মুংসা কান, খালাইজাকলিয়া কাজেই অজাগাঅ বাচাআই সরকার বিশেষ সন্দুক বসংন উনলক কালাইজাক দফান তিসাই তুবুনানি বাগাই বিভিন্ন ইস্কুল খালাইনানি বিসিং তাই রাজ্যনি অশিক্ষিত সন্দুক বরগন অন্ধকার থেকে আলোঅ তুবুনানি ব্যবস্থা নাজাকখা। শুধু আবয়া, সন্দুক পড়িনাইরগনি বাগাই বইনি ব্যবস্থা খালাইখা, ষ্টাইপেণ্ডনি ব্যবস্থা খাইলাইখা ভারতবর্ষঅ ত্রিপুরার, একমাত্র রাজ্য যেখানে সন্দুকবনং ছাত্ররগ পড়িনানি বাগাই একটা বিশেষ লোননি ব্যবস্থা তংগ বামফ্রন্ট সরকার যে রাজ্যনি উনংকলক কালাইজগে দফানি বাগা একমাত্র গ্যারান্টি সৃষ্টি খালাইমানী। কাজেই যারা চিনি অপজিশন বিরোধিতা খালাইখা, আবশুধু বিরোধীতা খালাইমানি শেষ ককয়া। বিশেষখে যারা উপজাতিনি এলাকাঅ জনপ্রতিনিধিঅ খালাইনাই বরগনিখানি জনগন অনেক কিছু আশা খালাইঅ। এই রাজ্যনি উংকলঅ কালাইজাক সন্দুক বসংন বাসকাং ফাইসিংআগক রহরনানি বাগাই যে সহযোগিতা দরকার বন সরকার এবং বিরোধী সদস্যরগ আগগাই ফাইআনী। আগামী দিনঅ অরাজ্যনি উপজাতি বরগনি বা বিভিন্ন অংশ যারা ছোট ছোট জাতি গোষ্টি গরীব অংশ বরকবগতি সাহায্যার্থে দলমত নির্বিশেষে আগক ফাইরানী এই আশা নারসাইন হাই-নি হাইভাই তেইসা উইসা বাজেট আনি পূর্ণ আস্থা জানকাই আনি কক মাথাকখা খুলুমখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীপ্রবোরঞ্জন দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। কারন রাজ্য বা কেন্দ্রের বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তার উপর দাঁড়িয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, এটা খুবই ভাল হয়েছে। বিশেষ করে কৃষির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজেই, রাজ্যের কৃষকদের এখনও যে জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা নেই, সে-জায়গায় সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের লোকদের চাষাবাদের খুবই সুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি এলাকায়। এই রাজ্যের যে কোন উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের জন্য এখন পর্য্যন্ত যেব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা সঠিক পদক্ষেপ। আমরা দেখছি যে, এই রাজ্যে যখন কংগ্রেস শাসন করছিল তখন রাজ্যের উপজাতিদের জন্য কোন

ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকার বিশেষ করে উপজাতি লোকদের, পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্কুল তৈরীর মাধ্যমে রাজ্যের অশিক্ষিত উপজাতিদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছে। শুধু তাই নয়, উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা করছে, ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করছে। ভারতবর্ষে ত্রিপুরাই এক মাত্র রাজ্য যেখানে উপজাতি ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য ঋণের ব্যবস্থা আছে। একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের পিছিয়ে পড়াদের গ্যারান্টি সৃষ্টি করেছে। কাজেই আমাদের বাজেটকে যারা বিরোধীতা করছে, এটা শুধু বিরোধীতা করাই শেষ কথা নয়। বিশেষ করে যারা উপজাতি এলাকার জনপ্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের কাছে জনগণ অনেক কিছু আশা করে। এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপাজাতি গোষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সহযোগিতা দরকার, তা সরকার এবং বিরোধী সদস্যগণও এগিয়ে আসবে। আগামী দিনে রাজ্যের উপজাতিদের বা বিভিন্ন অংশ যারা ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠি গরীব অংশের মানুষের সাহাযার্থ্যে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসবে এই আশা নিয়ে পুনরায় বাজেটের প্রতি পুর্ণ আস্থা জনগন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা(রামচন্দ্রঘাট):—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার,এই চলতি অধীবেশনেআমাদের রাজ্যেরমাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় গত ১০ তারিখ ২০০০এবং২০০১ সালের যে বাজেট পেশ করছেন, এই হাউসে আমি এই রাজ্যের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। আমি উপজাতি কল্যান দপ্তরের আলোচনা করছি। ভারত সরকার বিশ্বায়ন নীতি অনুসরন করে অর্থনৈতিক সংস্কার যখন কার্য্যকরী করছে লাভজনক সংস্থা শেয়ার বিক্রি করে বেসরকারীকরন করছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবচাইতে গরীব সাধারণ মানুষ এই পরিস্থিতি মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে মত প্রকাশ করছেন, এই হাউসে আমি তাতে একমত পোষন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক স্বয়ংম্ভরতা বিষয়ে বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করছেন না সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে শুধু একটা শ্রেণীর মানুষের কথা চিন্তা করছে। অপর দিকে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে মেমোরেণ্ডাম অব আণ্ডারষ্টেনডিং স্বাক্ষরিত হচ্ছে। এই ভাবে বিভিন্ন রাজ্য এবং আমাদের রাজ্যও আমাদের যা প্রাপ্য এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এই জায়গায় দাড়িয়ে আজকে রাজ্য সরকারের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে প্রশাসন জাতি উপজাতি মানুষের কাছে বিরাট প্রাপ্তি। এই বাজেটকে ওরা বলার চেষ্টা করছে যে, এই বাজেট দিশাহীন বাজেট। আমরা বলব এই বাজেটের একটাই দিশা এই দিশাটা হচ্ছে এই রাজ্যের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে। আমি আমাদের অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। উপজাতি কল্যান দপ্তরের জন্য

সরকার যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন তাও অভিনন্দন যোগ্য। কারন গত বছর থেকে এই বার যে বাজেট বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করেছেন ৮ কোটি ৬ লক্ষেরও বেশী। অতএব তদন্ত থেকে জানা যায় যে খুব সঠিকভাবে রাজ্য সরকার ৮০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে এবং ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৯২ জন প্রত্যেক উপজাতি ছাত্র ছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য গত বছর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮ এই ৫ বছরে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যে বডিং হাউস নির্মান করা হয়েছিল উপজাতি কল্যাণদপ্তরের বরাদ্দের টাকা দিয়ে, কমপ্লিট হয়েছে ১০টি। শুধু ছাত্রীদের জন্য তাতে ৪২৫টি সিট বিশিষ্ট বডিং কনস্ট্রাকশান এর কাজ চলছে। ৪টি হোস্টেলের ৪৫০টি সিটের জন্য এবং ছাত্র দের জন্য ২৪টি কমপ্লিট হয়েছে ১০০০ সিটের জন্য এবং ৯টির কাজ চলছে। ৫৭০ জন ছাত্রদের জন্য ৮ সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবুও এটা অনস্বীকার্য্য যে বাজেট বরাদ্দ যথার্থ। গত বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে উপজাতি উন্নয়নের খাতে উপজাতি এলাকায় ২৫ দফা শুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, তাতেও এই রাজ্যের অগ্রগতির লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করছি। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড, স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ছাত্রদের জন্য ষ্ট্যাপেণ্ড মেধবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুরস্কার ইত্যাদি নানাবিধ সরকারের সাহায্যে হাজার হাজার উপজাতি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

রাজ্য সরকার জুমিয়াদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং সুরক্ষার জন্য কৃষি, হর্টিকালচার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, রাবার বোর্ড, টি. আর. পি. সি. ছোট ছোট চা বাগান করে টি বোর্ড বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কিছু সংখ্যক জুমিয়ারা উপকৃত হয়েছেন। এখানে কিছু তথ্য রয়েছে, টি-প্ল্যানটেশনের জন্য ৫০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ৫ বছরে ১৫০ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। রাবার প্ল্যানটেশনের ৫ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ১৮৯৮ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। এবং সাধারণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক ভাবে পৌঁছেতে পারিনি। সরকার চেষ্টা করা সত্বেও গ্রামীন স্বাস্থ্য পরিষেবা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার পৌছেতে পারিনি। ল্যাণ্ড পারচেস স্কিমে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৮৫ জনকে দেওয়া হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বেকারদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা যেমন অটোরিক্সা, কমাণ্ডার জিপ গাড়ী ঋনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এই পাঁচ বছরে এস, টি, করপোরেশন থেকে ১০০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ১০৮৪জনকে দেওয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং এডিসি এলাকার উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন খাতে খরচ করা যায় এই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ৮৮ থেকে ৯৩ সাল পর্য্যন্ত যেখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমরা সেই জায়গায় অধিক ক্ষমতা দিয়ে এ, ডি, সিকে উপজাতি এলাকার উন্নয়নের এবং অতিরিক্ত উপজাতি কল্যানে এই পরিকল্পনা নিতে যথেষ্ট

আশাবেঞ্জক। রাজ্য সরকার বহির্রাজ্য উচ্চ শিক্ষার জন্য উপজাতিদের কল্যান দপ্তর থেকে কিছু সাহায্য করা হচ্ছে। এদের মধ্যে যাদের বাৎসরিক ইনকাম ২৫ হাজার হয়নি তারাই অগ্রাধিকার থাকবে। আমরা চাই যে এ, ডি, সিতে ষষ্ঠ তপশীল সংশোধন হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আপনি ১৫ মিনিট সময়ে মধ্যে বলবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— (বাগমা) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ তারিখে মানীয় অর্থমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের জন্য বাজেট উপহার দিয়েছেন। এই বাজেটে আরো খুশী হতে পারতাম, যদি আরো বেশী টাকা রাখা যেত। তিন হাজার, পাঁচ হাজার কোটি টাকা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে তা কোন কাজে লাগবে না, যেহেতু এর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। বইতে লিখা থাকবে এক রকম আর কাজ হবে অন্য রকম। স্যার, ৭ তারিখ থেকে যে রিপ্লাই এসেছে তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। কাজেই যা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তা সমর্থন করার মানে হল, ৩০ লক্ষ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কাজে কাজেই এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উন্নতির মূল শর্ত হল, শান্তি। শান্তি না থাকলে কি করে উন্নতি হবে? আজকে সকালেই প্রথম বেলায় আমরা কি করলাম? কিছুক্ষণ হৈ চৈ করলাম। কিসের জন্য? শান্তির জন্য। ঘর বাড়ী জলছে, মানুষ মারা যাচ্ছে. কজেই আরো দুই পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিলেও কিছু হবে না। আমাদের কক্-বরকে একটি প্রবাদ আছে যার বংলা করলে দাঁড়ায়'ডাইনির মিষ্টি মুখ'। কাজে কাজেই, কাজের কাজ কিছুই হবে না যদি শান্তি না থাকে। এখানে ভাল কথা লিখেছেন, রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিরোধী কিছু শক্তি সশস্ত্র হিংসার পথে পা বাড়িয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির শত্রু শিবিরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা রাজ্যে হিংসাত্মক কার্যাবলী সংঘটিত করছে। এই অপশক্তিকে মোকাবিলা করে এ ধরনের যে কোন অপচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করতে, রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ'। স্যার, কি করতে পারবেন। শুধু অঙ্গীকারই করবেন, শপথই করবেন। কাজের কাজ কিছুই হবে না। এই বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্ট দিয়েছেন, প্রতি মাসে ৫০ জন হত্যা হয়, ১৮ জন অপহরণ হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধান সভায় রিপোর্ট দিয়েছেন। কাজেই, শান্তি কি করে আসবে? উন্নতির শর্ত কোথায় পালিত হচ্ছে? এই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তাঁদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কতগুলি কথার আমদানী হয়েছে। ১৯৭৮ সালের আগে, বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় আসার আগে কি পাহাড়ী কি বাঙালী উগ্রপন্থী শব্দ কি তা জানত না। আজকে ১৯৭৮ সালের পর উগ্রপন্থী শব্দটি বামফ্রন্টের সি, পি, আই (এম) আমদানী

করেছেন। আমরা ১৯৭৮ সালের আগে এই শব্দ শুনি নি। কংগ্রেস এর আগে ৩০ বছর প্রশাসন চালিয়েছেন। তখন শুনিনি। এখন কি সব অদ্ভুত সব কথার আমদানী হচ্ছে। আপনারা পারবেন না, উগ্রপন্থী শব্দ ভুলে নিতে কারণ, অপনারাইতো তা সৃষ্টি করেছেন। স্যার, শচীন সিংহের আমলে আমরা দেখেছি, রাজ্যে যখন রাবার বাগান করার কথা বলা হয়েছিল তখন তারা আন্দোলন করেছিল রাবার বাগান করা চলবে না, চলবে না। আর আজকে এরাই কি বলছেন ? রাবার লাগান, রাবার লাগাও।

আজকে উনারাই আবার রাবারের গুণগান শুরু করেছেণ। রাবার বাগান, রাবার বাগান বলে চীৎকার করছেন। আপনাদের মুখে রাবার বাগান উন্নত করার কথা সাজে না। তখন যদি আপনারা রাবার বাগান ধ্বংস না করতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে রাবারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিত। স্যার, আজকে উনারা এখানে এসে রাজ্যের আইন শৃংখলা আরও সুষ্ঠ করার জন্য আবেদন করছেন। উনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভার নির্বাচনের আগে ইলেকশান কমিশন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট যে সব বুথে নিশ্চিত নয় সে সব বুথে রিগিং হয়। কাজেই বামফ্রন্ট যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন রিগিং হবেই। ইলেকশান কমিশন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে চিঠি দিয়ে বলছেন আপনার পুলিশকে সাজান।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, বাজেটের উপর আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন। ত্রিপুরার কথা বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—স্যার, উনারা তো (শাসক দল) বক্তৃতা দিতে উঠেই আমেরিকার রাশিয়ার, চীনের কথা বলনে। আমি তো স্যার, পশ্চিমবঙ্গ পর্যান্ত গিয়েছি। আমি এখানে ফ্রান্সের কথা বলিনি। আমি পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বাবুর কথা বলছি। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সংখ্যা খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গে ৬ কোটি লোকের জন্য পুলিশের সংখ্যা ৫৬ হাজার। আর পাঞ্জাবে ২ কোটি মানুষের জন্য পুলিশের সংখ্যা ৯৫ হাজার। তাই নির্বাচন কমিশন বলে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সংখ্যা বাড়তে হবে। মান্ধাতা আমলের হিসাব এখন অকেজো। স্যার, এতদিন এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না বলে চেঁচিয়েছেন। এখন নুতন করে আবার শুরু করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এটা উনারা নুতন করে আমদানী করেছেন। স্যার, রাজ্যের আইন শৃংখলা কতটুকু অবনতি হয়েছে সেটা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। আমার এলাকা কিল্লা ব্লকে ৫৩ টি স্কুল আছে। স্যার, হাউসে মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু অনুপস্থিত, উনি থাকলে ভাল হত। ওখানে হাইস্কুল আছে ৫টা, প্রাইমারী স্কুল ৩৯ টা, সিনিয়ার বেসিক স্কুল ৮টা, হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ১টা। আর বালোয়ারী স্কুল আছে ২৫টা। আইন শৃংখলার অবনতির কারনে আজকে এই সমস্ত স্কুল গুলি বন্ধ। আপনার কি জানাবেন উদয়পুরে বোর্ডিং হাউস বন্ধ হল কেন ?

কাজেই, উনাদের আমলে রাজ্যের আইন শৃংখলার উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র! স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, উনি উনার বাজেট বক্তৃতার ৯ পৃষ্ঠায় ২৭ নং প্যারাতে বলেছেন "৫৭ জন পুলিশ সাব-ইনসপেকটর নিয়োগ করা হয়েছে। টি, পি এস,সি-র মাধ্যমে নিযুক্ত এই সাব-ইন্সপেকটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে" কোন জায়গায়? "নেফার বড়পাণিতে"। বড়পাণি তো অরুনাচলে, বড়পাণি নেফাতে নয়। এটা ভুল হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী সংশোধন করবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতিবাবু কনক্লোড করুন। আপনি তো এ্যাকস্ট্রা সময় নিয়েছেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বাজেট ভাষনে বলেছেন ১৮টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে পরিনত করা হয়েছে, ২টি হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিনত করা হয়েছে। আর গত বিধানসভায় বলা হয়েছিল আর ও বেশী। এ, ডি, সি, এরিয়াতে সারা ত্রিপুরায় মাত্র ২টি হাইস্কুলকে দ্বাদশ স্কুলে পরিনত করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১২১টি স্কুলের কথা বলেছিলেন কিন্তু এখন বলছেন ১৫০টা স্কুল, এটার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নেই। গতকাল মাননীয় সদস্য রতনবাবু এখানে ডিসেম্বর মাস পর্য্যান্ত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর গতকালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত বেকার ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯ জন এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকার হলো ২ লক্ষ ৪ হাজার ২১ জন মোট ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত জন। এই বাজেটে বেকারদের জন্য কোন সংস্থান রাখা হয়নি এবং কোন ব্যবস্থাও করা হয় নি। গতকাল মাননীয় সদস্য রতনবাবু এই সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন উনাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কারণ মাননীয় মন্ত্রী নাচক করে দিয়েছেন এবং বলেছেন দেওয়া যাবে না। তার মানে উন্নতি করা যাবে না, শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারণ অভাবে থাকলে কি হয়? বন্দুক হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতে হয়, দা হাতে নিয়ে যেতে হয় তার জন্যই পরিকল্পিত ভাবে এই বেকারদের জন্য বাজেটে কোন সংস্থান রাখা হয় নি যাতে জঙ্গলে ঢুকে শান্তিকে বিনষ্ট করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে জন্য পারছি না। আমার মাতাবাড়ী ব্লকের ব্যাপারে আমি বার বার বলেছি কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু এখানকার চেয়ারম্যানকে উদয়পুরের জামতলা পার্টি অফিসে দুই মাস ধরে এনে বসিয়ে রেখেছেন মিটিং করার জন্য। কাজেই সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করে যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলেই আমরা বাজেটকে সমর্থন করব এবং যদি গণমুখী বাজেট হতো বাজেটে যদি উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা থাকত তাহলে আমরা বাজেটকে সমর্থন করতে পারতাম। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

GOVERNMENT RESOLUTION

*মি: স্পীকার ঃ—*সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "গভর্ণমেন্ট রিজলিউশান"। রিজলিউশানটি গত ১২ই জুলাই, ২০০০ ইং তারিখে অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সভায় উত্থাপন করেছিলেন। বিষয়বস্তুটি হলো " Regarding empowering the Parliament to regulate by Law matters relating to Government Securities and all other matters connected there with or ancillay or incidentel thereto under Cleuse (1) of Article 252 of of the Costitution of India."

এখন উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে রিজলিউশানটি আমি ভোটে দেব।

রিজলিউশানটি আলোচনা এবং ভোট-এ দেওয়া পর্যান্ত যা সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত হাউস চলবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আলোচনা করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— (মন্ত্রী) আমি প্রথমেই যখন বিলটা উৎথাপন হয়, বিলটা উৎথাপন করার সময় সংক্ষেপে বলে'ছি। এখানে যে পাবলিক ডেট অ্যাক্ট এটা ১৯৪৪ সালে করা হয়েছিল। আমাদের সিকিউরিটি মার্কেটে এর মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার কম্পার্টমেন্টেল যে সমস্ত সিকিউরটি ম্যানেজমেন্ট আছে সেগুলির বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া একটা কমিটি গঠন করেছিলেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক তার মধ্যে ছিলেন, কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর, আইন দপ্তর, পশ্চিমবাংলা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছিল ভারত সরকার। সেই কমিটি সুপারিশ করেছেন এই যে ৪৪ সনে আইনটা চালু হয়েছিল সেটাকে পরিবর্ত'ন করার জন্য। এখন স্যার, এই পাবলিক ডেট অ্যাক্ট এটা রাজ্য সরকারের তালিকাভুক্ত, আমাদের সংবিধানের ৭ম তপশীলে। কাজেই এখানে যদি আইন করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এর উপরে কোন আইন করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যান্ত রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স না দেয়। এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে তারা যেন তাদের বিধানসভায় প্রস্তাব করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করেন। যাতে কেন্দ্রীয় সরকার তারা এই বিষয়টাকে সেণ্ট্রালাইজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে এখন ১১টা রাজ্যে বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাশ করে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। ৭টা রাজ্য এখনও প্রসেসিং-এর মধ্যে আছে। গত ৫ই মে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে লেখেন, আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে কি করেছেন? মন্ত্রী সভায় এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে করা হয়েছে, আমরা মন্ত্রীসভায় এই নিয়ে একমত হয়েছি। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট না, বিধানসভায় সেই প্রস্তাব আনতে হবে এবং সেজন্য বিধানসভার সামনে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে

সেই প্রস্তাবের মধ্যে আমি এটা বলতে পারি যেটা পাবলিক ডেট অ্যাক্ট ১৯৪৪ সনে করা হয়েছিল সেটা কেন পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এটার পরিবর্তন করতে চান। পরিবর্তন করে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি অ্যাক্ট নাম দিয়ে আনতে চান। সেই জায়গায় তারা বলেছেন, যে কারণে তারা আনতে চান সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে প্রাক্-স্বাধীনোত্তর কালে প্রণীত এই আইন সরকারের সমস্ত বিপননযোগ্য দেনা (মার্কেটেবল ডেট) বলতে যা বোঝায় তা সম্পূর্ণ বরোয়িং বা কর্জ বর্তমানে অবিপননযোগ্য দেনা যেমন পাবলিক প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ন্যাশন্যাল সেভিংস স্কীম ইন্দিরা বিকাশ পত্র, কিষান বিকাশ পত্র, বিশেষ জমা প্রকল্প সমূহ ব্যাপকভাবে সিকিউরিটি মার্কেটকে প্রভাবিত করছে।

অতএব চলতি আইনের নামটি পাবলিক ডেট অ্যাক্ট্ যা শুধুমাত্র সরকারে কর্জ বা বরোয়িংকেই বোঝায়। পরিবর্তন করে এটাকে সেজন্য বলা হয়েছে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি অ্যাক্ট্-এর সঙ্গে এটা যুক্ত। এটাকে তারা নাম দিয়েছে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি অ্যাক্ট্, এটা তার জন্য দরকার।

অনুরূপভাবে সজ্ঞার ক্ষেত্রেও স্টক শব্দটির ব্যাখ্যা নাই বর্তমান আইনে। স্টক সার্টিফিকেটস্ এবং সাবসিডিয়ারী জেনার‌্যাল লেজার অ্যাকাউন্টস্ বা এস জি এল এই স্টক-এর অন্তর্ভুক্ত। সেটা কেও ঢোকাতে হবে। বর্তমান ভারত সরকার রিলিফ বণ্ড বাজারে ছাড়ছেন। এটা ছাড়া হচ্ছে' বণ্ড লেজার অ্যাকাউন্ট'-এ। কাজেই গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটির সংজ্ঞাকেও প্রসারিত করে এই বণ্ড লেজার অ্যাকাউন্টস্‌কে এর সামিল করতে হবে।

বর্তমান আইনে সাবসিডিং জেন্যারেল লেজার অ্যাকাউন্ট খোলা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ধারা নেই। প্রস্তাবিত সংশোধনে রিজার্ভ ব্যাংক যাতে পাবলিক ডেট অফিসে এই অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে পারেন তার ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে সিকিউরিটি সমূহ বাস্তবিক অর্থেই হস্তান্তর না করেও যেন ব্যাংকসমূহ এর বন্ধক বা হাইপোথিকেশন রেকগ্‌নাইজ্ করতে পারেন তার বন্দোবস্ত রয়েছে।

বর্তমানে প্রমিজারী নোটস্ নাম দিয়ে গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি প্রমিজারী নোটস্ বলতে যেটা বোঝায় সেটা হল, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য জনগন বা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত ঋণ পত্র। এই সিকিউরিটিসমূহ কোন ট্রাষ্ট-এর কাছে ইস্যু করা বেআইনী। এর ফলে জটিলতা বাড়ছে। ট্রাস্টীগণ তাদের নিজের নামে সিকিউরিটি রাখা শুরু করেছেন। এই পদ্ধতি বদল করে প্রস্তাবিত আইনে ট্রাস্ট সমূহকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা যেন প্রমিজারী নোটস্ রাখতে পারেন সরকার বা ব্যাংক-এর কাছে দায়মুক্ত হয়ে।

অনুরূপ ভাবে প্রস্তাবিত আইনে অন্যান্য যে সব বিষয়ের উপর সংযোজন বা সংশোধনী আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

১) মৃত বা সিকিউরিটি হোল্ডার-এর আইনগত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আগের অ্যাক্টে ছিল না।

২) নমিনেশন্-এর সুযোগ সমস্ত সিকিউরিটি হোল্ডার-এর প্রতি সম্প্রসারণ।

৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থদের সিকিউরিটি সংক্রান্ত সুযোগ সম্প্রসারণ।

৪) এভিডেন্স হিসেবে মাইক্রো ফিল্ম, দলিল দস্তাবেজের ফেসিমিলি কপি, ম্যাগনেটিক টেপ এবং কম্প্যুটার প্রিন্ট-আউট-এর অন্তর্ভুক্ত।

৫) সাবসিডিয়ারী জেনারাল লেজার অ্যাকাউন্ট এ টাকার স্বল্পতা হেতু কোন ট্রান্সফার ফর্ম যদি ডিস্অনার্ড বা বাউন্সড্ হয় তবে তা অপরাধ বলে গন্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে এক বছর পর্যান্ত জেল খাটানো যাবে বা ট্রান্সফার ফর্ম-এ যে টাকার উল্লেখ রয়েছে তার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড করা যাবে।

৬) সরকারী সিকিউরিটি সমূহকে ডিপোজিটর অ্যাক্ট্-এর আওতার বাইরে রাখা হবে।

৭) বর্তমানে সিকিউরিটিস বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাংক সমূহের নির্দ্দেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই। নতুন আইনে তা থাকবে।

৮) নতুন আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো পাবলিক ডেট অ্যাক্ট্ বাতিল বলে গন্য হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভাকে আহ্বান করছি উথাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য যাতে করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখার স্বার্থে এই প্রস্তাবিত গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিস অ্যাক্ট্ পাশ করানোর জন্য ভারতের সংসদে তারা যাতে বিল আনতে পারেন এ বিষয়গুলি সম্পর্কে এবং সেই বিলকে তারা যাতে পাশ করাতে পারেন তার জন্য এটাকে সমর্থন করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং দায়িত্ব। এই বিল যখন সংসদের কাছে উঠবে নিশ্চয়ই আমাদের যারা মাননীয় সাংসদরা সেখানে থাকবেন তারা তার মাধ্যমে আলোচনার সুযোগ পাবেন বিলের বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলি নিয়ে এবং যেহেতু এ রিজিউলিউশান করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা ক্ষমতা দিচ্ছি সংসদে আইন করার জন্য, সেহেতু নিশ্চয়ই তারা তা করবেন। এবং আজকে বিভিন্ন রাজ্য তারা রিজোলিউশান পাশ করে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টকে ক্ষমতা দিচ্ছে. সংসদকে ক্ষমতা দিচ্ছে যাতে তারা এই ধরণের আইন করতে পারে এবং সে আইনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকবে যাতে কোন অসুবিধা তৈরী হতে না পারে· আমরা নিজেরা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেছি গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি বা অন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে নতুন নতুন জায়গাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে রয়েছে সে ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কাজেই আমি সকলকে অনুরোধ করব আমাদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার যেটা চেয়েছে বিধানসভায় এটা প্রস্তাব করে পাঠাতে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ যাতে এই ধরনের আইন করতে পারে সেজন্য তাকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রস্তাবটা পাশ করে পাঠাবো।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, 'কি সুর শুনি আজি মন্থরার মুখে' কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও বাদলবাবু বলে। আমরা কিন্তু এতে নাই স্যার। স্যার, যে রিজোলিউশান এনেছেন এটা আমরা ভালকরে পড়তে ও পারিনি। তবে যে আইটেমটা এটা হলো ৪৩ ফাঁক আছে গাদা গাদা আইন করতে পারবে। এটা হলো রাজ্য তালিকা। রাজ্য তালিকার যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর উপর রাজ্য আইন করবে এই বিধান সভায়। আর কেন্দ্রীয় তালিকায় যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলির উপর আইন করবে কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ। আর যে কনকারেন্ট লিষ্ট পার্ট-৩। এটা রাজ্যও করতে পারবে, কেন্দ্রও করতে পারবে। এই আইনটা পার্ট-২ ৪৩ আইনটা-স্যার, যদি কোন কারণে কখন আইন করতে পারবে কেন্দ্র রাজ্য তালিকার বিষয়গুলোর উপর কেন্দ্র আইন করতে পারবে ২৪৯ এ যদি রাজ্যসভার-উচ্চকক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামত নিয়ে যদি পার্লামেন্টকে অনুমোদন দেয় তাহলে রাজ্যের বিষয়ে আইন করতে পারে। আরেকবার পারে ২৫৩ ধারায়। যদি সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়, বা কোন রাজ্যে বা কোন একটা অঞ্চলে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়, তখন হঠাৎ করে একটা আইন দরকার। টি, এল, আর, বা এল, আর অ্যাক্ট করার দরকার হলো তখন কেন্দ্র সে রাজ্যের জন্য আইন প্রনয়ন করতে পারে। এখন এই তালিকায় তাহলে আমাদের অধিকার স্যার, এই বিধানসভার অধিকার দিয়ে দিচ্ছে আপনার অধিকার, আমার অধিকার, সবার অধিকার আমরা তোলে দিচ্ছি জলাঞ্জলী দিয়ে দিচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের পায়ের কাছে।

স্যার, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৫১ সালে রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্র মন্ত্রী সভা গঠন হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জহরলাল নেহেরু। তারপর সে সময় আমরা জানি একটা কুইজ কনটেষ্ট হয়েছিল একটি বেসরকারী টি, ডি, চ্যানেলে বলেছে ভারতের প্রথম কৃষিমন্ত্রী ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। এটা ১৯৫১ সালের আগে স্যার। ৫২ তে যখন আইন প্রনয়ন হলো রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন হলো তখন এই ২৪৯ এবং ২৫০ রাখা হয়েছে। কেন, যদি দেখা যায় রাজ্যে রাজ্যে কোন কারনে যেহেতু নতুন মন্ত্রী সভা হয়েছে হঠাৎ করে আইন না বুঝলে এজন্য ২৪৯ এবং ২৫০ তে ক্ষমতা রাখা হলো যাতে রাজ্য রাজ্যের জন্য আইন প্রনয়ন করতে পারে। স্যার, সেসময় একটা বিশেষ পরিস্থিতি ছিল। সে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই আইনটা করা হয়েছিল। ষ্টেট লিষ্টের কোন বিষয় নিয়ে পার্লামেন্ট তখনই আইন করতে পারে এই ২৪৯ এবং ২৫০ তে। এখন এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এই কারনে যে, কারন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছেন সরকারের সদিচ্ছা থাকলে উক্ত ৪৩ আইটেম নিয়ে বিল আনতে পারতেন। এখানে আইন আমরাই করতে পারি। কেন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দেব, আমাদের ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেব? আমাদের এখানে বিল আসুক যদি রাজ্যের স্বার্থ সংশিষ্ট কোন বিল আসে, আমাদের রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই সহযোগীতা করব।

স্যার, তা না করে বিধানসভাকে হেয় করে পার্লামেন্টের কাছে প্রার্থনা করার কি প্রয়োজন রয়েছে এখানে? সাধারন মানুষকে ধোকা দিয়ে পার্লামেন্টকে দোষ দেওয়ার জন্য অজুহাত তৈরী করছেন। ৪৩ নং আইটেম নিয়ে আইন প্রণয়নে আইন দপ্তরের কোন অজ্ঞতা রয়েছে কিনা আমি জানি না। এখানে প্রবীন ফয়জুর সাহেব আছেন, আমাদের প্রবীণ উমেশ নাথ সাহেব আছেন, যাঁরা বুঝেন, পণ্ডিত মানুষ তাদের পরামর্শ নিতে পারতেন। কিন্তু বাদলবাবুর উদ্দেশ্য অন্য জায়গায় স্যার। সরকারের কি আশংখা রয়েছে যেরাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন হতে পারে? এটা আশা করি আপনার বক্তব্যে ক্লীয়ার করবেন। কি কারনে আমরা ক্ষমতা দেব? ২৫২নং ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব আনছেন। আমি এখানে মনে করি, মন্ত্রীর যোগ্যতার ঘাটতি। এই রকম একটা রাজ্য হলে হবে না। কম পক্ষে দুইটা রাজ্য লাগবে। এই ধরনের বোকা রাজা আর রয়েছে কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, তবে আছেন বুদ্ধদেববাবু এবং আর একজন হচ্ছেন ব্রীফকেইসলেস ব্যারিস্টার জ্যোতিবাবু। নিজের ক্ষমতা অন্য কাউকে কেন দেব? অসীমবাবুকে মন্ত্রীসভা রাখতে পারে নাই স্যার। উনি থাকলে এই কাজ হত না। আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী থাকলেও বিধানসভাতেই এটা আসত না. হাণ্ড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লুড করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— একটা কারন হতে পারে স্যার। বি, জে. পির সঙ্গে গোপন কোন কনট্রাকট্ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। কারন, এ, ডি সির নির্বাচনে আই, পি, এফ, টির দাপট দেখে তিনি হয়ত গোপনে বি, জে. পির সঙ্গে একটা কনট্রাকট্ করেছেন। এটা আমার অনুমান। নতুবা বাদলদার মত বিচক্ষন লোক এই আইন এখানে আনবেন আমি চিন্তাই করতে পারি না। তবে এতে তিনটা কারন থাকতে পারে বলে আমার অনুমান। ১ম কারনটা হচ্ছে. এই প্রস্তাবটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার যদি আইন না করে তাহলে বলা যাবে ঐ দেখ আমরা আইন করে পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার করে নাই। দ্বিতীয় হচ্ছে এখন যদি নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বিল না আনেন তাহলে পাবলিক বলবেন, সরকারের টাকা সব ফাঁস করে ফেলেছেন। পাবলিক থেকে ঋণ উঠাচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই কারন আছে।

তৃতীয়তঃ হচ্ছে, তিনি হয়ত জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জরুরী অবস্থা জারী হতে চলছে। সেজন্য আগে ভাগেই প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দেই।

না হলে বামপন্থীরা এই ধরনের প্রস্তাব আনতে পারে না বলে এটা প্রত্যাহারের কথা বলে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আর কেউ বলবেন?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমরা বি, জে, পি-তৃণমূল জোটের সঙ্গে আছি বলেই এটাকে

সমর্থন করব। এছাড়া বিষয়টা হচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে আলাদা-আলাদা আইন না করে, একটা ইউনিফমিটি আনার দরকার আছে। এই কারণে এটাকে সমর্থন করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি গত কয়েক দিনের বিধানসভায় রতনবাবু সব সময় এমন একটা ভাব দেখান যে তিনি সব বেশী বোঝান বিধানসভায় আর কেউ কিছু বোঝেনা। আজকেও তিনি এখানে এমন একটা ভাবে দেখালেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কেউ বলবেন ? আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারব না।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মন্ত্রী কেন দাঁড়াবেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমাকে স্পীকার মহোদয় বলেছে তাই আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :— কারো মনের ব্যাপার তো আমি বুঝতে পারি না। কারণ, এটা এক্সপ্রেশন চাই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :— আই থিংক ইউ আর নট সো প্রিপেয়ার

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আপনি বলতে পারেন অনেক কথাই। রতনবাবুরটা রিপিট করে বলছি না। আমার একই পয়েন্ট ছিল। Passing of a Government Resolution regarding empowering the parliament "to regulate my law matters relating to Government securities and all other metters, মানে মন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের কাছে ইনস্ট্রাকশন এসেছে টু পাশ এই রেজিউলিউশান করে পাঠাবার জন্য। রতনবাবু খুব সঠিকভাবে এজ পার দি কনস্টিটিউশান তিনি সঠিকভাবে পয়েন্টটা রেইজ করেছেন। এখন পাশ করাবেন কি না এটা অন্য জিনিষ। এটার মধ্যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই রেজিউলিউশান এনেছেন উনিও জানেন না, কেন্দ্র জানে। যদি প্রয়োজন হয় যে জিনিষটা আমাদের করার কথা সেই জিনিষটা We are empowering the Central Government to make—

Sir, Section 252 কথা উনি বলেছেন If it appear to the legislature of two or more State to be desirable that any of the matters with respect to which parliament has no power to make laws for the States except as providing in Article 249 and 252 যেটা উনি বলেছেন should be regulated in such States by parliament by law and if Resolution to that effect are passed by all the House of the legislatures of those States, it shall be lowfull for the we are faithfull obident soldiers of the parliament at our shall ego and prestige of this secrate place. তারপরও আমরা বলব না কেন্দ্র থেকে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছে আমাদের

পাশ করতেই হবে ? তা হলেতো এখানে এই জিনিষটা এইভাবে আনা উচিৎ ছিল যে— As per the instruction of the Central Government the House is to pass a Resolution regarding empowering parliament. That you are instructed. আপনি যেভাবে আনছেন সেটাতে মনে হচ্ছে আমরা স্ব-ইচ্ছায় তাদের কাছে যাচ্ছি। আপনি পড়ে দেখুন Passing of a Government Resolution regarding empowering parliament. They are already empowering if a two thirds majority is in the Rajya Sabha automatically any bill pass as per to section of the Articale 250 of the Indian Constitution. এটলিষ্ট এই জিনিষটা সন্দেহের উর্দ্ধে থাকে we are interes'ed if this people are interest is we change the language atleast. We know আমরা যত আইনের ব্যাখ্যাই দেই, রতনবাবু যত আইনের ব্যাখ্যাই দেন এটা আপনারা পাশ করাবেন। কিন্তু এটলিষ্ট থে্া দেট আওয়ার ডিগনেটি ইজ মেইনটেইন। এটা মনে হয় একটু চেঞ্জ করলে দ্যাট এজ পার দি ইনস্ট্রাকশান অব্ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট। হাউজ ইজ টু বি পাশ রেজিউলিউশান রির্গাডিং এমপাওয়ারিং দি পার্লামেণ্ট টু রেগুলেট বাই ল মেটারস রিলেটিং এইভাবে আসলে চলে। আমরা এইভাবে বলছি। অন্যথায় মনে হচ্ছে এই জিনিষটা আমরা স্বইচ্ছায় ওদের কাছে পাঠিয়াছি। সামান্য একটু অদলবদল করে, কারণ এটা পাশ করবে যতই আইনের ব্যাখ্যা দেন রতনবাবু আমরা যতই ব্যাখ্যা দেই এগুলি পাশ করবে। কারণ উনাদের কাছ থেকে এটা আশা করছিলাম না। উনারা সব সময় বলে আমাদের রাজ্যকে অধিক ক্ষমতা দাও। আর এই জায়গাতে আমাদের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। এটা বিল আকারে পাশ করিয়ে পাঠিয়ে দেই একই ব্যাপার। মিনিষ্টার অব্-এ রেজিউলিউশান আমরা যদি বিল আকারে এনে পাশ করিয়ে পাঠিয়ে দেই একই। রেজোলেশানটিকে যদি আমরা বিল আকারে এনে পাশ করে পাঠিয়ে দিই তাহলে অন্তত আমরা আমাদের গর্ব করতে পারব যে এই ধরণের রেজোলেশনের উপর বিল পাশ করার আমাদের ক্ষমতা আছে। সুতরাং রেজুলেশান আকারে না এনে এটাকে বিল আকারে এনে সংবিধানের প্রতিটি আটিকল ব্যাখ্যা করে পাঠিয়ে দেয়। এখানে তো তর্কের কোন ব্যাপার থাকছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে সভায় রেজোলেশানটি গ্রহণ করার জন্য এইভাবে আনলে পরে আমাদের তরফ থেকে সমর্থন করতে পারি। সুতরাং বিল এনে সমস্ত ক্ষমতা আমরা কেন্দ্রের কাছে দিয়ে দিই। আসলে এটা তো ইনডাইরেক্টলী জরুরী অবস্থার মত। কাজেই স্যার, এটাকে বিল আকারে এনে পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয় তাহলে ভাল হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যেটা বলেছেন আমি বলি না তারা কিছুই জানেন না। তারা সব কিছু জানেন। সপ্তম তপশীলে এই কথায় উল্লেখ আছে,

যদি কোন রাজ্য সরকার কোন আইন তৈরী করতে চাই তাহলে তারা এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে দিতে পারে। তারজন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হবে সেই প্রস্তাবের মধ্যেই এটা থাকবে। আমি এখানে পরিষ্কারভাবে বলেছি, সিদ্ধান্তটা এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা কমিটি গঠন করেছিলেন। এখন সেই নির্দেশটা কেন্দ্রীয় সরকার দেওয়ার পর নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই সমস্যাটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। সেখানে কিছু রাজ্যের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকার আইন দপ্তর এবং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি নিয়ে সেখানে একটা কমিটি করা হয়েছে। সেই সেন্ট্রাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টা দেখছেন। এই সব বিষয়গুলি কমিটিতে আলোচনা হয়। এবং সেই কমিটিতে আলোচনা হওয়ার পর তারা এটা আনেন। যেহেতু এ্যাক্টের ব্যাপারে ক্ষমতা হচ্ছে রাজ্যের কাছে সেখানে বিধানসভা গুলি যদি প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে না বলেন তা হলে তারা লোকসভা বা রাজ্যসভাতে এই আইনটা তৈরী করতে পারবেন না। আমি আমার রিপোর্টের মধ্যে এটা বলেছি। ইতি মধ্যে ১১টি বিধানসভা এটাই পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। লোকসভাতে আলোচনা করে যাতে রাজ্যসভাতে এই ধরনের আইন তৈরী করে। ৭টি রাজ্যের বিধানসভা এই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য আমরা এখানে সেই উদ্যোগ নিয়েছি। এখানে বলছেন যে, এটা বিধানসভার অপমান, তা হলে ১১টা বিধান সভার অপমান হয়ে গেল যারা এটাকে পাশ করেছেন। এটা কোন অবস্থার মধ্যে এই হাউজের অপমান না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিধান সভাগুলির সমর্থন চাচ্ছেন। আমি অনুরোধ করব এটাকে যাতে অপ ব্যাখা না করেন। আমাদের সংসদে এই আইন করুন তার মধ্যে আপনাদের কংগ্রেসের তো ১৪০ থেকে ১৪২ জন সংসদ আছেন। তারা নিশ্চই অপদার্থ না। এটা জরুরী, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না। আপনারা খুব ভাল করে জানেন সংসদকে কি অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিধানসভার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আইনটা তৈরী করবে সংসদ। যেহেতু সিকিউরিটির ব্যাপারটা সারা দেশের সঙ্গে জড়িত সেই একটা কমিটি তার সুপারিশ করেছে এবং আমরা বলেছি ঠিক এই ধরণের সর্ব্বভারতীয় বিষয়গুলি তার সঙ্গে আছে, আমরা বলেছি আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কি, ভি, পি, অন্যান্য সিকিউরিটি যে সমস্ত আছে এই গুলি আগে আইনের মধ্যে ছিল না। তার কতগুলি সর্ট-কাম ছিল অটকামিং বলেই এইগুলিকে কাভার করার জন্য এই যে সিকিউরিটি যারা টাকা রাখেন, কে, ভি, পি, সে মারা গেলে কে সেই টাকা পাবে এইগুলি আগে ছিলনা। পাবলিক ব্যাংক গুলিতে এইগুলি ছিল না। যে সমস্ত ফাঁকগুলি ছিল দুর্বলতাগুলি ছিল সেই গুলি এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে। একটা গাইড লাইন এটা আমরা বিধানসভাতে সারকুলেট করেছি। এখন এই আইনটা আমরা বিধানসভাতে এনেছি। এখন এতে যদি আপত্তি থাকে তা হলে আমাদের দুর্ভাগ্য। সারা দেশ যে লাইনে চলে আপনারা তার উল্টো লাইনে চলেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে টি ইউ জে এস সমর্থন করেছে এটা নীতির প্রশ্ন। আমি একজন সদস্য হিসাবে অধিকারের কোন কম্প্রমাইজ করতে পারিনা।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি যদি বলেন যে, কংগ্রেস যা করেছে আমি তার সঙ্গে একমত না, তাহলে কি করা যাবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা তো পরেও করতে পারি। এখনই কেন। পরে করলে কি হয়না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যের কাছে চেয়েছেন, এবং আমাদের কাছেও চেয়েছেন। আমরা যদি নীতিগত ভাবে একমত হই তা হলে অসুবিধাটা কি। আমি এটাকে সমর্থন করি। তার পরে পার্থক্যও থাকতে পারে। আমি তো বললাম আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে একমত না। কংগ্রেস যে রাস্তায় যায়, নীতি মানে আমরা তার অনেক কিছুর সঙ্গে একমত না। আপনারা যে ভাবে এখানে চিন্তা করছেন সেই নীতি এখন কংগ্রেসের নীতিও না। আপনারা ঠিক উল্টো পথে চলছেন। আমি বলব যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটা মুভ করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার এটা কি পড়তে কোন অসুবিধা আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করার নিয়ম নীতি আছে সেন্ট্রাল ডাইরেকটেড বা কোন বিধানসভায় প্রস্তাব রাখা যায় নি। বিধানসভা একটি ফরম অনুযায়ী করা হয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :— WHEREAS this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the regulation of Public Debt of the States and for all matters connected there with or ancillary and incidental thereto.

AND

WHEREAS, the subject matter of suchaa law is relatable mainly to the matter enumerated in entry 43 in list11 in the Seventh Schedule to the constitution of India.

AND

WHEREAS, parliament has no power to make such a law for the States with respect to the matter enumerated in entry 43 in List 11 aforesaid except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India.

AND

WHEREAS, The Public Debt Act. 1944 is applicable for marketable loans raised by Reserve Bank of India on behalf of both the union and the State Governmet ;

AND

WHEREAS, It appears to this Assembly that it is desirable to repeal the public Debt Act. 1944 and replace the same with a new Legislation viz. "Government securities Act. "in order to enable the Reserve Bank of India to render officient and improved service to the holders of Government Securities.

AND

Now, therefore, in pursuance of Clause (1) of Article 252 of the constitution of India this Assembly hereby resolves that the parliament be empowered to regulate by law matters relating to Govenment Securities and all other matters connected therewith or ancillary or incidental thereto.

উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহিত হলো।

এই সভা আগামী ১৭ই জুলাই সোমবার ২০০০ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers) ANNEXURE—'A'

Admitted starred question No. 60

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath,

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be please to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বালোয়ারী স্কুল এবং অঙ্গনাদি সেণ্টারের সংখ্যা কত।

২। বালোয়ারীর স্কুলের হেলপারদের (যারা খিচুড়ী রান্না করে তাদের) মাসিক বেতন কত টাকা :

১। রাজ্যে বালোয়ারী কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ১২২৪টি এবং অঙ্গনাদি কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ৩৫৩৭টি।

২। বালোয়ারী কেন্দ্রের কোন হেলপার নাই।

Admitted starred Question No. 65

Name of the Member—Shri Khagendra Jamatiai

Will the Hon'ble Msnister-In-chage of the Education. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, নেতাজী নগর এস, বি, স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন,

২) নিয়ে থাকলে ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে উহা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১-২) নেতাজী নগর এস, বি, স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 70

Name of the Member Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hou'ble Minster In-Charge of the Sports & Youth Affairs Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার Sports & Games এর উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি না ;

২) যদি হয়ে থাকে তবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ ;

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রাজ্যে Sports & Games এর উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত ক্রীড়া পরিকাঠামো গুলি তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে ;

ক) উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম।

খ) এম, বি, বি, ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

গ) উদয়পুর সায়েন্টিফিক সুইমিং পুল।

ঘ) হজ্রা সুইমিং পুল।

ঙ) কমলপুর, খোয়াই, বিলোনীয়া, সাব্রুম খেলার মাঠ, উমাকান্ত ও এন, এস, সি সুইমিং পুল।

চ) সাব্রুম টেবিল টেনিস হল।

ছ) জিম্নাসিয়াম হল—কৈলাশহর, অমরপুর, এন, এস, আর সি, সি। উক্ত পরিকাঠামোগুলি ইতিমধ্যে কাজ শেষ করা হয়েছে। ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত পরিকাঠামোর কাজ চলছে। যেমন—

স্টেইট ক্যাপিটেল স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স, বাধারঘাট, চন্দ্রপুর প্লে-গ্রাউণ্ড, কৈলাশহর সুইমিং পুল। সাব্রুমে ইনডোর ষ্টেডিয়াম ও ভেলিয়ামুড়া সুইমিং পুল।

আরো কতগুলি প্লেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবেচনাধীন আছে। তাছাড়া নিয়মিত স্কুল স্পোর্ট্স্-এর খেলাধূলা ছাড়াও স্পোর্ট্স্ স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রাজ্যে ৩০টি কোচিং সেন্টার খোলা হত স্পোর্টিং অব টেলেন্টস্ এবং ক্রীড়া উন্নতি প্রকল্প। ডে বোর্ডিং স্কিম হিসেবে সাব্রুমের চাত্তকছড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে নেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়াও 25 Point of Tribal Development Package পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাঁচটি (৫) স্কুলকে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে এথল্যাটিকস্, ফুটবল, ও কাবাডি খেলার উন্নতি-কল্পে। স্কুল গুলি হল :—

ক) মহারাণী তুলসীবতী বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, আগরতলা।

খ) চাত্তক ছড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাব্রুম, দঃ ত্রিপুরা।

গ) তুলাশিখর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পঃ ত্রিপুরা।

ঘ) কুলাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুলাই, ধলাই, ত্রিপুরা।

ঙ) কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কাঞ্চনপুর, উঃ ত্রিপুরা।

Admitted Starred Question No. 80

Name of the Member Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৯৭-৯৮ইং অর্থবর্ষে (দশম অর্থ কমিশনের মঞ্জুরী থেকে) পাঁচটি টয়লেট নির্মাণের জন্য খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল ;

২। সত্য হলে উক্ত টাকায় কোন্ কোন্ স্থানে কাজ হয়েছে এবং উহাতে মোট কত ব্যয় হয়েছে এবং

৩। কাজ না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

১-৩নং প্রশ্নের উত্তর : ইহা সত্য যে ১৯৯৭-৯৮ইং অর্থবর্ষে দশম অর্থ কমিশনের মঞ্জুরী থেকে খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসকে পাঁচটি টয়লেট নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়েছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শক ভুলক্রমে উক্ত টাকা Draw করেন নি। ফলে ঐ পাঁচটি টয়লেট নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি।

Admitted Starred Question No. 176

Name of the Member Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch Castes, O. B. Cs & Minorities welfare Deptt. be Pleased to state

প্রশ্ন

১। পশ্চিমবঙ্গের মত ত্রিপুরা রাজ্যের ও,বি,সি সম্প্রদায় ভুক্তদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধসীমা শিথিল করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। পশ্চিমবঙ্গে ও,বি,সিদের জন্য সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে এবং সেজন্য বয়সের উর্দ্ধসীমা ও শিথিল করা হয়েছে। ত্রিপুরায় ও,বি,সিদের জন্য যেহেতু সংরক্ষণ চালু করা যায়নি, সেহেতু ও.বিসিদের জন্য বয়ঃসীমা শিথিল করা যাচ্ছে না।

Admitted Starrad Questien No. 243

Name of the Member Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes, O.B.Cs & Minorities welfare Deptt be pleaed to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ও,বি,সি ভূক্ত সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে কিনা :

২। যদি আলোচনা হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত কি ?

উত্তর

১। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এটর্নী জেনারেল এবং সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং সলিসিটর জেনারেল লিখিত ভাবেও তার মতামত জানিয়েছেন একথা আমি আগেও বলেছি। ১৯৯৭ ইং সনের আগষ্ট মাসে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

২। আলোচনা এবং লিখিত মতামতের ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়।

Admitted Starred Question No. 256

Name of the Member Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

Admitted Starred Question No. 263

Name of the Member Sri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes, O.B.Cs & Minorities welfare Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সমূহে শূন্যপদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপঃ জাতিভুক্ত কর্মচারীদের জন্য-ন্যূনতম সময়সীমা (Cut of date) কত ? এবং

২। উক্ত সম্প্রদায় ভূক্ত কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সময়সীমা (Cut of date) শিথিল করার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সমূহে শূন্যপদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপঃ জাতিভুক্ত কর্মচারীদের জন্য এখনো পর্যান্ত কোন ন্যূনতম সময়সীমা ধার্য্য হয়নি।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No 266

Name of the Member Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Relief and Rehabilitation Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর মহকুমায় মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরনার্থীর সংখ্যা কত ?

২। শরনার্থীদের বাবদ এ পর্যান্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এবং এর মধ্যে কেন্দ্রীয় অনুদান কত টাকা পাওয়া গেছে ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর মহকুমায় মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরনার্থীর সংখ্যা ৩৯২৬৩ জন (৬০৫৯ পরিবার ভূক্ত)

২ শরনার্থীদের বাবদ এপ্রিল ২০০০ইং পর্যান্ত ১৮,২৭,৩৩,৫৭৪,০০ (আঠার কোটি সাতাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর টাকা) খরচ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার হতে অদ্য পর্যান্ত ২২,২৫,

৪৪,০০০.০০ (বাইশ কোটি পঁচিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে।

Admitted Starred Question No. 272

Name of the Member Sri Prakash Chandra Das

Will the Ho'nble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। স্নাতক স্তরে পড়াশুনা করার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিজনিত সমস্যা নিরসনে আগরতলা সহ রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় আরও কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কিনা, এবং

২। না থাকলে ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাজনিত কারণে পড়াশুনা যাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। আপাতত এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। কয়েকটি কলেজ মর্নিং শিফট খোলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 290

Name of Member Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচকদের পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ বন্ধ থাকার কারণ কি ?

২। কবে পর্যন্ত এই কাজ শুরু করা হবে ;

৩। এ পর্য্যন্ত (২৯-৫-২০০০) কত জনকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে এবং কত জনের বাকী আছে ;

৪। যেসব পরিচয় পত্র ত্রুটিপূর্ণ সেগুলি অপসারণ করা হবে কি এবং

৫। হলে, কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার জন্য নির্বাচন দপ্তরের সঙ্গে একটি বেসরকারী সংস্থার দুই বৎসর মেয়াদী একটি চুক্তি পত্র সম্পাদিত হয়েছিল। সেই চুক্তির মেয়াদ গত ১৯৯৭ ইং সনের নভেম্বর মাসে শেষ হয়। দপ্তরের তরফে প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও অনিবার্য কারণে অবশিষ্ট ও নূতন ভোটারদের পরিচয় পত্র দেওয়ার কাজ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়নি।

২। অবশিষ্ট ও নুতন ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র তৈরী ও দেওয়ার কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩। এ পর্য্যন্ত ১২,১৯,৯৯৩ জন ভোটারকে সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে বলবৎ ভোটার তালিকা অনুযায়ী ৬,০৬,০০৯ জন ভোটারকে সচিত্র পত্র দেওয়ার কাজ বাকী আছে।

৪। হ্যাঁ।

৫। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পরিচয় পত্র প্রদানের কাজ শুরু হলে বিলিকৃত কোন পরিচয় পত্র ক্রটিপূর্ণ থাকলে তা অপসারণ করে সংশোধিত পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

Admitted Starred Question No, 317

Name of Member, Shri Kajal Ch Das, Prakesh Ch. Das and Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের তরফ থেকে ডাইরেকটর অব স্কুল এডুকেশনের কাছে দীর্ঘদিন থেকে দাবী জানানো সত্ত্বেও নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এখনও বিজ্ঞান শাখা, বাণিজ্য শাখা খোলা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য হলঘর পাঠাগার এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে না ;

২। সত্য হলে বর্তমান অর্থ বছরে উক্ত বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে দপ্তর কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং কবে নাগাদ উক্ত কাজগুলি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ;

এবং

৩। উক্ত বিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার পদে কবে নাগাদ লোক নিযুক্ত করা যাবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এ বছর এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। ঝাড়ুদার পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারে এখন ও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

Admitted Starrred Question Question No. 319

Name of the Member Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, র‍্যাগিং-এর জন্য রাজ্যের অনেকগুলি স্কুল, কলেজ হোস্টেল বন্ধ আছে ;

২। সত্য হলে, কোন কোন, হোস্টেল বন্ধ আছে ;

৩। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৪। থাকিলে কবে নাগাদ আইন প্রণয়ন করা হবে , এবং

৫। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted starred Question No. 320

Name of M.L.A Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০০ইং সনের ৩১মে পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে ;

২। তন্মধ্যে কক্‌বরক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ; এবং

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কয়টি বিদ্যালয় জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০০ ইং সনের ৩১ শে মে পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ৬৭ (সাতষট্টি) টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

২। তন্মধ্যে কক্‌বরক বিদ্যালয় নামে কোন বিদ্যালয় নেই।

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে সরকার কর্তৃক ৩৮ (আটত্রিশ) টি ও জেলা পরিষদ কর্তৃক ২৯ (উনত্রিশ) টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No :— 321

Name of Member :— Sri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্ত বিদ্যালয়গুলিতে অংক, ইংরাজী, পিউর সাইয়েন্স ও বায়ো সাইয়েন্সের জন্য বিষয় শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা কত, এবং

২। উক্ত শূন্যপদগুলি পূরণের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্ত কোন বিদ্যালয় নাই। সমস্ত বিদ্যালয় গুলিই রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিদ্যালয় সমূহের জন্য বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয় না, তবে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক/উচ্চ বুনিয়াদী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং বিষয়ের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২৮৩টি এবং মাধ্যমিক/উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে ৬৩৭টি শিক্ষকের পদ বর্তমানে খালি আছে।

২। শূন্যপদগুলি পূরনের বিষয়ে এখন ও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

Admitted Starred Question No.—322

Name of Member :— Shri Umesh ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে আগামী বছর দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা উক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 333

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Relief and Rehabilitation Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরনার্থীদের মিজোরামে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছন কি ?

উত্তর

রিয়াং শরনার্থীদের নিজ বাসভূমি মিজোরামে ফেরৎ পাঠানোর জন্য এই পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—

১। শরনার্থী প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে বিগত ১-১১-৯৭ইং মিজোরামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নিয়া ত্রিপুরাতে আসেন ও কাঞ্চনপুর মহকুমায় যান। সেখানে ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সহিত শরনার্থী প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেন। আলোচনার ফল হিসাবে ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন হাজার রিয়াং শরনার্থী মিজোরামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তাহারা আবার ফিরে আসেন।

২। বিগত ২৮-১১-৯৭ইং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিল্লীতে ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়া শরনার্থী প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে আলোচনা হয়, এবং মিজোরাম সরকারকে অতি সত্তর উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাক্রমে শরনার্থীদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হয়।

৩। বিগত ৩০-১১-৯৭ইং মিজোরামে ডেপুটি কমিশনার একটি উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের নিয়া ত্রিপুরাতে আসেন ও রিয়াং প্রতিনিধিদের সহিত তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেন। এবং ১০-১২-৯৭ইং হইতে রিয়াং শরনার্থীদের নিজবাসভূমি মিজোরামে ফিরিয়া যাইতে রাজি হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন রিয়াং শরনার্থী মিজোরামে যাইতে প্রত্যাখ্যান করে।

৪। গত ১০-১২-৯৭ইং মিজোরাম সরকারের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার (এ, আই, জি) কাঞ্চনপুর রিয়াং শরনার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন এবং তাহাদের মিজোরামে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এইবারও শরনার্থীরা ফিরিয়া যাইতে রাজি হয় নাই।

৫। গত ১১-৬-৯৮ইং রিয়াং প্রতিনিধিদল ব্রু ন্যাশনেল ইউনিয়ন (Bru National Union) মিজোরামে গিয়া মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনার ফলপ্রসূ হয় নাই।

৬। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্টমন্ত্রী শরনার্থী প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে মিজোরাম ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন।

৭। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত রিয়াং শরনার্থীদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং চিঠি লেখেন।

৮। ১৯৯৯ ইং সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় মানব অধিকার কমিশনের (NHRC) প্রতিনিধিরা

ত্রিপুরায় আসেন এবং ১১-১০-৯৯ ইং তারিখে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত সচিব আসামের মুখ্যসচিব, মিজোরামের মুখ্যসচিব এবং ত্রিপুরার মুখ্যসচিবের সহিত আগরতলায় একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রিয়াং শরনার্থীদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং মিজোরাম সরকারকে তিনমাসের মধ্যে রিয়াং শরনার্থীদের ফেরৎ নেওয়ার জন্য বলা হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে মিজোরামের মুখ্যসচিবকে বহুবার রিয়াং শরনার্থীদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

৯। বিগত ৫ ও ৬ই জুন ২০০০ইং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রনালয়ের উপসচিব (Dy Secretary. Home, MHA) রিয়াং শরনার্থী শিবির গুলি পরিদর্শন করেন। এবং মিজোরামের উপকমিশনার ও ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ও অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে একটি সভা করেন। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় উপসচিব মিজোরামের সরকারী প্রতিনিধিদের অতিসত্বর রিয়াং শরনার্থীদের মিজোরামে ফেরৎ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 335

Name of the Member :— Shri Padma Kumar Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন করে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তাহলে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে কিনা। এবং

৩। নতুন মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাতত নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব।

Admitted Starred Question No. 336

Name of the Member :— Shir Padma Kumar Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Departmsnt be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থিক বর্ষে রাজ্যে নতুন করে ওমেনস কলেজ স্থাপনে সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

২। যদি থাকে তাহলে, খোয়াই বিভাগে একটি ওমেনস কলেজ স্থাপন করা হবে কিনা ?

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 387

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ১০ জনের বেশী এবং ২ জনের কম শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন, এমন নিম্নবুনিয়াদী বা প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ১১০ (একশত দশ)টি নিম্নবুনিয়াদী। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ১০ (দশ) জনের বেশী শিক্ষক আছে এবং ১০৮টি বিদ্যালয়ে ২ (দুই) জনের কম শিক্ষক আছে।

Admitted Starred Question No. 396

Name of the member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ শিক্ষাবর্ষ থেকে "কক্‌বরক" শিক্ষা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ছিলেন :

২। শিক্ষাক্ষেত্রে "কক্‌বরক" ভাষাকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন কি না ;

৩। যদি পরিকল্পনা গ্রহন করে থাকেন তাহলে রাজ্যের কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে কক্-বরক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮০ সাল থেকে।

২। হ্যাঁ।

৩। নিম্নলিখিত ৩৪টি বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) "ককবরক" ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে পড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

১।	রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বিশালগড়
২।	গুলিরাই উচ্চ বিদ্যালয়	বিশালগড়
৩।	জম্পুইজলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বিশালগড়
৪।	টাকারজলা উচ্চ বিদ্যালয়	বিশালগড়
৫।	লোক শিক্ষালয় উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
৬।	চম্পাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
৭।	মান্দাই উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
৮।	গামছাকবরা উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
৯।	চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
১০।	দারোগামুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	সদর
১১।	তৈবান্দাল উচ্চ বিদ্যালয়	সোনামুড়া
১২।	নিশীকুমার মুড়াসিং পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বিলোনিয়া
১৩।	বগাফা আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়	সাব্রুম
১৪।	দারলং চৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	সাব্রুম
১৫।	গোরাকাপ্পা উচ্চ বিদ্যালয়	সাব্রুম
১৬।	নোয়াবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	উদয়পুর
১৭।	জলেফা উচ্চ বিদ্যালয়	উদয়পুর
১৮।	করবুক পাঞ্জিহাম চৌধুরীপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	অমরপুর
১৯।	তেঁতুই বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	অমরপুর
২০।	তৈয়দু উচ্চ বিদ্যালয়	অমরপুর
২১।	পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	কাঞ্চনপুর
২৩।	শিকারী বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	কমলপুর
২৩।	ধুমাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ছৈলেংটা
২৪।	রতনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খোয়াই
২৫।	বেহালাবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খোয়াই

২৬।	তুলাশিখর উচ্চ বিদ্যালয়	খোয়াই
২৭।	আমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়	খোয়াই
২৮।	বাইজাল বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	খোয়াই
২৯।	ভারত সর্দার পাড়া বিদ্যালয়	খোয়াই
৩০।	মুঙ্গিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	খোয়াই
৩১।	উমাকান্ত একাডেমী	আগরতলা
৩২।	বোধজং বালক উচ্চতর মাঃ বিদ্যালয়	আগরতলা
৩৩।	মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাঃ বালিকা বিদ্যালয়	আগরতলা
৩৪।	বিজয় কুমার উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	আগরতলা

ANNEXURE—B

Admitted Unstared Question No :—59.

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will The Hon'ble Minister-in-Charge The Social Welfare and social Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের সংখ্যা কত (ব্লক, মিউনিসিপাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র সমূহের কতটির নিজস্ব ঘর নেই (ব্লক, মিউনিসিপাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৩। গত অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, মিউনিসিপাল কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েত এর অর্থে কতটি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের ঘর নির্মিত হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ৩৫৩৭টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র আছে। (ব্লক, মিউনিসিপাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক আলাদা হিসাব দেওয়া হল।)

২। ১৫২৯টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই. (ব্লক, মিউনিসিপাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক আলাদা হিসাব দেওয়া হল)।

৩। গত অর্থ বর্ষে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ৪০টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অর্থে ৮টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র এবং নগর পঞ্চায়েত এর অর্থে একটি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কেন্দ্রের নাম	নিজেস্ব ঘর নেই এর সংখ্যা
১।	কদমতলা	৮৪	২০
২।	পানিসাগর	১০৩	১১
৩।	দামছড়া	৪০	২১
৪।	পেচারথল	৫০	১২
৫।	কাঞ্চনপুর	৯৯	৫২
৬।	জম্পুইহিল	৩০	১০
৭।	কুমারঘাট	৭৬	২১
৮।	গৌরনগর	৭৬	৩০
৯।	মনু	১৫৪	৬৯
১০।	ছামনু	৯৫	৮১
১১।	ডুম্বুরনগর	১০৩	৭০
১২।	আমবাসা	৭৩	১৭
১৩।	সালেমা	১১৫	৩১
১৪।	তেলিয়ামুড়া	১১০	২৯
১৫।	তুলাশিখর	৯৮	৪০
১৬।	কল্যানপুর	৪৩	৫
১৭।	খোয়াই	৫০	১৩
১৮।	পদ্মবিল	৪৩	১০
১৯।	হেজামারা	৭২	১৯
২০।	মোহনপুর	১১৯	২৬
২১।	মান্দাই	১১৭	৭৭
২২।	জিরানীয়া	১১২	৩৩
২৩।	জম্পুইজলা	১১৫	৬৯
		মোট—১৯৮৭	৭৬৬

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	নিজেস্ব ঘর নেই এর সংখ্যা
	বি, এফ,	১৯৮৭	৭৬৬
২৪।	ডুকলি	১১৮	২৬
২৫।	বিশালগড়	১৫০	৫৪
২৬।	মেলাঘর	১১৯	৮৩
২৭।	বক্সনগর	৪৬	১১
২৮।	কাঁঠালিয়া	৪৫	১৫
২৯।	কিল্লা	৮১	৪২
৩০।	মাতাবাড়ী	১০২	১৭
৩১।	কাঁকড়াবন	৬১	৯
৩২।	অমরপুর	১১১	৬৬
৩৩।	করবুক	৭৩	৪৪
৩৪।	রূপাইছড়ি	১০১	৬৫
৩৫।	সাতচাঁন্দ	১৩৫	৬৯
৩৬।	বগাফা	১৪৪	৩২
৩৭।	রাজনগর	৭৫	১৯
৩৮।	ঋষ্যমুখ	৫০	১০
	মোট	৩৪০৫	১১২৮

ক্রমিক নং	নগর পঞ্চায়েতের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	নিজের ঘর নেই এর সংখ্যা
১।	খোয়াই	৭	—
২।	রাণীর বাজার	৮	১
৩।	তেলিয়ামুড়া	৪	—
৪।	অমরপুর	৫	২
৫।	কুমারঘাট	৩	—
৬।	কমলপুর	১	—

৭।	কৈলাশহর	৪	—
		মোট—৩২	৩

ক্রমিক নং	মিউনিসিপলিটির নাম	কেন্দ্রের নাম	নিজস্ব ঘর নেই এর সংখ্যা
১।	আগরতলা	১০০	৯৮
		মোট—১০০	৯৮

সর্বমোট— ৩৫৩৭—১৪২৯

Admitted-Unsarred question No. 60

Name of the Member :— Shir Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be please to state.

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী ইংলিস মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা কত।

২। উপরোক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নাম ; এবং

৩। তন্মধ্যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকা কত জন ?

উত্তর

১। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা ১৮ (আঠার) জন।

২। শিক্ষক শিক্ষিকার নাম :—

১) শ্রী কল্যাণ দেববর্মা ২) শ্রী নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য ৩) শ্রী অপু ভট্টাচার্য্য
৪) শ্রীদেবাশীষ দেবনাথ ৫) শ্রী তাপস দাস ৬) শ্রী মানিক সরকার
৭) শ্রী উত্তম দাস ৮) শ্রী শৈলেন দাস ৯) শ্রী রাজেন্দ্র দাস
১০) শ্রী রতন গোপ ১১) শ্রী সুশান্ত দেববর্মা ১২) শ্রীমতি কাবেরী দাস
১৩) শ্রীমতি শর্বরী রায় ১৪) শ্রীমতি তন্দ্রা গোস্বামী ১৫) শ্রীমতি কৃষ্ণা পাল
১৬) শ্রীমতি বিনতা দেববর্মা ১৭) শ্রীমতি সন্ধ্যা হাজরা ১৮) শ্রীমতি চিত্র দাস

৩। উপরোক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ২(দুই) জন।

Admitted-Unstarred Question No. 61

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-chage of the Education. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়টিতে (বেসরকারী) বর্তমানে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের কতটি শূন্যপদ আছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ;

২) উক্ত বিদ্যালয়ে শূন্যপদ সমূহের (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের) কতটি তপ:জাতি এবং তপঃউপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত (পৃথক পৃথক হিসাব) ;

৩। উপরোক্ত শূন্যপদ সমূহ কতদিনের মধ্যে পুরন করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোট ১১ (এগার) টি

এর মধ্যে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক—৪টি
গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ৫টি
ইউ, ডি ক্লার্ক -১টি
চতুর্থ শ্রেণী – ১টি

২। ক্যাটাগরী অনুসারে তপ:জাতি ও তপঃউপজাতির শূন্য পদের হিসাব।

তপ:জাতি– ১টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক
তপঃউপজাতি—৩টি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক
তপঃউপজাতি—৩টি গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক
তপঃজাতি—১টি চতুর্থ শ্রেণী

৩। স্কুল কর্তৃপক্ষকে শূন্যপদগুলো তিন মাসের মধ্যে পুরন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 62

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Sports & Youth Affairs Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে অপারেশান ব্ল্যাক্ বোর্ড স্কীম-এ খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের জন্য মোট কতটাকা মঞ্জুর হয়েছিল।

(Questions and Answers)

১। উপরোক্ত টাকায় কোন কোন বিদ্যালয়ে কিকি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে(বই, কাঠের, ষ্টীলের আসবার বিজ্ঞান সামগ্রী ইত্যাদির পৃথক স্কুল ভিত্তিক হিসাব)।

৩। বরাদ্দকৃত টাকায় বিজ্ঞান সামগ্রী ইত্যাদি কেনা ও স্কুলে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা এবং

৪। ইহা কি সত্য যে এখনও যথাযথভাবে সমস্ত বই ও আসবাব পত্র বিদ্যালয় সমূহ পায়নি ?

উত্তর

১। ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থবর্ষে Extended অপারেশান ব্ল্যাক বোর্ড স্কীম এ খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের জন্য সর্বমোট ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবর্ষে উক্ত স্কীমে কোন টাকা মঞ্জুর করা হয় নাই।

২। উপরোক্ত টাকায় বই, কাঠের ও ষ্টীলের আসবাব পত্র ও ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি ২৯টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। স্কুল ভিত্তিক হিসাব 'ক' তালিকায় জুড়ে দেওয়া গেল।

৩। না।

৪। অধিকাংশ বই, কাঠের ও স্টীলের আসবাব পত্র, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে। বাদবাকী জিনিষগুলি ও সহসাই বিদ্যালয় সমূহে পেঁছে যাবে বলে আশা করা যায়।

অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড স্কীমে সরবরাহকৃত সামগ্রী বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব তালিকা 'ক'

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম		স্টিল আলমারী লকার সহ	জয়েন্ট বেঞ্চ লকার সহ	চেয়ার হাতছাড়া	টেবিল ড্রয়ার ছাড়া	ড্রয়ার সহ	শিলিং বেঞ্চ	ব্ল্যাক বোর্ড	লাইব্রেরী বই প্রতি বিদ্যালয়
		সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
১)	অশোকবন কোলনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১	১	১২	৬	৩	—	—	২	৮৬৬ঃটাকা বই প্রতি স্কুল
২)	অনাথ চৌধুরী পাড়া	১	১	২২	৬	৩	—	—	৭	"
৩)	বড়বিল উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১১	৪	১	..	—	৩	"
৪)	বগাবিল উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	"
৫)	বিদ্যাবিল উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	"
৬)	চেরমা কোলনী	১	১	২৪	৬	৩	—	—	৫	"
৭)	চেবরী উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১৪	২	—	—	—	৫	"
৮)	ধলাবিল উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১২	৯	৩	—	—	২	"
৯)	ইংলিস মিঃ এইচ এস	১	১	৭	১২	২	—	১	২	"
১০)	গনেজী কোলনী	১	১	১৭	১	—	—	—	২	"
১১)	গৌরনগর উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৮	৩	—	—	৬	"
১২)	হাতমারা উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১১	৬	৩	—	—	৫	"
১৩)	ইদনকুর উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	"
১৪)	কাতিয়াবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৩	"
১৫)	করংগীছড়া উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	৩০	২	—	—	—	৫	"

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৬)	লক্ষামুড়া উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৫	১	—	৭	৮৬৬৫ টাকার বই প্রতি স্কুলের জন্য
১৭)	নালিয়া বাড়ী কোলোনী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	”
১৮)	অফিসটিলা উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১১	৫	৩	—	—	২	”
১৯)	পশ্চিম রাজনগর	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	”
২০)	পরশুরাম বাড়ী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	”
২১)	পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	১	১	১৪	—	৩	—	—	২	”
২২)	রথটিলা উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৭	”
২৩)	সোনাতলা ই, এল	১	১	১০	৪	২	—	১	৪	”
২৪)	তবলাবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	১০	৪	২	—	১	৪	”
২৫)	সোনাচরণ উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৬	৩	—	—	৫	”
২৬)	আতাইবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী	১	১	২২	৫	৩	—	—	৬	”
২৭)	বিনন ঠাকরা	১	১	২২	৬	৩	—	—	—	”
২৮)	শুভরাম চৌধুরী পাড়া	১	১	২২	৬	৩	—	—	—	”
২৯)	কৃষ্ণমানিক পাড়া	১	১	২২	৬	৩	—	—	—	”

Admitted un-Starred Question No ;— 74

Name of the Member :— Shri shyama Charan Tripura,

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the social Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধলাই জেলার মনু ব্লক অন্তর্গত ময়নামা পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটির সদ্য সাক্ষরদের নাম ও পিতার নাম কি ?

উত্তর

ধলাই জেলার মনুব্লক অন্তর্গত ময়নামা পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটির সদ্য সাক্ষরদের নাম ও পিতার নাম নিম্নরূপ ১। শ্রীমনমোহন ভৌমিক s/o শ্রীসাধুচরন ভৌমিক ২। শ্রীগোপাল হাজারী s/o শ্রীঅনন্ত হাজারী ৩। শ্রীজগদীশ সরকার s/o ব্রজেন্দ্র সরকার ৪। শ্রীঅভিমান সরকার s/o সঞ্জয় সরকার ৫। শ্রীরনজিৎ সরকার s/o ত্রিভঙ্গ সরকার ৬। শ্রীসুদর্শন সরকার s/o রামেশ্বর সরকার ৭। শ্রীমতি উষা রাণী সরকার w/o শ্রীরাজ কিশোর সরকার ৮। শ্রীঅনুকুল সরকার s/o দ্বারিকা সরকার ৯। শ্রীমতি সুমতি সরকার w/o শ্রীঠাকুরধন সরকার ১০। মিনতি চৌধুরী w/o প্রফুল্ল সরকার ১১। মনমোহন সরকার s/o মনমোহন সরকার ১২। পরশুরাম সরকার s/o ঠাকুরধন সরকার ১৩। রামকৃষ্ণ সরকার s/o সারদা সরকার ১৪ জহরলাল সরকার s/o রেবতী সরকার ১৫। হীরালাল দেওয়ান s/o সুখলাল দেওয়ান ১৬। আসনা সরকার। s/o অভিন্দ্র সরকার ১৭। অভিন্দ্র সরকার s/o অশ্বিনী সরকার ১৮। শ্রীমতি ফুলবালা বিশ্বাস w/o কালু বিশ্বাস ১৯। শ্রীতরনী সরকার s/o নবদ্বীপ সরকার ২০। শ্রীউত্তম সরকার s/o অনিল সরকার ২১। নেপাল সরকার s/o রাজ মোহন সরকার ২২। গোপাল সরকার s/o রাজ মোহন সরকার, ২৩। সাধন সরকার s/o রাজ মোহন সরকার ২৪। চরিত্র দেববর্মা s/o জ্ঞান দেববর্মা ২৫। সজল দেববর্মা s/o মঙ্গল দেববর্মা ২৬। শ্রীমতি গীতা সরকার w/o অমুল্য সরকার ২৭। শ্রীঅরুন সরকার s/o অমুল্য সরকার ২৮। শ্রীমতি যমুনা সরকার w/o অরুন সরকার ২৯। শ্রীক্ষীরোদ সরকার s/o অরুন সরকার ৩০। শ্রীতরনী সরকার s/o অরুন সরকার ৩১। শ্রীভুবন চৌধুরী s/o অরুন চৌধুরী ৩২। শ্রীমতি মমতা চৌধুরী w/o ভুবন চৌধুরী ৩৩। শ্রীসুনীল চৌধুরী s/o ভুবন চৌধুরী ৩৪। শ্রীমতি প্রদীপা চৌধুরী w/o "সুনীল চৌধুরী ৩৫। শ্রীবিভুতি চৌধুরী। s/o বিশ্বনাথ চৌধুরী ৩৬। শ্রীরনজিত চৌধুরী। s/o যতীন চৌধুরী ৩৭। শ্রীবাসনা চৌধুরী

s/o মুরারী চৌধুরী ৩৮। শ্রীমতি বাসনা সরকার w/o কালাচান সরকার ৩৯। শ্রীমতি:প্রম বিলাসী দাস w/o সুভাষ দাস ৪০। শ্রীযোগেন্দ্র রায়। s/o প্রকাশ দাস ৪১। শ্রীগৌড়ধন চৌধুরী s/o নারায়ন চৌধুরী ৪২) শ্রীশ্যামল চৌধুরী o/s শ্রীনারায়ন চৌধুরী ৪৩) শ্রীমতি গীতা রুদ্রপাল w/o গোপাল রুদ্রপাল ৪৪) শ্রীরায়ধন রায় s/o শচীন্দ্র রায় ৪৫) শ্রীমতি অষ্টমী রায় w/o রায় ধন রায় ৪৬) শ্রীহরিধন রায় s/o যোগেন্দ্র রায় ৪৭) শ্রীমতি রাধা রাণী বাউল w/o মনোহর বাউল, ৪৮) শ্রীমতি ওমতি সরকার, w/o ধনঞ্জয় সরকার, ৪৯) শ্রীচ' সরকার, w/o রাজ মোহন সরকার ৫০। শ্রীনারায়ন সরকার, s/o হরিচন্দ্র সরকার, ৫১) শ্রীচিকন ধর ত্রিপুরা, s/o সুরেন্দ্র ত্রিপুরা ৫২) শ্রীমতিকানশী ত্রিপুরা s/o সুরেন্দ্র ত্রিপুরা, ৫৩) শ্রীহেমা রঞ্জন ত্রিপুরা, s/o মর্ত কুমার ত্রিপুরা। ৫৪) শ্রীলাল মোহন ত্রিপুরা, s/o শ্রীজয়ন্ত ত্রিপুরা ৫৫) শ্রীলালপূর্ণ ত্রিপুরা o/s জয়ন্ত ত্রিপুরা ৫৬) শ্রীব্রজমোহন ত্রিপুরা s/o প্রসন্ন ত্রিপুরা ৫৭) শ্রীমতি বিমলা ত্রিপুরা w/o ব্রজমোহন ত্রিপুরা ৫৮) শ্রীসুনীল ত্রিপুরা s/o অরুন ত্রিপুরা ৫৯) শ্রীদক্ষিনা রঞ্জন ত্রিপুরা s/o চিকনধর ত্রিপুরা ৬০) মভূরু মোহন ত্রিপুরা s/o বংশী ত্রিপুরা ৬১) মটরশ্রী ত্রিপুরা w/o ভুমরু মোহন ৬২) ভ্রমরচাঁন ত্রিপুরা s/o সেনসা ত্রিপুরা ৬৩) হরপ্রিয়া ত্রিপুরা w/o ভ্রমর চান, ত্রিপুরা ৬৪) পার্বতী ত্রিপুরা w/o লালমোহন ত্রিপুরা ৬৫) সুধন ত্রিপুরা s/o রং কুমার ত্রিপুরা ৬৬) সাধন রুদ্রপাল s/o সান্তু রুদ্রপাল ৬৭) সুজিত ঘোষ s/o অখিল ঘোষ ৬৮) কৃষ্ণ রুদ্রপাল s/o ধীরেন্দ্র পাল ৬৯) বীর কুমার সরকার s/o হরিমোহন সরকার ৭০) প্রভা সরকার, w/o বীর কুমার সরকার ৭১) বিশ্বনাথ সরকার s/o বীর কুমার সরকার ৭২) নারদ সরকার, s/o প্রসন্ন সরকার ৭৩) পারুল রুদ্র পাল, w/o নিরঞ্জন রুদ্রপাল ৭৪) কাজলী রুদ্রপাল w/o গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল ৭৫) বীর সেন ভৌমিক s/o কুঞ্জ মোহন রুদ্রপাল ৭৬) শ্রীখাদেন্দ্র চাকমা s/o সীদা চাকমা ৭৭) শ্রীপক্ষী চন্দ্র চাকমা s/o মুলা ধন চাকমা ৭৮) শ্রীমতি পদ্মা চাকমা, w/o সীদা চাকমা। ৭৯) কুমারী নন্দ রাণী চাকমা, w/o ভেঙ্গা চাকমা। ৮০) কুমারীচঞ্চলা চাকমা w/o চিকন ধন চাকমা ৮১) শ্রীবীর কিশোর চাকমা, s/o সুন্দর ধন চাকমা ৮২) শ্রীমতি ফুল মালী চাকমা, w/s সুন্দর ধন চাকমা ৮৩) শুভ্রা কিশোর চাকমা, w/o সুন্দর ধন চাকমা ৮৪) শ্রীকালটা চাকমা w/o প্রতিময় চাকমা ৮৫) সারদা চাকমা w/o কল্যারাম চাকমা ৮৬) শ্রীবিজয় চাকমা, w/o হৃদয় চাকমা ৮৭) শ্রীনেত্রক চাকমা s/o দেবেন্দ্র চাকমা ৮৮) শ্রীমতি সুর বালা চাকমা, w/o প্রিয়দা চাকমা ৮৯) শ্রীপূর্ণশ চাকমা, w/o যতীলাল চাকমা ৯০) শ্রীফুল ধন চাকমা, s/o, গর্জনমান চাকমা ৯১) শ্রীমতি জটিলা ত্রিপুরা, w/o

কীরিট ত্রিপুরা ৯২) শ্রীমতিমহরী ত্রিপুরা, w/o চানমোহন ত্রিপুরা ৯৩) শ্রীচান মোহন দেববর্মা, s/o পূর্ণ মোহন দেববর্মা, ৯৪) শ্রীরাজ মোহন দেববর্মা, s/o জ্ঞান দেববর্মা ৯৫) শ্রীমতি কুমারী দেববর্মা, w/o রাজ মোহন দেববর্মা ৯৬) শ্রীসুনীল দেববর্মা s/o অনিল দেববর্মা ৯৭) শ্রীমতি প্রভা, সরকার s/o ত্রিভঙ্গ সরকার ৯৮) শ্রীবীর কুমার সরকার, s/o হরি চরণ সরকার ৯৯) শ্রীহর কুমার সরকার, s/o হরিচরন সরকার ১০০) অমর চান ত্রিপুরা, s/o সেনসা ত্রিপুরা ১০১) কমল সরকার s/o ত্রিভঙ্গ সরকার ১০২) যমুনা রুদ্রপাল s/o অরুন রুদ্রপাল ১০৩) চিন্তা বালা রুদ্রপাল w/o যোগেশ রুদ্রপাল ১০৪) যোগেন্দ্র রুদ্রপাল s/o প্রকাশ রুদ্রপাল ১০৫) দীনেশ রুদ্রপাল s/o অমরচান রুদ্রপাল ১০৬) শংকর রুদ্রপাল s/o হরেন্দ্র রুদ্রপাল ১০৭) হরেন্দ্র রুদ্রপাল s/o মনমোহন রুদ্রপাল ১০৮) অনিল রুদ্রপাল s/o পুকুন রুদ্রপাল ১০৯) সমির রুদ্রপাল s/o পুকুন রুদ্রপাল ১১০) সুবীর রুদ্রপাল s/o পুকুন রুদ্রপাল ১১১) রনজিত রুদ্রপাল s/o ধনঞ্জয় রুদ্রপাল ১১২) প্রদীপ রুদ্রপাল s/o ধনঞ্জয় রুদ্রপাল ১১৩) গোপাল সরকার s/o হরিধন সরকার ১১৪) স্বপন রুদ্রপাল s/o নিরাপদ রুদ্রপাল ১১৫) পুতুল রুদ্রপাল s/o চিত্ত রুদ্রপাল ১১৬) চিত্ত রুদ্রপাল s/o গিরিশ রুদ্রপাল ১১৭) শ্রীমতি মায়া রাণী রুদ্রপাল s/o কৈলাস রুদ্রপাল ১১৮) শ্রী.গাপাল রুদ্রপাল s/o মনমোহন রুদ্রপাল ১১৯) শ্রীমতি সুধমা শীল w/o উমেশ শীল ১২০) শ্রীমতি বাসন্তী শীল w/o ভানু শীল ১২১ শ্রীরঞ্জিত সরকার s/o সোনাতন সরকার ১২২) সন্ধ্যা সরকার w/o রনজিত সরকার ১২৩) চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস s/o সুরেশ বিশ্বাস ১২৪) মনমোহন ভৌমিক s/o সাধুচরণ ভৌমিক ১২৫) পারুল রুদ্রপাল w/o নিরঞ্জন রুদ্রপাল ১২৬) রসরাজ রুদ্রপাল s/o শচীন্দ্র রুদ্রপাল ১২৭) শান্তী রুদ্রপাল s/o সতীশ রুদ্রপাল ১২৮) কাঙ্গলী রুদ্রপাল w/o গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল ১২৯) প্রমিলা ভাণ্ডারী w/o গোপাল ভাণ্ডারী ১৩০) সুবোধ রুদ্রপাল s/o যোগেন্দ্র রুদ্রপাল ১৩১) মহামায়া রুদ্রপাল w/o শচীন্দ্র রুদ্রপাল ১৩২) নিরঞ্জন ভাণ্ডারী s/o নিরেন্দ্র ভাণ্ডারী ১৩৩) নিখিল ভাণ্ডারী s/o নিরেন্দ্র ভাণ্ডারী ১৩৪) চিত্ত ভাণ্ডারী s/o নিরেন্দ্র ভাণ্ডারী ১৩৫) বধুলক্ষী দেববর্মা w/o ভবানী দেববর্মা ১৩৬) বাসন্তী দেববর্মা w/o বলেন দেববর্মা ১৩৭) গ লিতা দেববর্মা D/o রবি কুমার দেববর্মা ১৩৮) রসিরানী দেববর্মা—রবেন দেববর্মা ১৩৯) সীতারানী দেববর্মা ক্ষীরোদ দেববর্মা ১৪০) কল্যান দেববর্মা স্বপন দেববর্মা ১৪১) দেবী রানী ত্রিপুরা— আপনী মোহন ত্রিপুরা ১৪২) ললিত দেববর্মা ভূবনজয় দেববর্মা ১৪৩) সুবল দেববর্মা—অা.শ দেবর্মা ১৪৪) মায় দেববর্মা—রাজেন্দ্র দেববর্মা ১৪৫) উমাকান্ত দেববর্মা—রজনী দেববর্মা ১৪৬) যতীন্দ্র দেববর্মা—রাজেন্দ্র দেববর্মা ১৪৭) আইচুকতি ত্রিপুরা

—হলিনধন ত্রিপুরা ১৪৮) বিনয়লক্ষী দেববর্মা—পাথান দেববর্মা ১৪৯) বৈশ্য রানী দেববার্ম—কাঞ্চেনধন দেববর্মা ১৫০) রবীন্দ্র দেববর্মা—কেরুব দেববর্মা ১৫১) বন্দেরানী দেববর্মা—অমূল্য দেববর্মা ১৫২) মঞ্জরী দেববর্মা—প্রমোদ দেববর্মা ১৫৩) তাপসী সরকারD/o পিরেন্দ্র সরকার ১৫৪) যতেন্দ্র দেববর্মা—কুমেরু ১৫৫) চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস s/o মুকুন্দ বিশ্বাস ১৫৬) রূপর্ষ বিশ্বাস s/o মুকুন্দ বিশ্বাস ১৫৭) অনিতা বিশ্বাস w/o চিত্ত বিশ্বাস ১৫৮) লামেদবাসী বিশ্বাস w/o মুকুন্দ বিশ্বাস ১৫৯) লিমো সরকার w/o বলাম সরকার ১৬০) প্রতিমা সরকার w/o নেপাল সরকার ১৬১) সবিতা সরকার w/o চাল সরকার ১৬২) প্রিয়বাসী সরকার w/o ধনঞ্জয় সরকার ১৬৩) মিলন সরকার w/o দেমাল সরকার ১৬৪) অনিতা সরকার w/o রাইমোহন সরকার ১৬৫) তপন সরকার s/o রামমোহন সরকার ১৬৬) কল্পনা সরকার w/o সুরেশ সরকার ১৬৭) অঞ্জলী বিশ্বাস w/o বেনীবাসী বিশ্বাস ১৬৮) লক্ষী চৌধুরী w/o নিতাই চৌধুরী ১৬৯) শ্রীমতি সুত্রধর w/o প্রনয় সুত্রধর ১৭০) অর্চনা সরকার w/o অলিন্দ্র সরকার ১৭১) মায়া রানী সরকার w/o প্রদীপ সরকার ১৭২) শানক চৌধুরী w/o সুরেন চৌধুরী ১৭৩) নবজা সরকার w/o সুভাষ সরকার ১৭৪) রূপসী সরকার D/o নিত্ত সরকার ১৭৫) রূপন সরকার w/o সত্য সরকার ১৭৬) সুমিত্রা সরকার w/o কমল সরকার ১৭৭) মিনতি সরকার w/o রামানন্দ সরকার ১৭৮) মিনতি বিশ্বাস w/o নিরঞ্জন বিশ্বাস ১৭৯) বিপুলা বিশ্বাস w/o নিতাই বিশ্বাস ১৮০) রাধারানী সরকার w/o গৌরাঙ্গ সরকার ১৮১) ঝুলন সরকার w/o রবীন্দ্র সরকার ১৮২) শুভারানী সরকার w/o রনজিৎ সরকার ১৮৩) মনিতা সরকার w/o সতেন্দ্র সরকার ১৮৪) আলসী সরকার w/o নিরেন্দ্র সরকার ১৮৫) শিখা সরকার w/o বনবাস সরকার ১৮৬) আরতী সরকার w/o সুরেশ সরকার ১৮৭) সবিতা সরকার w/o হরেন্দ্র সরকার ১৮৮) স্বপ্না সরকার w/o নাবয় সরকার ১৮৯) ১৮৯) প্রিয়বাসী সরকার D/o বিজয় সরকার ১৯০) পুষ্প চৌধুরী w/o সুকুমার চৌধুরী ১৯১) বাসনা সরকার w/o ব্রজেন্দ্র সরকার ১৯২) বিশ্বলক্ষী দেববর্মা w/o মনিরাম দেববর্মা ১৯৩) রাধারানী দেববর্মা w/o আগুনুয়া দেববর্মা ১৯৪) বীরেন্দ্র সরকার s/o রজনী সরকার ১৯৫) মিনতি সরকার w/o রাখাল সরকার ১৯৬) কমল সরকার s/o ত্রিভঙ্গ সরকার ১৯৭) হরেন্দ্র সরকার s/o ধনঞ্জয় সরকার ১৯৮) বনবাস সরকার s/o জয়গোপাল সরকার ১৯৯) নিতাই সরকার s/o নগরবাসী সরকার ২০০) বিধান ত্রিপুরা s/o গঙ্গারাম ত্রিপুরা ২০১) নিতাই ত্রিপুরা s/o নগরবাসী ত্রিপুরা ২০২) মনিরাম সরকার s/o বাহাদুর ত্রিপুরা ২০৩) নেপাল সরকার s/o নিবারন সরকার ২০৪) আগুনুয়া দেববর্মা s/o ভরজ

দেববর্মা ২০৫) বেনীমাধব বিশ্বাস s/o মনমোহন বিশ্বাস ২০৬) গীতা সরকার s/o দীনবন্ধু সরকার ২০৭) সুকুমার চৌধুরী s/o সুরেশ চৌধুরী ২০৮) নিখিল ভাণ্ডারী s/o নরেন্দ্র ভাণ্ডারী ২০৯) নিরঞ্জন ভাণ্ডারী s/o নরেন্দ্র ভাণ্ডারী ২১০) গোপাল রুদ্রপাল s/o মনমোহন রুদ্রপাল ২১১) নিরাপদ রুদ্রপাল s/o গিরিশ রুদ্রপাল ২১২) সুধীর রুদ্রপাল s/o বনমালী রুদ্রপাল ২১৩) যোগেন্দ্র রুদ্রপাল s/o প্রকাশ রুদ্রপাল ২১৪) শ্রীমতি অঞ্জলী w/o হরেন্দ্র রুদ্রপাল ২১৫) ময়নাপতি ত্রিপুরা w/o সুনীল ত্রিপুরা ২১৫) কাজলী দেববর্মা w/o নিপরাম দেববর্মা ২১৭) কবিতা দেববর্মা w/o সুনীল দেববর্মা ২১৮) ধনলক্ষী দেববর্মা w/o দশরথ দেববর্মা ২১৯) শুভা রানী w/o ইন্দ্রজিত দেববর্মা ২২০) শ্রী:গোলাপ দেববর্মা w/o কার্ত্তিক দেববর্মা ২২১) ধন কুমারী দেববর্মা w/o অখিল দেববর্মা ২২২) গীতা রাণী w/o ক্ষীরোদ দেববর্মা ২২৩) বিশ্বলক্ষী দেববর্মা w/o সুধীর দেববর্মা ২২৪) শান্তি রাণী দেববর্মা w/o সুধীর দেববর্মা ২২৫) বুলন্তি দেববর্মা w/o লক্ষণ দেববর্মা ২২৬) কুঞ্জলক্ষী দেববর্মা w/o মিত্রিপদ্ম দেববর্মা ২২৭) শংকু দেববর্মা D/o মিত্রিপদ্ম দেববর্মা ২২৮) শোভা রাণী দেববর্মা w/o সদাগর দেববর্মা ২২৯) সোনালক্ষী দেববর্মা w/o রামচরণ দেববর্মা ২৩০) শম্ভু লক্ষী দেববর্মা w/o রমেশ দেববর্মা ২৩১) নবীনমালা দেববর্মা w/o আব্দুল দেববর্মা ২৩২) রবলক্ষী দেববর্মা w/o রমেশ দেববর্মা ২৩৩) রূপমাল দেববর্মা w/o প্রভাত দেববর্মা ২৩৪) গিনিমাল দেববমা w/o প্রদীপ দেববর্মা ২৩৫) শেফালী দেববর্মা w/o সম্রাট দেববর্মা ২৩৬) সেনাতী দেববর্মা w/o চন্দ্রকুমার দেববর্মা ২৩৭) যুদ্ধপতি w/o চন্দ্রকুমার দেববর্মা ২৩৮) সীতা রাম দেববর্মা w/o রথীন্দ্র দেববর্মা ২৩৯) কাজার্ত্তি দেববর্মা w/o প্রদীপ দেববর্মা ২৪০) মঙ্গলক্ষী দেববর্মা w/o যোগেন্দ্র দেববর্মা ২৪১) কুঞ্জরাণী ত্রিপুরা w/o কৃত্তিমোহন ত্রিপুরা ২৪২) শুকুরাণী দেববর্মা w/o বুদ্ধি চন্দ্র দেবর্মা ২৪৩) রাধারাণী দেববর্মা w/o রমেন দেববর্মা ২৪৪) ভাগ্যলক্ষী দেববর্মা w/o সাধন দেববর্মা ২৪৫) সবিতা দেববর্মা w/o সুরেন্দ্র দেববর্মা ২৪৬) বিদ্যাশ্বরী দেববর্মা D/o) সুধন্য দেববর্মা ২৪৭) বীনা দেববর্মা w/o সুরেন্দ্র দেববর্মা ২৪৮) মঙ্গলশ্রী দেববর্মা w/o সন্ধ্যা রাম দেববর্মা ২৪৯) পূর্ণলক্ষী দেববর্মা w/o সুরেন্দ্র দেববর্মা ২৫০ সুখরাণী দেববর্মা D/o রাজেন্দ্র ২৫১) মংলনা দেববর্মা w/o নমচন্দ্র দেববর্মা ২৫২) বাসন্তী দেববর্মা w/o মঙ্গল দেববর্মা ২৫৩) তরগাপতি দেববর্মা w/o মঙ্গল দেববর্মা ২৫৪) পূর্ণত্রাদী দেববর্মা w/o যশপর দেববর্মা ২৫৫) বধুলক্ষী দেববর্মা w/o ভরত দেববর্মা ২৫৬) সোনালক্ষী দেববর্মা w/o

রবি দেববর্মা। ২৫৭) কাক্রাতি দেববর্মা পিং নিরন দেববর্মা। ২৫৮) জলকন্যা দেববর্মা স্বাঃ অনিল দেববর্মা ২৫৯) অঞ্জলী দেববর্মা স্বাঃ সুবল দেববর্মা। ২৬০) গীতা রুদ্রপাল স্বাঃ মতিলাল রুদ্রপাল। ২৬১) হারাধন দেববর্মা পিং প্রকাশ রুদ্রপাল। ২৬২) কুমুদ রুদ্রপাল পিং প্রকাশ রুদ্রপাল। ২৬৩) দীনেশ রুদ্রপাল পিং অমরচান রুদ্রপাল। ২৬৪) কমলা রুদ্রপাল স্বাঃ অমরচাঁদ রুদ্রপাল। ২৬৫) চিন্তাবালা রুদ্রপাল স্বাঃ যোগেন্দ্র রুদ্রপাল। ২৬৬) আরতী রুদ্রপাল স্বাঃ মনমোহন রুদ্রপাল। ২৬৭) শঙ্কর রুদ্রপাল পিং হরেন্দ্র রুদ্রপাল। ২৬৮) সমীর রুদ্রপাল পিং পুকন রুদ্রপাল। ২৬৯) প্রদীপ রুদ্রপাল পিং ধনঞ্জয় রুদ্রপাল। ২৭০) রণজিৎ রুদ্রপাল পিং ধনঞ্জয় রুদ্রপাল। ২৭১) স্বপন রুদ্রপাল পিং মনমোহন রুদ্রপাল। ২৭২) তপন রুদ্রপাল পিং মনমোহন রুদ্রপাল। ২৭৩) চিন্তামণি দেওয়ান পিং ঠাকুর চাঁন দেওয়ান। ২৭৪) গোপাল সরকার পিং হরিধন সরকার। ২৭৫) সুবোধ রুদ্রপাল পিং শচীন্দ্র রুদ্রপাল ২৭৬) মহামায়া রুদ্রপাল পিং শচীন্দ্র রুদ্রপাল। ২৭৭) উত্তম রুদ্রপাল পিং অমূল্য রুদ্রপাল। ২৭৮) মায়ারাণী রুদ্রপাল স্বাঃ কৈলাশ রুদ্রপাল। ২৭৯) স্বমন রুদ্রপাল পিং সুরেশ রুদ্রপাল। ২৮০) সুবিতা রুদ্রপাল স্বাঃ স্বপন রুদ্রপাল ২৮১) সুজিৎ ঘোষ পিং মনমোহন ঘোষ ২৮২) অমর ঘোষ পিং অখিল ঘোষ ২৮৩) ননী রুদ্রপাল পিং বনমালী রুদ্রপাল। ২৮৪) সুধীর মালাকার পিং গৌরাঙ্গ মালাকার ২৮৫) রাইমোহন ঘোষ পিং অখিল ঘোষ। ২৮৬) সুধন সরকার পিং অখিল সরকার ২৮৭) চিত্ত ভাণ্ডারী পিং নরেন্দ্র ভাণ্ডারী। ২৮৮) দিপালী দেববর্মা স্বাঃ বিশু দেববর্মা। ২৮৯) সংকরই দেববর্মা স্বাঃ বুদ্ধ দেববর্মা। ২৯০) কুঞ্জ প্রিয়া দেববর্মা পিং শম্ভু দেববর্মা ২৯১) ভুজন দেববর্মা স্বাঃ মদন দেববর্মা। ২৯২) কুসুমলতা ত্রিপুরা স্বাঃ কির্তি ভূষণ ত্রিপুরা ২৯৩) শান্তরাণী ত্রিপুরা স্বাঃ অরীন্দ্র ত্রিপুরা। ২৯৪) বেলাপতি ত্রিপুরা স্বাঃ মণীন্দ্র ত্রিপুরা ২৯৫) মেনকা ত্রিপুরা পিং উষ্ণমোহন ত্রিপুরা। ২৯৬) প্রমিলা ত্রিপুরা স্বাঃ অমিন্দ্র ত্রিপুরা। ২৯৭) চেন্দাবতী ত্রিপুরা স্বাঃ মুক্তা সিং ত্রিপুরা। ২৯৮) ধন্যমালী ত্রিপুরা স্বাঃ মন্তিল ত্রিপুরা। ২৯৯) সমীমালা ত্রিপুরা স্বাঃ সাদন ত্রিপুরা। ৩০০) সুরপতী ত্রিপুরা স্বাঃ কর্ণমোহন ত্রিপুরা। ৩০১) বাহারথা ত্রিপুরা স্বাঃ পদ্মারঞ্জন ত্রিপুর। ৩০২) মতিমালা ত্রিপুরা স্বাঃ অনিল ত্রিপুরা। ৩০৩) নতিনমা ত্রিপুরা স্বাঃ রামধন ত্রিপুরা। ৩০৪) ক্ষীরমালা। স্বাঃ ধারকুমার ত্রিপুরা। ৩০৫) মঙ্গলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ বিশেচন্দ্র দেববর্মা। ৩০৬) বিশুলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ শচীন ত্রিপুরা। ৩০৭) পেলুভরা ত্রিপুরা স্বা মনীন্দ্র ত্রিপুরা। ৩০৮) বাসন্তী দেববর্মা স্বাঃ মলেন দেববর্মা ৩০৯) লক্ষীশ্রী দেববর্মা স্বাঃ মনীন্দ্র দেববর্মা। ৩১০)

উরমিলা দেববর্মা স্বাঃ যোতিশ দেববর্মা। ৩১১) রাধারাণী দেববর্মা স্বাঃ দশরথ দেববর্মা। ৩১২) বিশালক্ষী দেববর্মা স্বাঃ মুংকুররুই দেববর্মা। ৩১৩) বিবনী দেববর্মা স্বাঃ মনিরাম দেববর্মা। ৩১৪) বীনা দেববর্মা। স্বাঃ ললিত দেববর্মা। ৩১৫) বর্ণলতা দেববর্মা স্বাঃ ললীমোহন দেববর্মা। ৩১৬) বৈজন্তীমালা দেববর্মা স্বাঃ উমাকান্ত দেববর্মা ৩১৭) নীগালতা ত্রিপুরা স্বাঃ বক্সেরাধন ত্রিপুরা। ৩১৮) বিশুরাণী ত্রিপুরা স্বাঃ ললীনধুন ত্রিপুরা। ৩১৯) আকুতি ত্রিপুরা স্বাঃ মতলিখিম ত্রিপুরা। ৩২০) হিরাবতী ত্রিপুরা স্বাঃ পাতাল মণি। ৩২১) বুধুরেরকা ত্রিপুরা স্বা. কুমেন্দ্র ত্রিপুরা। ৩২২) শুভলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ অনিল দেববর্মা। ৩২৩) রংমালা দেববর্মা স্বাঃ সুনীল। ৩২৪) শুভকন্যা দেববর্মা স্বাঃ সুশীল দেববর্মা। ৩২৫) রমুমালা দেববর্মা স্বাঃ চন্দ্র দেববর্মা। ৩২৬) শক্তীক রাণী দেববর্মা স্বাঃ শচীন্দ্র দেববর্মা। ৩২৭) মলিন দেববর্মা স্বাঃ বুদ্ধিরাম দেববর্মা। ৩২৮) পুস্পলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ কুঞ্জমোহন দেববর্মা। ৩২৯) বিমতী দেববর্মা স্বাঃ মিচিন্দ্র দেববর্মা। ৩৩০) ভাগ্যলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ সিন্ধু কুমার দেববর্মা। ৩৩১) সুকুন্তি দেববর্মা স্বাঃ প্রমোদ দেববর্মা। ৩৩২) মঙ্গলশ্রী দেববর্মা স্বাঃ বিপিন দেববর্মা। ৩৩৩) বেলপতি দেববর্মা স্বাঃ রবি দেববর্মা। ৩৩৪) কার্ত্তিক দেববর্মা স্বাঃ বুধরাই দেববর্মা। ৩৩৫) মঙ্গশরী দেববর্মা স্বাঃ মতরঞ্জন দেববর্মা ৩৩৬) বৈজন্তীমালা দেববর্মা স্বাঃ নিরঞ্জন দেববর্মা। ৩৩৭) ভাগ্যলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ তঙ্গীরাম দেববর্মা। ৩৩৮) নিরঞ্জন দেববর্মা পিং বুসন্ত দেববর্মা। ৩৩৯) কুঞ্জমোহন দেববর্মা পিং মকেন্দ্র দেববর্মা। ৩৪০) বিপিন দেববর্মা পিং মহেন্দ্র দেববর্মা। ৩৪১) নিশমনি দেববর্মা স্বাঃ রবিচন্দ্র দেববর্মা। ৩৪২) বুধরায় দেববর্মা স্বাঃ রবিচন্দ্র দেববর্মা। ৩৪৩) লকমতি দেববর্মা স্বাঃ রবীন্দ্র দেববর্মা ৩৪৪) বিশুকুমার দেববর্মা পিং নবেলীচরন দেববর্মা। ৩৪৫) কামা দেববর্মা পিং লবচন্দ্র দেববর্মা। ৩৪৬) মনোরঞ্জন দেববর্মা স্বাঃ লবচন্দ্র দেববর্মা। ৩৪৭) মঙ্গল দেববর্মা পিং নবদ্বীপ দেববর্মা। ৩৪৮) রবতী দেববর্মা পিং মঙ্গল দেববর্মা। ৩৪৯) মনুকুমারী দেববর্মা স্বাঃ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। ৩৫০) ছায়ারাণী দেববর্মা স্বাঃ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। ৩৫১) মলিন দেববর্মা পিং মুনরাই দেববর্মা। ৩৫২) মঙ্গলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ হেমন্ত দেববর্মা ৩৫৩) বিশ্বলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ মাগ্রাই দেববর্মা। ৩৫৪) শুভলক্ষী দেববর্মা স্বাঃ মঙ্গল দেববর্মা। ৩৫৫) বুমু দেববর্মা স্বাঃ মঙ্গল দেববর্মা ৩৫৬) বিশুকন্যা দেববর্মা D/o রবি দেববর্মা। ৩৫৭) রবাঙ্গ দেববর্মা w/o স্বপন দেববর্মা ৩৫৮) কিরনমালা দেববর্মা w/o রবিধা দেববর্মা ৩৫৯) মল্লিকা দেববর্মা D/o সজল দেববর্মা ৩৬০) বিশ্বলক্ষী দেববর্মা D/O স্বর্ণকুমার দেববর্মা ৩৬১) ধারনমালা দেববর্মা W/O উপেন্দ্র দেববর্মা ৩৬২) সমজ্রীবি দেববর্মা w/o বুদ্ধ দেববর্মা ৩৬৩) সম্ভুলক্ষী দেববর্মা w/o সুকুরাম দেববর্মা

৩৬৪) সুবমতি দেববর্মা w/o সম্প্রাট দেববর্মা ৩৬৫) ইন্দ্রপতি দেববর্মা w/o বিশ্বকুমার দেববর্মা ৩৬৬) বিশ্বলক্ষী দেববর্মা w/o যোগিন দেববর্মা ৩৬৭) মোহন মালা দেববর্মা w/o বীরমোহন দেববর্মা ৩৬৮) মাঝী দেববর্মা w/o মাগ্রাই দেববর্মা ৩৬৯) তাপস চৌধুরী s/o ব্রজেন্দ্র চৌধুরী ৩৭০) আনন্দ সরকার s/o নিপেন্দ্র সরকার ৩৭১) পবিত্র চৌধুরী s/o ব্রজেন্দ্র চৌধুরী ৩৭২) সুভাষ সরকার s/o পিপেন্দ্র সরকার ৩৭৩) প্রদীপ চৌধুরী s/o মরেশ চৌধুরী ৩৭৪) পদ্ম চৌধুরী s/o প্রদীপ চৌধুরী ৩৭৫) মলিনধন ত্রিপুরা s/o মনীন্দ্র ত্রিপুরা ৩৭৬) রাজকুমার দেববর্মা s/o ক্ষিরোদ দেববর্মা ৩৭৭) ভুবনজয় দেববর্মা s/o অমূল্য দেবব

Admitted Un-Starred Question No.—77

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। শিক্ষা দপ্তরে (উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা) মোট শূন্য পদের সংখ্যা কত ?

২। উপরোক্ত শূন্যপদ সমূহের মধ্যে বিষয় শিক্ষক, স্নাতক শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরে প্রধান শিক্ষক সহ অশিক্ষক কর্মচারী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পৃথক পৃথক হিসাব (সংরক্ষিত শূন্যপদের উল্লেখ সহ) ?

উত্তর

১। শিক্ষা দপ্তরে (উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর মিলিয়ে) শূন্য পদের সংখ্যা যথাক্রমে উচ্চ শিক্ষা—৫৯৯টি ও বিদ্যালয় শিক্ষা ৩,৪০০টি মোট ৩,৯৯৯টি।

২। সংরক্ষিত শূন্যপদের উল্লেখ সহ বিষয় শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, বিভিন্ন স্তরে প্রধান শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ :—

<u>বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর</u>

বিষয় শিক্ষক :— শিক্ষকদের জন্য বিষয় ভিত্তিক কোন পদ আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয় না।

	ST	SC	UR	PH	Ex Sor.	Total
স্নাতক শিক্ষক	৪২০	২১৭	—	—	—	৬৩৭
স্নাতকোত্তর শিক্ষক	২৪০	৪৩	..	—	—	২৮৩
সহকারী শিক্ষক	৩৯৬	১৩৪	৪৪৪	—	—	৯৭৪
প্রাইমারী প্রধান শিক্ষক	৩৫৮	১৫৭	৫৪০	—	—	১০৫৫
উচ্চ বুনিয়াদী প্রধান শিক্ষক	৩১	১২	১১৪	—	—	১৫৭

মাধ্যমিক প্রধান শিক্ষক	৫৪	২৯	৯০	—	—	১৭৩
উচ্চ মাধ্যমিক প্রধান শিক্ষক	৫৫	২৬	৪০	—	—	১২১
বিস্তালয় শিক্ষা মোট—	১৫৫৪	৬১৮	১২২৮	—	—	৩,৪০০
উচ্চ শিক্ষা দপ্তর						
কলেজ শিক্ষক	—	--	—	—	—	১৮৪
অশিক্ষক কর্মচারী	১০৪	৫১	৯৮	১	—	২৫৪
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৫৬	২৫	৭৬	২	২	১৬১
উচ্চ শিক্ষা মোট	১৬০	৭৬	১৭৪	৩	২	৫৯৯
বিদ্যালয় শিক্ষা মোট	১৫৫৪	৬১৮	১২২৮	—	—	৩৪০০
সর্ব মোট	১৭১৪	৬৯৪	১৪০২	৩	২	৩৯৯৯

Admitted Un-Starred Question No. 81

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কতগুলি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে এবং এর মধ্যে তপসীলি জাতি সম্প্রদায়ের জন্য কতগুলি পদ এখনও পূরন করা সম্ভব হয়নি,

২। তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত পদগুলি পূরনের লক্ষ্যে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০৫৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ উচ্চবুনিয়াদী বিস্তালয়ে ১৫৭টি প্রধান শিক্ষকের পদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৭৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১২১টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এবং এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ১৫৭টি, উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ১৪টি এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিস্তালয়ের ২৬টি, তপশীলি ভুক্ত জাতির প্রধান শিক্ষকের পদ পূরন করা এখনও সম্ভব হয়নি।

২। শূন্যপদগুলি প্রমোশনের মাধ্যমে পূরনের জন্য ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন ফিডার পোষ্টের সিনিওরিটি লিষ্ট প্রকাশ, প্রমোশনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারীদের ভিজিলেন্স ছাড়পত্র পাওয়া ইত্যাদি।

Admitted Un-Starrad Questien No. 88

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes, O.B.Cs & Minorities welfare Deptt be pleaed to state.

প্রশ্ন

১। Special Component plan programme (SCp) কোন বছর চালু হয় এবং এ যাবৎ কত পরিবার উপকৃত হয়েছে ও কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। SCPতে কি কি স্কীম রয়েছে ?

উত্তর

১। ষষ্ট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথা ১৯৮০-৮১ ইং সাল থেকে Special Component Plan শুরু হয় এবং ১৯৯৯-২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২২১ জন তপঃজাতি পরিবার বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন ও এবং মোট ৪২৯ কোটি ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর Special Component Plan রূপায়ন করে থাকেন। দপ্তর গুলির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ণ প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরন অত্র উত্তরের সাথে সংযুক্ত করা হল :—

1. Agriculture Department :— Project for Development of Infrastructural facilities Intregrated Cercal Dev.Programme(25:75)/Scheme for production of quality seeds /Estt, of States Seed Certification Agency/Scheme for oilseed production programme (25:75)/Accalarated maize Dev. programme./Sustainable Dev. of Sugarcane based cropping systen /Scheme for Agri. Economic and statistics /Scheme for National Pules Dev. Project/Scheme for Agri. Distribution of Quality seeds./Project for popularisation of manures and fertilizers./ Project for plant protection services./Pro for Agri Extension and Farmer's training / Bordera rea Dev. Pro./Project for Farm Mecharisation and Agri Engineering./Project for Dev. of market and marketing facilities.

2. Horticulture Department :— Scheme for Horti. research activities at H. R. C. Nagicharra./Scheme for procuction of plantation materials & Dev. of progeny orchard /Scheme for production of seed potato including T. P,S/ Scheme for Dev. of fruits plantation Cops & red oil Plam /Scheme for Dev. of vegetables in traditional & Non-traditional areas./Scheme for

floricuture & fruits and vegetables./ Scheme for expansion of Mushroom Cultivation, processing and preservation./Scheme for plastic in agriculture / Scheme for production of vegetables seed & seeding./ Scheme for Tripura Horticulture Corporation Ltd./Scheme for subsidy to Horticulture cooperative Societies./Scheme for shifting cultivation in water sheed areas.

3. Forest Deptt :— Forestry & wild Lief Plan. soil & water cons. Plan.

4. A. R. D. Deptt :— Vety. Service & Admn /Cattle & Fufflo Dev./Poultry Dev./Shaep,/ wool Goat Dev./Piggery Dev./ Other Livestock Dev./Feeds & Fodder Dev /Extention & Training /Admn. Inv. & Statistic.

5. Diary Development :— Cattle & Buffalo Dev.

6. Fisheries Department :— Strongthening of Fisheries Orgn./Extension, Education, Information & Training./Revitalisation and Support to Fishermen Co-Operative Societies./Production of Fish and Fish seed /Developmeht of Reservior, Lake Rivulets and other open water Areas./ Fish Farmers Dev. Agency./ Setting up of cold Chain/Welfare of Fishermen families.

7. Deptt. of Cooperation :— Share capital to TSCCF Ltd./ Share Capital to other Coops./Share capital to Pry. Cons. Coop.Socioties./ Managerial subsidy to LAMP./Managerial Subsidy to PACS/RSS/Subsidy for power tiller. shed includding reparing of power tiller./Assistance to 56 LAMPS in ADC area for working Capital./ Share capital to PACS,/ FSS./ Share Capital to LAMPS./Share capital to TCARDB Ltd./ Share capital to TSCB / Share capital to Marketing inclu. Apex. Marketing./ Research & Training Development of Edn. Research and Training.

8. R. D. Deptt:— TRYSEM/DWCRA/Domestic Filter/RWS(MW)/RSP/IAY/ Village Communication /Block Building/Loans for Housing.

9. Panchayat Department : - P. D. F Pancheyat Development Fund).

10. Revenue Deptt. Minor Works (Const. of TKs.)

11. IFC & PHE Deptt. Flood Control.-Minor Irrigation.

12. Power Deptt. Village electrification./Intensive electri-fication.

13. Industries Deptt :— Entreprencrship Dev. programme./State pakaga of Incentive scahme./ Share capital Contribution to TTDC Ltd./ Asstt to Small Growes for cultivation of Tea./Craf tsman training programme for ITI.

14. Handloom Handicraft & Sericulture Department.:— Handloom Dev. programme./ Sericulture Dev. Pro.

15. Scionce Technology & Enviornnont Deptt.:— Solar Lentern./D.L.S Distillation Plant./ Hot water Plant./ I.R.E.P./Science Promo./ Scionce Popul./ Ecology & Environment.

16. School Education. :— General-Education./Elementary Education./ Teachers and other service./ Sccondary Eduction./Language Development.

17. Sports & Youth Sorvices Deptt :— Games & Sports./Youth Welfare./ Education Sports, Art & Culture.

18, Socral Wolfare Department :—Adult Education (strengthening of Insp. of Block & Circle level./P.L C)/ Social Welfare (strengthening of Ins. of Block & Circle levl./scholarship /Marriage Grant/Winter dress/NOAP./B.M.S (Balahar)

19. PWD (R & B) : - Communication.

20 Hea'th. Deptt :- Hospital./School Health Service/Anti T.B./Ayurveda/ Homeopathy, Health Sub-Centre/P H E/C H C/Exp. of S.D. Hosp./Med. Education/NLEP/Drug control/P.H P/P.H L.

21. I.C A T Department.:— Information & Publicity./Information Centre/ Songs & Drama Services/Publication./Tourism/Tourist Accommodation/ Tourist Centre.

22. S.N P.:— Special Nutritation Programe.

23.S.C Wolfare Department:—Education Sector :—Boarding house stipend ST SC students(VI to X)/Pre-matric scholarship to SC students(VI toX) Supple mentary grant to Post Matric Scholarsip/Outfit allowance to SC STs. forprocccutinhg

studies outside the State./Reparing/Renovation of SC Boy's/Girls hostel./Distribution of Dr. B. R. Ambedkar Momorial Award. Supplementary grant to Pre-matric scholarship for the children of those engaged in unclean occupation./Special coaching in core subject./Payment of stipend./Scholarship to the SC Stds Who are reading in Mission School./Folk arts. Culture, Publicity, Exeibition, Seminar etc,/Construction of boundry wall/Wardens quarters of SC girls'/boys hostel,/Supply of furniture and utensils for SC girls' and boy's hostels,/Pre-cxamination coaching/Training in Type-writting/Stenography & I. T. I./Pre-matric scholarship for the children of those engaged in unclean occupation./Book Bank Scheme.

Economic Sector :—Settlement scheme for landless Agri/Non-agri families including creation of Rubber Plantation./Development/Inprovoment/purchase of house site for Harijan /Aid to Non Govt social Organisation/Financial assistance to SC families./Payment of subsidy under MMLP,/Share capital assistance to SCDC.

Admitted Un-starred question No. 96

Name of the Member :— Shir Shyama Charan Tripura and
Shir Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Imformation Cultural Affairs and Tourism Department be please to state. :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখন পর্যন্ত কতজন পর্যটক বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরাতে এসেছেন ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। তন্মমধ্যে দেশী পর্যটক এবং বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা কত ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৩। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় উনকোটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাব গড়ে তোলার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

৪। ত্রিপুরার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোন বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে কি না ?

এবং

৫। যদি করে থাকে তবে সেগুলি কি কি ?

উত্তর

১। ক) ১৯৯৮-৯৯ সনে ২,৫৮,৯৯৮ জন।

খ) ১৯৯৯-২০০০ সনে ২,৪০,২০১ জন।

	দেশী	বিদেশী
২। ক) ১৯৯৮-৯৯ সনে	২,৩৭,৮০৪—	১,১৯৪ জন।
খ) ১৯৯৯-২০০০	২,৩৮,৯৯৮—	১,২০৩ জন।

৩। এ, এস, আই-এর সাহায্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং একটি সাইট মিউজিয়াম নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সুসজ্জিত উদ্যান নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে এ, এস, আই।

রাজ্য সরকারের বন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় সিড়ি ও বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উনকোটিতে পার্ক, ফাউনটেইন, ফ্লাড ও ইয়ার্ড লাইটিং এর ব্যবস্থা করার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। একটি ক্যাফেটোরিয়া নির্মাণ করা হয়েছে।

৪। হ্যাঁ।

৫। পর্যটকদের জন্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে প্যাকেজ ট্যুর নিম্নে দেওয়া হল :—

ট্যুর কোড	সারকিট	সময়	জনপ্রতি ভাড়া
			বাস-ট্যাক্সি-ছোটগাড়ী
পি, টি, এ, ১	আগরতলা কমলাসাগর সিপাহীজলা-উদয়পুর-নীরমহল-আগরতলা।	২দিন এক রাত্রি	১৮৬ টাকা
পি, টি, এ-২	আগরতলা, উদয়পুর নীরমহল-সিপাহীজলা-আগরতলা।	২ দিন এক রাত্রি	১৬৯ টাকা
পি, টি. সি-৩	কলিকাতা-আগরতলা-কুমারঘাট-জম্পুইহিল-উনকোটি-আগরতলা-কলিকাতা।	৬ দিন ৫ রাত্রি	১৭৮৫-২৩৭৫ টাকা (বড় দের) ১২০০-১৬০০ টাকা (ছোট দের)
পি, টি, সি-৪	কলিকাতা-আগরতলা-	৪দিন	৯০০-১২৭৫ টাকা

	উদয়পুর-নীরমহল-সিপাহীজলা-কমলাসাগর-অর্কনীড়-আগরতলা-কলিকাতা	৩ রাত্রি	(বড়দের) ৬০০-৮৫০ টাকা (ছোটদের)
পি, টি, সি-৫	কলিকাতা-আগরতলা-নীরমহল-উদয়পুর-সিপাহীজলা-অর্কনীড়-কমলাসাগর-আগরতলা-জম্পুইহীল উনকোটি-আগরতলা-কলিকাতা।	৮ দিন ৭ রাত্রি	২৩৩৫-৩১৪০টাকা (বড়দের) ১৫৬০-২১০০ টাকা (ছোটদের)
উইকেণ্ড প্যাকেজ-	আগরতলা-সিপাহীজলা-মাতারবাড়ী-নীরমহল-কমলাসাগর-অর্কনীড় আগরতলা।	২ দিন ১ রাত্রি	৩০০-৪৬০ টাকা (বড়দের) ২০০-৩০০ টাকা (ছোটদের)
সানডে প্যাকেজ-	আগরতলা-কমলাসাগর-সিপাহীজলা-উদয়পুর-মেলাঘর-আগরতলা	১ দিন ১ রাত্রি	১২৫ টাকা (খাওয়া-থাকা ইত্যাদি খরচ বাবদ)
রবিবারের জন্য বিশেষ কণ্ডাক্টেড ট্যুর	আগরতলা-কমলাসাগর-সিপাহীজলা-উদয়পুর-মেলাঘর-আগরতলা	৯৬ টাকা (পাঁচ বছরের কম শিশুদের। জন্য ভাড়া লাগবে না, তবে তাদের জন্য মারতি কোচে পৃথক আসনের ব্যবস্থা থাকবে না)	

এছাড়া ও দপ্তর থেকে পর্যটকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিয়মিত ১ দিনের ট্যুরের ব্যবস্থা আছে

Admitted Un-Starred Question No, 118

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী ইংলিশ মিডিয়াম বিস্তালয় গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ বর্তমান বৎসরে শুরু হবে কিনা।

২। উপরোক্ত কাজ এর জন্য মোট মঞ্জুরী কত এবং কত টাকার কাজের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

৩। কাজটির জন্য কোন ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মানের কাজ বর্তমান বৎসরে শুরু করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ বর্তমান বৎসরে শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

২। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য শিক্ষা দপ্তর ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার Administrative Approval দিয়েছে। পূর্ত দপ্তর ৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২ শত ৮৮ টাকার টেণ্ডার আহ্বান করেছে।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starrred Question No. 119

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীটির বাড়ী নির্মনের কাজ বর্তমান বৎসরে শুরু করা হবে কি না ;

২। উক্ত কাজের জন্য কোন টেণ্ডার (দরপত্র) আহ্বান করা হয়েছিলো কিনা এবং হলে কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থ বৎসরে শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

২। কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং কাজ করার প্রয়োজনীয় বরাত দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 123

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Science Technology & Environ ment Deptt, be pleased to state.

প্রশ্ন

১। শব্দ দূষণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

২। শব্দ দূষণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার কি কি আইন প্রয়োগ করে থাকেন ?

উত্তর

১। শব্দ দূষণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহন করেছেন :—

ক) শব্দ দূষণ সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে।

খ) উৎসব অনুষ্ঠানে কিছু নির্দিষ্ট বাজী,পটকা পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

গ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কীর্তন ইত্যাদিতে মাইক্রোফোন ব্যবহারের নীতি নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে।

ঘ) শব্দ দূষন রোধে "ত্রিপুরা নয়েজ বিল" নামক আইন প্রনয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিলটি এখন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।

২। শব্দ দূষন প্রতিরোধে বর্তমানে রাজ্য সরকার "Tripura Controt of the use and play of loudspeaker's Rule' 1957" প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক শব্দ দূষন নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে "The Noise Pollution (Regulation Control)Rules,2000" নামক একটি আইন প্রনয়ন করেছে। এটি এই রাজ্যেও প্রযোজ্য।

Admitted Un-Starred Question No. 131

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura & Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Social welfare & Social Education. Department be pleased to stated.

প্রশ্ন

১। সমাজ কল্যাণ খাতে ভাতা প্রাপ্তদের (সরকারী কর্মচারী বাদে) সংখ্যা কত।

২। ঐ সমস্ত ভাতা প্রাপ্তদের মধ্যে বৃদ্ধ বয়স্ক; বিধবা, কৃষক, জুমিয়া ও রিক্সা চালক ইত্যাদির সংখ্যা কত।

৩। ঐ ক্ষেত্রে ভাতার পরিমান বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সমাজ কল্যান খাতেভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা মোট ৩৯১০০ জন।

২। ঐ সমস্ত ভাতা প্রাপ্তদের মধ্যে বৃদ্ধ বয়স্ক, বিধবা, কৃষক জুমিয়া ও রিক্সা চালক ইত্যাদি সংখ্যা নিম্নরূপ :—

রাজ্য সরকার প্রদত্ত ভাতা প্রাপকের সংখ্যা			কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ভাতা প্রাপকের সংখ্যা
i) বার্ধক্য ভাতা	—	৮৯৮৯ জন।	i) জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা—১৫৬০০ জন।
ii) বার্ধক্য বিধবা ভাতা	—	৪০২৫ জন।	
iii) বার্ধক্য শ্রমিক ভাতা	—	৩৭৪০ জন।	
iv) বার্ধক্য জুমিয়া ভাতা	—	২২৯৯ জন।	
v) বার্ধক্য রিক্সা চালক ভাতা		১৪২ জন।	
vi) বিকলাঙ্গ ভাতা	—	৪৩০৭ জন।	
		২৩,৪০০ জন।	১৫৬০০ জন।

মোট :— ২৩৫০০ + ১৫৬০০ = ৩৯১০০ জন।

৬। রাজ্য সরকার ১-৪-২০০০ইং থেকে বার্ধক্য ভাতা ১০০ টাকা থেকে ১২৫টাকা বর্ধিত করেছেন। অতএব বর্তমান অর্থ বছরে ভাতার পরিমান বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই

Admitted Un-Starred Question No. 138

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে মোট উপতথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত (ব্লকভিত্তিক হিসাব) এবং

২) বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যের কতগুলি তথ্য কেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্র চালু অবস্থায় আছে এবং কতগুলি বন্ধ হয়ে আছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট উপতথ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২১টি ছিল। পুরানো ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক) মোহনপুর ব্লক — ২৭টি
খ) জিরানীয়া — ২০টি
গ) বিশালগড় — ৪৯টি
ঘ) জম্পুইজলা = ০৬টি
ঙ) খোয়াই — ২০টি

চ) তেলিয়ামুড়া — ২১টি
ছ) মেলাঘর — ২৫টি
জ) মাতাবাড়ী — ৪০টি
ঝ) বগাফা — ১৪টি
ঞ) রাজনগর — ১৯টি
ট) সাতচান্দ — ২৫টি
ঠ) অমরপুর — ১০টি
ড) গণ্ডাছড়া — ০৭টি
ঢ) পানিসাগর — ৩১টি
ণ) কাঞ্চনপুর — ১৫টি
ত) কুমারঘাট — ৩৬টি
থ) ছামনু — ২২টি
দ) সালেমা — ২৯টি

মোট—৪২১টি

২। ক) বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যের ৪০টি তথ্য কেন্দ্রই চালু অবস্থায় আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ব্লক ভিত্তিক তথ্য কেন্দ্রের হিসাব ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	তথ্য কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	সংখ্যা
১)	জিরানীয়া তথ্য কেন্দ্র	জিরানীয়া ব্লক	২টি
২)	চম্পকনগর তথ্য কেন্দ্র		
৩)	মোহনপুর তথ্য কেন্দ্র	মোহনপুর ব্লক	১টি
৪)	জম্পুইজলা তথ্য কেন্দ্রে	টাকারজলা ব্লক	১টি
৫)	বিশালগড় তথ্য কেন্দ্র	বিশালগড় ব্লক	২টি
৬)	গোলাঘাটি তথ্য কেন্দ্র		
৭)	মেলাঘর তথ্য কেন্দ্র	মেলাঘর ব্লক	১টি
৮)	বড়পাথরী তথ্য কেন্দ্র	রাজনগর ব্লক	১টি

৯)	জোলাইবাড়ী তথ্য কেন্দ্র		
১০)	শান্তিরবাজার তথ্য কেন্দ্র	বগাফা ব্লক	৩টি
১১)	বীরচন্দ্র মনু তথ্য কেন্দ্র		
১২)	মনু তথ্য কেন্দ্র	সাতচাঁদ ব্লক	১টি
১৩)	তেলিয়ামুড়া তথ্য কেন্দ্র	তেলিয়ামুড়া ব্লক	১টি
১৪)	কল্যাণপুর তথ্য কেন্দ্র	কল্যাণপুর ব্লক	১টি
১৫)	কুমারঘাট তথ্য কেন্দ্র	কুমারঘাট ব্লক	১টি
১৬)	আমবাসা তথ্য কেন্দ্র	আমবাসা ব্লক	১টি
১৭)	সালেমা তথ্য কেন্দ্র	সালেমা ব্লক	১টি
১৮)	গণ্ডাছড়া তথ্য কেন্দ্র	ডম্বুরনগর ব্লক	১টি
১৯)	জম্পুই হিল তথ্য কেন্দ্র	জম্পুই হিল সাব ব্লক	১টি
২০)	ছৈলেংটা তথ্য কেন্দ্র	মনু ব্লক	১টি
২১)	পানিসাগর তথ্য কেন্দ্র	পানিসাগর ব্লক	১টি
২২)	কদমতলা তথ্য কেন্দ্র	কদমতলা ব্লক	১টি
২৩)	জুট মিল তথ্য কেন্দ্র	ডুকলি ব্লক	১টি
২৪)	কাকড়াবন তথ্য কেন্দ্র	কাকড়াবন ব্লক	১টি
২৫)	অম্পিনগর তথ্য কেন্দ্র	অমরপুর ব্লক	২টি
২৬)	নুতন বাজার তথ্য কেন্দ্র		

মোট—২৭টি

বাকী ১৪টি তথ্য কেন্দ্রের হিসাব নিম্নে দেয়া গেলঃ—

১)	আগরতলা (স্টেট) রাজ্যিক তথ্য কেন্দ্র	
২)	বড়দোয়ালী তথ্য কেন্দ্র	আগরতলা পুর পরিষদ
৩)	প্রলেশ্বর তথ্য কেন্দ্র	
৪)	টি আর টি সি তথ্য কেন্দ্র	
৫)	সোনামুড়া তথ্য কেন্দ্র	সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া
৬)	বিলোনীয়া তথ্য কেন্দ্র	বিলোনীয়া এন এ এ
৭)	সাব্রুম তথ্য কেন্দ্র	সাব্রুম এন এ এ
৮)	অমরপুর তথ্য কেন্দ্র	অমরপুর এন এ এ
৯)	কাঞ্চনপুর তথ্য কেন্দ্র	কাঞ্চনপুর মহকুমা

১০) কমলপুর তথ্য কেন্দ্র	কমলপুর এন এএ
১১) কৈলাসহর তথ্য কেন্দ্র	কৈলাসহর এন এ এ
১২) ধর্মনগর তথ্য কেন্দ্র	ধর্মনগর এন এ এ
১৩) উদয়পুর তথ্য কেন্দ্র	উদয়পুর এন এ এ
১৪) খোয়াই তথ্য কেন্দ্র	খোয়াই এন এ এ

খ) রাজ্যের উপতথ্য কেন্দ্রগুলি বর্তমানে চালু নেই।

Admitted Un-Starred Question No. 141

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch Castes, O, B, Cs, & Minorities Welfare Deptt be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনে পার্লামেন্ট বিল পাশ হওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত এ, সি, এবং এস, টি ব্যাকলক থেকে রাজ্য সরকার এস, টি, এস সি কতজন বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন ;

(দপ্তর ভিত্তিক এবং এস টি, এস সি আলাদা হিসাব)

২। ২০০০-২০০১ ইং অর্থবৎসরে এস, টি, এস, সি ব্যাকলক থেকে কতজন এস টি, এস সি বেকারকে চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে ;

(এস সি, এস টি আলাদা আলাদা হিসাব) ?

১। তথ্য সংগ্রহাধীন

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No : 152

Name of the Member :— Shri Prakesh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. castes O, B. CS, & Minorities Welfare Deptt be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া রাজ্যের তপঃজাতির লোকেদের সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কি কি কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে এবং আগামী দিতে কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে,

২। তপঃজাতি লোকেদের পূর্নবাসন প্রকল্প রাজ্যে বর্তমানে চালু আছে কিনা;

৩। থাকলে পূর্ণবাসন প্রাপ্তদের পূর্ণবাসনে জন্য কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয় এবং গত পাঁচ

বছরে ব্লকভিত্তিক পুর্ণবাসন প্রাপ্তদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

১। রাজ্যের তপশিলী জাতির লোকেদের সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত প্রকল্প গুলি রূপায়িত করছে :—

ক) শিক্ষা সম্প্রসারণ বিষয়ক

১) ছাত্রাবাস বৃত্তি।

২) প্রাক-মাধ্যমিক ছাত্র বৃত্তি

৩) মাধ্যমিকোত্তর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিপুরক ভাতা।

৪) পোষাক ও যাতায়াত ভাতা প্রদান প্রকল্প।

৫) ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস মেরামত করার প্রকল্প।

৬) ড: বি, আর, আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার।

৭) প্রাক-মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত পরিবারের সন্তান সন্ততিদের জন্য পরিপূরক ভাতা।

৮) মৌলিক বিষয়ে (কোরসাবজেক্ট) বিশেষ শিক্ষা।

৯) বিভিন্ন আবাসিক স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রকল্প।

১০) তপশিলী জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে লোক শিল্প/সংস্কৃতি/প্রচার/উৎসব/প্রদশনী ইত্যাদি প্রকল্প।

১১) তপশিলী জাতি ছাত্রীনিবাসের জন্য তত্বাবধায়ক ও চৌকিদারের জন্য কোয়াটার ও বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মান প্রকল্প।

১২) তপশিলী জাতি ছাত্র ও ছাত্রী নিবাসে আসবাব ও বাসন পত্র সরবরাহ প্রকল্প।

১৩) অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত পরিবারের সন্তান সন্ততিদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি। (১ম হইতে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত)।

১৪) বুক ব্যাংক প্রকল্প।

১৫) চাকুরী প্রার্থীদের জন্য প্রাক্‌নিয়োগে প্রশিক্ষণ-ষ্টেনোগ্রাফীও টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

১৬] তপশিলী জাতি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মান প্রকল্প।

১৭] তপশিলী জাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মান প্রকল্প।

১৮] মাধ্যমিকোত্তর ছাত্রবৃত্তি (কেন্দ্রীয় প্রকল্প)

১৯] মেধা উন্নয়ন প্রকল্প।

খ] অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প।

২০] ভূমিহীন তপ: জাতি পূর্ণবাসন প্রকল্প।

২১] হরিজন ও তপঃজাতি পরিবারের জন্য ভূমি উন্নয়ন/ক্রয় প্রকল্প এবং হরিজনদের জন্য গৃহনির্মান প্রকল্প।

২২] বেসরকারী সংস্থাকে অনুদান প্রকল্প।

২৩] নিউক্লিয়াস বাজেট প্রকল্প।

১। হ্যাঁ। আছে।

৩। প্রাথমিক ভাবে পূর্ণবাসনের উপযুক্ত পরিবারদের স্ব-স্ব-পঞ্চায়েত নির্বাচিত করে তারপর পঞ্চায়েতে নির্বাচিতদের তালিকা পঞ্চায়েত সমিতিতে যায় এবং পঞ্চায়েত সমিতি ঐ তালিকা বাছাই করে উপযুক্ত পরিবারগুলির নামের তালিকা স্ব-স্ব-মহকুমা শাসক অফিসে প্রেরন করেন এবং মহকুমা শাসকগণ জমি বিষয়াদি তদন্ত করে উপযুক্ত পরিবারগুলি নির্ধারন করেন।

দপ্তর পূর্ণবাসন প্রাপ্তদের মঞ্জুরী ব্লক ভিত্তিক না করে মহকুমা ভিত্তিক করে থাকে। কারন পূর্ণবাসন প্রকল্পটি মহকুমাশাসকগণ রূপায়িত করে থাকেন।

বিগত ৭ বছরের পূর্ণবাসন প্রাপকদের নামের তালিকা সংগ্রহাধীন আছে। পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত তালিকা পেশ করা হবে।